

নিগমকল্পতরু ও বেদান্তসূত্রতত্ত্ব এবং ভক্তিশাস্ত্রাদি সম্বন্ধ

লীলা ও নিত্যভাবে—

শ্রীজয়দেব পদ্যাবতী

উপাখ্যান ।



কোহহং, কথমিদং জাতং, কো বৈ কর্তাস্মি বিত্ততে ।

উপাদানং কিমন্তীহ, বিচারঃ সোহংমীদৃশঃ ॥

ব্রহ্মের স্বরূপ, বিশ্বতত্ত্ব নিরূপণ ।
সাধাক্ষয়-রস-তত্ত্ব বস্তুর সাধন ॥
ব্রহ্মতত্ত্ব, ক্রিয়াতত্ত্ব, জ্ঞান ।
ভক্তিতত্ত্ব, উপদেশাখ্যান ॥
প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ সাধুর লক্ষণ ।
সর্ব সাধকের সাধ্য সাধন তজন ॥

বিবেক বিজ্ঞান স্থিতি ধৃতি আব্রবশ ।
বিধিভক্তি রাগভক্তি ভাব-প্রেম-রস ॥
শাস্ত্রসিদ্ধি যথি ইন্দু-সুধাবিন্দু সার ।
পিপাসী চকোর লাগি করিছে উদ্ধার ॥
এই রসামৃত পান করিবে যে জন ।
জীবন ধতিবে তার বুড়াবে জীবন ॥

প্রেমভক্তিকল্পরূপ মূলগ্রন্থানুসারে—

কবিরাজ শ্রীঅধরচাঁদ চক্রবর্তী কর্তৃক

অমৃতবর্ষিণী পত্নীছন্দে বিরচিত ।

শ্রীযুক্ত কানীনাথ দেব গোস্বামী দ্বারা প্রকাশিত ।

আমাদিগের অনতিমতে কেহ ইহা অভিনয় করিতে বা ছাপাইতে
কিছা উদ্ধৃত করিতে পারিবে না ।

কলিকাতা,—চিৎপুর বাজারের পূর্বভাগে (লক্ষ্ণ গেট রোড)

৩১ নং কবিরাজবাটী, পোষ্ট অফিস কানীপুর ।

দ্বিতীয় ঠিকানা,—৭১১ নং বাগবাজার স্ট্রীট, জ্যোতির্শ্রয় নিকেতনে

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ কবিরঞ্জনর নিকট প্রাপ্তব্য ।

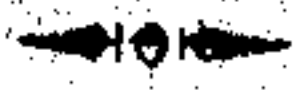
(সন ১৩২১ সাল ।)

বালক বালিকা বৃদ্ধ যুগল যুবতী । দিব্যজ্ঞান পাবে সবে হবে শুদ্ধমতি ॥

“ভক্তিতেই প্রেম করিয়া পঠন । দয়া করি যুগল এখা করিবে প্রেরণ ॥”

*Printed by A. R. Bhattacharjea, at the Harmonial Press
No 30 Fukeer Chand Chakerbatty's Lane;— Calcutta.*

সূচীপত্র ।



	পত্রাঙ্ক ।	বিষয়	পত্রাঙ্ক ।
প্রথম সোপান ।		পঞ্চম সোপান ।	
১	১	দয়ানিধির আগমন ও জয়দেবের	
৩	৩	দীক্ষা এবং শিক্ষা বিবরণ	৪১
৮	৮	সকলের প্রতি দয়ানিধির উপদেশ	৪৩
১০	১০	জয়দেবের বনে গমন ও সাধ্য সাধন	৪৪
		জয়দেবের যোগাচরণ ও বিতীষিকা	
		দর্শন	৪৫
		জয়দেবের লিকাবস্থা বিবরণ	৪৬
দ্বিতীয় সোপান ।		ষষ্ঠ সোপান ।	
১২	১২	রাজা ঘনশ্যাম রায়ের বিবরণ	৪৮
১৩	১৩	ঘনশ্যাম রায়ের প্রতি জগন্নাথের	
১৪	১৪	ভয় প্রদর্শন	৪৯
১৬	১৬	জগন্নাথে পদ্মাবতী অর্পণ	৫১
১৭	১৭	জয়দেবের প্রতি জগন্নাথের আদেশ ও	
১৮	১৮	পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ	৫২
১৯	১৯	জয়দেবের নিকটে ভক্তগণের আগমন	
		ও রাজশিক্ষা এবং শ্রীবিগ্রহ	
		প্রাপ্তি	৫৩
		বিগ্রহ স্থাপনার্থ উৎসবের আয়োজন	৫৫
		ঋষিগণের আগমন	৫৬
		পদ্মাবতী ও গদাধরের দীক্ষা গ্রহণ	৫৭
		শ্রীশঙ্কর ও রামচন্দ্রের প্রমোত্তর এবং	
		শব্দব্যোম বর্ণন	৫৮
তৃতীয় সোপান ।		সপ্তম সোপান ।	
২৫	২৫	শ্রীমুক্তি স্থাপন ও শ্রীহরিসঙ্কীর্তন	৫৯
২৬	২৬	প্রতি পল্লীতে শ্রীহরিকীর্তন	৬১
২৭	২৭	সন্ন্যাসীগণের হরিসঙ্কীর্তন ও শ্রীহরির	
২৮	২৮	আবির্ভাব	৬২
৩১	৩১	মাতা পিতার শ্রীবৈকুণ্ঠ গমন	৬৩
৩২	৩২		
৩৩	৩৩		
চতুর্থ সোপান ।			
৩৪	৩৪		
৩৬	৩৬		
৩৮	৩৮		
৩৯	৩৯		

অষ্টম সোপান ।		সম্যাসীগণের আগমন ও খেচরান	
রাসরসবর্ণন ও বেড়াবন্ধন	৬৬	বিবরণ	৯৩
জয়দেবের বর্ধমান গমন	৬৮	সম্যাসীগণের বক্রেশ্বরে গমন ও	
ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য ও হরিকথা প্রমোত্তর	৬৯	দর্শনাঙ্কে পুনরাগমন	৯৫
জীবতত্ত্ব বর্ণন	৭০	জয়দেবাদির নীলাচলে গমন	৯৫
সম্যাসীদ্বয়ের আগমন	৭০	মেদিনীপুরে আনন্দোৎসব	৯৬
শ্রীশঙ্কর ও জয়দেবের প্রমোত্তর	৭০	গোপীনাথ, ভুবনেশ্বর, ও সাক্ষীগোপা-	
মিথ্যা ও সত্য বর্ণন	৭১	লাদি দর্শনানন্তর শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ	৯৬
শ্রীহরির আরাধনা	৭২	জয়দেবাদির জগন্নাথ দর্শন	৯৭
পদ্মাবতীর প্রতি রাজরাণীর পরীক্ষা	৭৩	জয়দেব কর্তৃক জগন্নাথের স্তব	৯৭
জয়দেবের নিজালয়ে আগমন ও		জয়দেবের প্রতি জগন্নাথের ছলনা	৯৮
বনমাঝে দক্ষ্যগণের বিবরণ	৭৪	জয়দেবের প্রতি জগন্নাথের	
শ্রীরাধামাধবের মন্দির নির্মাণ	৭৫	স্বপ্নাদেশ	৯৯
নবম সোপান ।		দ্বাদশ সোপান ।	
শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ লিখন	৭৬	শ্রীজগন্নাথের নিকটে জয়দেবের	
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গ্রন্থের পদপূরণ	৭৭	গ্রন্থ পঠন	১০০
জয়দেবের প্রতি গঙ্গাদেবীর স্বপ্নাদেশ		শ্রীজগন্নাথের নিকটে গ্রন্থস্বয়ং	
ও অজয়নদীতে আগমন	৭৯	পরীক্ষা	১০১
গঙ্গার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণন এবং		রাজা ক্ষেত্রপতির শিক্ষা	১০২
জ্ঞানাদির নিয়ম নিরূপণ	৮০	জ্ঞানযাত্রা ও রথযাত্রা দর্শন	১০৪
দশম সোপান ।		গণেশভক্ত প্রিয়স্বদ	১০৪
পদ্মাবতী-শিক্ষা ও সৃষ্টিতত্ত্ব এবং		ক্ষেত্রবাসী অকিঞ্চন ভক্ত	১০৫
জীবচক্র বর্ণন	৮৩	মালাকার কণ্ঠার বিবরণ	১০৫
সাধু ও অসাধুর লক্ষণ	৮৪	মোগলভক্তের বিবরণ	১০৬
নিত্যতত্ত্ব বিবরণ	৮৫	সৎসঙ্গ মহিমা বর্ণন	১০৬
মধু কৈটভের রত্নাস্ত্র বর্ণন	৮৫	দক্ষিণতীর্থে গমনের মন্ত্রণা	১০৭
গুরুবস্তু তত্ত্ব নিরূপণ	৮৭	ত্রয়োদশ সোপান ।	
সাধনতত্ত্ব কথন	৮৮	সাধুদিগের দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণে গমন	১০৮
হরিকথার নানাবিধ প্রথম কথন	৮৯	সর্বতীর্থ দর্শনাঙ্কে পঞ্চবটী বনে	
একাদশ সোপান ।		আগমন	১০৯
নীলাচল গমনোপলক্ষে ভক্তগণের		শ্রবণ চরিত্র বর্ণন	১১০
মিলন	৯০	শ্রীরাঘচন্দ্রের পঞ্চবটী বনে আগমন	
		বিবরণ	১১১

চতুর্দশ সোপান ।		বেদান্ততত্ত্ব বিচার		১৩৮
শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথল		পঞ্চবিধ উপাসনা তত্ত্ব বিবরণ		১৩৯
সঙ্গীর্জন		কৈলাসধাম বর্ণন		১৩৯
আলালনাথ দর্শনে গমন		শ্রীমাতত্ত্ব বর্ণনা		১৪০
খাণ্ডবীর ভক্তগণের নৃত্য		রাজা লক্ষ্মণসেনের বৈরাগ্য বিবরণ		১৪২
জয়দেবের স্বদেশাভিমুখে আগমন		সপ্তদশ সোপান ।		
ভাগ্যধরের পুনর্জীবন প্রাপ্তি বিবরণ		রামনারায়ণ-শিক্ষা ও নিগমতত্ত্ব		
ভাগ্যধরের ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা		ব্যাখ্যা		১৪৩
অন্ধ দরিদ্রের প্রতি জয়দেবের করুণা		জ্ঞানতত্ত্ব বিচার		১৪৪
পদ্মাবতীর পিত্রালয়ে গমন		ব্রহ্মযজ্ঞ বিবরণ		১৪৫
জয়দেব কর্তৃক ঋতুরাদিকে দিব্যজ্ঞান		কুরুনরায়ণ তীর্থ বিবরণ		১৪৭
প্রদান		ভক্তির স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন		১৪৯
গণ সহ জয়দেবের বর্জ্যমানে আগমন		অষ্টাদশ সোপান ।		
পঞ্চদশ সোপান ।		জয়দেবের যোগৈশ্বর্য্য বিলাস বর্ণন		১৫২
মহারাজ কীর্তিচন্দ্র-শিক্ষা, সৃষ্টিলীলা		সুদাম বিপ্রের সহিত হরিকথা ও		
বর্ণন		হরিদাসের বিবাহ		১৫৩
বিষ্ণু তত্ত্ব প্রমোত্তর		নাস্তিকদিগের আগমন		১৫৭
আত্ম বিস্মরণ বিবরণ		নাস্তিকগণের ঐশ্বর্য্য দর্শন		১৫৮
অব্যক্তের ব্যক্তমুক্তি ও অবয়ের		নাস্তিকগণের তত্ত্বশিক্ষা		১৫৯
বৈত বর্ণন		একাদশী তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য কথন		১৬০
ঈশ্বরতত্ত্ব বর্ণন		সন্ন্যাসীগণের সহিত নাস্তিকতত্ত্ব-		
জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ বর্ণন		দিগের কলহ		১৬২
ঈশ্বর পরীক্ষা ও ভণ্ডমুনির বিবরণ		উনবিংশতি সোপান ।		
রাজা ও রাণীর প্রতি সাধনক্রিয়া ও		সাধুগণের আগমন ও যজ্ঞেশ্বরের		
বিধিতত্ত্ব উপদেশ		আরাধনা		১৬৪
জয়দেবের নিজালয়ে গমন		দোললীলা বর্ণন		১৬৬
ষোড়শ সোপান ।		শ্রীকৃষ্ণাবন গমনের বিবরণ		১৬৭
রাজা লক্ষ্মণসেনের বিপদ বিবরণ		গণ সহ জয়দেবের বিষ্ণু পূর্বে গমন ও		
রাজার স্মরণ প্রভাবে জয়দেবের আগ-		রাজার সহিত হরিকথা		১৬৯
মন ও শক্রগণের পলায়ন		বৈষ্ণবদর্শনানন্তর সন্ন্যাসীক্রেত্রে গমন		১৭৩
বদেধরের প্রতি জয়দেবের		শ্রীচরণাষ্টকস্তোত্র		১৭৪
তত্ত্বোপদেশ		ভাব-ভক্তির প্রভাব বর্ণন		১৭৫
জয়দেবের নিজালয়ে আগমন		গণ সহ জয়দেবের কালীধামে গমন		১৭৬
কুষ্ঠরোগীর বিবরণ		দয়ানিধি প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণের		
সন্ন্যাসী-শিক্ষা বিবরণ		শ্রীকৃষ্ণাবন মাজা বিবরণ		১৭৭
পদ্মাবতীর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ				

বিংশতি সোপান ।

জয়দেবাদি সম্যাসীগণের জীবদ্দাবনে স্থিতি	১৭৩
জয়পুরাধিপতির সহিত জয়দেবের মিলন	১৭৩
জীবদ্দাবন পরিকল্পনার্থে গমন	১৭৪
জয়দেবের ভাবাবেশ বর্ণন	১৭৫
জয়দেবের প্রতি পদ্মাবতীর আক্ষেপোক্তি	১৭৬
যুগল মিলন প্রেমসঙ্কীর্ণন	১৭৭
ক্রীড়েতন্ম অবতারের বীজ রোপণ	১৭৮

একবিংশতি সোপান ।

গদাধরাদির দেশাগমনের মন্ত্রণা	১৮০
গদাধরাদির স্বদেশাভিমুখে আগমন ও বনমাঝে পঞ্চ রাক্ষসের বিবরণ	১৮১
রাক্ষসগণের মূর্তি ও অভিষাপ	১৮২
বিবরণ	১৮২
গদাধরাদির নিজালয়ে আগমন	১৮৩
ক্রীড়িগ্রহ প্রতিষ্ঠা বিবরণ	১৮৪
যুগরাসী ভক্তগণের জীবদ্দাবনে গমন	১৮৫

দ্বাবিংশতি সোপান ।

বিভূতি দর্শনার্থে তিন জনের গমন	১৮৬
ব্যাসদেবের সহিত হরিকথা ও নারদ কর্তৃক হরিগুণ গান	১৮৬
জয়দেবের পাতালপুরে গমন	১৮৮
ক্রীড়ীপদ্মনাভের স্তব	১৮৮
জয়দেবের কেন্দুলীনগরে আগমন	১৮৯
হরিদাসের প্রতি উপদেশ	১৮৯
জয়দেবের লঙ্কাপুরে গমন	১৯০
অলঙ্কাপুরী দর্শনানন্তর কৈলাসপুরে গমন	১৯১
অমরাবতীতে গমন	১৯২
জয়দেবের মায়াপুরে আগমন	১৯২

জয়দেবের রাজ্যভবনে অবস্থিতি ও

বিজ্ঞাধরীর প্রস্থ পূরণ	১৯৩
মন্ত্রীশিক্ষা ও রাজশিক্ষা	১৯৪
জীবদ্দাবনলীলারমতত্ত্ব বর্ণন	১৯৫
ভ্রাগ্যধরের বৈরাগ্য বিবরণ	১৯৭
মায়াপুরে জয়দেবাদির অনুরূপ মূর্তি স্থাপন	১৯৮

ত্রয়োবিংশতি সোপান ।

বিভূতি দর্শনানন্তর পুনরাগমন	১৯৯
ভক্ত মহাজনের শিক্ষা বিবরণ	২০০
পুরাণ পাঠের বিবরণ	২০১
রাজাগণের আগমন	২০১
প্রেমের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন	২০২
তথ্যহি পদং	২০৩

চতুর্বিংশতি সোপান ।

ক্রীহরিনামতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও রাজাগণের স্বদেশে গমন	২০৫
জ্ঞানসিদ্ধ কর্তৃক উপদেশ কথন	২০৬
বিজ্ঞানতত্ত্ব ও আশ্চর্য্যতত্ত্ব বর্ণন	২০৮
সম্যাসী ও ভক্তগণের লীলা সম্বরণ	২১০
এবং সমাধিতত্ত্ব বর্ণন	২১০
ঋষিগণের নিত্যধাম হইতে আগমন	২১২
ঋষিগণের পুনর্গমন	২১৪
জয়দেব পদ্মাবতীর লীলা সম্বরণ	২১৫

পঞ্চবিংশতি সোপান ।

জয়দেবের বিরহে ভক্তগণের বিলাপ	২১৬
জয়পুরাধিপতির বন্দাবনে আগমন ও তাঁহার বিলাপ	২১৬
গদাধরাদির প্রতি জয়দেবের স্বপ্নাদেশ	২১৭
সর্বলোকের জয়দেব দর্শন	২১৯
ক্রীজয়দেব পদ্মাবতীর মাহাত্ম্য বর্ণন	২২০
গ্রন্থমাহাত্ম্য বর্ণন	২২১

শ্রী শ্রীরাধামাধবো জয়তি ।

লীলা ও নিত্যভাবে

শ্রীজয়দেব পদ্যাবতী

উপাখ্যান ।

প্রথম সোপান ।

হিরণ্য-পুরুষং রুক্মবর্ণং, প্রভুং মহান্তং ভগবন্তুমাশং ।
স্থানন্দলীলা রসভোগতৃষ্ণং, চৈতন্যরূপং গুরুমাশ্রয়েম ॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌশেয়বস্ত্রং ।

গোলোকেশং সজলজলদশ্যামলং শ্বেতবস্ত্রং ॥

পূর্ণব্রহ্মশ্রুতিভিরুদিতং নন্দসুহৃৎ পরেশং ।

রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনো মে ।

বর্হাঙ্গীড়াভিরামং যুগমদতিলকং কুণ্ডলাক্ৰান্তগণ্ডং ।

কঙ্কাখ্যং কঙ্ককণ্ঠং স্নিতসুভগমুখং স্বাধরে শ্যন্তবেণুং ॥

শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্য ।

বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃত্তং ব্রহ্মগোপালবেশং ॥

নৈককর্মপ্যচ্যুতভাব বর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং ।

কুতঃ পুনঃ শঙ্কদভদ্রমীশ্বরে ন চার্চিতং কর্ম যদপ্যকারণং ॥

তপস্বীনঃ দানপরা যশস্বীনঃ, মনস্বীনঃ মন্ত্রবিদসুমঙ্গলা ।

ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রপ্রবনে নমোনয়ঃ ॥

ভাপন্তি তর্পৈঃ প্রবন্তি পর্বতাঃ, রটন্তি তীর্থং পঠন্তি চংমগাঃ ।

যযন্তি যোগৈর্বিবদন্তি বেদৈঃ, হরিং বিনা নৈব যুতিং তরন্তিঃ ॥

স্ববর্ণাশ্রমধর্মোণ তপসা হরিতোষণাং ।

সাধনঞ্চ ভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ং ॥

গ্রন্থ সূচনা ।

জয়দেব কৃষ্ণভক্ত সাধুচুড়ামণি ।
 শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমরসভক্তিখনি ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ নামে গ্রন্থ বিরচিল ।
 জয়দেব বেশে হরি তাহাতে লিখিল ॥
 ভক্ত্যাবেশ অবতার শাস্ত্রের প্রমাণে ।
 জ্ঞান বিজ্ঞানেতে পূর্ণ ধনী কৃষ্ণধনে ॥
 গ্রন্থের পরীক্ষা যবে হৈল নীলাচলে ।
 জগন্নাথ তাহা তুলি নিলা বক্ষঃস্থলে ॥
 দেবদাসীগণে গান করে সন্ধ্যাকালে ।
 শুনিতে আইসে তথা দেবতা সকলে ॥
 অপূৰ্ব বর্ণন গ্রন্থ করিসায়ণ ।
 সগণে শ্রীজগন্নাথ করেন শ্রবণ ॥
 যেই জন নিত্য করে শ্রবণ কীর্তন ।
 কামাদি যড়বর্গ রোগ হয় নিবারণ ॥
 জয়দেব রসিক ভকত সদাশয় ।
 বশীভূত শ্রীরাধামাধব দয়াময় ॥
 সহিষ্ণুতাওণে সদা ধরণী সমান ।
 সাধুগণ মধ্যে এক সাধক প্রধান ॥
 সর্বভক্ত সুবিদিত ভক্তিশক্তিমান ।
 কৃষ্ণলীলামৃতরস সদা করে পান ॥
 চৈতন্যাবতার বীজ করিলা রোপণ ।
 তত্ত্বজ্ঞান দিয়া জীবৈ কৈল সংশোধন ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ ।
 যোগিবলে সবারে করিল আকর্ষণ ॥
 যোগী ঋষি তপস্বী সম্যামী অগণন ।
 সবারে লয়ে কৈল শ্রীহরিকীর্তন ॥
 ঋদ্ধি নিকি ভুক্তি মুক্তি শক্তি না লইল ।
 মুগলকিশোরপ্রেম আশ্বাদ করিল ॥
 অক্রেমে নয়ন দিয়া দারিদ্র্য নাশিল ।
 মৃত দ্বিজে পুনর্ব্বার জীবিত করিল ॥
 কেন্দুগৌনমায়ে ঝড় বৃষ্টি নিবারিল ।
 কর্মজ্ঞান নাশি জীবৈ দিব্যজ্ঞান দিল ॥
 তাহার চরিত্র কিছু করিব বর্ণন ।
 যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন ॥

দান কর্ম জপ ধর্ম তপঃ আচরণ ।
 সর্বযজ্ঞ ফল পায় করিলে শ্রবণ ॥
 ভক্তের চরিত্র শুনে হয়ে এক মন ।
 তার প্রতি প্রসন্ন হয়েন নারায়ণ ॥
 সাধ্য নাহি সে মহিমা করিতে বর্ণন ।
 আপনা শোধিতে কিছু করিব কীর্তন ॥
 মতভেদে এই কথা অনেক প্রকার ।
 সাধুগণে যাহা কহে সেই তত্ত্ব সার ॥
 আদি অন্ত তাঁর তত্ত্ব সব নাহি জানি ।
 কোনরূপে তাঁর লীলা যশঃ সে বাখানি ॥
 পক্ষীগণে যেন অন্তরীক্ষে উড়ি যায় ।
 কতদূরে গীমা তার অন্ত নাহি পায় ॥
 বুদ্ধির গোচর নহে ইহা সত্য মানি ।
 অন্তরাত্মা যাহা বলে লিখি সেই বাণী ॥
 কীটের লালায় হয় কোণেশয় বসন ।
 কীট নাহি জানে হয় কেমনে সৃজন ॥
 পান্থপাদপেতে হয় জল নিঃসরণ ।
 পাদপ না জানে কিছু তার বিবরণ ॥
 বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা না হয় বর্ণন ।
 স্পর্শমাত্র করিলাম তার এক কণ ॥
 শাস্ত্রখনি হৈতে মণি করিয়া চয়ন ।
 ভক্তিমূত্রে গাঁথিয়া করেছি সুশোভন ॥
 যে জন ধরিবে কণ্ঠে এই মণিহার ।
 হৃদের আঁধার তার হইবে সংহার ॥
 সাধুগণে যদি করে ইহা ব্যবহার ।
 কৃতার্থ হইব আমি শোভা হেরি তার ॥
 রচনার ভাল মন্দ না করি বিচার ।
 গুণগ্রাহী গুণে গুণ লইবে ইহার ॥
 জম্বুদীপে নিত্যলীলা প্রচার কারণ ।
 ভারতে রসিক নব কৈল আগমন ॥
 সে সকল কথা পরে করিব বর্ণন ।
 এবৈ তাহা কহি যাহা মূল প্রয়োজন ॥
 সংস্কৃতে সনাতন গ্রন্থ বিরচিল ।
 প্রেমভক্তি-কল্পবৃক্ষ তার নাম দিল ॥
 কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত করাইতে পান ।
 তাহাতে বর্ণিল জয়দেব উপাখ্যান ॥

ঐশ্বর্য মাধুর্য পূর্ণ রসের ভাণ্ডার ।
পদ্যছন্দে লিখি তাহা করি নু প্রচার ॥
ঐশ্বর্যরসের পাত্র বিধে অগণন ।
সকলে হইবে সুখী করিয়া পঠন ॥
বিশুদ্ধ মাধুর্যরস গোপনে থাকিবে ।
পাত্র যারা আছে তারা বাছিয়া লইবে ॥
শুদ্ধ মনে করে যদি শ্রবণ পঠন ।
নিত্য নব নব ভাব হবে উদ্দীপন ॥
গ্রন্থের সূচনা সূত্র করি নু বর্ণন ।
এবে কহি গুরু শিষ্যে কথোপকথন ॥

গুরু শিষ্য সংবাদ ।

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ,
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং ।
জ্ঞানং নরাণামধিকং বিশেষো,
জ্ঞানেহপিহীনা পশুভিঃসমানা ॥

গুরু শিষ্য দোহাকার গোবর্জনে বাস ।
কবি কর্ণপূর আর দ্বিজ কৃষ্ণদাস ॥
গুরু কহে শিষ্য তুমি শুন দিয়া মন ।
কে তুমি তোমার কিছু আছে কি স্মরণ ।
সুখময় হয়ে কেন নাহি সুখলেশ ।
জন্মাবধি ভোগিতেছ দুর্দশা অশেষ ॥
নিষ্ঠুর স্বরূপ ত্যজি সগুণ হয়েছ ।
অবস্থার অন্তর্গত হইয়া রয়েছ ॥
অরূপ স্বরূপ তুমি ধরিয়া আকার ।
দেহবলে করিতেছ কত অহঙ্কার ॥
অপ্রাকৃত শক্তি আর নাহি বিদ্যমান ।
ভূতশক্তি পাইয়া হয়েছ শক্তিমান ॥
সুখ দুঃখ বিবর্তিত নিত্যানন্দময় ।
তার বিনিময়ে এবে সদা মনে ভয় ॥
সর্ব বস্তু তোমা হৈতে হয়েছে প্রকাশ ।
একগেতে ভক্ত্যভাবে ধনাঢ্যের দাস ॥
কি কার্য্য করিতে তুমি কোথা হৈতে এলে
সংসার মায়াবল ফল দেখিয়া ভুলিলে ॥

কোথায় উৎপত্তি কোথা বসতি তোমার ।
কি উদ্দেশে এ বিদেশে কৈলে আগ্রাসার ॥
রোগ শোক পরিতাপে হইয়া বিকল ।
অবিরত ভোগ যত কৃতকর্মফল ॥
বাল্যকালাবধি কত কুকর্ম করিলে ।
সেই অপরাধফলে বিপাকে পড়িলে ॥
ভূতে পশুভি বর্ষরা, নিজবুদ্ধিদোষ ।
আপনি হইয়া দোষী অন্যে কর রোষ ॥
দুঃখভার অনিবার করিছ বহন ।
তথাপি ছাড়িতে ইহা নাহি হয় মন ॥
জাতিগত হয়ে সুখে আছ জাতি মনে ।
প্রকৃত কি জাতি তুমি তাহা আছে মনে ?
কর্ম্ম হয়ে নানা কর্ম্ম কর অনুক্ষণ ।
বল শুনি কোন কর্ম্মে নিজ প্রয়োজন ॥
স্বপদ ভুলিয়া হৈলো স্বাপদ সমান ।
চিন্তানলে সদা জ্বলে দেহ মন প্রাণ ॥
দেহী হয়ে দেহ লয়ে মহানন্দে আছ ।
আমি অতি ভক্তলোক মনে ভাবিয়াছ ॥
মাজিয়া ঘষিয়া দেহ নির্মল করিয়া ।
ভিতরেতে কোন্ বস্তু রেখেছ পুরিয়া ॥
হইয়া মায়াব দাস ভুলি প্রলোভনে ।
পালিত শুনীর সম ভ্রম তার মনে ॥
কত শত পদাঘাত সহিতেছ তার ।
মনে ভাবিয়াছ মোর গতি নাহি আর ॥
অভিমান সুরাপান করিতেছ সদা ।
মদে মত্ত হয়ে কর প্রলাপ সর্বদা ॥
শব্দব্রজে নাটাইয়া বানরের মত ।
অর্থ আশে অন্য জনে ভুলাইছ কত ॥
আপনাকে বদ্ধ করি দাসদম্পত্যে ।
হৈলো চুলে চল পথে আনন্দ হিলোলে ॥
ভোজন লাগিয়া ভ্রম ত্যজিয়া ভজন ।
নিকটে আসিছে ক্রমে সুরস্তু শমন ॥
উপরোধ না মানিবে কথানা শুনিবে ।
কর্ম্মময় সূক্ষ্মপাশে বন্ধন করিবে ॥
মুক্তা কপর্দক দিলে ছাড়িয়া না দিবে ।
অগত্যা এ দেহ ছাড়ি যাইতে হইবে ॥

এথা কার ধন জন এথায় রহিবে ।
 কা কন্তু পরিবেদনা সঙ্গে না যাইবে ॥
 নিজকৃত্য গৃহ বিত্ত আত্মীয় স্বজন ।
 কালের সহিত সব করিছে গমন ॥
 কে তোমার কান্তা কেবা নন্দন তোমার ।
 বিচিত্র সংসার গতি বোঝা অতি ভার ॥
 কে পাঠালে কেন এলে কে আছে তোমার ।
 পুনঃ পুনঃ ইহা কেন না কর বিচার ॥
 যুগে যুগে কত জন্ম করেছে গ্রহণ ।
 মোহবশে তাহা তব না হয় স্মরণ ॥
 পূর্বাপর দশ দশা জন্ম মৃত্যু জরা ।
 তার অন্তর্গত তুমি জীবিতেই মরা ॥
 দিনান্তেও এক বার নাহি ভাব মনে ।
 ভবধান ছাড়িতে হইবে কোন ক্ষণে ॥
 পূর্ব পিতামহ তব আত্মীয় স্বজন ।
 সংসার ফেলিয়া কোথা করেছে গমন ॥
 এক দণ্ড যাদের না ছিল অবসর ।
 কার্য্য ত্যজি কোথা গেল সেই সব নর ॥
 ষাল্যক্রীড়া করিয়াছ যাহাদের সনে ।
 কতজন আছে তার ভাব মনে মনে ॥
 যৌবনে যাদের সহ করেছে বিহার ।
 কত আছে কত গেছে করহ বিচার ॥
 তব পরিচিত কত হাজার হাজার ।
 কোথা গেল উদ্দেশ্য কি জান সে সবার ॥
 বর্তমানে যারা আছে কেহই না রবে ।
 কোনো কালে আর কতু দেখা নাহি হবে ॥
 চারিযুগে কত শত রাজচক্রবর্তী ।
 বীরদর্পে যারা হয়েছিল ক্ষিতিপতি ॥
 মোহবশে ভেবেছিল জগৎ আমার ।
 রাজ্য ফেলে গেছে চলে হয়ে ছারখার ॥
 প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যায় যমালয় ।
 যারা থাকে তারা ভাবে এ দেহ অক্ষয় ॥
 পরস্পরে জিজ্ঞাসিয়া ভাল আছি বলে ।
 ইহা সম কি আশ্চর্য্য আছে ভ্রমণে ॥
 দামিনী সমান সদা জীবন চঞ্চল ।
 পদপত্রধারি সম করে টলমল ॥

ইহা বিচারিয়া ত্যজ জীবিতাহঙ্কার ।
 আর না সন্তবে আমি আমার আমার ॥
 বিশ্বাস করেছে নাসিকার শ্বাসবায়ু ।
 নিশ্চয় ভেবেছ মনে মোর দীর্ঘ আয়ু ॥
 প্রাণ হৈতে জড়বায়ু হয় সঞ্চালন ।
 সমীরণ সঞ্জীবন আর প্রভঞ্জন ॥
 বায়ু বিনা ত্রিজগতে নাহি কিছু আর ।
 বায়ুই সবার আয়ু নিরাকারাকার ॥
 বায়ুর দ্বারায় সর্ব জীব্য উৎপাদন ।
 বায়ুর প্রভাবে সর্ব দেহের গঠন ॥
 প্রাণাণান সমান উদান ব্যানাসয় ।
 নাগ কুর্গ কুকর দেবদত্ত ধনজয় ॥
 দশবিধ হয়ে দেহে সর্ব কৰ্ম্ম করে ।
 ভূমিশায়ি হয় দেহ যদি বায়ু সরে ॥
 অন্তরে বাহিরে আর প্রতি লোমকুপে ।
 সমভাবে সর্বত্রোতে আছে সর্বরূপে ॥
 ধারণ চালন সঙ্কোচন প্রসারণ ।
 ক্ষেপণ কর্ষণ আদি ইন্দ্রিয়সাধন ॥
 সর্বতত্ত্ব সহ মন হয় নিদ্রাগত ।
 তার অগোচরে কার্য্য করে অবিরত ॥
 রসনা যন্ত্রেতে করে বাক্য নিঃসরণ ।
 উন্মেষ নিমেষ রূপে নয়ন রক্ষণ ॥
 নাসিকায় শ্বাস আর গন্ধাদি গ্রহণ ।
 কর্ণদ্বয়ে শব্দ লয়ে করায় শ্রবণ ॥
 মুখেতে চর্কণ আর কণ্ঠেতে গ্রহণ ।
 ক্ষুধায় জঠরানলে আহুতি অর্পণ ॥
 পরিপাক করি রস শিরাতে চালন ।
 অবশেষ ত্যজ্যবস্ত্র বাহিরে ক্ষেপণ ॥
 অন্তরে বা তকে কিছু হইলে স্পর্শন ।
 বিদ্যুৎ গতিতে করে মনেরে জ্ঞাপন ॥
 প্রাণের মমতা সদা দেহের উপর ।
 দেহের কার্য্যেতে রত নাহি অবসর ॥
 অষ্টধাতু রূপে আছে দেহের ভিতর ।
 অষ্টকার্য্য সাধন করিছে নিরন্তর ॥
 অন্তরে বাহিরে প্রাণ বান্ধব সবার ।
 ব্যবহার্য্য সর্বজীব্য রূপে অবতার ॥

প্রাণের সম্বন্ধে যত আত্মীয় স্বজন ।
 প্রাণপণে করে সবে প্রাণের পোষণ ॥
 জগৎপ্রাণ সমীরণ এক তত্ত্ব হয় ।
 তোমাতে আনাতে অণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন নয় ॥
 অধোগামী হয়ে সদা জীবকার্য্য করে ।
 উর্দ্ধগামী হয় যদি ব্রহ্মভাব ধরে ॥
 প্রাণ বিনা বিশ্বে কেহ নাহি আপনার ।
 কেবা সেই প্রাণ তাহা করহ বিচার ॥
 আকাশান্তর্গত প্রাণ বায়ুর ভিতরে ।
 অগ্নির অন্তরে আর জলের মাঝারে ॥
 প্রাণময় ভূমি হয় জীবের আধার ।
 সৃষ্টি স্থিতি লয় তিন প্রাণের বিকার ॥
 রজঃ সত্ত্ব তমঃগুণে তিন কার্য্য হয় ।
 প্রাণক্রিয়া বিনা আর অন্য কিছু নয় ॥
 প্রাণ যদি বিশ্বময় সবার জীবন ।
 তবে আর কারে বল ব্রহ্মস্নাতন ॥
 জ্ঞানের অভাবে তাহা বুঝিতে নারিলে ।
 ঘরে, ধন হারাইয়া অরণ্যে খুঁজিলে ॥
 ভূতের পালনে আছ নাহি অবসর ।
 চিনিতে নারিলে কেবা আপন কে পর ॥
 সময়ান্তে একদিন এমন হইবে ।
 মন বুদ্ধি অহঙ্কার কার্য্য না করিবে ॥
 দেহের সচল ধাতু অচল হইবে ।
 স্নায়ু পিঙ্গলা ইড়া শ্বাস না টানিবে ॥
 প্রাণবায়ু ছেড়ে গেলে ফিরে না আসিবে ।
 সুখ দুঃখ অনুভব দেহে না রহিবে ॥
 মুখ আর কারো সনে কথা নাহি কবে ।
 ভক্ষ্য পের রসাদি রসনা না লবে ॥
 হস্ত না করিবে কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ ।
 অবসন্ন হবে পদ না রবে গমন ॥
 বাক্য আর না করিবে শব্দ উদঘাটন ।
 নাম ধরি ডাকিলে না শুনিবে শ্রবণ ॥
 নাসা আর কোন দ্রব্য ভ্রাণ না লইবে ।
 পুত্র মিত্র জগজ্জিত্র নেত্র না দেখিবে ॥
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ আর না টানিবে ।
 ধনী জ্ঞানী মানী বলি কেহ না মানিবে ॥

রজ্জুর বন্ধনে আর কষ্ট না হইবে ।
 ছাই মাটি ধূলা কুটী শয্যায় শুইবে ॥
 সুন্দর সহাস্ত্র মুখ বিকট হইবে ।
 কটির বসন কোথা খসিয়া পড়িবে ॥
 শত্রু সহ আর কেবা কলহ করিবে ।
 খড়্গাঘাত করিলেও কিছু না বলিবে ॥
 আমার আমার রব নীরব হইবে ।
 চিরকাল জন্ম নরলীলা ফুরাইবে ॥
 দিনকত সবে মিলি করিবে রোদন ।
 কালগত হৈলে ক্রমে হবে বিস্মরণ ॥
 যাহা করি তাহা ভুঞ্জি বেদের বচন ।
 কর্ম্মফল লয়ে একা করিবে গমন ॥
 কোথায় যাইতে হবে নাহি নিরূপণ ।
 তখন বলিবে কোথা ব্রহ্মস্নাতন ॥
 চোর পলাইলে আর কিবা সাবধান ।
 নির্বাণ প্রদীপে আর কিবা তৈলদান ॥
 দুর্লভ মানব দেহ মিছা, কাষে যায় ।
 সময় থাকিতে তার করহ উপায় ॥
 অন্য কার্য্যে সদা ব্যস্ত ব্রহ্মকার্য্যে হেলা ।
 পরিণামে দুঃখ পাবে ক্রমে গেল বেলা ॥
 অন্য বোল গওগোল তেঁক কলরব ।
 ভুজঙ্গ করালকাল আকর্ষিকা সব ॥
 আত্মকার্য্য পরকার্য্য বুঝিতে নারিলে ।
 কার্য্যাকার্য্য না বিচারি বিপাকে পড়িলে ॥
 ব্রহ্মগত অবস্থা অবস্থা গত ব্রহ্ম ।
 জন্মগত আত্মা আর আত্মগত জন্ম ॥
 ধর্ম্মগত কর্ম্ম আর কর্ম্মগত ধর্ম্ম ।
 মর্্মগত শাস্ত্র আর শাস্ত্রগত মর্্ম ॥
 জ্ঞানের বিচার আর বিচারের জ্ঞান ।
 ধ্যানের ঈশ্বর আর ঈশ্বরের ধ্যান ॥
 ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া সদা কর ব্যবহার ।
 কখনো কি করেছিলে এ সব বিচার ॥
 দুর্লভ মানব জন্ম সর্ব্ব জন্ম সার ।
 ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পূর্ণ অধিকার ॥
 সাধনের দিব্যদেহ লয়ে আইলে তবে ।
 হেন কর্ম্ম সাধিলে যে তাহা পড়ে রবে ॥

আপন দেহের দিকে করি নিরীক্ষণ ।
 কখনো কি ভেবেছিলে ইহা বা কেমন ॥
 কোন বস্তু দিয়া কেবা করেছে নির্মাণ ।
 কোথায় কি আছে তার জ্ঞান কি সন্ধান ।
 তুমি এ দেহের মহ দেহ নহে তব ।
 তবে তুমি কেবা তাহা কর অনুভব ॥
 বিষয়ে হইয়া মুগ্ধ সে তত্ত্ব ভুলিলে ।
 আপনার মাথা তুমি আপনি খাইলে ॥
 আধিপত্য পেয়ে এথা আছ রত্নরসে ।
 স্বাধীন হৈলেও তুমি তবু কালবশে ॥
 পরম আনন্দে আছ হস্ত পরিহাসে ।
 আসিছে দুর্দান্ত কাল ধন প্রাণ নাশে ॥
 ভোগাসক্ত হয়ে কেন আয়ু ক্ষয় কর ।
 মিছা কাষে কাল গেল কোন দিনে মর ॥
 বিষয় বিষের লাড়ু দূরে পরিহর ।
 ভক্তিহুধা পান করি ধাতু পুষ্ট কর ॥
 ধাতুরূপে দেহে কৃষ্ণশক্তি বর্তমান ।
 তারে যত্ন ভক্তি কর পাবে দিব্যজ্ঞান ॥
 হৃদীকেশে হৃদীকাদি করিয়া সংযত ।
 চিন্তাযোগে চিন্তামণি চিন্ত অবিরত ॥
 কায়ার সহিত যেন ছায়ার মিলন ।
 ভাগ্যের সহিত গাঁথা আছে ধন জন ॥
 ধর্মপাং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞঃ না চিন্তে আহার ।
 জ্ঞানমাত্রে আসিয়াছে সংহতি সবার ॥
 লেখা পড়া যে না জানে মূর্থ সেই নয় ।
 ভগবানে যে না ভজে মূর্থ তারে কয় ॥
 অধ্যয়ন না করি যে শ্রীহরি ভজিল ।
 চারিবেদ সর্বশাস্ত্র ভাব সে বুঝিল ॥
 কতকাল পড়ি বিদ্যা কত বা পিথিব্যে ।
 নির্মল হইলে মমে আপনি ক্ষুরিব্যে ॥
 গীত বাণ গল্প হান্ত শাস্ত্রমতে কর ।
 অসং সঙ্গ অসং বাক্য দূরে পরিহর ॥
 উক্খপজ্জহসজ্জপা নীহার চক্ষুযা ।
 অসত্তের সঙ্গে ঘটে সত্তের তুর্দশা ॥
 আলোক পাইবে যদি মোর বাক্য ধর ।
 অন্তর্যামী শিক্ষাওরু পদাশ্রয় কর ॥

অন্তর্যামী গুরু সদা অন্তরেই থাকে ।
 অন্তর হইয়া তুমি পড়েছ বিপাকে ॥
 “ব্রহ্মাণ্ড লক্ষণ সর্ব দেহে অবস্থিতি ।
 দেহস্থ তীর্থেতে দেব দেবীর বসতি ॥
 অমুরগণেরা দেহে আছে নিরন্তর ।
 দেব দেবীগণে তারা করেছে বর্ষর ॥
 তাহাদের অনুগত জীব চুরাচার ।
 পুনঃ পুনঃ করে তারা এ দেহ সংহার ॥
 সে সঙ্গ ত্যজিয়া যদি দেব সঙ্গ লয় ।
 অজর অমর হয় নাহি তার ক্ষয় ॥
 দৈবী সত্যাবেতে যদি করে অবস্থান ।
 আশুরিকী মায়া যায় হয় জ্ঞানবান ॥”
 এখন যা বলি আমি সেই বাক্য ধর ।
 গতস্ত সূচনা নাস্তি শেষ রক্ষা কর ॥
 আপনে বৈসহ তুমি পূর্বমুখ হয়ে ।
 বিশ্বকার্য থাক কিম্বা যায় যাক বয়ে ॥
 ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগে লয়ে অবসর ।
 আত্মা চতুষ্ঠয়ে দৃষ্টি রাখ নিরন্তর ॥
 আত্মীয় স্বজন তব অন্তরঙ্গ যারা ।
 বাহিরেতো কেহ নাই ভিতরে তাহারা ॥
 সে সবারে লয়ে কর স্তবে ব্যবহার ।
 সকল বিষয় আছে ভিতরে তোমার ॥
 বাহিরের দুঃখময় রাজ্য পরিহর ।
 অন্তর রাজ্যেতে প্রবেশিতে চেষ্টা কর ॥
 অবস্থা অলস বাগ্মী অতিক্রম করি ।
 শাস্ত্রভাবে নিজানন্দে বসি চিন্ত হরি ॥
 চারি ভাবে চারিদিকে রাখিয়া প্রহরী ।
 সুখাসনে ভজ স্তবে সুখময় হরি ॥
 তৃণ হৈতে আপনাকে নীচ ভাবি মনে ।
 প্রথম প্রহরী করি রাখহ দক্ষিণে ॥
 সহিসুতা গুণে হয়ে বৃক্ষের সমান ।
 পশ্চিমে প্রহরী করি রাখ রিণ্ডমান ॥
 আপনি অমানী হয়ে অগ্নে মান দিবে ।
 উত্তরে প্রহরী করি তাহারে রাখিবে ॥
 কায়মনোবাক্যে হরিনাম রূপ ধ্যান ।
 পূর্বের প্রহরী করি রাখ বর্তমান ॥

জয়দেব পদ্মাবতী ।

এ চারি নিষ্ঠা ভাব ইহা নাহি যথা । অবিদ্যাসত্ত্ব গুণময় ভাব তথা ॥ গুণত্রয় গর্ত মাঝে অবস্থিত যারা । গর্ভের যন্ত্রণা ভোগ সদা করে তারা ॥ এ বন্ধন ঘুচাইতে নাহি অণু জন । কেবল অনন্তভাবে শ্রীহরি স্মরণ ॥ সমদম তপঃ শৌচ ক্ষান্তি ও রাজ্জীব । জ্ঞান বিজ্ঞান আশ্রিত্য কর্ম ত্রয়োদ্রব ॥ এই মহাযোগে ব্রহ্মযজ্ঞ সমাধান । অটল ভাবেতে কর হয়ে সাবধান ॥ মায়াময় অখিলের স্পৃহা পরিহারি । ব্রহ্মপদ সুবিদিত হও হরা করি ॥ ইন্দ্রিয় বিষয় বস্তু তব ভোগ্য নয় । অতীন্দ্রিয় হৃদীকেশ তুমিই নিশ্চয় ॥ স্বরূপ ঐশ্বর্য্য সব প্রকাশ হইবে । যদৈশ্বর্য্য লয়ে স্থখে বিলাস করিবে ॥ শীলমার্গে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য মধুর । নিকটে পাইবে সব মহে তাহা দূর ॥ পরমাত্মা পদে কর আত্ম সমর্পণ । অবিলম্বে হবে তাঁর রূপার ভাজন ॥ সন্ধি বিচ্ছেদিয়া লুপ্ত অকার উদ্ধার । পূর্বে যাহা ছিল তাহা কর পুনর্দার ॥	সময় থাকিতে কর বস্তু অন্বেষণ । নতুবা বিফল মোর অরণ্যে রোদন ॥ শিষ্ট কহে প্রভু আমি কিছুই না জানি কৃপা করি সাধ্যতত্ত্ব বল তাহা শুনি ॥ অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ আমার নয়ন । কৃপা করি জানাজ্ঞন করহ অর্পণ ॥ বিশদ ভাবেতে আত্মতত্ত্ব বিবরণ । জানাইয়া কর ভববন্ধ বিমোচন ॥ গুরু কহে সর্বতত্ত্ব হইবে স্মরণ । জয়দেব উপাখ্যান করহ শ্রবণ ॥ প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ তত্ত্ব নিরূপণ । সকল শাস্ত্রের সার সংগ্রহ বর্ণন ॥ এ কথার আদি অন্ত সব তত্ত্বময় । বুঝিতে যে পারে সেই হয় মৃত্যুঞ্জয় ॥ জয়দেব পদ্মাবতী পুরুষ প্রকৃতি । বুঝিলে আধ্যাত্মভাবে পাইবে নিষ্কৃতি ॥ জয়দেব আত্মা তার পদ্মাবতী দেহ । এ তত্ত্ব বুঝিলে যাবে মনের সন্দেহ ॥ ভক্ত ভক্তি হরিলীলা রস আশ্বাদন । করিলে ঘুচিবে মোহ যুড়াবে জীবন ॥ যে আজ্ঞা বলিয়া শিষ্য শুনিতে বসিল । গুরুদেব শুনাইতে আরম্ভ করিল ॥
---	---

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

মুখ বাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষশ্রমৈঃ সহঃ ।
চত্বারো যজ্ঞিরেবর্ণাঃ গুণৈর্বিপ্রাদয় পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টা পতন্ত্যধঃ ॥

ইতি গুরু-শিষ্য-সংবাদঃ ।

শ্রী জয়দেবের জন্ম বৃত্তান্ত ।

বীরভূম অন্তর্গত কেন্দুবিষ্ণুগ্রাম ।
 তাহাতে বসতি বিপ্র ভোজদেব নাম ॥
 বিদ্যাবান্ সম দম তপঃ সমম্বিত ।
 স্নানীল স্নানী শাস্ত গুণেতে ভূষিত ॥
 প্রিয়তমা ভার্যা তাঁর নাম বামাবতী ।
 পরমা স্নানী পতিরতা সাধনী সতী ॥
 দান যজ্ঞ তপঃ হোম ব্রহ্ম আচরণ ।
 দেব গুরু দ্বিজ ভক্ত শ্রীহরি অর্চন ॥
 বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সাধু কৈলে আগমন ।
 অন্ন বস্ত্র দিয়া করে সবার পোষণ ॥
 স্বজন সহিত স্নেহে আছে চিরদিন ।
 সবে এক চুঃখ মনে পুত্র কন্যা হীন ॥
 ব্রহ্মানন্দ ঋষি নামে এক ন্যাসীবর ।
 ঈশ্বর ইচ্ছায় আইল কেন্দুলীনগর ॥
 অজয় নদীর তীরে কদমখণ্ডিতে ।
 গণ সহ বসিয়াছে আনন্দিত চিত্তে ॥
 বহুলোক আসি করে তাঁরে দরশন ।
 প্রচার হইল গ্রামে শুনে সর্বজন ॥
 কৃষ্ণানন্দ নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ ।
 মাতুল আশ্রয়ে বাস ধর্মপরায়ণ ॥
 বহুদিনাবধি করে গুরু অবেষণ ।
 এনা পাইয়া চুঃখে দিন করেন ধাপন ॥
 সাধু আগমন কথা করিয়া শ্রবণ ।
 দ্রুতবেগে আইল করিতে দরশন ॥
 প্রণাম করিয়া তাঁর নিকটে বসিল ।
 সাধু তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল ॥
 নিজ পরিচয় দিয়া পরিচয় নিল ।
 হরিকথা শুনি মনে ভক্তি উপজিল ॥
 আগ্রহ করিয়া তাঁরে বাটীতে আনিল ।
 মহা যজ্ঞ করি চণ্ডীমণ্ডপে রাখিল ॥
 প্রয়োজন অনুরূপ দ্রব্য আনি দিল ।
 ভক্তগণে পরিচর্যা করিতে লাগিল ॥
 দিবা নিশি কত লোক আইসে দরশনে ।
 সবে হরিকথা শুনে ॥

গণ সহ ভোজদেব করিয়া গমন ।
 নিত্য বসি হরিকথা করেন শ্রবণ ॥
 ভারতি গোসাঁই পরিচয় জিজ্ঞাসিল ।
 দ্বিজবর আদি অন্ত সকল কহিল ॥
 আপনার আশীর্ব্বাদে সকল মঙ্গল ।
 এক চুঃখে দহে সদা অন্তর কেবল ॥
 পুত্র যার নাহি তার বথা এ সংসার ।
 পুণ্যম নরক ভোগ করে অনিবার ॥
 উপায় যতপি কিছু থাকে তপোধন ।
 কৃপা করি কহ তার কর্তব্যচরণ ॥
 শুনি ন্যাসীবর ধ্যান করিয়া দেখিল ।
 ভবিষ্য ঘটনা সব বুঝিতে পারিল ॥
 আনন্দিত হয়ে মনে কহেন ভারতি ।
 যজ্ঞ অনুষ্ঠান তুমি কর মহামতি ॥
 জগতে তোমার সন্ম নাহি ভাগ্যবান ।
 পরিণামে পাবে তুমি তাহার প্রমাণ ॥
 পুত্রকাম্যে যত্নাভি দেহ বৈশ্বানরে ।
 এক মহাপুরুষ জন্মিবে তব ঘরে ॥
 প্রহ্লাদ সমান পুত্র হইবে তোমার ।
 তার বশঃ কীর্তি ব্যাপ্ত হইবে সংসার ॥
 পণ্ডিত স্নানী শাস্ত সাধক হইবে ।
 হরিশীলারস তত্ত্ব বর্ণনা করিবে ॥
 ক্রিয়াতত্ত্ব জানতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব সার ।
 প্রচারিয়া বহুজনে করিবে নিস্তার ॥
 স্বয়ং সিদ্ধ হয়ে সিদ্ধ অন্তরে করিবে ।
 তাহার প্রভাব লোকে কৃতার্থ হইবে ॥
 রাজাগণে আসিয়া করিবে প্রদীপাত ।
 তার সহ মিত্রতা করিবে জগন্নাথ ॥
 প্রভুর প্রেরিত কন্যা করিবে বরুণ ।
 অজয়ে করিবে গঙ্গা দেবী আনয়ন ॥
 হেলায় হইবে তব বংশের উদ্ধার ।
 গোপনে রাখিহ কথা না কর প্রচার ॥
 শুনি ভোজদেব অতি সন্তোষ হইল ।
 যজ্ঞ হেতু ঋষিবরে বরণ করিল ॥

আর চারি গ্রামশিষ্যে করিয়া বরণ ।
 গৃহে আসি সর্ব দ্রব্য কৈল আহরণ ॥
 শুভদিনে শুভক্ষণে যজ্ঞ আরম্ভিল ।
 বেদমন্ত্র উচ্চারিয়া সঙ্কল করিল ॥
 বহুলোক বহুদ্রব্য করে আনয়ন ।
 পঞ্চজনে করে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ ॥
 আতপতগুল চিনি তিল বর ফল ।
 অবিরত অগ্নিমাঝে ঢালিছে কেবল ॥
 গব্যঘৃত দধি দুগ্ধ মিষ্টান্নাদি যত ।
 বেদমন্ত্র উচ্চারিয়া দেয় অবিভক্ত ॥
 ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে শত শত ।
 রবাহৃত দীন দুঃখীগণ অভ্যাগত ॥
 গ্রামবাসী আর যত আত্মীয় স্বজন ।
 নিত্য হয় যজ্ঞস্থলে সবার ভোজন ॥
 কত শত লোক যজ্ঞ দেখিতে আইল ।
 প্রসাদ পাইয়া মনে কৃতার্থ মানিল ॥
 নানাবিধ বাস্ত্র বাজে গায়কেরা গায় ।
 কেহ কেহ মহানন্দে নাচিয়া বেড়ায় ॥
 এইরূপে একমাস উৎসব হইল ।
 চরু-হোম করি শেষে পূর্ণাহুতি দিল ॥
 যজ্ঞ অবশিষ্ট চরু ব্রাহ্মণী খাইল ।
 তাহা অবলম্বি পুত্র গর্ভে জনমিল ॥
 গর্ভবতী দেখি সবে আনন্দিত মন ।
 যে মাসে যে সংস্কার করে সম্পাদন ॥
 ব্রহ্মানন্দে সন্তোষ করিল মহামতি ।
 চরণে ধরিয়া বহু কৈল স্তুতি নতি ॥
 প্রয়োজন বুঝি দ্রব্য করিয়া অর্পণ ।
 পরিজনগণে করে চরণ বন্দন ॥
 আশীর্ব্বাদ করি সাধু বিদায় হইয়া ।
 কৃষ্ণানন্দ আবাসেতে রহিলেন গিয়া ॥
 কৃষ্ণানন্দ মিক্ষিপটে করিল সেবন ।
 তাঁর কাছে দীক্ষা শিক্ষা করিলা গ্রহণ ॥
 তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মানন্দ ভজন সাধন ।
 শিক্ষা দিয়া কৈল তার অষ্টীষ্ট পূরণ ॥
 কিছুদিন থাকি পরে বিদায় হইয়া ।
 গণ সহ কাশীধামে গেলেন চলিয়া ॥

এখানেতে জয়দেব গর্ভের ভিতর ।
 বাড়িতেছে যেন শুক্রপক্ষে শশধর ॥
 ক্রমে যবে দশমাস পরিপূর্ণ হৈল ।
 সবার মনে অতি আনন্দ বাড়িল ॥
 শুভলগ্ন শুভযোগ একত্রে মিলিল ।
 শুভক্ষণে জয়দেব ভূমিষ্ঠ হইল ॥
 আকাশ হইতে হৈল পুষ্প পরিষণ ।
 দশদিক্ সুপ্রসন্ন দেখে সর্বজন ॥
 হলাহলি জয়ধ্বনি হইতে লাগিল ।
 জয়দেব বলি নাম সকলে রাখিল ॥
 ভাটগণে আসি করে গুণানুকীৰ্ত্তন ।
 নৃত্য গীত বাস্ত্র করে বাস্ত্র চারণ ॥
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দীন দরিদ্রগণেরে ।
 আহ্বান করিয়া ধন দিল সবারে ॥
 বসন ভূষণ দিল যত নারোগণে ।
 আশীর্ব্বাদ করে সবে মহাহৃষ্ট মনে ॥
 তৈল হরিদ্রা দধি কুঙ্কুম চন্দন ।
 কে কাহার অঙ্গে দেয় নাহি নিরুপণ ॥
 ছয় দিনে সূতিকা দেবীর আরাধন ।
 একবিংশ দিনে কৈল যষ্ঠীর অর্চন ॥
 থৈ কলা সন্দেশ মিঠাই অগণন ।
 যে যাহারে পায় তারে করে বিতরণ ॥
 এইরূপে মহানন্দে আছে সর্বজন ।
 পুত্র লয়ে করে সদা লালন পালন ॥
 কৃষ্ণচন্দ্রে পেয়ে যেন ব্রজবাসীগণ ।
 দণ্ডে দণ্ডে করে মুগশশী নিরীক্ষণ ॥
 সেইমত জয়দেব সবার জীবন ।
 কোলে করি লয়ে ফিরে আত্মীয় স্বজন ॥
 শশিকলা সম শিশু বাড়িতে লাগিল ।
 ছয়মাসে অমাশন বিধিতে দিল ॥
 করাইল শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন ।
 কোতুকে যোতুক দিল শত শত জন ॥
 তবে ক্রমে জানুগতি চলে শিশুবর ।
 পশ্চাতে বালিকাগণ বলে ধর ধর ॥
 তাঁহা শুনি হাস্য করি দ্রুতবেগে ধায় ।
 উলটিয়া পাড়ি ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥

শীঘ্র গিয়া বালিকারা তুলে লয়ে কোলে ।
 ধূলা ঝাড়ি চুষ দেয় বদনকমলে ॥
 কান্দিলে ভুলায় সবে স্মৃতিষ্ট বচনে ।
 কোলে করি লয়ে ফিরে পড়সীসদনে ॥
 আত্মীয় কুটুম্ব আর গ্রামবাসীগণ ।
 জয়দেবে দেখিতে আইসে সর্বজন ॥
 স্কুল তনু কোমলাঙ্গ নয়নরঞ্জন ।
 কোলে করি সবারকার যুড়ায় জীবন ॥
 একের নিকট হৈতে লয় অন্য জন ।
 বক্ষে লয়ে ইতস্ততঃ করয়ে ভ্রমণ ॥
 সোণার পুতলা জিনি রূপে অনুপম ।
 সুপ্রসন্ন আশ্রয় সদা হস্ত মনোরম ॥
 উত্তম দ্রব্যাদি সবে করি আনয়ন ।
 যত্ন করি জয়দেবে করায় ভোজন ॥
 বস্ত্র অলঙ্কার আনি দেয় কত জন ।
 এইরূপে করে সবে লালন পালন ॥
 কালক্রমে আর এক পুত্র জনমিল ।
 পূর্ণবৎ সবে মহা উৎসব করিল ॥
 গদাধর বালিকা হইল নাম খ্যাতি ।
 আর হৈল অনুপমা কণ্ঠ্য রূপবতী ॥
 জয়দেব ভ্রাতা নীলম্বর মতিমান ।
 গণপতি নাম খ্যাতি তাঁহার সম্মান ॥
 জয়দেবানুজ ভায়ে বলে সর্বজন ।
 জয়দেব সহ ক্রীড়া করে অনুক্ষণ ॥
 যে পল্লীতে জয়দেব করেন গমন ।
 গণপতি চলে সঙ্গে মহা হৃষ্টমন ॥
 কন্তনত ক্রীড়া করে বালকের সনে ।
 তারিদিকে দাড়াইয়া দেখে অগ্জনে ॥
 গদ্যাহ কালেতে দৌছে করিতে ভোজন ।
 খেলা ছাড়ি নিজালয়ে করে আগমন ॥
 অপরাহ্নে রায় করে পুরাণ পঠন ।
 গ্রামবাগীগণ আসি করয়ে শ্রবণ ॥
 জয়দেব গণপতি বসি ছুইজন ।
 পতঙ্গ পঠি হয় শুনে ভক্তগণ ॥
 গুনি শুনিতে স্মৃতি উদয় হইল ।
 পৌরাণিক কথা সব বুঝিতে পারিল ॥

পূর্ব সংস্কার গুণে স্মৃতিশ্রদ্ধা মতি ।
 শ্রবণ মাতেতে হয় হৃদয়েতে স্মৃতি ॥
 দশমস্কন্ধের কথা করিয়া শ্রবণ ।
 পিতারে জিজ্ঞাসি করে সংশয় ছেদন ॥
 নিত্য নিত্য শুনে যত শ্রীহরিচরিত ।
 মাল্যবৎ হয় তার হৃদয়ে অখিত ॥
 বিনা সাধনেতে যার হয় জ্ঞানোদয় ।
 পূর্বজন্মার্জিত তাহা জানিহ নিশ্চয় ॥
 বিদ্যেতে স্থগিত থাকে প্রগল্ভ সাধন ।
 শিশুকাল হৈতে তাহা হয় উদ্দীপন ॥
 দেবঋষি কয়াদ্বারে তত্ত্বশিক্ষা দিল ।
 গর্ভে থাকি প্রহ্লাদ সে সকল শিখিল ॥
 বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা না হয় বর্ণন ।
 সবে মাত্র করি তার দিক দরশন ॥
 ভক্ত আর ভগবান একই স্বরূপ ।
 উদ্দেশ্য সাধন হেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপ ॥
 ভগবানে যে জানে সে ভক্তকেও জানে ।
 অহঙ্কারে মত্ত যারা তারা নাহি মানেন ॥
 জয়দেব সহ খেলে বয়স্ক সকল ।
 তাদের মানবজন্ম হইল সফল ॥
 সাধারণ ক্রীড়া সব দূরে পরিহারি ।
 সাজায় বালকগণে বন্যবেশ করি ॥
 যেরূপে করিল লীলা অবতারগণ ।
 সবে মিলি করে সেই লীলাসুকরণ ॥
 বিধাতার সভা করি বৈসে শিশুগণ ।
 পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদন ॥
 সহিতে না পারি চুপ্ত অশ্রুরের ভার ।
 রসাতলে যাই নহে কর প্রতিকার ॥
 শুনি শিশুগণ তারে আশ্বাস করিলা ।
 তবে সবে যুক্তি করি ক্ষীরোদে চলিলা ॥
 ক্ষীরোদ সাগর করি অজয় নদীরে ।
 জন কত গুপ্তভাবে আছে তার তীরে ॥
 পৃথিবীরে লয়ে তথা করিয়া গমন ।
 করযোড় করি স্তুতি করে শিশুগণ ॥
 নমো নমো নারায়ণ অগতির গতি ।
 ভূভার হরণ কর কমলার পতি ॥

কোনো শিশু তথা হৈতে মৃদুস্বরে বলে ।
 অবতার হব আমি মথুরা গোকুলে ॥
 তোমরা সকলে গিয়া হও অবতার ।
 অচিরে করিব দুষ্ট কংসের সংহার ॥
 শুনি তুষ্ট হয়ে যায় যত শিশুগণ ।
 কংসসভা করি করে রাজ্যের শাসন ॥
 কোনো দিন বিবাহের করি আয়োজন ।
 বসুদেবে করিলেন দেবকী অর্পণ ॥
 ক্রমে তবে হৈল তার ছয়টি কুমার ।
 সপ্তমেতে হইল অনন্ত অবতার ॥
 অষ্টমেতে বন্দিঘর করি নিশাভাগে ।
 কৃষ্ণজন্মলীলা করে কেহ নাহি জাগে ॥
 নবঘনশ্যামরূপ কমলার পতি ।
 নন্দালয়ে রাখিতে করিল। অনুমতি ॥
 মন্দ মন্দ বরিষণ করে জলধর ।
 বসুদেব গেল চলি গোকুলনগর ॥
 নন্দালয়ে কৃষ্ণে রাখি লইয়া কন্যারে ।
 দ্রুতবেগে আসিলেন মথুরানগরে ॥
 দেবকীরে সমাচার কহিয়া তৎপরে ।
 মহামায়া দিলা লয়ে ভাগিয়া কংসেরে ॥
 কাঁপিতে কাঁপিতে কংস তাঁহারে লইল ।
 শিশুবধ শীলাপাটে মারিতে চলিল ॥
 তাঁর হস্ত। কোন স্থানে গোপনে রহিল ।
 এত বলি হস্ত হৈতে শূন্যে চলি গেল ॥
 বসুদেব দেবকীরে করিয়া মোচন ।
 নন্দালয়ে নন্দোৎসব কৈল শিশুগণ ॥
 কাহাকেও সাজাইয়া পুতনার রূপে ।
 কেহ স্তনপান করে উঠি তার বুকে ॥
 কোনোদিন সকলেতে নলখড়ি দিয়া ।
 শকট গড়িয়া তাহা ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
 কোনো দিন করে খেলা কালীয় দমন ।
 কোনো দিন সবে মিলি করে গোচারণ ॥
 কোনো দিন বামকরে ধরে গোবর্দ্ধন ।
 কোনো দিন করে খেলা অসুর মারণ ॥
 কোনো দিন যজ্ঞপত্নী অম্বাদি ভোজন ।
 কোনো দিন করে খেলা রাসানুকরণ ॥

কোনো দিন করে শিশু ব্রহ্মসংমোহন ।
 কোনো দিন কিশোরীর খানাপনোদন ॥
 কোনো দিন ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টিকার্য্য করে ।
 কোনো দিন শিবের বিবাহ গিরিপুরে ॥
 কোনো দিন হিরণ্যকশিপু বিনাশন ।
 কোনো দিন বলি ছলে হইয়া বামন ॥
 কোনো দিন যামদগ্ন্য বীর অবতার ।
 সকল ক্ষত্রিয়গণে করয়ে সংহার ॥
 কোনো দিন করে রামলীলানুকরণ ।
 এইরূপে মহাশুখে খেলে শিশুগণ ॥
 কোনো দিন সবে মিলি করি মহা রোল ।
 ধূলা উড়াইয়া নাচে বলি হরিবোল ॥
 তারে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে ।
 রাত্রি দিন জয়দেব সংহতি বিহরে ॥
 যাদের বালক তারা কিছু নাহি বোলে ।
 স্নেহ করি সকলে বসায় তারে কোলে ॥
 সবে বলে নাহি দেখি হেনমত খেলা ।
 কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ॥
 একদিন পরিত্যক্ত নির্মালা আসনে ।
 বসিয়া কহিল ব্রহ্মজ্ঞান সর্বজনে ॥
 দেখিয়া পুত্রের অলৌকিক ব্যবহার ।
 মাতা পিতা উভয়ের আনন্দ অপার ॥
 পরস্পর কহে কথা আপ্তবর্গ মনে ।
 কোন মহাপুরুষ জন্মিল শুভক্ষণে ॥
 কোষ্ঠীতে গণনা করি দেখেছি উহার ।
 লক্ষণেতে বোধ হয় ঈশ্বরাবতার ॥
 বংশের তিলক বংশ উজ্জ্বল করিবে ।
 সবারে তরাবে তবে আপনি তরিবে ॥
 জগ মাঝে অদ্বিতীয় মাণ্ড গণ্য হবে ।
 মুক্তকণ্ঠে যণঃকীর্ত্তি গাইবেক সবে ॥
 এইরূপে সকলে করয়ে বলাবলি ।
 রূপ গুণ দেখি মনে মহা কুতূহলী ॥
 পঞ্চবর্ষ বয়স্ক হইল শিশুবর ।
 আধ আধ ভাষা মুখে অতি মনোহর ॥
 বস্ত্র অলঙ্কার হীন দিগম্বর বেশ ।
 হেরিয়া সবার হয় আনন্দ অশেষ ॥

দিবানিশি মুখশশি করি নিরীক্ষণ ।

মনের সন্তাপ হরে যুড়ায় নয়ন ॥

জয়দেবে লয়ে সবে আনন্দে রহিল ।

বিদ্যা অভ্যাসের কাল আসিয়া মিলিল ॥

জয়দেব জন্ম কথা শুনিবে যে জন ।

গর্ভের যন্ত্রণা তার হইবে খণ্ডন ॥

শ্রীরাধাধর পদ করিয়া বন্দন ।

দ্বিজ অধরচাঁদ কহে জন্ম বিবরণ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের জন্ম বিবরণ প্রথম সোপান ।

দ্বিতীয় সোপান ।

জয়দেবের বিদ্যাবিলাস বর্ণন ।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়, শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায় ।

খলস্ত সাধুবিপরীতমেতৎ, জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥

শুভদিন দেখি পিতা হাতে খড়ি দিল ।

পড়িবার লাগি বিদ্যালয়ে নিয়োজিল ।

প্রতিদিন শিশু সঙ্গে করিয়া গমন ।

গঙ্গাহরি গুরুস্থানে করে অধ্যয়ন ॥

খুল্লভাতপুত্র তার গণপতি রায় ।

বয়স দৌহার দৌহে পাঠের স্বহায় ॥

অনুজ শ্রীগদাধর আদি শিশুগণ ।

সকলে মিলিয়া করে বিদ্যা অধ্যয়ন ।

প্রসন্ন বদন শিশু হৃষ্টপুষ্ট দেহ ।

যে দেখে তাহার মনে উপজয় স্নেহ ॥

যার সঙ্গে কথা কয় হরে তার মন ।

সুমিষ্ট বচন শুনি যুড়ায় শ্রবণ ॥

প্রভু্যে পুস্তক লয়ে যায় পড়িবারে ।

বহু করি গঙ্গাহরি শিক্ষা দেয় তারে ॥

প্রত্যেক অক্ষরে শিশুর কৃষ্ণ পড়ে মনে ।

মুক্তাফল সম জল বারে ছনয়নে ॥

পুলকে পূর্ণিত তনু করে টলমল ।

মুখে নাহি সরে বাণী অন্তর বিকল ॥

চেষ্ঠা করে সম্বরিতে সাধ্য নাহি হয় ।

বালুকার বাঁধ যেন জোটে নাহি রয় ॥

নিত্য এইরূপে হয় প্রেম উদ্দীপন ।

জিজ্ঞাসিলে বলে আমি না জানি কারণ ॥

দেখি গুরু মনে মনে করেন বিচার ।

নর নহে জয়দেব বিষ্ণু অবতার ॥

পূর্বজন্মে সৌভাগ্য সঞ্চয় মোর ছিল ।

সেই হেতু হেন ছাত্র বিধি মিলাইল ॥

এত ভাবি জ্ঞান হেতু উঠিয়া চলিল ।

শিশুগণ সঙ্গে শিশু পড়িতে লাগিল ॥

দৃষ্টিমাত্রে শ্রুতমাত্রে আর অনুমানে ।

কিরূপে অভ্যাস করে গুরু নাহি জানে ॥

সহপাঠী গণপতি বিনা নাহি আর ।

দেখিয়া সকলে মনে মনে চমৎকার ॥

যাহা শুনে তাহা শিখে মহাশ্রুতিধর ।

অল্পদিনে হৈল সর্ব বিদ্যাতে তৎপর ॥

উপনয়নের যবে উপযুক্ত হৈল ।

ভোজদেব নিমন্ত্রিয়া সবারে আমিল ॥

আত্মীয় স্বজন বিপ্র গ্রামবাগী যত ।

নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল শত শত ॥

বিধিমতে নান্দীমুখ করি বিপ্রবর ।

জয়দেব গণপতি আর গদাধর ॥

শুভক্ষণে তিন জনে করি সংস্কার ।

দণ্ডীবেশ সাজাইল অতি চমৎকার ॥

দেখিয়া সবার মনে মোহ উপজিল ।

বদন নিরখি প্রাণ ব্যাকুল হইল ॥

ভিক্ষার সামগ্রী দিয়া ঝুলির ভিতর ।

নয়নে বহয়ে বারি কাতর অন্তর ॥

তিন দিন থাকি তিনে গৃহের ভিতর ।

বেদবিদ্যা অভ্যাস করিল নিরন্তর ॥

চতুর্থ দিবসে পুনঃ বাহিরে আইল ।
 মহা মহোৎসব করি সকলে ভুঞ্জিল ॥
 সপ্তদিন তথা সবে করি অবস্থান ।
 মহানন্দে নিজস্থানে করিল প্রস্থান ॥
 জয়দেব শিক্ষা কৈল সন্ধ্যাদি বন্দন ।
 রাধাদামোদরপূজা সেবাদি করণ ॥
 ধ্যান মন্ত্র তপ জপ বেদ উচ্চারণ ।
 করিয়া অন্তরে সুখ পায় অনুক্ষণ ॥
 নিত্য প্রাতে মাতা পিতা চরণ বন্দন ।
 যথাযোগ্য সকলের সঙ্গে সন্তায়ণ ॥
 যথাকালে বিদ্যালয়ে করি অধ্যয়ন ।
 পড়ুয়াগণের সহ করে আলাপন ॥
 বিচারিতে কত শব্দ হয় উদ্দীপন ।
 গুরুস্থানে করে তার সন্দেহ ভঞ্জন ॥
 পাঠ অন্তে গুরুপদ করিয়া বন্দন ।
 নিজালয়ে আসি তাহা করে আন্দোলন ॥
 বুদ্ধিক্ষেত্রে বিভাবীজ অঙ্কুরিত হৈল ।
 ক্রমে বাড়ি পুষ্প ফল প্রসব করিল ॥
 সময়েতে সেই ফল সুপক হইল ।
 নিজে আশ্বাদিয়া কত বিতরণ কৈল ॥
 অক্ষয় অব্যয় ফল বাড়িতে লাগিল ।
 যার যত প্রয়োজন তারে তত দিল ॥
 বিদ্যালয়ে ছাত্রগণে আপনি পড়ায় ।
 দেখি গুরু উপাধি দিলেন কবিরায় ॥
 অধ্যাপনা দেখি অতি সন্তোষ হইল ।
 বিদ্যালয় করিবারে অনুমতি দিল ॥
 বিচারস বিনা আলোচনা নাহি আর ।
 পণ্ডিত দেখিলে করে শাস্ত্রের বিচার ॥
 ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল আদি দরশন ।
 অলঙ্কার তর্কশাস্ত্র স্মৃতি ব্যাকরণ ॥
 যে যাহা জানয়ে তাহা জিজ্ঞাসয়ে তারে ।
 প্রমাণ প্রয়োগে তারা প্রবোধিতে নারে ॥
 লজ্জায় মলিন মুখে বাক্য নাহি সরে ।
 জয়দেব বলে যাও পুথি দেখ ঘরে ॥
 পথেতে পণ্ডিত খুঁজে বিচার কারণ ।
 অগ্নি পথে পণ্ডিতেয়া করে পলায়ন ॥

স্বদেশে বিদেশে যত বিদ্বান্ আছিল ।
 বিচার করিতে আসি পরাজয় হৈল ॥
 বিদ্যার গৌরভ সর্ব দেশেতে ব্যাপিল ।
 পণ্ডিত বলিয়া তাঁরে সকলে জানিল ॥
 নিজ নামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ।
 নিত্য তথা ছাত্রগণে পড়ায়েন গিয়া ॥
 কত শত ছাত্র আইল পড়িতে তথায় ।
 যে যাহা পড়িতে চায় তাহাই পড়ায় ॥
 চারিদণ্ড নীতি শিক্ষা দেয় সবা কারে ।
 এক মনে সবে শুনে আনন্দ অন্তরে ॥
 তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র নাম নিরঞ্জন ॥
 কবি সহ প্রশ্নোত্তর করে অনুক্ষণ ॥
 নিরঞ্জন কহে দেব করি নিবেদন ।
 মাতা পিতা তত্ত্ব কিছু করহ বর্ণন ॥
 যে প্রকারে জন্মাবধি করেছে পালন ।
 যত কষ্টে করিয়াছে জীবন যাপন ॥
 সে সব কারণ্য শুণ করহ বর্ণন ।
 শুনিলে সবার হবে প্রফুল্লিত মন ॥

মাতৃমাহাত্ম্য বর্ণন ।

কবি কহে শুন কহি মাতৃতত্ত্ব সার ।
 ইহা যে না মানেন সেই পণ্ড ছুরাচার ॥
 যার দেহ অবলম্বি আইলু বসুন্ধরা ।
 ত্রিলোকে তাঁহার সম নাহি গুরুতরা ॥
 মহত্তত্ত্বে হইল শরীর উপাদান ।
 কোন দেহের মহত্তত্ত্বে হইল নির্মাণ ॥
 আত্মবৈ জায়তে পুত্র শাস্ত্রসার কথা ।
 রস্তারক্ষ ক্ষুদ্রাকারে বহুরূপ যথা ॥
 কার দেহরসে দেহ গর্ভেতে বাড়িল ।
 প্রসব সময়ে কত যন্ত্রণা পাইল ॥
 প্রাণ মাত্র ছিল দেহে মৃত্যুতুল্য দুঃখ ।
 সে সব ভুলিয়াছিল দেখি মোর মুখ ॥
 কায় বাক্য মন সদা এ দেহে রাখিয়া ।
 বাড়াইল ক্ষুদ্র দেহ পালন করিয়া ॥
 মোর সুখে সুখী আর মোর দুঃখে দুঃখী
 কে আছে জগতে আর দ্বিতীয় না দেখি ॥

মল মুত্র করি সদা অঙ্গের ভূষণ ।
 বক্ষে লয়ে করিয়াছে নিশি জাগরণ ॥
 কার দেহজাত দুষ্ক পীযুষের সার ।
 পান করি মহাতৃপ্তি হইত আমার ॥
 সময় বুঝিয়া পান করাইত স্তম্ভ ।
 মোর হাশ্বে কার আশ্রয় হইত প্রসন্ন ॥
 কাহার পালনে দেহ হয়েছে বলিষ্ঠ ।
 না চাহিতে দ্রব্য দিয়া পুরাইত ইষ্ট ॥
 বসন ভূষণ আদি মোরে পরাইয়া ।
 কোলে লয়ে নাচাইত সন্তোষ হইয়া ॥
 বাল্যক্রীড়া দেখি মনে আনন্দ বাড়িত ।
 নয়নে নয়নে সদা কে মোরে রাখিত ॥
 মোর মুখে দিয়া কোনো খাণ্ড উপচার ।
 নিজে না খাইয়া মনে তৃপ্তি হৈত কার ॥
 চলিতে শ্লিষ্ট পদ ভূমে পড়িতাম ।
 কোন শব্দ উচ্চারণ করি কান্দিতাম ॥
 দ্রুতবেগে গিয়া মোরে কোলে কে লইত ।
 অঙ্গে হাত বুলাইয়া আশ্বাস করিত ॥
 কোলে বসি সব জ্বালা হইত নিবারণ ।
 স্বর্গস্থ অমৃতব হইত তখন ॥
 আমার মুখেতে শুনি আধ আধ ভাষ ।
 অন্তরে হইতো কার পরম উল্লাস ॥
 কার অঙ্ক স্বর্ণসিংহাসন হৈতে সার ।
 যথা বসি মহাতৃপ্তি হইত আমার ॥
 কোন মহা কল্লতরু আশ্রয় আমার ।
 ভ্রাতা ভগিন্যাদি শাখা প্রশাখা যাহার ॥
 ক্রীড়াকালে সূর্য্যতাপে শুকাইলে মুখ ।
 নিরখিয়া কার মনে হইত মহাহুঃখ ॥
 কভু যদি মোর দেহ পীড়িত হইত ।
 স্নানাহার নিদ্রা ত্যজি কে বসি কান্দিত ॥
 সময়েতে ব্যাধি সাম্য হইত যখন ।
 কে ভাবিত পাইনু পুনঃ অমূল্য রতন ॥
 ক্রীড়াবশে গৃহে যাইতে বিলম্ব হইত ।
 উদ্বিগ্ন মানসে কেবা পথ নিরখিত ॥
 কার দেহ অনুরূপ আমার এ দেহ ।
 নিজ প্রাণ অপেক্ষা আমার প্রাণে স্নেহ ॥

পরম দেবতা মম স্নেহের আধার ।
 মাতা বিনা এ সংসারে কেবা আছে আর ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি করিয়াছি সার ।
 আমাতে আমার নাহি কোনো অধিকার ॥
 মিছা মাত্র বলি দেহ আমার আমার ।
 আমার তো কিছু নাই সকলি মাতার ॥
 যার বস্তু তার পদে করি সমর্পণ ।
 আজ্ঞাকারী দাস হয়ে রব অনুক্ষণ ॥
 এ দেহে হইবে যত অর্থাদি অর্জজন ।
 নিক্ষেপে পাদপদ্মে করিব অর্পণ ॥
 তাঁর পদরজঃ মোর ব্যাধির ঔষধি ।
 অন্তরে তাঁহার পদ ভাবি নিরবধি ॥
 রণে বনে রিপুস্থানে মরণ সময় ।
 যে পদ স্মরিলে কোনো ভয় নাহি রয় ॥
 ব্রহ্মশক্তি মাতা মোর জগতজননী ।
 প্রণামি পদদ্বন্দ্রে লোটায়ে অবনী ॥

পিতৃমাহাত্ম্য বর্ণন ।

জনক-জননীপদে কোটি নমস্কার ।
 বিনা জ্ঞানে চিনিবার শক্তি আছে কার ॥
 “জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ ।
 পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥”
 এই মহাবাক্য ছুই তত্ত্ব সমাধান ।
 ব্যবহার পরমার্থে একই সমান ॥
 সাধারণ নর সম দেহ তাঁর বটে ।
 ঠাকুর বলিয়া পূজ্য আমার নিকটে ॥
 সংসারে অনেক আছে মোর উপকারি ।
 পিতার সমান কিন্তু নহে হিতকারী ॥
 যে দিব স ভূমিষ্ঠ হয়েছি ধরাধামে ।
 জাতি গোত্র উপাধি পেয়েছি তাঁর নামে ॥
 সেই দিন হৈতে মনে স্নেহের সঞ্চার ।
 দিন দিন বাড়িতে লাগিল অনিবার ॥
 আমি ভাগ্যবান্ বলি অন্তরে মানিল ।
 আমার কল্যাণে কত অর্থ বিতরিল ॥
 সব চুঃখ পাসরিল দেখি মোর মুখ ।
 আমারে লইয়া বক্ষে পাইতেন পুথ ॥

কোলে লয়ে সুখী হয়ে প্রসন্ন বদনে ।
 আদর করিত কত মধুর বচনে ॥
 লালন পালন করি বাড়ায়েছে দেহ ।
 তাঁর সন্তোষার্থে অণ্ডে করিয়াছে স্নেহ ॥
 ভূষিত করিয়া মোরে বস্ত্র অভরণে ।
 কোলে লয়ে দেখাতেন আত্মীয় স্বজনে ॥
 তাঁহার প্রসাদে আমি হৈলু বিজ্ঞান ।
 তাঁর আশীর্বাদে পাই সর্বত্র সন্মান ॥
 তাঁর ভক্ষ্য ভোজ্যরসে দেহে এত বল ।
 সর্বদা করেন বাঞ্ছা আমার কুশল ॥
 কভু যদি কটু বলি করেন প্রহার ।
 দোষ সংশোধন হেতু হিতার্থে আমার ॥
 সূর্যের উতাপে হয় সস্তাপিত দেহ ।
 তথাপি কিরণ তার নহে দোষাবহ ॥
 শত দোষ বিজ্ঞান যদি থাকে তাঁর ।
 তবু তিনি উচ্চঃস্বাস ঠাকুর আমার ॥
 এ দেহেতে যত করি অর্থ উপার্জন ।
 কার অধিকার তাই ভাবি অনুক্ষণ ॥
 কাহার সম্বায় এই দেহ গড়াবান্ ।
 কার দেহ অনুরূপে হয়েছে নির্মাণ ॥
 কার গৃহ বিত্ত শয্যা করি ব্যবহার ।
 ব্যবহার্য্য বস্তু যত সকলিতো তাঁর ॥
 যতপি এ দেহ হয় পালিত তাঁহার ।
 তবে দেহে অধিকার তাঁর কি আমার ॥
 বিচারেতে যদি হয় তাঁর অধিকার ।
 তবে তো অর্জিত দ্রব্য সকলি তাঁহার ॥
 যদি আমি ধনী জ্ঞানী পণ্ডিত উদার ।
 তবু আমি দাস সেই দরিদ্র পিতার ॥
 ইহা না মানিলে হয় ধর্ম্ম ব্যভিচার ।
 তবে দেহে মিছা করি আমার আমার ॥
 যাহার অভাবে মোরে সব পরিহারি ।
 দশ দিন লাগি হৈতে হবে ব্রহ্মচারি ॥
 উত্তরীয় কুশাসন করিয়া গ্রহণ ।
 দীন হীন হয়ে হবে করিতে ভ্রমণ ॥
 জুতা ছাতা ধুতি জামা দূরে পরিহারি ।
 ভিখারীর বেশে শীত গ্রীষ্ম সহ করি ॥

মহাশূর নিপাতন পরিচয় দিয়া ।
 দ্বারে দ্বারে বেড়াইব গুণ বাখানিয়া ॥
 সর্ব্ব অর্থ তাঁর লাগি যদি ব্যয় করি ।
 দিনেকের ঋণ তাঁর শোধিতে না পারি ॥
 হেন পিতা যদি ক্রোধে করেন ভৎসন ।
 মাণ্ড না রাখিয়া কহি অপ্ৰিয় বচন ॥
 প্রহ্লাদের পিতা বহু গীড়ন করিল ।
 পিতার এ দেহ বলি কুণ্ডে না হইল ॥
 পিতার আজ্ঞায় রাম ব্রহ্মসনাতন ।
 রাজ্য ত্যজি বনবাসে করিল গমন ॥
 গোলোকের পতি হয়ে নন্দের নন্দন ।
 পিতার পাছুকা কৈল মন্তকে বহন ॥
 পুরু নামে যযাতির কনিষ্ঠ নন্দন ।
 যযাতির জরাজীর্ণ করিল গ্রহণ ॥
 সিদ্ধার্থ দ্বিজের পুত্র কুশধ্বজ ছিল ।
 আপনা বিক্রয় করি পিতারে তুলিল ॥
 বৃষকেতু নামে ছিল কর্ণের নন্দন ।
 পিতার প্রিত্যর্থে দেহ করিল অর্পণ ॥
 সুধম্বারে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ করিল ।
 তবু তার পিতৃভক্তি অচলা রহিল ॥
 হেন পিতৃপাদপদ্ম সেবা না করিনু ।
 বৃথা জন্ম লয়ে আমি জগতে আইনু ॥
 পিতৃভক্তি যার হৃদে সদা বর্তমান ।
 ধরাধামে স্বর্গবাসী সেই ভাগ্যবান্ ॥
 পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম তপ জপ পিতা ।
 পিতৃ ভূষ্টে পরিভূষ্ট সকল দেবতা ॥
 পিতাই পরমশূর সংসারের সার ।
 মাতা মম গুরু পিতা গুরু হন তাঁর ॥
 সবার পালনকর্তা ঈশ্বর সবার ।
 তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার ॥
 ছাত্রগণ কহে দেব করি নিবেদন ।
 কুশধ্বজ কার নাম কাহার নন্দন ॥
 বয়ঃক্রম কত কোন জাতি কোথা রয় ।
 কি লাগিয়া তার পিতা করিল বিক্রয় ॥
 শুনি কবির বলি শুন ছাত্রগণ ।
 এ সব প্রসঙ্গ আগে করি সমাপন ॥

পিতৃ উক্তি আর দাম্পত্যের বিবরণ ।
কথনাশ্রমে সেই কথা করিব বর্ণন ॥
শুনি ছাত্রগণ মনে সন্তোষ হইল ।
নীতিতত্ত্ব সার কথা শুনিতে লাগিল ॥
কবি কহে শুন দবে হয়ে এক মন ।
পুত্রপ্রতি স্নেহময় পিতার বচন ॥

পিতৃ উক্তি বর্ণন ।

পিতা কহে পুত্র তুমি মম বংশধর ।
ঈশ্বর প্রসাদে হও অজর অমর ॥
কেন বা আক্ষেপ কর হইয়া কাতর ।
শুনিয়া বিনয়বাক্য ব্যথিত অন্তর ॥
নচাপত্য সম স্নেহ শাস্ত্রে যাহা কয় ।
তাহা অতি ক্ষুদ্র বাক্য মোর মনে লয় ॥
যদি না দেখিতে পাই তব টাঁদমুখ ।
প্রাণের চাকল্য হয় বিদরয়ে বুক ॥
যদি আমি দেখি তব মলিন বদন ।
রসনা বিরস হয় মন উচাটন ॥
প্রাণের অধিক তুমি হৃদয়ের ধন ।
সকল ধনের সার নয়নরঞ্জন ॥
সোপার্জিত যত আছে সম্পত্তি আমার ।
সে সকলে কেবল তোমার অধিকার ॥
ছোট ভাই ভগ্নী আর জননী তোমার ।
প্রাণপণে পালন করিবে সবাকার ॥
এক সত্বা অবলম্বি প্রকাশ সবার ।
তোমা হৈতে ভিন্ন নহে মাত্র ভিন্নাকার ॥
মাতা পিতা সর্বরূপে হয়েছে প্রকাশ ।
ইহা যার মনে তার সর্বদা উল্লাস ॥
ঋগুর শাণ্ডী আদি গুরুতরগণে ।
সন্তোষ করিবে সবে সোপার্জিত ধনে ॥
“পরজীতে যাহার জননী সম জ্ঞান ।
পরধনে জ্ঞান করে লোষ্ট্রের সমান ॥
সকল প্রাণীকে দেখে আপনার মত ।
সেই জন সুপণ্ডিত শাস্ত্রের সম্মত ॥”
পিতার অর্জিত ভূমি গৃহ ধন জন ।
রক্ষা যে না করে সেই পুত্র অভাজন ॥

পুত্র যদি পিতৃধন নাহি করে ক্ষয় ।
পিতৃনাম রক্ষা করা তাহাকেই কয় ॥
ছুই তত্ত্বে এ বাক্যের আছে সমাধান ।
বিচার করিলে বুঝে যারা জ্ঞানবান ॥
আমি ভাল বুঝি ইহা না ভাবিহ মনে ।
কার্য্যাকার্য্য বিচারিবে বিজ্ঞগণ সনে ॥
শ্রায়পথে থাকি কর অর্থ উপার্জন ।
যাহা মিলে তাহে কর জীবন যাপন ॥
অন্যের কটুক্তি সহ করিতে না পার ।
মিষ্টবাক্য বলিতে অভ্যাস তবে কর ॥
অসং লোকের কাছে করিলে গমন ।
সত্বরে আসিবে না রহিবে বহুক্ষণ ॥
অঙ্গারের উষ্ণতায় হস্ত দগ্ধ করে ।
শীতল হইলে তার কালি লাগে করে ॥
অনশনে যদি কর জীবন যাপন ।
ধনমদ গর্বিতের না লবে শরণ ॥
ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট যাহার অন্তর ।
তার অনুগ্রহ হয় অতি ভয়ঙ্কর ॥
মর্দিত স্বেদিত আর সরল করিয়া ।
কুক্কুরের পুচ্ছ রাখে রজ্জুতে বাধিয়া ॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে করিলে মোচন ।
বাঁকা বিনা সরল না হয় কদাচন ॥
খেলের সহিত শ্রীতি যেন জলরেখা ।
পরক্ষণে তার চিহ্ন নাহি যায় দেখা ॥
বরঞ্চ পণ্ডিত সহ শত্রুতা মগল ।
মুখ সহ মিত্রতায় যন্ত্রণা কেবল ॥
ইতর লোকের প্রতি রুষ্ট না হইবে ।
অপরাধ করিলেও কটু না বলিবে ॥
ক্রোধিত হইলে পারে করিতে প্রহার ।
পাড়িলে মেঘের শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরাদার ॥
আপনার মান তুমি আপনি রাখিবে ।
আপনি হইলে ভাল জগতে মানিবে ॥
অক্রোধ সহিষ্ণু ক্ষমা গুণ আছে যার ।
ভদ্রলোক বলি লোকে মাগু করে তার ॥
নীচসঙ্গী হয়ে যারা নীচ স্থানে রয় ।
নীচের সমান গতি তাহাদের হয় ॥

ভুলভাগণের মাঝে সর্পশিশু ছিল ।
 ভেকগণে তাহা সবে ধরিয়া খাইল ॥
 আত্মরক্ষা হেতু দিনে মহতের দায় ।
 ভয় দূরে যায় সব বিপদ এড়ায় ॥
 বনে অজ্ঞা দেখি ব্যাঘ্র খাইতে আইল ।
 নিকটে আগিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল ॥
 ব্যাঘ্র দেখি ভয়ে অজ্ঞা কাঁপিতে লাগিল ।
 মনে মনে বিচারিয়া পরিচয় দিল ॥
 সিংহের মাতুল আমি নাম ভয়লদাস ।
 ভাগিনার বনে আমি চরি বারো মাস ॥
 আমার রক্ষণ লাগি দশ ব্যাঘ্র আছে ।
 সেই বলে নির্ভয়ে বেড়াই বনমাঝে ॥
 এ কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র বিমুখ হইল ।
 মনে মনে ভাবি শেষে ফিরিয়া চলিল ॥
 যদি এ সংবাদ সিংহ কোনরূপে পায় ।
 তবেতো এ বনে মোর থাকা হবে দায় ॥
 এত ভাবি অগ্ন বনে পলাইয়া গেল ।
 বুদ্ধির প্রভাবে অজ্ঞা নির্ভয় হইল ॥
 সাহসী লোকের হয় সব কার্য্যে জয় ।
 বিপদে বিষন্ন ভয়ে কাপুরুষে হয় ॥
 অজানিত জনে নাহি বিশ্বাস করিবে ।
 প্রলোভনে ভুলি কারো বাধ্য না হইবে ॥
 অতিরিক্ত বেশ ভূষা অবশ্য বর্জিবে ।
 কেশ সংস্কার করি পথে না চলিবে ॥
 খাদ্যদ্রব্য আনি কভু একা না খাইবে ।
 নিকটে যাহারা থাকে কিছু কিছু দিবে ॥
 অশ্রুর আশার দ্রব্য কভু নাহি লবে ।
 হঠাৎ কাহারো প্রতি ক্রোধিত না হবে ॥
 উচ্চহাস্য উচ্চভাষা বর্জন করিবে ।
 নিন্দা না করিবে কারো নিন্দা না শুনিবে ॥
 সভামাঝে সত্যের দেখিয়া সদাচার ।
 শিখিবে তাঁদের কাছে সেই ব্যবহার ॥
 বয়ঃজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধস্থানে বিনীত হইবে ।
 বুড়া বলি উপহাস কভু না করিবে ॥
 মানব মাত্রেতে আছে দোষ সবাকার ।
 হিঙ্গ্র অন্বেষণ করি না কর প্রচার ॥

কাহারো বাটীতে আগে নাহি প্রবেশিবে ।
 দ্বারদেশে গিয়া নাম ধরিয়া ডাকিবে ॥
 প্রতিধ্বনি যাহা পাবে তাহাই করিবে ।
 অতিপ্রায় অবগত হইয়া বসিবে ॥
 জুতা পরিধান করি গৃহে না যাইবে ।
 তাদের আচার যাহা সেরূপে চলিবে ॥
 অতিরিক্ত বাক্যব্যয় কভু না করিবে ।
 স্বল্পবাক্যে সর্বকার্য্য সর্বদা সাধিবে ॥
 কুকুর বিড়াল পক্ষী নাহি পরশিবে ।
 প্রাণীহিংসা প্রাণীহত্যা দূরে বিবর্জিবে ॥
 নদী নথী শৃঙ্গী ক্রোধী অস্ত্রধারীগণ ।
 এ সবারে বিশ্বাস না কর কদাচন ॥
 কারো অনুরোধে কোনো কার্য্য না করিবে ।
 আদি অন্ত ভাল মন্দ মনে বিচারিবে ॥
 স্নান করি ভগবানে করিয়া স্মরণ ।
 গুরুগণে বন্দি শেষে করিবে ভোজন ॥
 স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি অনুসারে সদা রবে ।
 ধনী জ্ঞানী সুস্থ সুখী অবশ্যই হবে ॥
 আপন মস্তিষ্কে দৃষ্টি সর্বদা রাখিবে ।
 অনায়াসে শতবর্ষ জীবিত থাকিবে ॥
 যে পথে যাইবে আগে পথ নিরখিবে ।
 “সদা সাবধান” কথা স্মরণ রাখিবে ॥
 এই উপদেশ মতে যদি চল তবে ।
 চিরকাল সুখে রবে বিপদ না হবে ॥
 শুনি পুত্র পিতৃপদে করি নমস্কার ।
 হৃদয়ে ধারণ কৈল শিক্ষাসারহার ॥

দাম্পত্য অনুন্নয় ।

পত্নী কহে পতি মোর পরম দেবতা ।
 যার পদ-সেবী আমি সতী পতিভ্রতা ॥
 যার ধনে ধনী আমি মানে সর্বজন ।
 গৃহিণী হইয়া করি সবার পালন ॥
 আত্মীয় স্বজন আর দাস দাসীগণ ।
 মোর আজ্ঞা লয়ে কার্য্য করে অনুক্ষণ ॥
 ক্ষুধা হৈলে মোর কাছে ভক্ষ্যদ্রব্য চায় ।
 যারে যা খাইতে দিই সেই তাহা খায় ॥

দান করি খাণ্ড ভোজ্য বস্ত্র অলঙ্কার ।
 পুণ্যকার্য্য দেখি তাঁর সন্তোষ অপার ॥
 পিতা যবে তাঁর করে করেছে অর্পণ ।
 তাঁর গোত্রের গোত্রিকা হয়েছি সেইক্ষণ ॥
 তাঁর পদে করিয়াছি দেহ সমর্পণ ।
 তাঁর আজ্ঞা সদা করি মন্তকে বহন ॥
 আমি কিসে সুখে থাকি চেষ্টা অনুক্ষণ ।
 আমার লাগিয়া করে অর্থ উপার্জন ॥
 যাগ যজ্ঞ বিবাহাদি যার ঘরে হয় ।
 আগ্রহ করিয়া তারা অগ্রে মোরে লয় ॥
 দীনবেশে গেলে হয় অপমান তাঁর ।
 সেই হেতু দিয়াছেন বস্ত্র অলঙ্কার ॥
 পতি যদি হয় মোর ভিখারী শঙ্কর ।
 আমার নিকটে তিনি রাজরাজেশ্বর ॥
 পতি যদি করে মোর বৃক্ষতলে বাস ।
 সেখানেও সদা মোর পরম উল্লাস ॥
 জ্যোপদী জনকমুতা দময়ন্তী সতী ।
 তাহার প্রমাণ চিত্তা সাবিত্রী প্রভৃতি ॥
 এরূপ অসংখ্য আছে কত কব আর ।
 সুখ দুঃখ ভ্যজি কৈল পতিসেবা সার ॥
 পতিই পরম গুরু সর্বসুখরাশি ।
 তাঁর পাদপদ্মে আমি আজ্ঞাকারী দাসী ॥
 তপ জপ ধ্যান পূজা সে নহে আমার ।
 আমার পরম যজ্ঞ পতিসেবা সার ॥
 জ্ঞান দান তীর্থাটনে যদি হয় মন ।
 গাঁইটচূড়া বান্ধি তবে হয় সম্পাদন ॥
 পতি মোর ভগবান করুণার সিন্ধু ।
 ইহকাল পরকাল দুই কালের বন্ধু ॥
 তাঁর সহ যথা থাকি তথা সুখময় ।
 রাজৈশ্বর্য্য তাঁর সহ তুলনা না হয় ॥
 পতি মোর রত্ন ধন বসন ভূষণ ।
 পতিই পরম সাধু পতিতপাবন ॥
 সঁতার সিন্দূর হস্তে লোহার করুণ ।
 ইহা সম ব্রিজগতে নাহি কিছু ধন ॥
 অর্থ কাম মোক্ষ নাহি প্রয়োজন ॥
 পতিই পরম গতি শাস্ত্রের বচন ॥

পতির সহস্র দোষ পরিহরি দূরে ।
 আমার অন্তর যেন তাঁর গুণে বুঝে ॥
 তাঁর প্রিয়তমা হয়ে সুখে করি বাস ।
 তাঁর সেবারসে যেন না হই নৈরাশ ॥
 সবে মিলি আশীর্ব্বাদ করহ আমার ।
 পতির অগ্রেতে যেন মোর প্রাণ যায় ॥
 পতিকোলে পতিমুখ করি সন্দর্শন ।
 নিমিলিত হয় যেন আমার নয়ন ॥
 তাঁহার নিকটে যাবে আমার এ দেহ ।
 সে সঙ্গে না যায় যেন অন্তরের ক্ষেহ ॥
 অন্তরে অন্তর যদি মিশাইয়া রয় ।
 থাকে বা না থাকে দেহ তাহে নাহি ভয় ॥
 যেখানে থাকিবে পতি আমি আছি তথা ।
 সতী বিনা কে বুঝিবে আমার এ কথা ॥
 মোর পতি বিশ্বপতি সংসারের সার ।
 আমার নয়ন হেরে দুই একাকার ॥
 তাঁহার প্রকাশ মূর্ত্তি পুঙ্ককন্ঠাগণ ।
 সেই হেতু স্নেহরসে মুগ্ধ হয় মন ॥
 ব্যবহার্য্য বস্ত্র যাহা করি ব্যবহার ।
 তাঁহারি প্রদত্ত তাহা সকলি আমার ॥
 মোর সুখ হেতু সব আয়োজন তাঁর ।
 আমি বিনা তাতে কারো নাহি অধিকার ॥
 তাঁর দ্রব্য তাঁরে দিয়া সেবা করি তাঁর ।
 সবিনয়ে করি তাঁর পদে নমস্কার ॥

পতি উক্তি বর্ণন ।

পরোক্ষে তাহার বাক্য করিয়া শ্রবণ ।
 প্রত্যক্ষে কহিছে কিছু স্নেহ বচন ॥
 আমার অর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি স্নানিষ্ঠয় ।
 অন্তরে অন্তরে গাঁথা ভিন্ন কভু নয় ॥
 সহায়ী গুরব শিষ্যা ভূজিয়া বান্ধব ।
 গৃহলক্ষ্মী তুমি মোর আনন্দ উৎসব ॥
 অগ্নিলাক্ষী করি বেদমন্ত্র উচ্চারিয়া ।
 অধীন হয়েছি পাণিগ্রহণ করিয়া ॥
 বি পূর্ব্ব বহ ধাতু বিবাহ করণ ।
 বরণ পোষণ ভার করিব বহন ॥

আমার সম্বন্ধে যত আত্মীয় স্বজন ।
সকলে তোমার তুমি সবার আপন ॥
পুরুষার্থ চতুষ্ঠয় শ্রীহরি সাধন ।
সঙ্গীকে সাধিলে সিদ্ধ হয় গৃহীগণ ॥
হুল্লভ মানব দেহ বহু ভাগ্যে হয় ।
আত্মা মুক্ত না করিলে মহা অপচয় ॥
শরীরের সহ এথা রহে ধন জন ।
পরকালে বন্ধুমাত্র ধর্ম নিরঞ্জন ॥
এখন সংসারে আর নাহি প্রয়োজন ।
উভয়ে মিলিয়া করি ধর্ম উপার্জন ॥
এত বলি কার্য্য হৈতে লয়ে অবসর ।
হরিনামে কার্য্যে রত হৈল নিরন্তর ॥
ভক্তি রতি স্মৃতি ক্রমে উদয় হইল ।
সময়ান্তে নিত্যধামে প্রবেশ করিল ॥

কুশধ্বজ উপাখ্যান ।

কুশধ্বজ ইতিহাস করহ শ্রবণ ।
শুনিতে অদ্ভুত কথা কর্ণরসায়ন ॥
দ্বাপরযুগেতে ছিল নহুয রাজন ।
ধনেতে কুবের সম তেজেতে তপন ॥
বাহুবলে বশীভূত সবারে করিল ।
রাজচক্রবর্তী হয়ে পৃথিবী পালিল ॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিল রাজন ।
প্রতিবাদী হৈল ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
যুদ্ধ করি পরাজয় করিয়া সকলে ।
শত অশ্বমেধ পূর্ণ কৈল অবহেলে ॥
ইন্দ্রপদে অধিকারী হইল রাজন ।
ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গ ছাড়ি কৈল পলায়ন ॥
শোকেরে বাসবী দেবী কান্দিতে লাগিল ।
দেবগণে লয়ে তাঁরে লুকায়ে রাখিল ॥
তবে রাজা অশরীরে স্বর্গলোকে গিয়া ।
ইন্দ্র হইলেন নিজ তেজঃ প্রকাশিয়া ॥
দেবগণে ভীতমনে আসিয়া মিলিল ।
যে কার্য্যে যে ছিল তারে সে কার্য্যে রাখিল ॥
ধরাধামে রাজা হৈল যথাতি রাজন ।
স্বর্গধামে নহুয পাইল ইন্দ্রাসন ॥

বন উপবন আর নন্দনকানন ।
ঐরাবতে আরোহিয়া করেন ভ্রমণ ॥
সুখময় স্বর্গভোগ করে আশ্বাদন ।
অঙ্গরী কিম্বরী লয়ে আনন্দে মগন ॥
মধুপানে মত্ত হয়ে থাকে অনুক্ষণ ।
নৃত্য গীত বাস্তরসে প্রফুল্লিত মন ॥
একদিন দেবগণে কহিছে রাজন ।
ইন্দ্রাণী কোথায় তারে কর আনয়ন ॥
মোর বামভীতে তারে আনি বসাইবে ।
ইহা না করিলে সবে বিপদে পড়িবে ॥
শুনি ভয়ে ভীত হয়ে যত দেবগণ ।
নারদের কাছে গিয়া কৈল নিবেদন ॥
শুনিয়া নারদঋষি করি আগমন ।
ইন্দ্রের সভায় গিয়া দিল দরশন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা ত্যজি সিংহাসন ।
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন ॥
ঋষি বলে ইন্দ্র হৈলে ঈশ্বর কৃপায় ।
বামদিক্ শূন্য তব শোভা নাহি পায় ॥
বাসবী আনিতে তুমি করহ গমন ।
অগস্ত্যাদি ঋষি-যানে করি আরোহণ ॥
এরূপ মহত্ব যদি করে দরশন ।
হৃষ্টচিত্তে বাসবী করিবে আগমন ॥
নতুবা আপন পতি পরিত্যাগ করি ।
কি দেখি আসিবে এথা বাসবী ক্ষুদ্ররী ॥
দেবগণে নাহি জানে তাঁহার বারতা ।
ঋষিগণে ধ্যানে জানে লয়ে যাবে তথা ॥
নারদের বাক্যে রাজা হয়ে হৃষ্টমন ।
অগস্ত্যাদি ঋষিগণে করি আনয়ন ॥
প্রণাম করিয়া সব কৈল নিবেদন ।
শুনি ঋষিগণ তবে ভাবে মনেমন ॥
মদে মত্ত হয়ে কহে অবাচ্য বচন ।
বুদ্ধিভ্রংশ হৈল এবে হইবে পতন ॥
অগত্যা স্বীকার করি যত ঋষিগণ ।
রাজারে কহিল কর যানে আরোহণ ॥
শুনি বেষভূষা করি যানে আরোহণ ।
কন্ধে করি ঋষিগণ লুইয়া চলিল ॥

বিলম্ব না সহে রাজা উচাটন মন ।
 উঠেঃস্বরে বলে সর্প সর্প ঋষিগণ ॥
 ভারাক্রান্ত হয়ে সবে ধীরে ধীরে যায় ।
 ক্রোধে রাজা সর্প সর্প কহে উত্তরায় ॥
 শুনিয়া অগস্ত্য ক্রোধে যান নামাইয়া ।
 সর্প হয়ে থাক বলি গেলেন চলিয়া ॥
 ঋষিশাপে সর্পদেহ পাইয়া রাজন ।
 স্বর্গচ্যুত হয়ে মর্ত্যে হইল পতন ॥
 নারদের মুখে বার্তা শুনিয়া যযাতি ।
 মহাভুঃখে মগ্ন হয়ে কান্দে দিবা রাত্তি ॥
 ছাত্রগণ কহে কেন হইল এমন ।
 ইচ্ছা হয়ে পুনঃ কেন হইল পতন ॥
 কবি কহে ক্রিয়ামার্গে বিঘ্ন অতিশয় ।
 পাপযুক্ত পুণ্য হৈলে এই দশা হয় ॥
 তবে এথা হস্তিনায় যযাতি রাজন ।
 পিতার উদ্ধার লাগি চিন্তে অনুক্ষণ ॥
 মন্ত্রী সহ মন্ত্রণা করিয়া নরবর ।
 রথ যানে স্বর্গলোকে গেলেন সত্বর ॥
 দেখে শূন্য পড়িয়াছে রাজসিংহাসন ।
 শান্তি স্তম্ভ বিহীন সকল দেবগণ ॥
 স্তম্ভময় স্বর্গলোকে নাহি স্তম্ভলেশ ।
 পুরবাদীগণে সব হ্রিন্ভিন্ন বেশ ॥
 যযাতি বলেন স্তম্ভ না থাকিলে মনে ।
 অন্বেষণ করিলে না মিলে ক্রিভুবনে ॥
 অন্তরে থাকিলে স্তম্ভ বিশ্ব স্তম্ভময় ।
 স্তম্ভ দুঃখ অনুভব মনে উপজয় ॥
 তবে দেবগণে ডাকি যযাতি রাজন ।
 ইচ্ছা আনাইয়া দিল রাজসিংহাসন ॥
 সবিনয়ে স্তুতি করি প্রসন্ন করিয়া ।
 অগস্ত্যের সন্নিধানে গেলেন চলিয়া ॥
 প্রণাম করিয়া রাজা করেন রোদন ।
 দেখি ঋষিবর হৈল বিষাদিত মন ॥
 ঋষি কহে শুন রাজা শোক কর মিছা ।
 যে দিন যা হবে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
 কর্মচক্রে সদা ভ্রাম্যমান জীবগণ ।
 কর্ম অনুরূপ ফল না হয় খণ্ডন ॥

যা হবার হইয়াছে উপায় কি তার ।
 এক্ষণে তাঁহারে শীঘ্র করহ উদ্ধার ॥
 পুত্র হয়ে পিতৃকার্য্য যে জন না করে ।
 নরকযন্ত্রণা ভোগে জন্ম জন্মান্তরে ॥
 নরমেধ যজ্ঞ তুমি কর নরপতি ।
 তাহা বিনা নহুয়ের না দেখি সদগতি ॥
 যেক্রমে করিতে হবে যজ্ঞ আচরণ ।
 পূর্ণাহুতি হেতু তাহে যাহা প্রয়োজন ॥
 অনুপনয়ন এক দ্বিজের নন্দন ।
 মস্তক কাটিয়া যজ্ঞে করিবে অর্পণ ॥
 বিশেষরূপেতে তাহা সকল কহিয়া ।
 দ্বরা করি নিজালয়ে দিল পাঠাইয়া ॥
 তবে রাজা বিপ্রগণে করি আনয়ন ।
 শুভদিন দেখি যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ॥
 শত শত ভূত্য করে দ্রব্য আয়োজন ।
 শত শত বিপ্র করে আহুতি অর্পণ ॥
 মন্ত্রীঘরে অনুন্নয় করি নরবর ।
 দ্বিজপুত্র অন্বেষণে পাঠায় সত্বর ॥
 তবে মন্ত্রী ধন জন শকটাদি লয়ে ।
 দেশে দেশে ভ্রমে বিপ্র আনয়ে আনয়ে ॥
 বিবরণ শুনি সবে করে প্রত্যাখ্যান ।
 যথা যায় তথা নাক পায় অপমান ॥
 অবশেষে গ্রামে গ্রামে টেঁটরা বাজায় ।
 লক্ষমুদ্রা দিব যদি পুত্র পাওয়া যায় ॥
 এইরূপে প্রায় বর্ষ অতীত হইল ।
 বহু চেষ্টা কৈলা দ্বিজপুত্র না পাইল ॥
 যজ্ঞপণ্ড ভয়ে মন্ত্রী বিষন্ন বদন ।
 অন্তরে স্মরিল যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ ॥
 কোন মুখে যাব প্রভু হস্তিনানগরে ।
 কি কথা বলিব গিয়া রাজার গোচরে ॥
 দ্বিজপুত্র না পাইয়া হয়েছি বিপন্ন ।
 নিজগুণে নিজকার্য্য করহ সম্পন্ন ॥
 কাতর হইয়া মন্ত্রী স্মরণ করিল ।
 অন্তরে জানিয়া হরি প্রসন্ন হইল ॥
 সিদ্ধার্থ নামেতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 সিন্ধু নদীতে স্নান করে সবার পোষণ ॥

উদর পুরিয়া কেহ খাইতে না পায় ।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর কষ্টে কাল যায় ॥
পুত্র কণ্ঠাগণ কান্দে ক্ষুধার জ্বালায় ।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দৌহে করে হায় হায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মন্ত্রী সে দেশে আইল ।
পরম্পরা দ্বিজবর এ কথা শুনিল ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে অন্তঃপুরে গেল ।
ব্রাহ্মণীরে সে সকল বৃত্তান্ত কহিল ॥
নরমেধ যজ্ঞ করে যযাতি রাজন ।
প্রতি গ্রামে দ্বিজপুত্র করে অন্বেষণ ॥
লক্ষ মুদ্রা লয়ে মন্ত্রী সর্বত্র ভ্রমিল ।
বিফল হইল চেষ্টা কেহ নাহি দিল ॥
ব্রাহ্মণী কহেন কেবা হেন অভাজন ।
যজ্ঞেতে আহুতি দিতে বেচিবে নন্দন ॥
ভাগ্যে যাহা আছে তাহা দিবে নারায়ণ ।
বুঝা বাক্যব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন ॥

এইরূপে হয় দৌহে কথোপকথন ।
অন্তরালে থাকি তাহা শুনে পুত্রগণ ॥
কুশধ্বজ নামে ছিল কনিষ্ঠ নন্দন ।
পিতারে ডাকিয়া কহে মধুর বচন ॥
এমন স্বেযোগ পিতা কভু নাহি হয় ।
লক্ষ মুদ্রা লয়ে কর আমারে বিক্রয় ॥
আমার মানব জন্ম সার্থক হইবে ।
নধর এ দেহ মোর পিতৃকার্য্যে যাবে ॥
এই অর্থ লয়ে কর সবার পোষণ ।
দারিদ্র্যতা যাবে স্মৃখে করিবে ভোজন ॥
মাতা পিতা কহে অর্থে নাহি প্রয়োজন ।
যজ্ঞাহুতি দিতে কেন বেচিব নন্দন ॥
অনশনে যদি করি জীবন যাপন ।
তবু না বলিহ হেন নির্ধাত বচন ॥
কুশধ্বজ বলে মোর আছে চারি ভ্রাতা ।
পরিত্যাগ কর হবে আমার মমতা ॥
এত বলি মন্ত্রীবরে ডাকিয়া আনিল ।
মন্ত্রী আসি প্রণমিয়া কহিতে লাগিল ॥
মুদ্রা লয়ে মহাশয় দেহ নিজ স্নাত ।
চিরদিন রাজা তব হবে বশীভূত ॥

যবে যাহা প্রয়োজন তাহা আমি দিব ।
রাজপরিবার মধ্যে তোমারে গণিব ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দৌহে ভাবিয়া চিন্তিয়া ।
অগত্যা স্বীকার কৈল অর্থের লাগিয়া ॥
মন্ত্রীবর তৎক্ষণাৎ মুদ্রা গণি দিল ।
কুশধ্বজে লয়ে দ্বিজ তারে সমর্পিল ॥
মাতা পিতা পাদপদ্মে হয়ে অবনত ।
চলিলেন কুশধ্বজ জনমের মত ॥
পুত্রশোকে ব্রাহ্মণী হইল অচেতন ।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে ভ্রাতা ভগ্নীগণ ॥
বিপ্র বলে কেন হবে করহ রোদন ।
“নাকালে ত্রিয়তে জন্তু” শাস্ত্রের বচন ॥
শোক শাস্তি কর হবে আমার কথায় ।
পুনঃ কুশধ্বজ ফিরি আনিবে এথায় ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য সবে বিশ্বাস করিল ।
শোক ত্যজি কালাপেক্ষা করিয়া রহিল ॥
তবে তারে হরিপদে করি সমর্পণ ।
মন্ত্রীরে কহিল লয়ে করহ গমন ॥
যদি এথা ক্ষণকাল বিলম্ব করিবে ।
আত্মীয় স্বজনগণে যাইতে না দিবে ॥
শুনি মন্ত্রীবর তবে রথে আরোহিয়া ।
হস্তিনায় চলিলেন কুমারে লইয়া ॥
হৃষ্টচিত্তে রাজপুরে প্রবেশ করিল ।
যজ্ঞস্থলে আনিয়া রাজারে সমর্পিল ॥
দ্বিজস্বতে পেয়ে রাজা সন্তোষ হইল ।
প্রশংশিয়া মন্ত্রীবরে ধন্যবাদ দিল ॥
গৃহে লয়ে কুশধ্বজে যতনে রাখিল ।
পরিচর্যা লাগি ভৃত্যগণে নিয়োজিল ॥
নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য খাইবারে দিল ।
দেখি কুশধ্বজ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল ॥
মনে মনে বলে ধন্যবাদ বিধাতায় ।
মৃত্যুকালে ভৃত্যগণে মিষ্টান্ন যোগায় ॥
ক্ষুধানলে দগ্ধ হবে না পাইনু তবে ।
আসন্ন কালেতে আর খাইলে কি হবে ॥
উপবাসী থাকিলেও না হবে জীবন ।
তবে কিছু লয়ে করি আজ্ঞাকে অর্পণ ॥

এত ভাবি কথাঞ্চি করিয়া ভোজন ।
 শ্রীহরি চিন্তায় কৈল রজনী যাপন ।
 প্রাতঃকালে যজ্ঞস্থলে কৈল আনয়ন ।
 অভিষেক কৈল তারে আহুতি কারণ ॥
 বসন ভূষণ মাল্য স্নগন্ধি চন্দন ।
 পরাইয়া দিলু অঙ্গে যজ্ঞহোতাগণ ॥
 দেবতাগণের নামে উৎসর্গ করিল ।
 কিন্তু কেহ সুখ শাস্তি মনে না পাইল ॥
 নরবলি দিবে রাজা প্রচার হইল ।
 পূর্ণাহুতি দিনে লোক দেখিতে আইল ॥
 বালকের রূপ দেখি যত নর নারী ।
 হায় হায় করে বাঁরে ছনয়নে বারি ॥
 বলে কোন হতভাগা বিক্রয় করিল ।
 পাষাণে বিধাতা তার হৃদয় গঠিল ॥
 অর্থলোভে পুত্রস্নেহ করি বিসর্জন ।
 অগ্নিতে আহুতি দিতে করিল অর্পণ ॥
 এইরূপে কত লোকে কত কথা বলে ।
 হেটমুণ্ডে কুশধ্বজ আছে যজ্ঞস্থলে ॥
 বিপ্রগণ বলে শুনি দ্বিজের নন্দন ।
 রাজকার্য্য করি স্বর্গে করহ গমন ॥
 পিতার সদগতি লাগি যযাতি রাজন ।
 দেবতা উদ্দেশে বলি করিবে অর্পণ ॥
 তব দেহ বৈশ্বানর ভোজন করিবে ।
 মানব জনম তব সফল হইবে ॥
 শুনি কুশধ্বজ অতি শঙ্কিত হইয়া ।
 যুদ্ধস্থরে কহে যজ্ঞস্থলে দাণ্ডাইয়া ॥
 নহুকের উর্দ্ধগতি নিমিত্ত রাজন ।
 ব্রাহ্মহত্যা করি করে যজ্ঞ আচরণ ॥
 ব্রাহ্মণের মাংস আজি দেবতা খাইবে ।
 যজ্ঞেশ্বর হরি তাহে সন্তোষ হইবে ॥
 ভাগ্যে যাহা আছে তাহা কে করে ধণ্ডন ।
 সাধনের তনু হৈল অকালে নিধন ॥
 স্নেহময়ী মাতৃরূপা রাজরাণীগণ ।
 দাণ্ডায়ে দেখিবে তারা আমার মরণ ॥
 বিচারে পণ্ডিত যত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
 তাহারা করিবে মোরে অগ্নিতে অর্পণ ॥

ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি খ্যাত চরাচরে ।
 সেই অগ্নি ভোজন করিবে আজি মোরে ॥
 যজ্ঞ দেখিবারে আসিয়াছে যত জন ।
 প্রতীক্ষা করিছে মোর মস্তক ছেদন ॥
 পিতা ধনলুপ্ত, রাজা আছে খড়্গা তুলি ।
 দেবতা ইচ্ছিল বলি কাহারে বা বলি ॥
 হৃদয় কম্পিত সব হেরি অন্ধকার ।
 কে আছে জগতে মোরে করিবে উদ্ধার ॥
 কাহার শরণ লব উপায় কি করি ।
 কৃপা করি রাখে যদি বৈকুণ্ঠবিহারী ॥
 কোথা আছ কৃষ্ণ পদপলাশলোচন ।
 অগতির গতি তুমি বিপদভঞ্জন ॥
 প্রহ্লাদে করিলে রক্ষা মারি দৈত্যগণ ।
 নরকে বধি গজরাজে করিলে মোক্ষণ ॥
 অশুরে মারিয়া রক্ষা কৈলে দেবগণ ।
 বলিরে ছলিতে তুমি হইলে বামন ॥
 যোগী ঋষিগণে সদা চিন্তে যে চরণ ।
 কৃপা করি গয়াশিরে করিলে অর্পণ ॥
 ভকতবৎসল তুমি ভক্তের জীবন ।
 আসন্ন কালেতে মোরে দেহ দরশন ॥
 এইমত স্তব করে যুড়ি দুই কর ।
 কাতর দেখিয়া হরি হইল কাতর ॥
 অন্তরালে থাকি শুনি বিনয় বচন ।
 স্নেহভরে শ্রীহরির হরিল চেতন ॥
 মাতৈভঃ মাতৈভঃ শব্দ শূন্যেতে হইল ।
 সাধুজন বিনা তাহা অণ্ডে না শুনিল ॥
 কুশধ্বজবাক্য শুনি যযাতি রাজন ।
 উভয় সঙ্কটে পড়ি ভাবে মনেমন ॥
 বলে কোথা যজ্ঞেশ্বর শ্রীমধুসূদন ।
 এ মহা বিপদে রক্ষা কর না রায়গণ ॥
 সর্বযজ্ঞেশ্বর তুমি আমি তব দাস ।
 এ মহা সঙ্কটে রক্ষা কর শ্রীনিবাস ॥
 এইরূপে আরণ করিয়া মতিমান ।
 ব্রাহ্মকার্য্য জানি পুনঃ করে অনুষ্ঠান ॥
 হোতৃগণ কহে এই লগ্নে শুভক্ষণ ।
 পূর্ণাহুতি দিব কর মস্তক ছেদন ॥

শুনি নৃপ সত্ৰচিন্তা করিয়া অন্তর ।
 ক্ষত্রিয় স্বভাবে তবে করিল নির্ভর ॥
 কুশধ্বজ হরিপদে মন সমর্পিয়া ।
 নিশ্চিন্তে রহিল বসি আজ্ঞা হইয়া ॥
 খরশান খড়্গা লয়ে উঠিল রাজন ।
 চতুর্দিকে জয়ধ্বনি করে দ্বিজগণ ॥
 ছেদন করিতে খড়্গা মস্তকে তুলিল ।
 যজ্ঞধ্বজ আসি হস্ত ধারণ করিল ॥
 দেখে রাজা শত্রুচক্রগদাপদধারি ।
 নবখনশ্চামরূপ জগমনোহারি ॥
 খড়্গা ফেলি পাদপদ্মে পড়ে লোটাইয়া ।
 স্তুতি নতি করে বহু বিনয় করিয়া ॥
 জয় জয় জগদীশ জগতজীবন ।
 এ মহা সঙ্কট হৈতে করিলে মোচন ॥
 যজ্ঞক্ষেত্রে প্রভু মোরে দিলে দরশন ।
 সফল হইল জন্ম হেরিয়া চরণ ॥
 কিবা হেন দান যজ্ঞ তপস্যা করিনু ।
 ছুরাধা তোমা ধনে নয়নে হেরিনু ॥
 সবে এক হেতু মাত্র ব্রাহ্মণনন্দন ।
 তাঁর ভক্তিবলে পাইনু তব দরশন ॥
 হরি কহে যজ্ঞপূর্ণ হইল রাজন ।
 তব পিতা করিলেন বৈকুণ্ঠ গমন ॥
 কুশধ্বজ হরিপদে প্রণাম করিয়া ।
 করযোড়ে সন্নিকটে আছে দাণ্ডাইয়া ॥
 সন্তোষ হইয়া হরি মূঢ়স্বরে বলে ।
 তোমার অক্ষয়কীর্তি রহিল ভূতলে ॥
 জনমে জনমে তুমি আমার কিঙ্কর ।
 যাহা বাঞ্ছা হয় মনে মাগি লহ বর ॥
 কুশধ্বজ বলে বরে নাহি প্রয়োজন ।
 কৃতার্থ হইনু হেরি অভয় চরণ ॥
 তবে তারে আশীর্বাদ করি গদাধর ।
 অন্তর্দান হয়ে গেলা বৈকুণ্ঠনগর ॥
 কুশধ্বজপদে ধরি কহে নরবর ।
 তোমার প্রসাদে হেরিলাম গদাধর ॥
 নিজগুণে অপরাধ ক্ষমিবে আমার ।
 চিরদিন বশীভূত রহিনু তোমার ॥

গঙ্গা আনি ভগীরথ বংশ উদ্ধারিল ।
 তোমাকে আনিয়া মোর তাহাই হইল ॥
 রাজ্য লয়ে থাক তুমি হয়ে নরপতি ।
 অবসর লয়ে আমি যুড়াই সম্প্রতি ॥
 কুশধ্বজ বলে তাহা অসাধ্য আগার ।
 জন্মকে লইতে নারে কেশরীর ভার ॥
 যেরূপে চলিছে যাহা সেরূপে চলিবে ।
 লোকদখে জয়লাভ তোমার হইবে ॥
 তবে রাজা যজ্ঞস্থলে আসন পাতিল ।
 বিপ্রগণে খাত্তব্রব্য আনি যোগাইল ॥
 বিবিধ মিষ্টান্ন তারে করায় ভোজন ।
 বগন ভূষণ দিল বহু রত্ন ধন ॥
 অন্তঃপুরগৃহে গিয়া করিল শয়ন ।
 ভৃত্য করে পদসেবা চামর ব্যজন ॥
 এথা প্রাতে গাত্রোথান করিয়া ব্রাহ্মণ ।
 ব্রাহ্মণীরে কহিলেন স্বপ্ন বিবরণ ॥
 আজি নিশিশেষে আমি দেখেছি স্বপন ।
 কুশধ্বজে রক্ষা করিয়াছে নারায়ণ ॥
 রাজা তার শির ছেদে উত্তত হইল ।
 কৃপা করি হরি তার খড়্গা কাড়ি লৈল ॥
 রাজা আর কুশধ্বজে দিলা দরশন ।
 নহুযেরে পাঠাইলা বৈকুণ্ঠভুবন ॥
 বিনা নরবধে যজ্ঞ করি সমাপন ।
 অন্তর্দান হয়ে কৈলা স্বধামে গমন ॥
 নতি স্তুতি করি রাজা কুশধ্বজ কাছে ।
 রাখিয়াছে যত্ন করি অন্তঃপুর মাঝে ॥
 মিষ্টান্ন পকায় তারে করায় ভোজন ।
 পুরস্কার করিয়াছে নানা রত্ন ধন ॥
 শুনিয়া ব্রাহ্মণী হয়ে আনন্দিত মন ।
 চারি পুত্রে পাঠাইল রাজার ভবন ॥
 যাহ পুত্রগণ শীঘ্র আনি সমাচার ।
 আমার জীবন রক্ষা কর এইবার ॥
 শুনি তারা যজ্ঞস্থলে করিয়া গমন ।
 আনুপূর্ব শুনিল সকল বিবরণ ॥
 কুশধ্বজ সহ সবে শাক্ষাৎ করিয়া ।
 মাতৃস্থানে ভ্রাতৃত্বয়ে দিল পাঠাইয়া ॥

দ্রুতপদে গৃহে তারা করিয়া গমন ।
 মাতা পিতা স্থানে সব কৈল নিবেদন ॥
 সমাচার শুনি সবে আনন্দে ভাসিল ।
 ভক্তিভরে ভগবানে ধন্যবাদ দিল ॥
 এথা রাজা আর যত রাজরাণীগণ ।
 কুশধ্বজে গুরুভক্তি করে সর্বজন ॥
 হস্তিনানগর মাঝে মহারোল হৈল ।
 হরি আসি কুশধ্বজে কাটিতে না দিল ॥
 শ্রীহরির কৃপাপাত্র দ্বিজের নন্দন ।
 ইহা বলি সবে আসি করে দরশন ॥
 খাণ্ডদ্রব্য আর নানা বসন ভূষণ ।
 সমীপে রাখিয়া করে চরণ বন্দন ॥
 কত আইসে কত যায় নাহি নিরূপণ ।
 হেরিয়া সবার হয় আনন্দিত মন ॥
 মৃত্যু গীত বাণ্ড কত হইতে লাগিল ।
 হস্তিনানগর যেন স্বর্গপুরী হৈল ॥
 বহু দেশ হৈতে বহু গুণীগণ আইল ।
 নিত্য নব মহোৎসব করিতে লাগিল ॥
 নানাবিধ খাণ্ডদ্রব্য রাজার ভবনে ।
 কেহ খায় কেহ লয় মহানন্দ মনে ॥
 খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি ।
 এইরূপে গত হয় দিবস রজনী ॥
 তিন মাস কুশধ্বজে সেখানে রাখিয়া ।
 মাতা পিতা সন্নিধানে দিল পাঠাইয়া ॥
 রাজা বলে মাতা পিতা আত্মীয় স্বজন ।
 তোমার লাগিয়া সবে বিবাদিত মন ॥
 যাহ কিন্তু তিন মাস তথায় রহিবে ।
 তদন্তরে পুনর্ব্বার এখানে আসিবে ॥
 এত বলি শকটে করায় আরোহণ ।
 গৃহে পাঠাইয়া দিল দিয়া বহু ধন ॥
 কুশধ্বজ স্বদেশে করিল আগমন ।
 দেখিতে আইল কত নর নারীগণ ॥
 ধন্য ধন্য কুশধ্বজ বলে সর্বজন ।
 তোমাতে হেরিয়া হৈল সফল নয়ন ॥
 মাতা পিতা আসি তারে কোলে তুলি নিল ।
 নয়নসলিলে অঙ্গ সিকন করিল ॥

কুশধ্বজ উভয়ের বন্দিয়া চরণ ।
 করযোড়ে পিতৃপদে করে নিবেদন ॥
 তব তপোবলে আর মাতৃ আশীর্ব্বাদে ।
 উত্তীর্ণ হয়েছি আমি এ মহা বিপদে ॥
 বহু ভাগ্যে তব গৃহে হইল জন্ম ।
 তব পুণ্যবলে পাইলু হরি দরশন ॥
 ছুরাধা ধন হরি হেরিলু নয়নে ।
 কৃতার্থ হয়েছি যিহা সাধন ভজনে ॥
 তোমাতে হরিতে আমি দেখি একাকার ।
 যেই হরি সেই তুমি জগতের সার ॥
 তোমাতে চিনিতে নাহি আমার শক্তি ।
 শুদ্ধ সত্বময় তুমি নরের আকৃতি ॥
 সেবা বাদ অপরাধ ক্ষমিবে আমার ।
 আমি তব আজ্ঞাকারী এ দেহ তোমার ॥
 দিচ্ছ বলে বিনয় সঘর বাছাধন ।
 তোমাতে পাইয়া মোর যুড়াল জীবন ॥
 চন্দ্র সূর্য উদয়াস্ত যাবৎ রহিবে ।
 তোমার অঙ্গুর কীর্তি জগতে ঘুমিবে ॥
 আমার অকীর্তি বাপ জগতে রহিল ।
 অর্থের অভাবে বিপ্র সন্তান বেটিল ॥
 শ্রীহরির লীলা কিছু বুঝা নাহি যায় ।
 যবে যাহা ঘটে তাহা তাঁহার ইচ্ছায় ॥
 তাঁহার এ বিশ্বধাম তাঁর জীবগণ ।
 প্রেরক হইয়া করে কার্য্যেতে প্রেরণ ॥
 ব্রহ্মকার্য্য বিনা বিধে কার্য্য নাহি আর ।
 জানী নরে নিত্য করে ব্রহ্ম ব্যবহার ॥
 বদ্ধ জীবে বলে কার্য্য আমার আমার ।
 অতএব দুই তত্ত্ব করহ বিচার ॥
 কারণ করণ কার্য্যকর্তা অগণন ।
 সর্ব্বরূপে মাত্র এক ব্রহ্মসনাতন ॥
 গুণযুক্ত মনে নাহি ক্ষুরে কদাচন ।
 গুণমুক্ত হৈলে হয় ব্রহ্মবিজ্ঞাপন ॥
 ব্রহ্ম ছাড়া হৈলে হয় গুণে মুগ্ধ মন ।
 গুণমুক্ত হৈলে ব্রহ্ম করে আকর্ষণ ॥
 এইরূপে তত্ত্বকথা অনেক কহিল ।
 কুশধ্বজে লয়ে সবে আনন্দে রহিল ॥

মাতা পিতা আদি যত আত্মীয় স্বজন ।
জিজ্ঞাসিল কহ বংশ শ্রীহরি কেমন ॥
কোনরূপে যজ্ঞস্থলে করি আগমন ।
তোমারে করিল রক্ষা প্রভু নারায়ণ ॥
রাজা যবে করেছিল খড়া উত্তোলন ।
কি প্রকারে তাঁর হস্ত করিল ধারণ ॥
সকলে কি পেয়েছিল তাঁর দরশন ।
শুনেছিল শ্রীমুখের অমিয় বচন ॥
তোমা দোঁহা সহ হরি কি কথা কহিল ।
তুমি কি বলিয়াছিলে রাজা কি বলিল ॥

তোমাদের বাক্যে প্রভু কি দিল উত্তর ।
কৃপা করি দিয়াছে কি উত্তয়েরে বর ॥
কুশধ্বজ পূর্বাপর বর্ণন করিল ।
শুনিয়া সকলে অতি সন্তোষ হইল ॥
কেহ বা চরণ কেহ অঙ্গ পরশিল ।
কৃতার্থ হইলু বলি নাচিতে লাগিল ॥
যযাতির যজ্ঞকথা সমাপ্ত হইল ।
সবে মিলি বাহু তুলি হরি হরি বল ॥
শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্ব করিয়া স্মরণ ।
দ্বিজ অধরচাঁদ কহে শিক্ষা বিবরণ ॥

ইতি ছাত্রশিক্ষা উপলক্ষে মাতৃপিতৃ মাহাত্ম্য ও দাম্পত্য অনুনয়
এবং কুশধ্বজ উপাখ্যান বর্ণন দ্বিতীয় সোপান ।

তৃতীয় সোপান ।

কেন্দুলীনগরে রাজা লক্ষ্মণসেনের
আগমন বিবরণ ।

নমন্তি ফলিনোরক্ষাঃ নমন্তি গুণিনো জনাঃ ।
শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূৰ্খঞ্চ ভিত্ততে ন চ নম্যতে ।

জয় জয় জয়দেব পণ্ডিত প্রধান ।
যাঁহার কৃপায় লোকে হৈল বিজ্ঞান ॥
শিষ্য সহ আছে সদা বিচার আবেশে ।
সগণে লক্ষ্মণসেন আইল সে দেশে ॥
পাতসার প্রয়োজনে দিল্লী গিয়াছিল ।
*তীর্থ দর্শনাদি করি কেন্দুলী আইল ॥
লোকমুখে শুনি জয়দেব বিবরণ ।
বুধগণ সহ আইল বিচার কারণ ॥
শ্রীধল্লালসেন বিজয়ের বংশধর ।
তাঁর পুত্র শ্রীলক্ষ্মণসেন নৃপবর ॥
তাঁরে দেখি গ্রামবাসী সন্তুষ্ট হইল ।
মহামাণ্ড করি ভাল আবাসে রাখিল ॥
বহুলোক আইসে তথা রাজদরশনে ।
বুধগণ আসি মিলে বুধগণ সনে ॥

ক্রমে বহু শাস্ত্রকথা বিচার করিল ।
দেশবাসী পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইল ॥
বাকি মাত্র জয়দেব শুনিয়া রাজন ।
তাঁর বিচালয়ে গেলা সঙ্গে বুধগণ ॥
জয়দেবে দেখি মনে সন্তোষ হইল ।
বিনীত হইয়া পদে প্রণাম করিল ॥
জয়দেব শ্লোক পড়ি কৈল আশীর্বাদ ।
শুনিয়া সবার মনে খণ্ডিল বিষাদ ॥

কবিকৃত আশীর্বাদ শ্লোকঃ যথা ।—

লক্ষ্মীশ্রেষ্ঠ পদ্মজাক্ষী নিবসতু ভবনে
ভারতী কণ্ঠদেশে ।
বর্জতাং বন্ধুবর্গঃ প্রবল রিপুগণাঃ
যাস্তু পাতালমূলং ॥

দেশে দেশে চ রাজন্ প্রভবতু ভবতাং
কীর্তিপূর্ণেন্দু শুভ্রাঃ ।
জীবন্তং পুঞ্জপোতাং স কল গুণযুত-
মস্ততে দীর্ঘমায়ু ॥

রাজপণ্ডিতেরা যাহা শব্দার্থ করিল ।
রাজা তাহা শুনি মহা সন্তোষ হইল ॥
জয়দেব সে অর্থের কিছু না লইল ।
দ্বিতীয়ার্থ করি সবাঁকারে শুনাইল ॥
পাণ্ডিত শুনিয়া মনে মানে চমৎকার ।
বলে কোনো দেবতা হয়েছে অবতার ॥
তবে কবি সবাঁকারে করি অভ্যর্থন ।
সন্তোষ করিয়া কহি বিনয় বচন ।
কবি কহে আজি বড় সুপ্রসন্ন বিধি ।
গৃহে বসি পাইলাম তোমা হেন নিধি ॥
রাজা বলে শুনিয়াছি সখ্যাতি তোমার ।
পণ্ডিতের অগ্রগণ্য বিজ্ঞ সদাচার ॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ কিছু করিতে ভ্রবণ ।
আইনু তোমার কাছে সহ কবিগণ ॥
সবে সমুৎসুক ব্যাখ্যা শুনিতে তোমার ।
ইহাদের সহ কিছু করহ বিচার ॥
শুনি কবি সরস্বতী স্মরণ করিল ।
শব্দরূপা ভগবতী হৃদয়ে ক্ষুরিল ॥
কলাপ পাণিনী আদি নব ব্যাকরণ ।
অলঙ্কার প্রতিষ্ঠাদি যড়দরশন ॥
অষ্টাদশ পুরাণোপপুরাণাদি আর ।
অষ্টাবিংশ স্মৃতি তর্কশাস্ত্র তন্ত্রসার ॥
আগম নিগম উপনিষৎ বেদাঙ্গ ।
নীতিশাস্ত্র ইতিহাস কাব্যাদি প্রসঙ্গ ॥
সর্বশাস্ত্র ভাব লয়ে করিল বিচার ।
যোগশাস্ত্রে জরাজয় হইল সবার ॥
সন্তোষ হইল রাজা বিচার শুনিয়া ।
পুরস্কার কৈল বহু বিনয় করিয়া ॥
কবিবর বলিয়া উপাধি দিল তাঁর ।
শুনিয়া সকল লোকে আনন্দ অপার ॥
মনে বলে জয়দেব দৈববিদ্যা বলে ।
পরাজয় করিয়াছে পণ্ডিত সকলে ॥

যদি রাজপণ্ডিতেরা পরাস্ত করিত ।
দেশবাসী পণ্ডিতের মাগু না রহিত ॥
লজ্জা ভয়ে সবাঁকার মলিন বদন ।
জয়দেব দ্বারা হরি করিল খণ্ডন ॥
এ দেশে এমন কবি জানিনু এখন ।
জয়দেবের জয় হোক বল সর্বজন ॥
কবিবরে কবিগণে আশীষ করিয়া ।
নিজ নিজ বাসস্থানে গেলেন চলিয়া ॥

তিথীত্রয়ের বিরোধ ।

পরদিনে বুধগণে কহে কবিবর ।
কৃপা করি দেহ সবে ইহার উত্তর ॥
অমাবস্তা অষ্টমী পূর্ণিমা তিন জন ।
পরস্পর বিরোধের না দেখি খণ্ডন ॥
আপন আপন স্থানে তিন জনে টানে ।
কিন্তু তার মূলতত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥
অমাবস্তা কহে কথা শুনে পায় হাসি ।
অনর্থক ব্যাধ মোরে কর পৌর্ণমাসী ॥
তুমি না কি দেখিয়াছ গোলাকার শশী ।
বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয় তার জ্যোতিরাম্বি ॥
এ জগতে চারি যুগ বর্তমান আমি ।
আমারে কি অন্ধ বলি ভাবিয়াছ তুমি ॥
জ্যোতির্ময় চন্দ্র যদি চির বর্তমান ।
কেন বা না পাই আমি তাহার সন্ধান ॥
নিজ করে বিশ্ব করে আলোকে পূর্ণিত ।
আমি যথা কেন তথা নহে প্রকাশিত ॥
নিশাকর নিশাকালে জ্যোতিঃস্বান্ হয় ।
আমিও তো নিশা কেন অন্ধকারময় ॥
ব্রহ্মরক্ত উত্তাপিত হয়েছে তোমার ।
চক্ষুতে আলোক দেখ পিত্তের বিকার ॥
মোর বাক্য ধর কর শীঘ্র প্রতিকার ।
শুধু যদি হবে থাক নিকটে আমার ॥
পৌর্ণমাসী বলে তাহা কভু না পারিব ।
চন্দ্র ছাড়ি কেন আমি আঁধারে যাইব ॥
অন্ধকার আমি নাহি দেখি কোনকালে ।
তোমার কথায় গেলে পড়িব জঞ্জালে ॥

মনোহর পূর্ণ গোলাকার জ্যোতির্শয় ।
 শীতল কিরণে দেহ সুশীতল হয় ॥
 তাপ দূরে যায় আর অন্ধকার হরে ।
 তার মর্গ জানে কিছু কুণ্ড চকোরে ॥
 আনি তার সহগামী চিরকাল আছি ।
 তার স্মৃতি স্মৃতি হয়ে দেহ সঁপিয়াছি ॥
 প্রতি মাসে যবে আসে তব অধিকার ।
 দিন দিন কলা হীন জ্যোতিঃ খণ্ডে তার ॥
 তোমার রঞ্জেতে ক্রমে রঞ্জিত হইয়া ।
 প্রভাহীন হয়ে থাকে কলা হারাইয়া ॥
 অবশিষ্ট এক কলা মাত্র থাকে তার ।
 নিশাকরে নিশা করে দূরে পরিহার ॥
 হীন কর শশধর মলিন লজ্জায় ।
 না আসে নিশার পাশে দিবাতে নিশায় ॥
 ভব মাঝে যাতায়াত করে জীবচয় ।
 চন্দ্রকে আশ্রয় করি তবে জন্ম হয় ॥
 চন্দ্রের উদয়ে সিদ্ধজল স্ফীত হয় ।
 চন্দ্রের কিরণে ভূমি হয় বৃক্ষময় ॥
 ওষধি সরস হয় বৃক্ষ ফলবতী ।
 তিথিযোগ নক্ষত্রাদি চন্দ্রমার গতি ॥
 হিমাংশু হিমেতে হরে ভূমির উত্তাপ ।
 প্রণতজনের খণ্ডে আধি ব্যাধি তাপ ॥
 সর্বদেহে মনঃ রূপে চন্দ্রের বিহার ।
 তুমি কহ বিধে নাহি প্রকাশ তাহার ॥
 অষ্টমী কহিছে মোর লাগিয়াছে ধোঁকা ।
 উভয়ের বাক্য শুনি হইয়াছি বোকা ॥
 চিরকাল দেখি চন্দ্র ধনুর আকার ।
 পূর্ণিমার মুখে শুনি পূর্ণ গোলাকার ॥
 তোমাদের এ সকল কলহ না মানি ।
 অর্দ্ধাকৃতি জ্যোতির্শয় এই মাত্র জানি ॥
 অর্দ্ধেক দিবাতে দৃশ্য অর্দ্ধেক নিশায় ।
 উদয়পর্বত হৈতে অস্তাচলে যায় ॥
 এ তিনের যাতে হয় সংশয় ছেদন ।
 বিচারে মীমাংসা কর বিজ্ঞ বুধগণ ॥
 শুনিয়া পণ্ডিতগণ অবাক হইল ।
 কি উত্তর দিবে স্থির করিতে নারিল ॥

পণ্ডিতের মুখে শুনি দর্শনবিচার ।
 নরপতি মনে অতি মানে চমৎকার ॥
 প্রত্যহ আইসে প্রাতে তাঁহার সদন ।
 স্নেহ করে সবে তাঁরে যত আপুগণ ॥
 নানা শাস্ত্র প্রসঙ্গ করয়ে নিতি নিতি ।
 শুনিয়া সবার মনে হয় অতি প্রীতি ॥
 পণ্ডিতের সহ অতি হৃদয়তা হইল ।
 দেশে লয়ে যাইবারে আগ্রহ করিল ॥
 মাতা পিতা স্থানে কবি তাহা জানাইল ।
 শুনিয়া উভয়ে তাহে সন্মত হইল ॥
 একদিন নরবরে কৈল নিমন্ত্রণ ।
 সপার্বদে রাজা তথা করিল ভোজন ॥
 চর্কব্য চূষ্য লেহু পেয় প্রগাদ পাইয়া ।
 গণ সহ বসিলেন সন্তোষ হইয়া ॥
 তবে রাজা কহে দেব করি নিবেদন ।
 জয়দেবে মোর সহ করহ প্রেরণ ॥
 কিছুদিন পূর্ববঙ্গে করি বিচরণ ।
 পুনর্ব্বার স্বদেশে করিবে আগমন ॥
 শুনি ভোজদেব তবে কহিল রাজারে ।
 পুত্র মোর কভু নাহি যায় দেশান্তরে ॥
 আপন কনিষ্ঠ বলি ইহারে ভাবিবে ।
 লয়ে যাহ কিন্তু অল্পদিনে পাঠাইবে ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা স্বীকার করিল ।
 ভক্তি করি মাতা পিতা চরণ বন্দিল ॥
 তবে রায় সহ রায় একত্রে মিলিল ।
 শাস্ত্রকথা রসে তথা সে দিন রহিল ॥
 গ্রামবাসীগণে আসি সন্তোষ করিল ।
 শিষ্টাচারে সবাচারে নৃপতি তুষিল ॥
 কবিরায় বিদ্যাময় জ্যেষ্ঠছাত্র দিয়া ।
 পিতা মাতা শিক্ষাদাতা পদে প্রণমিয়া ॥
 নিজ জনে ছাত্রগণে করি সন্তোষণ ।
 রাজসঙ্গে পূর্ববঙ্গে করিল গমন ॥
 বনে বনে হৃষ্টমনে সবে চলি যার ।
 নদী গিরি পথে হেরি মনে সুখ পায় ॥
 নর নারীগণে হেরি সমিধানে যায় ।
 সপাশে পরিহাসে নানা কথা কয় ॥

পদ্মাবতী বেগ অতি পার হয়ে যায় ।
 কুতূহলী সবে চলি ঢাকা দেশে যায় ॥
 ঢাকেশ্বরী নমস্করি স্তুতি করি তায় ।
 ভোগদিয়া গ্রামে গিয়া রাজধানী পায় ॥
 রাজপুত্র যত দূত দ্রুতবেগে ধায় ।
 রাজা সনে বুধগণে পুরে লয়ে যায় ॥
 পুরী দেখি মহাসুখী হৈল কবিরায় ।
 দাস দাসীগণ আসি আসন যোগায় ॥
 আনি জল স্নানীতল ধোয়ায় চরণ ।
 গন্ধমাখা আনি পাখা করয়ে ব্যঞ্জন ॥
 থাকিবার স্থান তাঁর করি নিরূপণ ।
 বাসায়রে সমাদরে লইল তখন ॥
 খাইবার দ্রব্য তাঁর সমীপে আনিল ।
 তুষ্ট হয়ে ভক্ষ্য লয়ে ভোজন করিল ॥
 আচমন করি পুনঃ আসনে বসিল ।
 দ্রুত আসি এক দাসী পান যোগাইল ॥
 তদন্তরে শয্যাপরে করিল শয়ন ।
 ভূত্যগণে সযতনে সেবয়ে চরণ ॥
 রাজা তবে আর সবে বিদায় করিয়া ।
 ঘরা করি অন্তঃপুরী প্রবেশিল গিয়া ॥
 দাসীগণে হৃষ্টমনে আওসরি নিল ।
 শুনি বাণী রাজরাণী ধাইয়া আইল ॥
 হেরি মুখ গেল দুঃখ প্রফুল্ল বদন ।
 সবে মেলি কুতূহলী বন্দিল চরণ ॥
 পরস্পর পূর্বাপর কথোপকথন ।
 করি শেষে পরিতোষে করিল ভোজন ॥
 শয্যাপরে বসি করে তাম্বুল চর্ষণ ।
 দাসীগণে হৃষ্টমনে সেবয়ে চরণ ॥
 পরিশেষে নিদ্রাবেশে করিল শয়ন ।
 পথশ্রান্ত হৈল শান্ত যুড়াল জীবন ॥
 পরদিন প্রাতে রাজা স্নানদান করি ।
 রাজসিংহাসনে বৈসে শ্রীহরি স্ময়রি ॥
 পাত্র মিত্র অমাত্য পণ্ডিতগণ যত ।
 রাজার সভায় আসি মিলে কতশত ॥
 রাজকার্য্য অণ্ঠে দিয়া কবিগণ সনে ।
 শাস্ত্রজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান বিচারে যতনে ॥

তাহা শুনি কতশত পণ্ডিত আইল ।
 বিচার করিয়া সবে মনে সুখ পাইল ॥
 জয়দেবে গুরুবুদ্ধি সবার হইল ।
 পণ্ডিবার লাগি কতশত ছাত্র আইল ॥
 সে সবার প্রয়োজন পূরণ করিল ।
 কিছুদিন এইমত আনন্দে রহিল ॥

রাজপুত্রের বিবরণ ।

রাজার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্তকুমার ।
 দুর্দান্ত অশুর সম তার ব্যবহার ॥
 চতুর্দশবর্ষ তার বয়ঃক্রম হৈল ।
 বাল্যাবধি বিদ্যাত্যাসে বিরক্তি জন্মিল ॥
 পুষিয়াছে পারাবৎ শত-অষ্টোত্তর ।
 তাহাদের পরিচর্যা করে নিরন্তর ॥
 নানা শস্ত্র আহরিয়া সবারে খাওয়ায় ।
 আপনি খাইতে অবসর নাহি পায় ॥
 ভূত্যগণে স্বভাবত পরিচর্যা করে ।
 তাহাতে তাহার প্রীতি না হয় অন্তরে ॥
 কপোত লইয়া ক্রীড়া করে অনুক্ষণ ।
 সন্ধ্যাকালে করে নিজ গৃহেতে গমন ॥
 ক্রমে অত্যাশক্তিভাব তাহাতে জন্মিল ।
 অকর্মণ্য পশুবৎ হইয়া রহিল ॥
 আত্মীয়স্বজনে যদি বুঝাইতে যায় ।
 ক্রোধাবেশে মহারোষে মারিবারে ধায় ॥
 চরিত্র দেখিয়া তার পুরবাসীগণ ।
 ভালমতে সন্তাষ না করে কোনজন ॥
 আসক্তির মহামোহ এমনত প্রবল ।
 যুগা লজ্জা বুদ্ধি ভয় যায় রসাতল ॥
 বিষয়াভিনিবেশেতে মন যার বশ ।
 ভাল কথা তার কাছে সকলি বিরস ॥
 কতবার রাজা তারে বিদ্যালয়ে দিল ।
 যাওয়া আসা সারমাত্র কিছু না শিখিল ॥
 পণ্ডিতেরা পড়াইতে ধরিয়া বসায় ।
 কহে শীঘ্র ছাড় মোর পায়রা পলায় ॥
 এত বলি দ্রুতবেগে উর্দ্ধদৃষ্টে ধায় ।
 পুনঃ তারে ধরি আনি অনেক বুঝায় ॥

অনুরোধে ক্ষণকাল আসনে বসিয়া ।
 পায়রা উড়িল বলি চলিল ধাইয়া ॥
 তবে তারে লয়ে কত পীড়ন করিল ।
 তথাপি তাহার চিত্ত ফিরাতে নারিল ॥
 কপোত বিক্রয় লাগি গ্রাহক আনিল ।
 প্রহার করিয়া তারে বাহির করিল ॥
 তবে কত স্কন্ধকৌশলী পণ্ডিত আইল ।
 একাক্ষর শিখাইতে সাধ্য না হইল ॥
 কবিরে নরবর তাহা নিবেদিল ।
 আদি অন্ত বিবরণ সব শুনাইল ॥
 শুনি কবির তার উপায় সজিল ।
 আর দশযোড়া পুনঃ আনিতে কহিল ॥
 রাজা কহে পরিহাস কর কবিরায় ।
 সর্বনাশ ঘটয়াছে এই পায়রায় ॥
 কবি কহে পরিহাস নহে মহাশয় ।
 বিষদ্বারা করিতে হইবে বিষক্ষয় ॥
 আপনি হইবে যাহা তাহাই হইবে ।
 যাহা না হইবে তাহা কেহ না পারিবে ॥
 শুনি রাজা তৎক্ষণাৎ দিল আনাইয়া ।
 কুমারের কাছে গেলা কপোত লইয়া ॥
 কুমার কহেন কবি কোথা পাইলে তুমি ।
 কবি কহে তোমা লাগি আনায়েছি আমি ॥
 শুনি রাজপুত্র অতি সন্তোষ হইল ।
 লক্ষ মুদ্রা হইতেও অধিক মানিল ॥
 জয়দেব তার মতে প্রবেশ করিল ।
 কপোত লইয়া তার সংহতি রহিল ॥
 রাজপুত্র যাহা করে কবি তাহা করে ।
 সময়ানুসারে পুনঃ যায় নিজ ঘরে ॥
 পরদিন মিলি দৌহে মজ্জণা করিয়া ।
 পায়রা উড়ায় সব আকাশ ছাইয়া ॥
 তাহা দেখি রাজপুত্র সন্তোষ হইয়া ।
 উদ্ধদিকে চাহি নাচে হাতে তালি দিয়া ॥
 তার পর কবির কৌশল করিল ।
 গৃহ পরিবর্ত করি কপোত রাখিল ॥
 এক দিন রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিয়া ।
 নাম লিখি প্রতি ঘরে দিল বসাইয়া ॥

এহবাজ গোলা মুক্তি সেতাজু লোটন ।
 পরপাঁও সূর্যমুখী সেতাবী বোটন ॥
 ইত্যাদি সবার নাম বসাইয়া দিল ।
 তদন্তরে রাজপুত্র ডাকিয়া কহিল ॥
 সূর্যমুখী সেতাবী আনহ মোর কাছে ।
 কুমার কহেন তারা কোন ঘরে আছে ॥
 কবি কহে কাছে গিয়া দেখহ পড়িয়া ।
 লজ্জিত হইল শিশু সে কথা শুনিয়া ॥
 ধীরে ধীরে কহে আমি পড়িতে না জানি ।
 ঘর চিনাইয়া মোরে দেহ দ্বিজমণি ॥
 কবি কহে যতপি চিনিতে চাহ ঘর ।
 শিখ তবে ককারাদি পঞ্চাশ অক্ষর ॥
 আর যাহা অবশিষ্ট সহজে শিখিবে ।
 অনায়াসে সব ঘর চিনিতে পারিবে ॥
 যখন যে কপোত হইবে প্রয়োজন ।
 আনিতে পারিবে লেখা করিয়া পঠন ॥
 কোন ঘরে কার বাসা যখন বুঝিবে ।
 এ তত্ত্ব ও তত্ত্ব দুই সফল হইবে ॥
 শিশু কহে এ তত্ত্ব ও তত্ত্ব কারে কর ।
 কবি কহে ক্রমে তাহা বুঝিবে নিশ্চয় ॥
 এক হৈতে শত সংখ্যা লিখিতে হইবে ।
 সংখ্যা যদি নাহি রাখ হারিয়ে যাইবে ॥
 গণনাতে যত আছে কপোত তোমার ।
 ককারাদি বর্ণে নাম রাখহ সবার ॥
 ছুটাছুটি করি আর কত বা ধরিবে ।
 নাম ধরি ডাকিলেই নিকটে আসিবে ॥
 শুনিয়া কুমার অতি সন্তোষ হইল ।
 স্বর ব্যঞ্জনাদি বর্ণ লিখিতে লাগিল ॥
 পড়িতে শিখায় আর পায়রা উড়ায় ।
 কপোতের ইতিহাস প্রত্যহ শুনায় ॥
 নূতন বিষয়ে মনে উৎসাহ জন্মিল ।
 যত্ন করি লেখাপড়া লিখিতে লাগিল ॥
 পরে পরে নিয়মানুসারে শিখাইল ।
 স্বাস্থ্যরক্ষা নীতিকথা উপদেশ দিল ॥
 মিত্রলাভ বিদ্রোহাদি সন্ধি সূহৃৎদেদ ।
 বুঝাইল হিতোপদেশের নীতিভেদ ॥

রাজনীতি ইতিহাস কাব্য পড়াইল ।
 ক্রমে মন ফিরাইয়া সমতে আনিল ॥
 অন্তরেতে বিচারসে রুচি উপজিল ।
 কপোতের সেবাকার্য্যে বিরতি হইল ॥
 অন্তর দ্বারায় তাহা করে সম্পাদন ।
 দিবানিশি বিচারস করে আশ্বাদন ॥
 ব্যাকরণ অলঙ্কার যত্নদরশন ।
 আগম নিগম আদি শাস্ত্র অগণন ॥
 যত পড়ে তত ক্রমে বিচারস পায় ।
 নিরপেক্ষ হৈল শেষে আহাৰ নিদ্রায় ॥
 কবিরে কহে গুরু পতিতপাবন ।
 নরক হইতে স্বর্গে কৈলে উত্তোলন ॥
 বাল্যকালাবধি মন্দ স্বভাব আমার ।
 কোথা গেল যেন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার ॥
 কবি কহে কালগত অবস্থানুসারে ।
 বুদ্ধিরক্তি পরিণতা বিবিধ প্রকারে ॥
 মন্দকর্ম্মকৃত ফল হইলে উদয় ।
 কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হয় ॥
 তার বশে কর্ম্ম করে কর্ম্মী জীবচয় ।
 ভোগ শেষ হৈলে তবে বুদ্ধি শুদ্ধি হয় ॥
 স্তুপ্তোখিত ব্যক্তি যথা চারিদিকে চায় ।
 বলে আমি অভিভূত ছিলাম নিদ্রায় ॥
 পুণ্যধর্ম্ম কর্ম্মফল হইলে উদয় ।
 অশুভ কর্ম্মের ফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥
 সর্ব্বঘটে প্রাণরূপে আছে নিরঞ্জন ।
 প্রাণীসেবাফলে হৈল জ্ঞান উদ্দীপন ॥
 এইরূপে রাজপুত্র বিদ্বান্ হইল ।
 জয়দেব যশরাশি জগতে ব্যাপিল ॥
 কবির নিরন্তর করি শিক্ষা দান ।
 বুদ্ধিরক্তি ফিরাইয়া কৈল বিচাবান ॥
 রাজার চুর্দান্ত পুত্র শাস্ত্রশীল হৈল ।
 দেখিয়া সকল লোকে আশ্চর্য্য মানিল ॥
 পুরবাসী সহ রাজা আনন্দিত মন ।
 অবিরত গুণকীর্ত্তি ঘোষে সর্ব্বজন ॥
 একদিন কবি মনে করে অনুমান ।
 জ্ঞানীমুগ্ধ বিনা নাহি হয় জ্ঞানবান ॥

রাজপুত্র গৃহে বসি করে অধ্যয়ন ।
 অন্য পণ্ডিতের স্থানে না করে গমন ॥
 পণ্ডিতে পণ্ডিতে হৈলে একত্রে মিলন ।
 শাস্ত্রালাপ করি করে রস আশ্বাদন ॥
 পণ্ডিতগণের মাঝে করিলে প্রেরণ ।
 শাস্ত্রবক্তা হবে শাস্ত্র করিয়া শ্রবণ ॥
 অধ্যয়ন অধ্যাপন উভয় শিখিবে ।
 পণ্ডিতসমাজে সবে আদর করিবে ॥
 এত ভাবি এক শ্লোক করিয়া লিখন ।
 কুমারের হস্তে দিল কোতুক কারণ ॥
 কবি কহে অনুলোম বিলোমে পড়িলে ।
 দুই দিকে সম শব্দ একরূপে মিলে ॥
 প্রথম হইতে কিম্বা বিপরীত ভাবে ।
 যেদিকে পড়িবে ছন্দ সমরূপে পাবে ॥
 উভয় দিকেতে ইহা একই সোসর ।
 সাধারণ ভাবকের না হয় গোচর ॥

তথাহি শ্লোকঃ যথা—

সারমাণবরারোহা নাগেভাগ-
 মনা হি যা । যা হি নামগভা-
 গেন হারোরাবণমারসা ॥

প্রত্যেক পণ্ডিত স্থানে লইয়া যাইবে ।
 অনুরূপ এক শ্লোক রচিতে কহিবে ॥
 শব্দ অর্থ ভাব অর্থ মর্ম্ম অর্থ সার ।
 যথাযোগ্য না হইলে করিবে বিচার ॥
 শুনিয়া কুমার অতি সন্তোষ হইল ।
 প্রতি শব্দ অর্থ করি জানিয়া লইল ॥
 তদন্তে পণ্ডিত মাঝে করিয়া গমন ।
 নিজ মনোগত ভাব করিল জ্ঞাপন ॥
 শুনিয়া পণ্ডিতগণ ভাবিতে লাগিল ।
 অনুরূপ শ্লোক কেহ রচিতে নাহিল ॥
 তবে পুনঃ অন্যস্থানে করিল গমন ।
 তারা কহে ইহা নাহি করি অধ্যয়ন ॥
 প্রতি চতুষ্পাঠী নিত্য করেন ভ্রমণ ।
 যার যথা বুদ্ধি অর্থ করে বুধগণ ॥

নানা শাস্ত্রকথা তথা করি আলাপন ।
অন্যস্থানে পুনর্ব্বার করেন গমন ॥
যেখানে পণ্ডিত আছে সেইখানে যায় ।
রচয়িতা অর্থকর্ত্তা কোথাও না পায় ॥
যথা যায় তথা করে শাস্ত্র আলাপন ।
শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি তার জন্মিল তখন ॥
পণ্ডিত সভায় অতি মাননীয় হৈল ।
মহামহোপাধ্যায় উপাধি সবে দিল ॥
তদন্তরে ধর্ম্মশাস্ত্র করিয়া পঠন ।
যথাযোগ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কৈল আচরণ ॥
উপাসনামার্গে শেষে প্রবেশ করিল ।
সাধু হয়ে সাধু লয়ে আনন্দে রহিল ॥

জয়দেবের যজ্ঞানুষ্ঠান ।

জয়দেবে লয়ে সবে আছে মহাস্থখে ।
নিত্য নব নব কথা শুনে তাঁর মুখে ॥
যে বিষয়ে যার মনে যে সংশয় ছিল ।
বিচার করিয়া তাহা বুঝাইয়া দিল ॥
কবিগণ তাঁর প্রতি সন্তোষ হইল ।
কবিরত্ন বলি পুনঃ উপাধি স্থাপিল ॥
প্রজায় প্রজায় যত ঘটে অত্যাচার ।
ন্যায় অনুসারে করে তাহার বিচার ॥
যোগাযোগ্য বুঝি করে দণ্ড পুরস্কার ।
দেখিয়া রাজার মনে আনন্দ অপার ॥
সভাপতি করি সিংহাসনে বসাইল ।
তাঁর অনুগত হয়ে সকলে রহিল ॥
যথাযোগ্য সকলের রাখিয়া সম্মান ।
শাস্ত্রমতে করে রাজকার্য্য সমাধান ॥
নানা রোগে দেশবাসী পীড়িত হইল ।
তাহা দেখি কবির মনে বিচারিল ॥
রাজারে কহিয়া তাঁর লয়ে অনুমতি ।
শান্তিস্বস্ত্যয়ন কার্য্যে হইলেন ত্রিতি ॥
যজ্ঞকুণ্ড করি তথা হোম আরম্ভিল ।
ব্রাহ্মণ সম্যাসী দণ্ডী নিমজ্জি আনিল ॥
নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য করি আয়োজন ।
বিধি অনুসারে করে অগ্নিতে অর্পণ ॥

নব নব বিদ্যপত্র ঘুতে ডুবাইয়া ।
আহুতি প্রদান করে মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনি নিয়োজিল ।
ধূপ ধুনা গুণ্ণুল কর্পূর তাহে দিল ॥
নানাবিধ সুবাসিত পুষ্প সমর্পিল ।
দশদিক্ মনোহর সৌরভে ব্যাপিল ॥
চারিদিকে গান বাণ্ড আরম্ভ হইল ।
শত শত নট নটী নাচিতে লাগিল ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন অন্তে দেশবাসীগণ ।
ইচ্ছা অনুসারে সবে করিল ভোজন ॥
যারে যাহা ভাল লাগে সেই তাহা চায় ।
দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ চাহিলেই পায় ॥
শত শত লোক আইসে শত শত যায় ।
কেহ লয়ে যায় দ্রব্য কেহ বসি খায় ॥
যথাযোগ্য দরিদ্রগণেরে ধন দিল ।
আশীর্ব্বাদ করি তারা আনন্দে চলিল ॥
নিজ নিজ কার্য্য ত্যজি রাজা প্রজাগণ ।
দিবানিশি আছে তথা আনন্দে মগন ॥
বাক্যের দ্বারায় ইহা না হয় বর্ণন ।
শান্তিস্থখে পূর্ণ হৈল দেশবাসীগণ ॥
একমাস হোম করি পূর্ণাহুতি দিল ।
তদন্তরে যে যাহার আশ্রমে চলিল ॥
আহুতি প্রদানে হয় দেশের কল্যাণ ।
সকল শাস্ত্রেতে আছে তাহার প্রমাণ ॥
কিছু আগে ব্রহ্মযজ্ঞ করিব বর্ণন ।
তার মর্ম্ম বুঝিবে যাজ্ঞিক যেই জন ॥

জয়দেবের চন্দ্রনাথ দর্শনে চট্টগ্রামে গমন ।

এইরূপে আছে কবি বঙ্গবাসী সনে ।
চট্টগ্রাম দেখিতে বাগনা হৈল মনে ॥
রাজার নিকটে তাহা কৈল আবেদন ।
আদেশ করিলা রাজা করিতে গমন ॥
জয়দেব বলে তবে কল্য প্রাতে যাই ।
দিন ক্ষণ দেখিবার প্রয়োজন নাই ॥

সব তিথি স্তুতিথি আর সব বার স্তবহার ।
 ভদ্রা লাগে যদি ভুলে শ্রীমদ্রামানন্দ কুমার ॥
 তাহা শুনি রাজা হয়ে আনন্দিত মন ।
 অর্পণ করিল যাহা যাহা প্রয়োজন ॥
 দেশবাসী বিপ্রগণে সংহতি লইল ।
 সেবক স্তম্ভদগণ আনন্দে চলিল ॥
 পর্বত কানন রক্ষ লতা সশোভন ।
 কত শত গ্রাম দেখি করিছে গমন ॥
 কতু জলপথে কতু বনে বনে যায় ।
 কোথাও শকটে চলে যদি পথে পায় ॥
 চাঁদপুর গ্রামে গিয়া করি অবস্থান ।
 বিদ্যার্থীগণেরে কৈল শাস্ত্রজ্ঞান দান ॥
 রবাক্ত ছাত্র কত আসিয়া মিলিল ।
 কিছুদিন রহি শাস্ত্রনীতি শিখাইল ॥
 এইরূপ কত গ্রামে করিয়া গমন ।
 শিক্ষার্থীগণের করে বাসনা পূরণ ॥
 তদন্তর কবির চট্টগ্রামে গিয়া ।
 বিপ্রালয়ে রহিলেন পণ্ডিত জানিয়া ॥
 পণ্ডিতের নাম শুনি পণ্ডিত সকল ।
 দেখিতে আইসে কত করি কোলাহল ॥
 রাজসভাপতি নাম পেয়ে পরিচয় ।
 ভয়ে কেহ আশুসরি কথা নাহি কয় ॥
 কবির তাহাদের বুঝিয়া অন্তর ।
 নিকটেতে বসাইলা করি সমাদর ॥
 যে যাহা জানয়ে তাহা কৈল আলাপন ।
 তুষ্ট হয়ে তবে সবে করিল গমন ॥
 কত আইসে কত যায় নাহি নিরূপণ ।
 যার যে সংশয় ছিল করিলা ভঞ্জন ॥
 কত লোকে কত দ্রব্য আনিয়া যোগায় ।
 কতশত লোকে রাঞ্জে কতশত খায় ॥
 প্রাতে উঠি গ্রামে গ্রামে করেন ভ্রমণ ।
 অপরাহ্নে নদীতীরে শাস্ত্র আলাপন ॥
 গীত বাণ নৃত্য কত হয় মজ্জাকালে ।
 এইরূপে আছে সবে মহা কুতূহলে ॥
 একমাস সেখানে করিয়া অবস্থান ।
 আদিনাথ দরশনে চলে মতিমান ॥

গ্রামবাগী বহুলোক সংহতি চলিল ।
 জলখানে গিয়া তথা পর্বতে উঠিল ॥
 সুরম্য স্তম্ভ গিরি সাগরের জলে ।
 উপরে উঠিয়া সবে ভ্রমে কুতূহলে ॥
 মধ্যভাগে শিবালয় চারিদিকে বন ।
 মদ মদ স্তম্ভীতল বহিছে পবন ॥
 বিশ্রাম করিয়া পরে ফল জল লয়ে ।
 আদিনাথে পূজা কৈল আনন্দিত হয়ে ॥
 তবে পুনঃ জলখানে করি আরোহণ ।
 বাসায় আসিয়া কৈল রক্ষন ভোজন ॥
 নিকটের দেব দেবী করি দরশন ।
 অবশেষে চন্দ্রনাথে করিল গমন ॥
 ব্যাসকুণ্ড সন্নিবটে আশ্রম করিল ।
 কাষ্ঠ আনি অগ্নি জ্বালি আনন্দে রহিল ॥
 প্রাতে উঠি স্নানকৃত্য করি সমাপন ।
 সবে মিলি গিরিপরে করে আরোহণ ॥
 শঙ্কুনাথে পূজা করি করিল গমন ।
 উনকোটি শিব আর কপিল আসন ॥
 মধ্যদেশে বিরূপাক্ষে করি দরশন ।
 অতি কষ্টে গিরিশিখরে কৈল আরোহণ ॥
 বটরক্ষমূলে বসি বিশ্রাম করিয়া ।
 স্তম্ভ হয়ে শ্রীমন্দিরে প্রবেশিল গিয়া ॥
 সন্নিবটে গিয়া করি দর্শন স্পর্শন ।
 সচন্দন বিল্বদলে করিল অর্চন ॥
 প্রদক্ষিণ করি শিখরে মুগ্ধ জল দিয়া ।
 করবোড়ে স্তুতি করে বিনয় করিয়া ॥
 তদন্তরে চন্দ্রনাথকুণ্ড দরশনে ।
 প্রবেশ করিলা সবে দুর্গম কাননে ॥
 চারিদিকে বন আর উচ্চ গিরিবর ।
 হুড়ুদের মাঝে পথ অতি ভয়ঙ্কর ॥
 শাদ্দুল ভল্লুক সর্প আদি জন্তুগণ ।
 চারাদিকে বাস করে যুগ অগণন ॥
 বৈরভাব শূন্য চন্দ্রনাথের আজায় ।
 মনুষ্য দেখিলে স্থান ছাড়িয়া পলায় ॥
 সেইখানে চন্দ্রনাথ প্রকাশ হইল ।
 সবে গিয়া সেই কুণ্ডে জল পরিশ্রল ॥

মহানন্দে সবে তথা করিয়া ভোজন ।
 বাগায় আসিয়া স্নেহে করিল শয়ন ॥
 পরদিনে শ্রীচরণগয়া আসিয়া ।
 পূজা কৈল গন্ধপুষ্প মিষ্টান্নাদি দিয়া ॥
 সীতাকুণ্ড জ্যোতির্শয় করি দরশন ।
 পুনঃ সবে ব্যাসকুণ্ডে কৈল আগমন ॥
 পরে কৈল দাবানলকুণ্ড দরশন ।
 জলের উপরে জলে জ্বলিত জ্বলন ॥
 লবণকুণ্ডেতে স্নান সঙ্ক্যাতি বন্দন ।
 করি তবে স্নিগ্ধকুণ্ড কৈল পরশন ॥
 তদন্তরে স্নান করি সহস্রধারায় ।
 দেখিয়া গুরুর ধূনি আইল বাসায় ॥
 পরদিনে কামাখ্যায় চলে সর্বজন ।
 গিরি নদী বন ভূমি করিয়া লঙ্ঘন ॥
 চুই ভিতে নানা স্থান করি পর্যটন ।
 ব্রহ্মপুত্রনদীতীরে কৈল আগমন ॥
 অশেষ প্রকার কাণ্ড দেখিয়া তথায় ।
 কত দেশ দেখি শেষে গেলা কামাখ্যায় ॥
 কামাখ্যা ভুবনেশ্বরী ভৈরব দর্শন ।
 দশ মহাবিড়া আর শিব অগণন ॥
 জলমাঝে উমানন্দে করি দরশন ।
 স্বদেশাভিমুখে পুনঃ কৈল আগমন ॥
 অসংখ্যা পর্বত নদী নিবিড় কানন ।
 কত শত গ্রাম আর বন উপবন ॥
 নির্বারেতে স্নান পান শিখরেতে বাস ।
 এইরূপে ভ্রমণ করিয়া ছয় মাস ॥
 নাটোরনগরে আসি রাজার সদনে ।
 কিছু দিন রহিলেন শাস্ত্র আলাপনে ॥
 তদন্তরে রাজপুরে কৈল আগমন ।
 দেখিয়া লক্ষ্মণসেন প্রসন্ন বদন ॥
 গণ সহ কবিরে প্রণাম করিল ।
 পুরবাসীগণ আসি নিকটে মিলিল ॥
 তীর্থের ব্যস্ততা সর্বাঙ্গারে শুনাইল ।
 পূর্ববৎ সবা সহ আনন্দে রহিল ॥
 কৃপা করি উপদেশ দিলেন রাজারে ।
 এক মাস শাস্ত্রকথা শিখাইলা তাঁরে ॥

যাহা যাহা প্রয়োজন সব জানাইল ।
 স্বদেশে আসিতে শেষে আদেশ মাগিল ॥
 আনন্দে থাকহ কর শ্রীহরি ভজন ।
 আমারে বিদায় দেহ করিব গমন ॥
 রাজা কহে মহাশয় করি নিবেদন ।
 দিনকত রহি শোধ মোর দুষ্ট মন ॥
 সাধনের তিনখানি যন্ত্র তাঁর ছিল ।
 কবিরে সেই যন্ত্রাঙ্গন দেখাইল ॥
 বীজ লেখা যন্ত্র দেখি সন্তুষ্ট হইল ।
 রাজাজ্যায় শ্রীভুবনেশ্বরী যন্ত্র লৈল ॥
 কামাখ্যা ভৈরবী যন্ত্র পূজার্থে রাখিল ।
 তারা যন্ত্রে মহারাজে সাধিতে কহিল ॥
 পাদস্পর্শ ভয়ে রাজা না কৈল স্বীকার ।
 শুনি কবির কিছু না কহিল আর ॥
 কিছুদিন থাকি পুনঃ বিদায় মাগিল ।
 পুরবাসীগণ আসি চরণ বন্দিল ॥
 বহু রত্ন ধন রাজা করিল অর্পণ ।
 যাত্রাকালে সঙ্গে দিল সেনা পঞ্চজন ॥
 কান্দিতে লাগিল সবে তাঁর গুণ স্মরি ।
 শ্রীমন্ত আসিয়া কান্দে ভূমিতলে পড়ি ॥
 রাজা কান্দে রাণী কান্দে আর প্রজাগণ ।
 সন্তাসদগণ কান্দে ধরিয়া চরণ ॥
 তাহা দেখি তাঁর মনে দয়া উপজিল ।
 আশ্বাস করিয়া সবে বাসায় চলিল ॥
 আর এক মাস তথা আনন্দে রহিল ।
 শাস্ত্রকথা কহি সবে সন্তোষ করিল ॥
 তবে কবি একদিন রাজারে কহিয়া ।
 নিশি শেষে সেনা সহ আইল চলিয়া ॥
 গ্রাম নদী বন্যদেশ করিয়া লঙ্ঘন ।
 পূর্ব রীতে নিজ দেশে কৈল আগমন ॥
 কেন্দুলীনগরে নিজ বাটীতে আইল ।
 মাতা পিতা চরণেতে প্রণাম করিল ॥
 রত্ন ধন করি মাতৃপদে সমর্পণ ।
 আত্মীয় স্বজন সহ কৈল সন্তাষণ ॥
 রাজসেনাগণে লয়ে রাখিল যতনে ।
 যাত্রাকালে ধন বস্ত্র দিল জনে জনে ॥

সন্তুষ্ট হইয়া করি চরণ বন্দন ।
 বিদায় হইয়া গেল নিজ নিকেতন ॥
 রাজার নিকটে গিয়া সমাচার দিল ।
 শুনিয়া সকলে মনে সন্তোষ হইল ॥
 বঙ্গদেশে যেরূপে করিল বিচরণ ।
 সবারে শুনায় কবি সেই বিবরণ ॥
 যেরূপে যে তীর্থে যাহা কৈল দরশন ।
 আত্মোপাস্ত সব কথা করিল বর্ণন ॥

রাজার বাটীর কথা কহি শুনাইল ।
 শুনিয়া সকলে মনে সন্তোষ হইল ॥
 মাতা পিতা খুল্লতাত আশীর্বাদ কৈল ।
 সব সনে বাক্যালাপে আনন্দে রহিল ॥
 বিবাহের লাগি সবে চেষ্টিত হইল ।
 অভিপ্রায় বুঝি কবি নিবেদন করিল ॥
 সরস্বতীপতি পাদপদ্ম করি আশ ।
 রচিল অধরচাঁদ চৈতন্যের দাস ॥

ইতি জয়দেবের পূর্ববঙ্গে গমনাগমন তৃতীয় সোপান ।

চতুর্থ সোপান ।

জয়দেব কর্তৃক ছাত্রশিক্ষা ।

জ্ঞাতিল্লি বণ্টনে নৈব চৌরেণাপি ন গৃহ্যতে ।

দানে যশ্চ ক্ষয়ং নাস্তি বিদ্যারত্নং মহাধনং ॥

প্রাতে উঠি বিদ্যালয়ে করিল গমন ।
 ছাত্রগণ আসি কৈল চরণ বন্দন ॥
 আশীর্বাদ করি রায় বসিয়া তথায় ।
 শাস্ত্র অনুসারে নীতি সবারে শিখায় ॥
 মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন ।
 বিদ্যা বিনা নাহি হয় জ্ঞান উদ্দীপন ॥
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিদ্যার অধীন ।
 যাহার প্রভাবে সুখে রবে চিরদিন ॥
 ধনী জ্ঞানী মানী সাধু সবে তারে বলে ।
 বিদ্যাবান যেই জন এই ভূমণ্ডলে ॥
 তারেই সজ্ঞান বলে সকল সজ্ঞানে ।
 যে করে আশ্রয় দান ভয়শীল জনে ॥
 মানী বলি সেই জনে সকলেই মানে ।
 যে জন মানীর মান রাখে নিজ মানে ॥
 ভদ্রলোক বলি তারে ভদ্রলোকে কয় ।
 ভালবাসা যার মনে সদা বিরাজয় ॥
 বিদ্বান্ বলিয়া বিদ্যে খ্যাতি হয় তার ।
 যে করে নিঃস্বার্থভাবে পর উপকার ॥

জ্ঞানী বলি মানে তারে যত জানীগণ ।
 লাভালাভে জয়াজয়ে অক্ষোভ যে জন ॥
 সাধুমাবো গণ্য তারে করে সাধুগণ ।
 প্রাণীহিংসা পরিত্যাগ করে যেই জন ॥
 পণ্ডিত বলিয়া সেই বিদ্যাত সংসার ।
 সর্বত্রোতে সমদর্শি ভাব আছে যার ॥
 মিত্র বলি মানে তারে বিপন্ন সকলে ।
 যে জন সহায় হয় বিপদের কালে ॥
 ধনেরে সার্থক করি সেই পায় সুখ ।
 যাচক যাহার কাছে না হয় বিমুখ ॥
 বুদ্ধিমান্ ধর্মশীল গুরু বলি তারে ।
 সুনীতি শিখায় যেই সাধু ব্যবহারে ॥
 ধন্য তার অধ্যয়ন পণ্ডিত সে জন ।
 উপদেশে করে যেই সংশয় ছেদন ॥
 পুণ্যশীল নর তারে বলে সর্বজনে ।
 অনাথ দেখিলে যার দয়া হয় মনে ॥
 কেবা আত্ম, কেবা পর, কে বুঝিতে পারে ।
 যে হয় ব্যথার ব্যথী আত্ম বলি তারে ॥

দেশের কুশলকারী উত্তম সে জন ।
 যে জন নিয়ত করে বিত্তা বিতরণ ॥
 ভুলনা না হয় তার কাহারো সহিত ।
 কখনো না করে যেই পরের অহিত ॥
 সুশীল সুধীর সেই পুরুষের সার ।
 আপনার নিন্দা শুনি ক্রোধ নাহি যার ॥
 ক্ষমার ভূষণে সদা বিভূষিত সেই ।
 শত্রুগণে হাতে পেয়ে ক্ষমা করে যেই ॥
 বুদ্ধিমান্ জনে বুদ্ধিমান্ বলে তারে ।
 অতিশয় বাক্যব্যয় যে জন না করে ॥
 লোভ আর তার কাছে নহে বলবান ।
 পরধন দেখে যেই যুক্তি কা সমান ॥
 অহঙ্কার পরাভব সদা তার স্থানে ।
 আপনারে বড় বলি যে জন না জানে ॥
 শ্রবণ পবিত্র হয় তার নাম শুনে ।
 তাপিতে যে তৃপ্ত করে আপনার গুণে ॥
 একভাবে সবে তার সদা গায় যশ ।
 যে করে বিনয়বাক্যে সকলেরে বশ ॥
 প্রেমিক কে তার সম এই ধরাবাসে ।
 যে জন জগৎ বাঁধে প্রণয়ের পাশে ॥
 মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হয় সেই জন ।
 আত্মীয় স্বজনগণে যে করে পালন ॥
 চক্ষু না থাকিলে যথা দেহ বিড়ম্বনা ।
 ধন না থাকিলে তথা সংসারে যন্ত্রণা ॥
 জ্ঞানহীন যেই তার হৃদয় আচ্ছার ।
 চিরদুঃখী সেই জন তুষ্টি নাহি যার ॥
 আপনার দোষ গুণ যে করে বিচার ।
 তার দেহে পাপের না থাকে অধিকার ॥
 ইহকাল পরকাল বুঝে যেই জন ।
 সেই সে পণ্ডিত সাধু চতুর সজ্জন ॥
 ধর্মকে রাখিলে ধর্ম রক্ষা করে তারে ।
 পাপকার্য্য কৈলে পাপ তাহাকে সংহারে ।
 কাম ক্রোধ লোভাদির বশ যেই হয় ।
 তাহার শরীরে কভু পুণ্য নাহি রয় ॥
 প্রতি দেহ হৈতে পাপ পায় অবসর ।
 খেলের শরীরে বাস করে নিরন্তর ॥

মক্ষিকা মশক মূর্খ মুষিক মৎকুণা ।
 মার্জ্জার মাদকাসক্ত মদাস্ব কুম্ভা ॥
 এ নব মকারে নিত্য নুহন যন্ত্রণা ।
 মনুষ্যের এই নব বিশ্ববিড়ম্বনা ॥
 বিরক্তি তাচ্ছল্য পরিহাসোক্তি ভৎসনা ।
 তাড়না প্রহার শ্লেষ নিন্দা কদর্থনা ॥
 অক্লেভ মানসে সহ্য করিতে যে পারে ।
 তার সম জিতেদ্রিয় কে আছে সংসারে ॥
 রিপুগণ কথা কিছু শুন ছাত্রগণ ।
 মনেতে উৎপন্ন হয়ে মুগ্ধ করে মন ॥
 অশ্বতরী গর্ত্তে জন্মে যে সব সাবক ।
 তাহারাই হয় তার দেহের নাশক ॥
 লৌহেতে লৌহেতে আর প্রস্তরে প্রস্তরে ।
 ঘর্ষণ হইলে তাতে অগ্নিকণা বারে ॥
 বৃক্ষেতে বৃক্ষেতে বনে হইলে ঘর্ষণ ।
 দাবানল উঠে তাতে দগ্ধ হয় বন ॥
 মেঘে মেঘে জলে জলে হৈলে সজ্ঘর্ষণ ।
 বজ্রাগ্নি বাড়বানল হয় উত্থাপন ॥
 ক্রোধের সহিত ক্রোধ করিলে ঘর্ষণ ।
 অন্তরেতে অগ্নি উঠে দগ্ধ হয় মন ॥
 প্রথমেতে যেখানে জলিবে বৈশ্বানর ।
 অগ্নে সেইস্থান দহে পশ্চাতে অপর ॥
 উভয় সংযোগে অগ্নি হয় উদ্দীপন ।
 জাতদ্রব্য ভস্ম করি হয় নিবারণ ॥
 বিয়োগ করিয়া স্নিগ্ধ জল দিলে তায় ।
 নিবারণ হয় শীঘ্র উষ্ণতা না যায় ॥
 অগ্নি আর ক্রোধ এক অভিন্ন আকার ।
 অন্তরে বাহিরে জলে দুই কার্য্য তার ॥
 সলিল দক্ষিণা পাইলে যায় ছত্ৰাশন ।
 ক্রোধ নাহি যায় তাতে যায় ধন জন ॥
 অগ্নিগন্ধ ঘ্রাণ দ্বারা মনে মনুমান ।
 ক্রোধাগ্নি শব্দের দ্বারা কর্ণে প্রণিধান ॥
 অন্তরে প্রবেশি করে বীরত্ব প্রকাশ ।
 বিত্তা বুদ্ধি দয়া অন্ধা ধর্ম করে নাশ ॥
 সুখ নহে ষড়রিপু দুঃখের আশয় ।
 ধন মান গ্রাণ নাশে জানভ্রংশ হয় ॥

প্রলোভনে ফেলি লয় পাপ অন্ধকারে ।
 ক্ষুদ্র শৃগালেতে যেন গজেন্দ্র সংহারে ॥
 বৃদ্ধ ব্যাঘ্র কঙ্কণের লোভ দেখাইয়া ।
 পক্ষমগ্ন পথিকেরে খাইত ধরিয়া ॥
 সেইরূপে দেহমাঝে যড়রিপুচয় ।
 অত্যাচার করি দেহ করিতেছে ক্ষয় ॥
 হিতোপদেশেতে আছে এই ইতিহাস ।
 পাঠ কৈলে সকলের হইবে বিধান ॥
 জ্ঞানবলে রিপুদলে বশে রাখে যারা ।
 এ সংসারে স্বর্গবাসী বৃন্দারক তারা ॥

রাজমাহাত্ম্য ও শিবসিংহ রাজার উপাখ্যান ।

আর এক ইতিহাস করহ শ্রবণ ।
 বিনীত হইবে দেখি ভাগ্যবন্ত জন ॥
 রাজদরশনে হয় পুণ্যের সঞ্চয় ।
 রাজাগণ জগ মাঝে দেবতা নিশ্চয় ॥
 ধনেশ্বর হয়ে করে সবার পালন ।
 অতএব ঈশ্বরের স্বরূপে গণন ॥
 সজ্জগণে বিষ্ণু করে বিশ্বের পোষণ ।
 সে শক্তি যাহাতে সেই নহে সাধারণ ॥
 যদু যদ্বিভূতি মৎস্যসং শ্রীমদু উর্জ্জিত ।
 মম তেজঃ অংশে হয় তাহারা সন্তুত ॥
 অথবা পূর্বের পুণ্য হইলে উদয় ।
 বিভব দানের শক্তি সে সৌভাগ্যে হয় ॥
 হরি লক্ষ্মীপতি আর ধনী লক্ষ্মীপতি ।
 দরিদ্রগণের মাতা পিতা বন্ধু পতি ॥
 ধনী মানী সহিত হৃদয় আছে যার ।
 সদা সুখে আছে কোনো বিষয় নাহি তার ॥
 কেহ যদি করে তার অনিষ্টাচরণ ।
 ভাগ্যবলে হয় তাহে সুখ উপাদন ॥
 ধনীনঃ শ্রোত্রিয়ঃ রাজা নদী বৈত দান ।
 যে দেশে অভাব তথা না করিবে বাস ॥
 ধনী সকলের হয় সর্বদ্রেতে জয় ।
 করিলে ধনীর নিন্দা লক্ষ্মী রুপ্ত হয় ॥

অন্ধহাপি নরো পুজ্যঃ যন্তাস্তি বিত্তব ।
 তার সম নহে শশীভূষ্য বংশোদ্ভব ॥
 ধনীগণে যাহা করে তাহা শোভা পায় ।
 নিরপেক্ষ হয়ে যথা ইচ্ছা তথা যায় ॥
 ধনীগণে যদি সুখ পরিত্যাগ করে ।
 ছায়াবৎ সুখ তার সংহতি বিহরে ॥
 কৃপা দৃষ্টে দরিদ্রের প্রতি যদি চায় ।
 স্বর্গসুখ ধরাধামে তাহারাই পায় ॥
 ধন আশে দ্বারদেশে দরিদ্রেরা যায় ।
 অর্দ্ধচন্দ্র পায় কিন্তু তবু অর্থ চায় ॥
 ধন যার নাহি তার কে রাখে গৌরব ।
 দুঃখে মরে ভোগ করে সর্বদা রৌরব ॥
 ধনীর বাতাস যদি লাগে কারো গায় ।
 রোগ শোক পরিতাপ সব দূরে যায় ॥
 ধনীর ধনেতে হয় দরিদ্র পোষণ ।
 তার এক ইতিহাস করহ শ্রবণ ॥
 শিবসিংহ নামে এক রাজার নন্দন ।
 রাজ্যভার পেয়ে করে প্রজার পালন ॥
 পণ্ডিত বিজ্ঞানী ন্যাসী ঋষি মুনিগণ ।
 অতিথী বৈষ্ণব দীন দরিদ্র ভ্রাতৃগণ ॥
 যে আইসে তারে দেয় অকাতরে ধন ।
 মহানন্দে আশীর্ব্বাদ করে সর্বজন ॥
 কতশত লোক ভুঞ্জে অতিথীশালায় ।
 যার যাহা প্রয়োজন সেই তাহা পায় ॥
 ধান যন্ত ভয়ে ভ্রাস্ত পতীত দক্ষটে ।
 উদ্ধার করেন গেলে তাঁহার নিকটে ॥
 এইরূপে বদান্যতা দানকীর্তি তাঁর ।
 ক্রমে ক্রমে সর্বদেশে হইল প্রচার ॥
 বহু দূর হৈতে লোক নিত্য আইসে দ্বারে ।
 যোগাযোগ্য বুঝি অর্থ দেয় সবাকারে ॥
 রাণী কহে মহারাজ কিসের কারণ ।
 ভাণ্ডার উজাড়ি ধন কর বিতরণ ॥
 রাজা বলে বিশ্বমাঝে মোর কিছু নাই ।
 আমারে পরশ করি যায় অন্য ঠাই ॥
 ভগবান মোর কাছে রাখিয়াছে ধন ।
 তাঁর সৃষ্ট জীবগণে করিতে পালন ॥

রূপপতা কৈলে হয় বিরুদ্ধাচরণ ।
 রাজ্য যদি কাড়ি লয় কি হবে তখন ॥
 বিশ্বমাতো যাহা আছে সকলি তাঁহার ।
 যাবৎ জীবন মোর নাড়াচাড়া সার ॥
 যদি মোরে করিতেন দরিদ্রনন্দন ।
 কোথা পাইতাম আমি বিতরিতে ধন ॥
 রাজ্য ধন পরিজন মোর কিছু নাই ।
 দেহ ছেড়ে প্রাণ গেলে পুড়ে হবে ছাই ॥
 নিজকার্য্য হেতু মোরে করেছে সৃজন ।
 কর্ম্মচারী হয়ে করি কার্য্য সম্পাদন ॥
 ভবে আসিবার কালে কিছু আনি নাই ।
 যাইবার কালে পুনঃ ঘটিবে তাহাই ॥
 অর্থদান সম নাহি পর উপকার ।
 সাধ্য অনুসারে ইহা কর্তব্য আমার ॥
 গুনিয়া মহিষী আর কিছু না বলিল ।
 রাজার বাক্যেতে মনে সন্তোষ হইল ॥
 কিন্তু রাজমন্ত্রী ইহা সহিতে না পারে ।
 বর্ষরন্ত ধনক্ষয়ঃ অন্তরে বিচারে ॥
 রাজার নিকটে তাহা বলিতে নারিল ।
 মনে মনে ভাবি এক যুক্তি নির্দারিল ॥
 দেখানেতে মুখধৌত করেন রাজন ।
 একপাদ শ্লোক তথা করিল লিখন ॥
 সম্মুখেতে গৃহভিত্তে রাখিল লিখিয়া ।
 খটিকা রাখিল তার উত্তর লাগিয়া ॥
 মুখধৌতকালে রাজা সে শ্লোক পড়িল ।
 মন্ত্রী লিখিয়াছে ইহা নিশ্চয় জানিল ॥
 আপদার্থং ধনং রক্ষ্যেং,—শাস্ত্রে ইহা কয় ।
 আপদ উদ্ধার হেতু করিবে সঞ্চয় ॥
 মুখধৌত অন্তে রাজা খটিকা লইয়া ।
 দ্বিতীয় চরণ শ্লোক রাখিল লিখিয়া ॥
 শ্রীমন্তং কথনাপদং,—লক্ষ্মী আছে যার ।
 আপদের তথা কভু নাহি অধিকার ॥
 মন্ত্রী তাহা পড়ি মনে বিশ্বাস হইল ।
 তৃতীয় চরণ শ্লোক লিখিয়া রাখিল ॥
 কদাচিৎ চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ,—যদি নাহি রয় ।
 দারিদ্র্যভা হয় শেষে কৈলে ধনক্ষয় ॥

রাজা তার পূর্ণ কৈল চতুর্থ চরণ ।
 তাহাতে মন্ত্রীর হৈল ভ্রম সংশোধন ॥
 সঞ্চিতার্থং বিনশ্চিতিঃ,—যদি নাহি থাকে
 সকল সম্পত্তি যায় কার সাধ্য রাখে ॥
 তাহা পড়ি হৈল মন্ত্রী বিষম বদন ।
 মুখে না নিঃসরে বাণী সশঙ্কিত মন ॥
 তবে রাজা তাহারে নিকটে বসাইয়া ।
 লক্ষ্মী উপাখ্যান কহিলেন বুঝাইয়া ॥
 অনর্থের মূল হয় রূপণের ধন ।
 তাহা লয় রাজা বৈত জ্ঞাতি দম্যগণ ॥
 রথা ক্ষয় না করিয়া দরিদ্রপোষণ ।
 করিলে হইবে তুষ্ঠ ব্রহ্মসনাতন ॥
 নারিকেলফলানুবৎ লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ।
 গজভুক্ত কপিখবৎ তাঁহার প্রয়ান ॥
 আহ্বান আছে নিত্য নাহি বিসর্জন ।
 স্বাভাবিক কার্য্য তাঁর গমনাগমন ॥
 অতএব যাহা ভাব তাহা সত্য নয় ।
 ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ফলিবে নিশ্চয় ॥
 অর্থ যার নাহি তার মনে ইহা হয় ।
 অর্থ পাইলে করিতাম পুণ্যাতি সঞ্চয় ॥
 যাগ যজ্ঞ ব্রত পূজা দান তীর্থাটন ।
 দেব দ্বিজ সাধু গুরু অতিথীসেবন ॥
 কিন্তু সময়েতে অর্থ হইলে সঞ্চয় ।
 পূর্ব মানসের তার পরিবর্ত হয় ॥
 তখন সে নিজ সুখ করে অবেষণ ।
 অবস্থা ভেদেতে হয় স্তম্ভন কুমন ॥
 তাহা শুনি মন্ত্রীবর লজ্জিত হইল ।
 বিনীতভাবেতে ক্ষমা প্রার্থনা করিল ॥
 রাজা কহে দেহে আছে যাবৎ জীবন ।
 সমদর্শি হয়ে সুখে কর বিচরণ ॥
 বহু অর্থ দিয়া রাজা মন্ত্রীকে তুষিল ।
 পরম উৎসবে সবে আনন্দে রহিল ॥
 শিবসিংহ উপাখ্যান হৈল সমাপন ।
 মহানন্দে হরি হরি বল সর্বজন ॥

ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্ণন ।

ছাত্রগণ কহে দেব করি নিবেদন ।
 ভবিষ্য ঘটনা কিছু কহ বিবরণ ।
 রাজ্যের মঙ্গল কিবা অমঙ্গল হবে ।
 রাজা প্রজা আদি সবে কোনভাবে রবে ॥
 কবির বলৈ তাহা শুন দিয়া মন ।
 ভবিষ্যপুরাণে যাহা করেছি প্রবণ ॥
 যযাতিবংশীয়গণ হবে নরপতি ।
 শিল্প বিজ্ঞানেতে তারা লভিবে সুখ্যাতি ॥
 ক্রিয়া বিজ্ঞানের বলে সর্বত্র যাইবে ।
 ভারতের পতি হয়ে রাজত্ব পালিবে ॥
 যুগে যুগে রাজাগণ যুগের স্বরূপ ।
 আচরণ ব্যবহার যুগ অনুরূপ ॥
 রাজার কর্তব্য প্রজাগণের পোষণ ।
 প্রজার স্বধর্ম রাজ আজ্ঞা সুপালন ॥
 ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে যত নর ।
 অজ্ঞানে আবৃত হবে সবার অন্তর ॥
 ধর্মাধর্ম কর্মাকর্ম বিচার না রবে ।
 স্বেচ্ছাচারি হয়ে শাস্ত্রবাক্য নাহি লবে ॥
 রুচি অনুসারে হবে সব ব্যবহার ।
 ভাল মন্দ কাহারো না থাকিবে বিচার ॥
 ঈশ্বরারাধনা ত্যজি বিষয় ভজিবে ।
 শেষে কি হইবে দশা তাহা না ভাবিবে ॥
 এ দেশের ঔষধেতে ব্যাধি নাহি যাবে ।
 বিদেশের ঔষধাদি যত্ন করি খাবে ॥
 বায়ু সেবনের লাগি দেশান্তরে যাবে ।
 ভাগ্য ফলতি সর্বত্র কোথা সুখ পাবে ॥
 শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকে বুঝিতে নারিবে ।
 ধর্ম ছাড়া হয়ে শেষে বিপাকে পড়িবে ॥
 উপদেশ দিলে গেলে উপহাস পাবে ।
 উপদেষ্টা যারা তারা নিকটে না যাবে ॥
 শাস্তিকার্য সাধিয়াছে মহাশাস্তি পাবে ।
 শাস্তিকার্য না সাধিলে কিসে তাপ যাবে ॥
 ঔষধাদি যত কিছু পুণ্যের অধীন ।
 পুণ্যবল না থাকিলে হয় বীর্যহীন ॥

ধর্ম রাখে ধার্মিকেরে ধর্মশাস্ত্রে কয় ।
 ধর্মছাড়া দেহে মনে শাস্তি নাহি হয় ॥
 যাগ যজ্ঞ লোপ হেতু নানা কষ্ট পাবে ।
 মাণিক্যাদি রত্নগণ ভুগর্ভে লুকাবে ॥
 স্বর্ণ আদি ধাতু যাহা গিরি অভ্যন্তরে ।
 তাহাও এথা না রবে যাবে দেশান্তরে ॥
 সর্বশস্ত্র আকর এ ভারতমণ্ডল ।
 প্রান্তর হইয়া রবে না ফলিবে ফল ॥
 কৃষিকার্যে হস্তার্পণ কেহ না করিবে ।
 ভারতবাসীরা রাজসেবক হইবে ॥
 সবাকার সভ্যভব্য মহত্ব বাড়িবে ।
 মৃত্তিকা খননে কারো রুচি না জন্মিবে ॥
 যদি কেহ করে তারে অবজ্ঞা করিয়া ।
 হাসিবে সকল লোকে অভদ্র বলিয়া ॥
 দাসত্ব খুঁজিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইবে ।
 খাইতে না পাইলেও তাহাই করিবে ॥
 উচ্চ কর্মচারি হৈলে উচ্চদৃষ্টি হবে ।
 সাধারণ জন প্রতি দিকপাৎ না রবে ॥
 হিন্দুবংশে জন্মি হিন্দুধর্ম নাহি লবে ।
 রাজভাষা শিখি তার অনুগামি হবে ॥
 খাণ্ডব্রব্য পরিচ্ছদ কথোপকথন ।
 আচাৰ বিচার হবে তাদের মতন ॥
 আয় যার হবে তার অপব্যয়ে যাবে ।
 দেব দ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞ যাচকে না পাবে ॥
 পরস্পর অন্তরের বিভিন্নতা হবে ।
 একত্রে করিয়া বাস ঐক্যতা না রবে ॥
 ব্যবসায়ীগণে প্রায় চাতুরি করিবে ।
 অর্থ লয়ে ন্যূন কিস্বা মন্দদ্রব্য দিবে ॥
 ভারতের অর্থ সব ভারত ছাড়িবে ।
 স্বার্থ লাগি পরস্পর কলহ বাড়িবে ॥
 শিকারী পক্ষীর দ্বারা পক্ষীরে ধরিয়া ।
 ব্যাধ যেন কার্য সাধে তাত্র দেখাইয়া ॥
 সেইরূপ অশ্রুদেনী ব্যবসায়ীগণ ।
 কাঁচের বদলে লবে অমূল্যরতন ॥
 এ দেশে রহিবে যাহা সকলি নকল ।
 তাহাহ লইবে সবে ত্যজিয়া আসল ॥

এ দেশের ভক্ষ্যদ্রব্য অন্য দেশে যাবে ।
 দেশবাসীগণ তাহা দেখিতে না পাবে ॥
 যুত তৈল দুধ চিনি হইবে অসার ।
 তাহাই লইতে হবে কোথা পাবে আর ॥
 কে পারে বলিবে কেবা বিচার করিবে ।
 অর্থ যার নাহি তার কথা কে শুনিবে ॥
 ভক্ষ্যাতাবে হীনবীর্য্য বহু লোকে হবে ।
 বলবান যারা তারা ছলে বলে লবে ॥
 মিথ্যা কথা কহি লোকে সত্যবাদী হবে ।
 সত্যবাদী ধার্মিকের মাগ্য নাহি রবে ॥
 রাজার বিচারালয়ে করিলে গমন ।
 যিনা অর্থে বিচার না করিবে গ্রহণ ॥
 কার কাছে গিয়া লোকে দুঃখ জানাইবে ।
 প্রায় সবে সম দশা শুনি কি করিবে ॥
 সুখ বলি যাহা তাহা সংসার ছাড়িবে ।
 মৃত্যুর অভাবে মাত্র জীবিত রহিবে ॥
 রাজা পশ্চতি কর্ণাত্যাং শুনিতে না পাবে ।
 ভারতবাসীর কষ্ট কে তাঁরে জানাবে ॥
 যতপি শুনিতে পায় গ্রাহ্য না করিবে ।
 গ্রাহ্য যদি করে তবু স্বার্থ না ত্যজিবে ॥
 কিন্তু যাহা পূর্বে ছিল পরেও তো হয় ।
 রাজার সুসাহ্য তাহা প্রজাদের নয় ॥
 সেই ভূমি সেই বীজ সেই প্রজাগণ ।
 সেই কার্য্য বর্ত্তমানে দুঃখ কি কারণ ॥
 ইতি পূর্বে কোনো দ্রব্য দুমূল্য না ছিল ।
 কি অভাবে কোন দোষে এরূপ হইল ॥
 এ বিচার যদি না করিবে নরপতি ।
 নিশ্চয় বাড়িবে তবে সবার দুর্গতি ॥
 ভূমিপতি যদি দৃষ্টি করে ভূমিপ্রতি ।
 ক্রিয়া বিজ্ঞানের বলে হবে ফলবতী ॥
 এ দেশের তণ্ডুলাদি যদি এথা রাখে ।
 স্বল্পমূল্যে পাওয়া গেলে কষ্ট নাহি থাকে ।
 প্রজা প্রতি অনুমতি হইলে রাজার ।
 সুলভ হইতে পারে মূল্য সে সবার ॥
 নরাণামীশ্বরং রাজা ধরণীর পতি ।
 দুর্ব্বলমুখ বলকৈব অগতির গতি ॥

কৃপাপূর্ণ নেত্রে যদি প্রজা প্রতি চায় ।
 অভাব মোচন হয় দুঃখ দূরে যায় ॥
 ধন জন চিরস্থায়ী নহে কিছু ভবে ।
 রাজা প্রজা কোথা বা ভারত কোথা রবে ॥
 কত এলো কত গেলো সংখ্যা নাহি তার ।
 আসিবে যাইবে পুনঃ অপার অপার ॥
 নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ স্রীগীতার উক্তি ।
 আজ্ঞা মানি করিতে হইবে রাজভক্তি ॥
 এইরূপে ছাত্রগণে নীতি শিক্ষা দিল ।
 উপদেশ পেয়ে সবে সন্তোষ হইল ॥
 “রাত্রিকালে নদীতীরে সহ নিজগণ ।
 উত্তানের মাঝে গিয়া করে বিচরণ ॥
 সুবিমল শশধর রূপে মনো হরে ।
 চারিদিকে শোভা পায় তারকানিকরে ॥
 যেন কোটী হীরাকণ্ড করে বালমল ।
 তার মাঝে বিরাজিত কনকমণ্ডল ॥
 চকোর চকোরী সুখী নিরখিয়া শশী ।
 স্রুধাপানে স্রুধা হরে তরুপরে বসি ॥
 সরোবরে বিকসিত কুমুদিনীকুল ।
 কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল ॥
 জ্বলিছে খণ্ডোতকুল তরুশিরঃপরে ।
 কামিনীকুন্তলে যথা মুক্তা শোভা করে ॥
 কেহ কেহ শূণ্ণে উঠে যেন পথহারা ।
 বোধ হয় তারাগণে ব্যাঙ্গ করে তারা ॥
 এই আছে এই নাই এই আরবার ।
 মানবের মনে যথা আশার সঞ্চার ॥
 কোথাও বাঁধিয়া বাঁক করে বাক্‌মক্ ।
 একত্রে জড়িত যেন সহস্র হীরক ॥
 নব দুর্ব্বাদলক্ষেত্রে বিরাজে যখন ।
 রতনে মণ্ডিত যেন কনক আসন ॥
 স্থিরতার অধিকার হয়েছে এক্ষণে ।
 নিদ্রায় চেতনা হীন পশু পক্ষীগণে ॥
 নাহি ভুঙ্গ গুঞ্জরণ পিককুহুমর ।
 মূর্ছাপ্রায় স্থিরকায় নিদ্রা যায় নর ॥
 কেবল পেচকরাজ সহ নিশাচর ।
 গালি দেয় ক্রোধভরে হেরি নিশাকর ॥

আঁধারে পুলক যার আলোকেতে রোয় ।
 তার নাহি হয় শশীকিরণে সন্তোষ ॥
 এইরূপে নানা শোভা রজনী সময় ।
 নিরখি সবার মন মুগ্ধ অতিশয় ॥
 শীতল শরীরীণ্ডণে সুখী সব নর ।
 দহিছে অশান্তি মুখু বিবেকী অন্তর ॥
 সে সকল শোভা ভাল নাহি লাগে মনে ।
 কেবল বাসনা মাত্র থাকিতে নির্জনে ॥”
 তদন্তর সব সনে আবাসে চলিল ।
 আচম্বিতে পুষ্পগন্ধ নাসায় পশিল ॥
 সৌরভে আকুল হয়ে চারিদিকে চায় ।
 পুষ্পগন্ধ কোনো দিকে দেখিতে না পায় ।
 গন্ধ অনুভব করি আনন্দিত মন ।
 বিশ্বপিতা অন্তরে হইল উদ্দীপন ॥
 মনে মনে ভগবানে ধন্যবাদ দিল ।
 স্বগত ভাবেতে কিছু বলিতে লাগিল ॥
 আশ্চর্য্য বিশ্বের শোভা কাহার রচিত ।
 যে আসে এখানে সেই হয় বিমোহিত ॥
 কেবা নিরমিল এই বিশ্ব-পদ্মফুল ।
 যার মধুলোভে মুগ্ধ জীব অলিকুল ॥
 কোথায় আছেন সেই পুরুষরতন ।
 কিবা নাম কোথা ধাম রূপ বা কেমন ॥
 একা থাকে কিম্বা সঙ্গে আছে কোনো জন ।
 কি রসে রসিক কোন সুখে বা মগন ॥
 বিশ্বাধার বিশ্বন্তর বিশ্বের জীবন ।
 কোন যোগে যোগীগণ পায় দরশন ॥
 অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণ ।
 আমাতে তাঁহাতে ভিন্ন নহে কদাচন ॥

পুষ্প মধ্যে গন্ধ যথা পয়ঃ মধ্যে স্রুত ।
 দেহ মধ্যে অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিত ॥
 এত কাল মিছা কায়ে করিনু যাপন ।
 বিরস বিচার রস করি আশ্বাদন ॥
 বিশ্ববিলম্বেতে আর নাহি প্রয়োজন ।
 দেখিব অন্তরে মোর আছে কি রতন ॥
 বলিতে বলিতে নিজ আবাসে আইল ।
 ভোজন করিয়া সুখে রজনী বঞ্চিল ॥
 প্রাতঃকালে উঠি পুনঃ বিদ্যালয়ে গিয়া ।
 কতশত শিক্ষা দেয় সন্ধ্যায় বসিয়া ॥
 শুনিতে আইসে কত ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
 আশীর্বাদ করে সবে হয়ে হৃষ্ট মন ॥
 যার যাহা প্রয়োজন তাহাই শিখিল ।
 পাণ্ডিত্যপতাকা দেশে উড়িতে লাগিল ॥
 কিছুদিন করি বিদ্যারণ আলোচনা ।
 পরিত্যাগ করিলেন মানিয়া যজ্ঞগা ॥
 শ্রেষ্ঠ ছাত্র বিদ্যালয়ে করি অধীশ্বর ।
 শিক্ষা কার্য্য হইতে লইলা অবসর ॥
 সাধক পাইলে করে শ্রবণ কীর্ত্তন ।
 হরিনাম শুনি হয় প্রেম উদ্দীপন ॥
 কখনো নির্জনে থাকি একাকী বসিয়া ।
 আপনার প্রতি অঙ্গ দেখে নিরখিয়া ॥
 এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল ।
 দীক্ষা গ্রহণের কাল আসিয়া মিলিল ॥
 বিদ্যারসাস্বাদ বঙ্গদেশ বিচরণ ।
 এ কথা শুনিলে হয় চিত্ত সংশোধন ॥
 মহাবিদ্যাপতি পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
 দ্বিজ অধরটাদ কহে জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি জয়দেব কর্তৃক ছাত্রশিক্ষা চতুর্থ সোপান ।

পঞ্চম সোপান ।

জয়দেবের দীক্ষা ও শিক্ষা এবং

সাধ্য সাধন বিবরণ ।

ধিক্ জন্মং ধিক্ স্ত্রীযঃ বিত্তং ধিক্ কুলং ধিক্ বহুজ্ঞতা ।

ধিক্ ব্রতং ধিক্ ক্রিয়া দানং বিমুখাঃ যে অধোকজে ॥

জয় জয় জয়দেব বামাদেবীমুত ।
 ক্ষীরসিন্ধু হইতে যেন সুধাংশু সন্তুত ॥
 ভোজদেবাত্মজ জয় গদাধরাগ্রজ ।
 তাপত্রয় কর ক্ষয় দিয়া পদরজঃ ॥
 কালেতে গ্রথিত আছে সকল সংসার ।
 যে কালে যা হবে তাহা ঘটে অনিবার ॥
 জয়দেবে কাতর জানিয়া জনার্দন ।
 দীক্ষা শিক্ষা হেতু সাধু করিল প্রেরণ ॥
 নীলাচলে জগন্নাথ করি দরশন ।
 আইলেন তেজঃপুঞ্জ সাধু একজন ॥
 রায়ের বাটীতে আসি উপস্থিত হৈল ।
 রায় তাঁরে সমাদর করি বসাইল ॥
 সাক্ষাৎ শয়ন্তু যেন হৈল অধিষ্ঠান ।
 হেরিয়া সবার যুড়াইল মন প্রাণ ॥
 গোষ্ঠী সহ আসি পদে করিল প্রণতি ।
 সবিনয়ে করিলেন বহু স্তুতিনতি ॥
 ব্যবহার দেখি ঋষি সন্তোষ হইল ।
 তাঁর ভক্তিবশে তাঁর আশ্রমে রহিল ॥
 মধ্যাহ্ন সময়ে দামোদরে ভোগ দিয়া ।
 প্রসাদান্ন আনি দিলা ভোজন লাগিয়া ॥
 প্রসাদ পাইয়া সাধু আনন্দিত মনে ।
 হরিকথা ইষ্টগোষ্ঠী করে তাঁর সনে ॥
 বেদ শাস্ত্র পুরাণাদি প্রশঙ্গ করিয়া ।
 সন্তোষ হইল তাঁর পাণ্ডিত্য দেখিয়া ॥
 গ্রামবাদীগণ আসি করে দরশন ।
 যোগ্যাযোগ্য বুঝি সেবা করে সর্বজন ॥
 রাস্তা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল ।
 শুনি ঋষি আদি অন্ত সকল কহিল ॥

নদীয়াগরে বাস কাণীতে আসন ।
 মাধ্বী সম্প্রদায়ে দীক্ষা করেছি গ্রহণ ॥
 জ্ঞানসিন্ধু স্বামী মোরে সেবক করিল ।
 দয়ানিধি স্বামী আখ্যা কৃপা করি দিল ॥
 তাঁহার আদেশ মতে করি তীর্থটন ।
 ঈশ্বর ইচ্ছায় এথা কৈনু আগমন ॥
 পরিচয় শুনি রায় সন্তোষ হইল ।
 মোর গুরুবংশ বলি কৃতার্থ মানিল ॥
 পূর্ববাপেক্ষা করে তাঁরে অধিক যতন ।
 দিবানিশি করে নানা শাস্ত্র আলাপন ॥
 শকার্থ ভাবার্থ আর মঙ্গ্যার্থ লইয়া ।
 মহানন্দে ভাসে তার অর্থ আশ্বাদিয়া ॥
 ভাগবতে যে যে স্থানে সন্দেহ আছিল ।
 পূর্বপক্ষ পরপক্ষ বুঝিয়া লইল ॥
 সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সাধক সৃজন ।
 জানিয়া রায়ের হৈল আনন্দিত মন ॥
 তাঁহার নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করিল ।
 অদীক্ষিত যারা ছিল দীক্ষা করাইল ॥
 জয়দেবে দেখি ঋষি আনন্দিত মন ।
 আপাদ মস্তক তাঁর করে নিরীক্ষণ ॥
 মহাপুরুষের চিহ্ন অঙ্গে দেখি তাঁর ।
 মনে ভাবিলেন এই কোন অবতার ॥
 ভবিষ্যতে জানা যাবে কে এসেছে তবে ।
 মন্ত্র দিয়া শিষ্য করি যা হয় তা হবে ॥
 আগ্রহ করিয়া জয়দেবে দীক্ষা দিল ।
 জয়দেব সেই বীজ হৃদয়ে রোপিল ॥
 যদি গুরু প্রসন্ন হইয়া দেয় মন্ত্র ।
 সেই মন্ত্র সিদ্ধ হয় বিচার এ তন্ত্র ॥

গুরুপাদপদ্মে নিজ দেহ সমর্পিল ।
 আজীবন হয়ে সেবা করিতে লাগিল ॥
 অন্য কার্য ত্যজি তাঁর নিকটে রহিল ।
 বিনয় করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল ॥
 কে আমি কিরূপে হৈলু কহ মহাশয় ।
 স্বরূপ না হেরি কেন অন্ধকারময় ॥
 কি হেতু উৎপন্ন হৈল এ দেহ আমার ।
 কেবা পাঠাইল এথা কোন কার্য তাঁর ॥
 কোথা আছে সেই প্রভু কেমন আকার ।
 লুকাইয়া থাকে কেন সকলিতো তাঁর ॥
 কিরূপে করিব আমি তাঁর অন্বেষণ ।
 কৃপা করি কহ সেই সাধন ভজন ॥
 তাঁর মিষ্টবাক্যে ঋষি সন্তোষ হইল ।
 সুপাত্র জানিয়া তত্ত্ব কহিতে লাগিল ॥
 ঋষি কহে শুন বৎস হইবে এক মন ।
 ধারণা করিলে পুনঃ পাবে হারাধন ॥
 বেদ বেদান্তাদি সর্বশাস্ত্রে ইহা কয় ।
 বিদিত হইলে হয় ভবরোগ ক্ষয় ॥
 অব্যক্ত অচিন্ত্য তত্ত্ব শয়ং অরূপ ।
 জ্ঞান বিজ্ঞানাদি মাত্র তাঁহার স্বরূপ ॥
 জ্ঞান যবে ক্রিয়াক্রমে প্রতিপন্ন হয় ।
 বিজ্ঞানাদি তত্ত্ব সব হয় কৰ্ম্মময় ॥
 কৰ্ম্মাভিনিবেশে হয় অজ্ঞান উদ্ভব ।
 অন্তরাজ্য করে সদা বাসনা প্রসব ॥
 সম্বন্ধ অভিধেয় আর প্রয়োজন ।
 করিয়া বিষয়গত মুগ্ধ হয় মন ॥
 রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসন ।
 আত্মহারা হয়ে ভোগ করে অনুক্ষণ ॥
 অবিদ্যা নিবিড় মেঘে হয় অন্ধকার ।
 বিজ্ঞান ঝটিকা মাত্র প্রতিকার তার ॥
 এত বলি মহত্ত্ব বুঝাইয়া দিল ।
 যেভাবে ভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইল ॥
 শব্দযন্ত্র শব্দবোব শব্দ ব্যবহার ।
 কহিলেন শব্দব্রজ করিতে বিচার ॥
 আত্মতত্ত্ব গুরুত্ব পরতত্ত্ব সার ।
 তার সাধ্য সাধনাদি যত তত্ত্ব আর ॥

ক্রিয়াযোগ জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ আদি ।
 মোপাধি বিশিষ্ট যোগ আর নিরূপাধি ॥
 বৈভব বিলাস আর প্রাভব বিভেদ ।
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ভেদে ভাবনা প্রভেদ ॥
 দেশ কাল পাত্র ভেদে সাধন কহিল ।
 তত্ত্ব মন্ত্র যন্ত্র আদি সব জানাইল ॥
 যট্চক্র ভেদ ক্রিয়া করি দেখাইল ।
 নির্জনে বসিয়া জপ করিতে বলিল ॥
 শ্রীমূর্তিসেবন গীতা ভাগবত ভাষণ ।
 তীর্থাটন সাধুসেবা নাম সঙ্কীর্তন ॥
 চতুষষ্টি অঙ্গ ভক্তি সদা আচরিবে ।
 মগোপী যুগলরূপ অন্তরে চিহ্নিবে ॥
 ভাবিতে ভাবিতে হরি অন্তরে স্মরিবে ।
 ভাবের উদয় হৈলে দেখিতে পাইবে ॥
 আপনা সম্বন্ধি সাধ্য প্রেমেই নাচাবে ।
 মহাকাম সাধ যদি নিত্যধাম পাবে ॥
 পুরুষ অদৃশ্য প্রকৃতির অন্তর্গত ।
 নীর ত্যজি ক্ষীর লবে মরালের মত ॥
 সাধ্য সাধনের এই তত্ত্ব নিরূপণ ।
 সাধিলে হইবে কৃপা পাবে প্রেমধন ॥
 অভক্ত নিকটে ইহা গোপনে রাখিবে ।
 প্রকাশ করিলে ধর্ম্ম নিক্র না হইবে ॥
 এত বলি জ্ঞানাজ্ঞানে তিমির নাশিয়া ।
 অষ্ট শক্তি সঞ্চারিল শিরে হাত দিয়া ॥
 সেইক্ষণে মহাবিদ্যা হৃদে প্রকাশিল ।
 অবিদ্যা গঠিতা বিদ্যা শিথিলা হইল ॥
 তবে কবি যন্ত্র আনি তাঁরে দেখাইল ।
 বীজমন্ত্র পড়ি ঋষি সন্তোষ হইল ॥
 যে স্মরে যে বীজমন্ত্র হয় উচ্চারণ ।
 ধ্যান মুদ্রা পূজা জপ তাহার সাধন ॥
 যট্চক্রে সেই পদ বীজ বর্তমান ।
 যেভাবে যেখানে আছে কহিল সন্ধান ॥
 অধিষ্ঠাত্রী লীলামূর্তি ভেদ জানাইল ।
 বিদিত হইয়া কবি সন্তোষ হইল ॥

সকলের প্রতি দয়ানিধির উপদেশ ।

তবে গুরু ডাকিয়া বলিলা সবাকারে ।
জয়দেব সিদ্ধ সাধু হইবে সংসারে ॥
কৃতার্থ হইবে সবে ইহার প্রভাবে ।
পাপ তাপ দূরে যাবে ইষ্টবস্তু পাবে ॥
শুনিয়া তাঁহার কথা হৃষ্ট সর্বজন ।
পরম সাধরে কৈল চরণ বন্দন ॥
তা সবারে দয়ানিধি করিয়া আশ্বাস ।
দেহরোগ ভবরোগ দুই কৈল নাশ ॥
তদন্তর কথঞ্চিৎ তত্ব শুনাইল ।
যাহা শুনি সবে মহা সন্তোষ হইল ॥
ঋষিবর কহে এক ব্রহ্ম সর্বময় ।
মায়িক জীবের তাহা গোচর না হয় ॥
কর্ণরঞ্জে অন্ধ হয়ে দেখিতে না পায় ।
সংসারাকুপে পড়ি করে হায় হায় ॥
দেহাদিতে মত্যবুদ্ধি বিষয়েতে মতি ।
ভাবিতে সময় নাই পরিণামগতি ॥
কভু হাসে কভু কান্দে কভু বা কল্পন ।
এ তিন অবস্থাগত বাধে জীবন ॥
কল্পন শব্দের অর্থ রিপুতে চালিত ।
কাম ক্রোধ লোভ ছাড়া নহে কদাচিত ॥
চূর্যটনা-সাগরে সাঁজারে নিরন্তর ।
কূল নাহি পায় সদা কাতর অন্তর ॥
জন্মমাত্রে স্বরূপ অবস্থা দূরে যায় ।
বিরূপে স্বরূপ জ্ঞান অবিদ্যা মায়ায় ॥
ব্রহ্ম সত্য বিশ্ব মিথ্যা বুঝিতে না পারে ।
শুদ্ধি রৌপ্য রজ্জু মর্প যথা অন্ধকারে ॥
দিবসে অসং সঙ্কে যত কার্য্য করে ।
রাত্রে তাহা চিন্তে যেন গোধন জায়রে ॥
ক্রমে ঘোর অন্ধতমে করিয়া প্রবেশ ।
আধি ব্যাধি আদি ক্রমে ভুঞ্জে নানা ক্লেশ ॥
যন্ত্রণা ভোগিয়া হয় পূর্বপাপ ক্ষয় ।
তবে তার ধর্ম্মকর্মে মতি উপজয় ॥

তখন বুঝিতে পারে অসার সংসার ।
ঈশ্বরারাধনা বিনা গতি নাহি আর ॥
সাধুশাস্ত্র সাধুসঙ্গ সাধু ব্যবহার ।
এই তিন কার্য্য মত্য় সংসারের সার ॥
ইহা ধার্য্য করি করে স্বধর্মাচরণ ।
সেই পুণ্যবলে ক্রমে গুরু হয় মন ॥
নামে রুচি সাধুসঙ্গ পর উপকার ।
এই তিন কার্য্যে হয় বুদ্ধি সংস্কার ॥
ভক্তিভাবে হরিপদ স্মরণ মনন ।
দান্ত্রভাবে সেবা আর আত্ম নিবেদন ॥
এই কর্মে কর্ম্ম নাশি জ্ঞান উপজয় ।
অন্ধকার নাশি যেন সূর্য্যে দয় হয় ॥
আত্ম অনুভব হয় বিমুক্তা যায় ।
সংসারসমুদ্র হয় গোপ্পদর প্রায় ॥
বিশ্ববিনোহিনী মারা হয় পরাজয় ।
আত্মা পরমাণ্মা তথা ওজ্জ্বল না রয় ॥
রায় কহে সাধুসঙ্গ অভাব সাহার ।
কেমনে নিরুজ্জ্বল হয় অহঙ্কার তার ॥
ঋষি কয় বিশ্বময় ব্রহ্মনির্বিশেষ ।
যন্ত্রণা হইয়া গুরু দেয় উপদেশ ॥
সাধবঃ নৈব সর্বত্র তুচ্ছত নিশ্চয় ।
অন্তর্যামী সাধুরূপে সাধুমার্গে লয় ॥
সাধু যদি হয়, সাধু চিন্তিতে সে পারে ।
সাধু কৃপা হয়, সাধু শিক্ষা দেয় তারে ॥
বর্ষের লোকেরা যদি সাধুসঙ্গ পায় ।
পরমার্থ না লইয়া অন্য অর্থ চায় ॥
উপদেশ দিলে তাহা মনে নাহি লয় ।
উপর ভূমিতে কভু যুদ্ধ নাহি হয় ॥
বিষয়ীর ব্রহ্মসুখ পরম তুচ্ছত ।
কিন্তু সাধু কৃপা কৈলে নহে অসম্ভব ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তুলয়ামলবেনাপি ন স্বর্গং ন
পুনর্ভবং । ভগবৎসঙ্গীমঙ্গস্য
মর্ত্যানাং কিমুতানীষঃ ॥

এইমত বহু শিক্ষা সবাকারে দিল ।
 ধৃতি স্মৃতি মেধা ভক্তি অন্তরে ফুরিল ॥
 কিছুদিন সেবা কৈল গুরু চরণ ।
 তাঁর কৃপাবলে পাইল কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
 তদন্তর ঋষির করিল গমন ।
 কাশীধামে গেলা যথা নিজ সিদ্ধাসন ॥
 তাঁহাকে পাইয়া সবে মহানন্দে ছিল ।
 শশী হীন নিশি সম কেন্দ্রী হইল ॥

জয়দেবের বনে গমন ।

গুরু বিবাহে কবি ব্যাকুল অন্তর ।
 জড়প্রায় স্তব্ধ হৈয়া থাকে নিরন্তর ॥
 মহামন্ত্র জপে সদা ধ্যানাবিষ্ট মন ।
 জপিতে জপিতে হৈল প্রেম উদ্দীপন ॥
 আশ্রয় স্বজন স্থানে করয়ে গোপন ।
 নির্জনে পাইলে করে কীর্তন নর্তন ॥
 এক দিন যোগমায়া স্বপ্নে আদেশিল ।
 বনমাতা যন্ত্রাসনে সাধিতে কহিল ॥
 কুশেশ্বর শিব আছে নদীর কূলেতে ।
 তাঁর সমিধানে বসি সাধ নির্জনেতে ॥
 গণপতি রায়ে তুমি সংহতি লইবে ।
 সাধনের সহায়তা সর্বদা করিবে ॥
 দেহের মমতা ত্যজি করহ সাধন ।
 অবশ্য হইবে তব অভীষ্ট পূরণ ॥
 এত বলি মহামায়া অন্তর্দান হৈল ।
 নিদ্রা ভঙ্গ হৈল কবি ভাবিতে লাগিল ॥
 প্রত্যাষে গেলেন যথা আছে গণপতি ।
 যোগমায়া আদেশ কহিলা তাঁর প্রতি ॥
 মহানন্দে গণপতি কহিলা তখন ।
 ভূত্যা হয়ে রব আজ্ঞা করিব পালন ॥
 উৎসাহ দেখিয়া মনে সন্তোষ হইয়া ।
 আশীর্বাদ করিলেন শিরে হস্ত দিয়া ॥
 সেইদিনে তারে সঙ্গে লয়ে কবিরায় ।
 বনে কোথা শিব আছে খুঁজিয়া বেড়ায় ॥
 না পাইয়া দৌহে বৃক্ষতলায় বসিল ।
 অবিলম্বে তথা এক আশ্চর্য দেখিল ॥

এক গাভী বিলম্বিলে আসি দাড়াইল ।
 স্তন হৈতে দুগ্ধধারা পড়িতে লাগিল ॥
 ভুগি আব্রিত শিব করি দুগ্ধদান ।
 পুনর্ব্বার বনমাতা করিল প্রস্থান ॥
 তাহা দেখি মনে দৌহে করি অনুমান ।
 বলে চল অবেগিয়া দেখি এই স্থান ॥
 অত্র লয়ে ছুইজনে বিলম্বিলে গিয়া ।
 বাহির করিল শিব মৃত্তিকা খুনিয়া ॥
 মণিময় দিব্যমূর্ত্তি হেরিয়া নয়নে ।
 অঙ্গ সংস্কার কৈল আনন্দিত মনে ॥
 মৃত্তিকা ভিতরে তথা গৃহ নিরখিল ।
 তার মধ্যে যন্ত্রাসন স্থাপন করিল ॥
 পত্র পুষ্প ফল জল আহরণ করি ।
 ভক্তিভাবে পূজা কৈল শঙ্কর শঙ্করী ॥
 স্তুতি করি দৌহাকারে করিয়া প্রণতি ।
 যন্ত্রবীজে পূজা কৈল হয়ে হৃষ্টমতি ॥
 বিধিমনে বীজমন্ত্র করি উচ্চারণ ।
 ধ্যান করি ভক্তিভাবে করিয়া বন্দন ॥
 গুরুপদ স্মরি মনে যন্ত্রেতে বসিল ।
 সাধিতে অষ্টাঙ্গ যোগ প্রবর্ত্ত হইল ॥
 নিশা অস্তে গৃহে পুনঃ করিল গমন ।
 নিশাকালে পুনঃ তথা কৈল আগমন ॥
 যোগাসনে বসি যোগ সাধে কবিপতি ।
 পঞ্চাত্মাগেতে তাঁর রহে গণপতি ॥
 গুরু আজ্ঞা অনুসারে করিয়া সাধন ।
 নিশি শেষে গৃহে পুনঃ করিল গমন ॥
 এইরূপে ক্রমান্বয়ে সাধি এক মাস ।
 অন্তরে পাইল অন্তরাত্মার আভাষ ॥
 দিবা নিশি সাধিতে হইল তাঁর মন ।
 ছাড়িলেন গৃহ বিত্ত আত্মীয় স্বজন ॥
 অগার সংগার দেখে যেন কাঁটাবন ।
 অন্তরে বাহিরে বিদ্রেক স্মৃষ্ণ নহে মন ॥
 দাবানলে দহে যেন নিবিড় কানন ।
 সেইমত সংসারে জ্বলিছে হৃতাশন ॥
 অভাবের অন্তর্গত সবার অন্তর ।
 রোগ শোক তাপ তাহে দহে নিরন্তর ॥

সংসারসমুদ্র দেখে অমন্ত অপার ।
 বিষয় বাড়বানল জ্বলে অবিবার ॥
 চিন্তানলে সদা জ্বলে সবার অন্তর ।
 শান্তি সুখ শূন্য বিশ্ব শোকের আকর ॥
 দেখি ভয়ে গণরায়ে নিকটে ডাকিল ।
 অন্তর ঔদাস্য কথা কহিতে লাগিল ॥
 সুখহীন সংসার করিয়া বিসর্জন ।
 দেখিব কোথায় সেই ব্রহ্মসনাতন ॥
 কি হেতু সৃজিল দুঃখময় চরাচর ।
 জীবের দুঃখেতে কেন না হয় কাতর ॥
 কোথা থাকে কোনভাবে কেমন আকার
 লুকাইয়া আছে কেন কোন হেতু তার ॥
 মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ।
 একেলা সাধিব বসি করি প্রাণপণ ॥
 যদি আমি পাই ভাই তাঁর দরশন ।
 তোমাতে দেখাব সেই পুরুষরতন ॥
 গৃহে যাহ এথা তব নাহি প্রয়োজন ।
 দিবসে আসিবে সবে করিয়া গোপন ॥
 মাতা পিতা পদে জানাইবে নমস্কার ।
 কৃতকার্য যদি হই যাব পুনর্বার ॥
 এখানে আসিতে সবে করিবে বারণ ।
 এ কথা না শুনে যেন অন্য কোনো জন ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া রায় করিল গমন ।
 গৃহে গিয়া কহিলেন সব বিবরণ ॥
 সে কথা শুনিয়া সবে কান্দিতে লাগিল ।
 অগত্যা ঈশ্বরে স্মরি আশীষ করিল ॥
 প্রতিদিন গণপতি করি আগমন ।
 পত্র পুষ্প ফল জল করে আহরণ ॥
 আসন ছাড়িয়া আর উঠিয়া না যায় ।
 নিষ্ক্রিয় হইল যেন জড়যোগী প্রায় ॥
 এইরূপে সাধে সাধু সদানন্দ মন ।
 একা বসি দিবা নিশি ধ্যানপরায়ণ ॥
 বাহুজ্ঞান হৈলে পায় ভাব পরিণাম ।
 সেইকালে মহামন্ত্র জপে অবিরাম ॥
 যুগ্মনভাবেতে ক্রমে তন্ময় হইল ।
 দেহকৃত্য গৃহ বিত্ত সকল ভুলিল ॥

সপ্তদিন একভাবে ধ্যানস্থ রহিল ।
 অন্তর বাহির দুই সমান হইল ॥
 আজ্ঞাচক্রে অহনিশি করিয়া সাধন ।
 নিত্যবস্ত্র লীলাধামে পাইল দর্শন ॥
 নিকূটপর্বত মাঝে চক্রে নন্দন ।
 তাহাতে করিত বাস লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
 ধনঞ্জয় আসি যবে তাড়না করিল ।
 লক্ষ্মী নারায়ণ দৌহে একত্রে মিলিল ॥
 বিধির নিশ্চিত ঘর নাহি যার দ্বার ।
 যোগেন্দ্র পুরুষ তাতে ছিল নিরাহার ॥
 কালক্রমে সে পুরুষ হয়ে বলবান ।
 ভাঙ্গিয়া বিধির ঘর কৈল খান খান ॥
 বিধিতে না পেয়ে বিধি নিরস্ত হইল ।
 অনিত্যে থাকিয়া সাধু নিত্যতা পাইল ॥
 প্রকৃতিযন্ত্রেতে বসি সাধি নিরন্তর ।
 পরমপুরুষ তাঁর হইল গোচর ॥

বিভীষিকা দর্শন ।

এক দিন আইল এক কৃষ্ণ অজগর ।
 অঘাসুর সম তার দীর্ঘ কলেবর ॥
 গোফার নিকটে আসি করিয়া গর্জন ।
 মুখ প্রসারিয়া যায় করিতে ধারণ ॥
 দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ধ্বাস ঘনেঘন ।
 জয়দেবে আসিবারে করিছে গমন ॥
 সে সকল ভয় কবি দিয়া বিসর্জন ।
 বসিয়াছে কৃষ্ণে করি প্রাণ সমর্পণ ॥
 অগ্নি সম তেজঃ দেখি হয়ে ভীত মন ।
 ক্ষণকাল থাকি বনে কৈল পলায়ন ॥
 একদিন আইল তথা প্রেত এক দল ।
 গোফার নিকটে করে মহা কোলাহল ॥
 কণ্ডুগু হৈতে জল লয়ে কবির ।
 ছড়াইয়া দিল বেগে সবার উপর ॥
 অঙ্গজ্বালা উপস্থিত হইল সবার ।
 শূন্য ভরে পলাইল করিয়া চিৎকার ॥
 একদিন ইন্দ্রদেশে বিভাধরীগণ ।
 যোগভঙ্গ হেতু তথা কৈল আগমন ॥

সাধুর নিকটে নৃত্য গান আরাধন ।
 তাহা দেখি জয়দেব ঈষৎ হাসিল ॥
 মিষ্টবাক্যে সনাকারে সন্তোষ করিয়া ।
 বিদায় করিল। কিছু উপদেশ দিয়া ॥
 একদিন মহামায়া পরীক্ষা কারণ ।
 হইয়া মোহিনীমূর্ত্তি কৈলা আগমন ॥
 জয়দেব দেখি তাঁরে দৃকপাত না কৈল ।
 আশীর্বাদ করি দেবী অন্তর্দান হৈল ॥
 জ্ঞান বিজ্ঞানেতে যুক্ত ভক্ত যেইজন ।
 মায়া কি ভুলাবে তারে হারে জনার্দন ॥
 যাবৎ না হয় বিশ্বে ব্রহ্মবিজ্ঞাপন ।
 তাবৎ হইতে পারে তাহার পতন ॥
 ময়ি প্রেমমিহনং বিশ্ব জানে যেইজন ।
 জীবমুক্ত হয়ে সেই করে বিচরণ ॥
 এক দিন নিশি শেষে উঠি কবির ।
 বিচরণ করে সেই বনের ভিতর ॥
 সুরধুর মরে রব করে পক্ষীগণ ।
 তাহা শুনি হৈল ব্রন্দাবন উদ্দীপন ॥
 অজ্ঞয়ে যমুনা জ্ঞান শিবে গোপেশ্বর ।
 ভাবাবেশে রাসলীলা হইল গোচর ॥
 গোপী সহ রাস করে মদনমোহন ।
 বিলম্বিলে বসি ধ্যানে করে দরশন ॥
 সমরস দেখি রাধা হইল বিমন ।
 সখী সঙ্গে রাসস্থলে হৈল অদর্শন ॥
 কৃষ্ণের অগম্য স্থানে রাধা লুকাইল ।
 অন্বেষণ করি হরি দেখিতে না পাইল ॥
 গোপীভাবে দরশন করে কবির ।
 কৃষ্ণকে কাতর দেখি কাতর অন্তর ॥
 সখী সনে রাসবিলাসিনী যথা ছিল ।
 কৃষ্ণকে লইয়া তথা দেখাইয়া দিল ॥
 রাধা পেয়ে হৈল কৃষ্ণ আনন্দিত মন ।
 চর্চিত তাম্বুল তাঁরে করিল অর্পণ ॥
 তুষ্ট হয়ে তাহা লয়ে করিতে চর্চণ ।
 ভাবাবেশ গেল ধ্যান ভাঙ্গিল তখন ॥
 বলে আছা কোথা গেল সাধনের ধন ।
 আর কি এমন কভু পাব দরশন ॥

শিখা কহে গুরুদেব ইহা কি গন্তবে ।
 কৃষ্ণের অগম্য স্থান কোথা আছে ভবে ॥
 বেদ বেদান্তের মতে কৃষ্ণ বিশ্বময় ।
 এ কথা অন্যথা তৈলে শাস্ত্র মিথ্যা হয় ॥
 গুরু কহে রূঢ়ভাবে হয় লুকাইত ।
 অধিকৃত মহাভাবে পুনঃ হয় ব্যক্ত ॥
 রূঢ়ভাবে গোপী থাকে রাধা নাহি তায় ।
 অতএব কৃষ্ণ তাঁরে খুঁজিয়া না পায় ॥
 প্রেমবৈচিত্র্যাদি ভাব প্রমাণ তাহার ।
 কৃষ্ণপাশে বসি রাধা কৃষ্ণে নাহি পায় ॥
 এইরূপে বন মাবো শিব সন্নিধানে ।
 যোগ সাধে সাধু তাহা অণ্ডে নাহি জানে ॥
 গগনপতি রায় নিতি করি আগমন ।
 ফল মূল জল আনি করায় ভোজন ॥
 কপিল যোগায় দুগ্ধ শিবের মাথায় ।
 কোনো দিন সেই দুগ্ধ উঠাইয়া খায় ॥
 মধ্যে মধ্যে কোনো দিন ভাবাবেশে যায় ॥
 ধ্যানাবিষ্ট হয়ে থাকে সময় না পায় ॥
 দৃঢ় ব্রতধারী হয়ে যোগ আচরিল ।
 সাধিতে সাধিতে সাধু কৃতকার্য হৈল ॥
 অবিদ্যা জড়িত আত্মা হইল মোচন ।
 মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥
 কর্মজ বিষয়ভোগ বাঞ্ছা ফুরাইল ।
 অরুণ কিরণে যেন চন্দ্রিকা প্রাপিল ॥
 সর্বভূত অন্তর্যামী শক্তি সঞ্চারিল ।
 ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি আদি প্রকাশ হইল ॥
 মহারাধা জাগিলে যেমন দাস দাসী ।
 অন্য কার্য ত্যজি যোড়করে গিলে আসি ॥
 সে সকল প্রতি সাধু দৃকপাত না কৈল ।
 গোপী ভাবামৃতলতা আশ্রয়ে রহিল ॥
 ভাবের আবেশে অন্তর্মনা অনুক্ষণ ।
 ক্ষিপ্তপ্রায় হইল তাহার আচরণ ॥
 এক দিন মির্জি তথা কাঠুরিয়াগণ ।
 বনে প্রবেশিয়া করে কাষ্ঠ আহরণ ॥
 জয়দেব দেখি মনে বিস্ময় মানিল ।
 আপনি এখানে কেন জিজ্ঞাসা করিল ॥

শুনিয়া পণ্ডিত তার কি উত্তর দিল ।
 কানো কথা কেহ তাঁর বুঝিতে নারিল ।
 ক্ষিপ্ত হইয়াছে বলি নিশ্চয় করিল ।
 গ্রামে আসি সেই কথা সবারে কহিল ॥
 জয়দেব জড়প্রায় কথা নাহি কয় ।
 বিকট-নয়নে চায় দেখে লাগে ভয় ॥
 দেখিয়া আইল বনে করিছে ভ্রমণ ।
 বাতুলের প্রায় তাঁর সকল লক্ষণ ॥
 শুনি কত গ্রামবাসী দেখিতে চলিল ।
 সন্নিহিতে গিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসা করিল ॥
 কহ কবি বনমাঝে কিসের কারণ ।
 বাতুলের ন্যায় একা কর বিচরণ ॥
 জয়দেব সে কথার উত্তর না দিল ।
 আরক্ত নয়নে মাত্র চাহিয়া রহিল ॥
 তবে সবে করযোড়ে বিনয় করিল ।
 তাহাও কবিরায় প্রসন্ন নহিল ॥
 ক্ষিপ্ত হইয়াছে তারা নিশ্চয় করিয়া ।
 তাড়াতাড়ি বন ছাড়ি গেল পলাইয়া ॥
 গ্রামে গিয়া সেই কথা সবারে কহিল ।
 জয়া ফেপা বলি নাম প্রচার হইল ॥
 ভয়ে আর বন মাঝে কেহ নাহি যায় ।
 যদি যায় দূর হৈতে দেখিয়া পলায় ॥
 জয়া ফেপা বলে তাঁরে ইতর সকলে ।
 ব্রাহ্মণ সজ্জনে মাত্র কবির বলে ॥
 কেহ বলে চিরকাল করি বাক্য ব্যয় ।
 পণ্ডিতেরা অবশেষে প্রায় ক্ষিপ্ত হয় ॥
 কেহ বলে হেন কবি না হইবে আর ।
 কোন দোষে দীক্ষার করিল এ বিচার ॥
 আর কিছুদিন যদি পাণ্ডিত্য করিত ।
 তবে এ দেশের মহা উন্নতি হইত ॥
 এইরূপে কত লোকে কত কথা বলে ।
 তাঁহার বিরহে সদা কাতর সকলে ॥

জয়দেবের সিদ্ধাবস্থা বিবরণ ।

বনমাঝে জয়দেব আছে কুতূহলে ।
 সিদ্ধ হইলেন সাধু সিদ্ধমন্ত্রবলে ॥

অনিমা লঘিমা আদি যোগৈশ্বর্য যত ।
 প্রয়োজন নাহি তবু আইসে শত শত ॥
 গঙ্গাস্নান করিতে হইল তাঁর মন ।
 নিশি শেষে উঠি তথা করিল গমন ॥
 অষ্টাদশ কোশ দূরে কণ্টকনগর ।
 নিত্য প্রাতে স্নান করি আইসে সত্বর ॥
 পূজা অস্ত্রে ফল জল করিয়া গ্রহণ ।
 সিদ্ধাসনে বসি করে ইষ্ট আরাধন ॥
 অষ্টৈতুক্য প্রতিহতা ভক্তিসাধ্য সার ।
 সেই ভাবে দিবা নিশি গত হয় তাঁর ॥
 ব্রজে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।
 নিরন্তর চিন্তে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
 এইরূপে একাসনে সাধন করিল ।
 গোপীভাব-কল্পলতা বাড়িতে লাগিল ॥
 সর্বত্র ব্যাপিয়া লতা ব্রঙ্গাও ভেদিল ।
 গোলোকে ত্রীকৃষ্ণপদ যথেষ্ট আরোহিল ॥
 প্রবল হইয়া পুষ্প ফল প্রদর্শিল ।
 সে সৌরভে সর্বৈশ্বর্য আকুল করিল ॥
 ফলিত লতায় জল সিক্তে মতিমান ।
 ক্রমে হৈল ফলে চারি রস বর্তমান ॥
 সুপক মধুর রস যবে সঞ্চারিল ।
 কিকিৎ আশাদি সাধু মুচ্ছিত হইল ॥
 সন্নিহিত পাইয়া মনে কৃতার্থ মানিয়া ।
 দিবা নিশি রহে ধ্যানে ভাবাবিষ্ট হইয়া ॥
 যে সময়ে বাহুদশা পায় পুনর্বার ।
 দেহের স্বভাবে করে আহার বিহার ॥
 ব্রজের মাধুর্যলীলা ভাবি কবির ।
 প্রেমভক্তি রসাস্বাদ করে নিরন্তর ॥
 এইরূপে বনমাঝে আছে ক্ষিপ্ত প্রায় ।
 পাগল বলিয়া কেহ নিকটে না যায় ॥
 ছাত্র যারা নিত্য তাঁরা করে দরশন ।
 কথা নাহি কহে সাধু মৌনাবলম্বন ॥
 আত্মীয় স্বজন কান্দে করে হায় হায় ।
 নিকটেতে গেলে কেহ উঠিয়া পলায় ॥
 গৃহ নাহি গেল একা অরণ্যে রহিল ।
 অচঞ্চল শিশু সম স্বভাব হইল ॥

ক্ষিপ্তপ্রায় স্থানে স্থানে ভ্রমে নিরন্তর ।
 এরাপে অতীত হৈল তৃতীয় বৎসর ॥
 কায়মনোবাক্যে সেবা করে গণপতি ॥
 কবির প্রসন্ন হইলা তাঁর প্রতি ॥
 কৃপা করি যোগ সহ সিদ্ধমন্ত্র দিল ।
 সেই যন্ত্রাসনে সাধি কৃতার্থ হইল ॥
 অতাপি সে যন্ত্র আর শিব কুলেশ্বর ।
 বর্তমান আছে এক মন্দির ভিতর ॥
 নদীর কূলেতে স্থান পরম নির্জজন ।
 নিশাকালে কেহ তথা না করে গমন ॥
 অনেকের বাঞ্ছা তথা জপ করিবারে ।
 সন্ধ্যা হৈলে শঙ্কা হয় থাকিতে না পারে ॥
 একদিন এক গ্রামী মন্দিরেতে ছিল ।
 বিভীষিকা দেখি ভয়ে পলায়ে আইল ॥
 রাত্রিকালে কেহ তথা না করে গমন ।
 দিবাভাগে জপ করে পরশি আসন ॥

গন্ধপুষ্প দিয়া সবে পূজা করে তার ।
 তাহাতে বসিবে হেন সাধ্য আছে কা
 দেখিতে আইসে যত ভাগ্যবন্ত জন ॥
 দূরে থাকি যোগাসন করে দরশন ॥
 যন্ত্র মাঝে বীজ লেখা পদ্ম যশোভন ।
 নিত্য আমি পূজা করে দেব ধায়িগণ ॥
 যন্ত্রাসনে কুশেধরে করিয়া বন্দন ।
 যোগসিদ্ধ কথা এথা কৈলু সমাপন ॥
 এ সব কথার আদি অন্ত নাহি জানি ।
 কোনোরূপে মাত্র তাঁর চরিত্র বাখানি ॥
 সুনির্মল গঙ্গাজল জিনিয়া চরিত্র ।
 যেই ইহা শুনে হয় পরম পবিত্র ॥
 কিশোর কিশোরী রূপ হৃদে করি ধ্যান ।
 রচিল অধরটাদ যোগসিদ্ধাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের সাধন ও সিদ্ধাবস্থা বর্ণন পঞ্চম সোপান ।

ষষ্ঠ সোপান ।

জয়দেবের বিবাহ বিবরণ ও রাজ্য

ঘনশ্যাম রায়ের প্রসঙ্গ ।

হরিনাম পরা যে চ হরিনাম পরায়ণা ।

হরিনাম রতা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌযুগে ॥

জয় জয় দয়ানিধি ভক্তিরসখনি ।
 যার কৃপাবলে সিদ্ধ হৈল দ্বিজমণি ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা কে করে খণ্ডন ।
 তার পরে হৈল এক আশ্চর্য ঘটন ॥
 গ্রাম ত্যজি বনরাজ্য আশ্রয় করিল ।
 সেখানেও বিবাহের কুসুম ফুটিল ॥
 পূর্বে এক দ্বিজবর কন্যা পুত্র হীন ।
 সেবিলা শ্রীজগন্নাথে হইয়া সুদীন ॥
 প্রার্থনা করিল দ্বিজ সন্তান কারণ ।
 প্রতিজ্ঞা করিল হেতু প্রভুর তোষণ ॥

কন্যা কিম্বা পুত্র যাহা প্রথমে জন্মিবে ।
 দাম্পত্য কিম্বা দাম হয়ে চরণ সেবিবে ॥
 এত বলি দ্বিজবর স্বগৃহে চলিল ।
 জগন্নাথ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হইল ॥
 কতকদিবসে এক কন্যা জন্মিল ।
 আনন্দিত হয়ে মহা উৎসব করিল ॥
 অঙ্গে পদ্মগন্ধ হেতু নাম পদ্মাবতী ।
 মাতা পিতা আদি সবাকার প্রিয় অতি ॥
 দুই পুত্র এক কন্যা জন্মিল পরে ।
 প্রার্থনা হইল পূর্ণ আনন্দ অন্তরে ॥

রূপবতী কন্যা দেখি গ্রামবাসীগণ ।
 পরস্পর প্রশংসা করয়ে সর্বজন ॥
 সে দেশের ভূমিপতি করিয়া শ্রবণ ।
 পুত্রের বিবাহ লাগি কৈল আকিঞ্চন ॥
 ভাট পাঠাইয়া দিল দ্বিজের সদন ।
 পত্র দিয়া কহে ভাট সব বিবরণ ॥
 তোমার কন্যার অতি সৌভাগ্য উদয় ।
 রাজপুত্র সহ তার কর পরিণয় ॥
 এমন সুপাত্র আর কোথা বা পাইবে ।
 ইচ্ছা যদি কর রাজা বহু ধন দিবে ॥
 সর্বাংশেতে শ্রেষ্ঠ রাজা কুলীন ব্রাহ্মণ ।
 গৌরব বাড়িবে তব কন্যার কারণ ॥
 রাজার শ্বশুর বলি সকলে মানিবে ।
 চিরকাল সুখে দিন যাপন করিবে ॥
 শুনি বিপ্র ভাটে কহে করিয়া বিনয় ।
 আশ্রয়পাশু যত কিছু নিজ পরিচয় ॥
 তাহা শুনি ভাট অতি দুঃখিত হইল ।
 রাজার নিকটে গিয়া সব নিবেদিল ॥
 রাজা কহে প্রাধিকনা বুঝি নিশ্চয় ।
 জগন্নাথ কন্যাদান সম্ভব না হয় ॥
 দরিদ্র হইলে তার বুদ্ধি অল্প হয় ।
 কপট করিয়া দিল মিথ্যা পরিচয় ॥
 অবজ্ঞা করিল মোরে হরি বাচস্পতি ।
 তার প্রতিকার আমি করিব সম্প্রতি ॥
 রজনী প্রভাতে সবে করিয়া গমন ।
 কন্যা সহ ধরি তারে কর আনয়ন ॥
 ভাট বলে মহারাজ নাহি প্রয়োজন ।
 আনিব উত্তমা কন্যা করি অন্বেষণ ॥
 রাজা কহে তাহা নহে ধরিয়া আনিব ।
 পুত্রের বিবাহ সেই কন্যা সহ দিব ॥
 ভাট কহে তাহে কিছু সুখ না হইবে ।
 চিরকাল জন্ম তব কলঙ্ক রহিবে ॥
 রাজা কহে রাজ আজ্ঞা যে করে লঙ্ঘন ।
 অবশ্য করিতে হয় তাহার দমন ॥
 ভাট কহে তাঁর বাক্য মিথ্যা কভু নয় ।
 জগন্নাথদাসী সেই কন্যাটী নিশ্চয় ॥

বলে ছলে যদি তুমি ধরিয়া আনিবে ।
 জগন্নাথ কণ্ঠ হৈলে বল কি করিবে ॥
 রাজা কহে জগন্নাথ জগতজীবন ।
 সাধারণ নরকন্যা না করে গ্রহণ ॥
 ভাট কহে জগন্নাথ ভকতবৎসল ।
 কে বুঝিতে পারে তাঁর লীলার কোশল ॥
 যার প্রতি তুষ্ট হন ব্রহ্মসনাতন ।
 সর্বত্রে মঙ্গল তার সফল জীবন ॥
 যে পাপীর প্রতি কণ্ঠ হন ত্রিনিবাস ।
 যথা যায় কণ্ঠ পায় হয় সর্বনাশ ॥
 ক্রোধ ত্যজ মহারাজ কমা দেহ মনে ।
 নিজ সুখ লাগি না পীড়হ অন্য জনে ॥
 রাজা কহে ভাট তুমি কহ গমন ।
 ইহাতে নিরস্ত নাহি হব কদাচন ॥
 ভাট কহে তবে আমি যাই নিজালয় ।
 কিন্তু এ দুঃখা ভ্যাগ কর মহাশয় ॥
 এত কথা কহি ভাট গমন করিল ।
 তামসিক বুদ্ধি রাজা বুঝিতে নারিল ॥
 অনুমতি কৈল তবে নিজ সৈন্যগণে ।
 কন্যা সহ কল্য এথা আনিবে ব্রাহ্মণে ॥
 ভয়ে যদি কন্যা দিতে করে অঙ্গীকার ।
 ফিরিয়া আসিবে লয়ে স্বাক্ষর তাহার ॥

—

যনশ্যাম রায়ের প্রতি জগ- নাথের ভয় প্রদর্শন ।

এত বলি অন্তঃপুরে করিল গমন ।
 ভোজনান্তে মিজারশে করিল শয়ন ॥
 কুসুমশয্যায় রাজা সুখে নিদ্রা যায় ।
 স্বপ্নে দেখে সেই বিপ্র আইল তথায় ॥
 দেখিতে দেখিতে হৈল নৃসিংহ আকৃতি ।
 স্বর্গ মর্ত্য মভঃ ব্যাপি প্রকাণ্ড মুরতি ॥
 নৃসিংহ বলেন রাজা যনশ্যাম রায় ।
 কল্য প্রাতে ধরি তুমি আনিবে এথায় ॥
 ভক্তিতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন ।
 আমি হরি বাচস্পতি লীলার কারণ ॥

সেই কন্যা সাধারণ জীবভোগ্যা নয় ।
 স্বর্গলক্ষী লীলা হেতু ভূতলে উদয় ॥
 বাচস্পতি সেই কন্যা জয়দেবে দিবে ।
 দরশন মাঝে লোক পবিত্র হইবে ॥
 যদি তুমি তার প্রতি কর অত্যাচার ।
 কর্ম অনুরূপ দণ্ড হইবে তোমার ॥
 এত বলি নরহরি হৈল অদর্শন ।
 ভয় পেয়ে ঘনশ্যাম কাঁপে ঘনেঘন ॥
 মুখে নাহি সরে বাণী উঠিয়া বসিল ।
 জগন্নাথ কৃপা দেখি কান্দিতে লাগিল ॥
 বলে প্রভু এ পামরে না করি সংহার ।
 উপদেশ দিয়া গেলো কৃপাপারাবার ॥
 সমদর্শি গুণ হেতু খ্যাত জগন্নাথ ।
 তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত ॥
 অপরাধ অনুরূপ দণ্ড না করিয়া ।
 পবিত্র করিয়া গেলো দরশন দিয়া ॥
 তোমাতে সকলে চিনে ভক্তে চেনা ভার ।
 কৃপা করি অপরাধ ক্ষমিবে আমার ॥
 জয় জয় জগন্নাথ জগতের বন্ধু ।
 পতীতপাবন হরি করুণার সিন্ধু ॥
 এইরূপে বহু স্তুতি করি নররায় ।
 প্রত্যাষে সবারে ডাকি দিলা পরিচয় ॥
 মৈত্র্যগণে তথা যাইতে নিবেদন করিল ।
 যথাকালে গিয়া রাজসভায় বসিল ॥
 আজ্ঞা দিয়া ত্বর করি ভাটে ডাকাইল ।
 শুনি ভাট বুঝি নাট সহরে আইল ॥
 সব বিবরণ রাজা তারে শুনাইল ।
 আনন্দিত হয়ে ভাট ধন্যবাদ দিল ॥
 রাজা তব সোভাগ্যের সীমা নাহি হয় ।
 দেখা দিলা জগন্নাথ হইয়া সদয় ॥
 দেখি বিকরাল মূর্তি পাইলা যে ভয় ।
 তাহাতে হইল তব অপরাধ ক্ষয় ॥
 ত্রীমুখে যে সব কথা আদেশ করিল ।
 তাহাতে জনম তব সফল হইল ॥
 রাজা কহে এখন কর্তব্য কিবা হয় ।
 ভাট কহে আপনার মনে যাহা লয় ॥

রাজা বলে চল তবে করিব গমন ।
 স্বর্গলক্ষী ভগবতী করিব দর্শন ॥
 ভাট বলে যাহা বল তাহাই করিব ।
 চল যাই সচল প্রতিমা নিরখিব ॥
 তবে রাজা বহু দ্রব্যে ভেট সাজাইয়ে ।
 চলিলা ভাটের সঙ্গে ভারবাহী লয়ে ॥
 অন্তঃপুরবাসীগণে আগ্রহ করিল ।
 সবারে নিবেদি রাজা আপনি চলিল ॥
 হরিহরপুরে হরিনাথ বাচস্পতি ।
 ভাট ভেট সহ গেলো তাহার বসতি ॥
 বাচস্পতি শুনি অতি আনন্দিত মনে ।
 অগ্রসরি লইলেন আপন ভবনে ॥
 সমাদর করিয়া আসন আনি দিল ।
 নমস্কার করি দৌড়ে আসনে বসিল ॥
 ভাট কহে ভেটদ্রব্য করহ গ্রহণ ।
 দর্শনার্থে আইল নহে বিবাহ কারণ ॥
 দ্বিজ কহে দ্রব্য কেন কৈলে আনয়ন ।
 ভাট কহে জগন্নাথে করিতে অর্পণ ॥
 শুনি দ্বিজবর পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল ।
 সব বিবরণ ভাট বিবরি কহিল ॥
 শুনিয়া সবার মনে আনন্দ হইল ।
 রাজার আগ্রহে কন্যা আনি দেখাইল ॥
 আপাদ অন্তক রাজা করি নিরীক্ষণ ।
 স্তুতি করি প্রণমিল পরশি চরণ ॥
 পদ্মাবতী জগন্নাথে স্মরণ করিল ।
 বলিতে না পারি রাজা কি রূপ দেখিল ॥
 তবে দ্বিজ নানা দ্রব্য করি আয়োজন ।
 ভোগ লাগাইয়া দিল করিতে ভোজন ॥
 ভোজন করিয়া সবে আনন্দে বসিল ।
 গ্রামবাসীগণ আসি সহরে মিলিল ॥
 ভাটমুখে বিবরণ সকলে শুনিল ।
 শুনিয়া অপূর্ব কথা আশ্চর্য্য মানিল ॥
 সবে বলে ধন্য বাচস্পতি মহাশয় ।
 জগন্নাথ কৃপাপাত্র জানিহু নিশ্চয় ॥
 পদ্মাবতী হেন কন্যা যার গৃহে হয় ।
 সর্বক্রেতে সর্বকার্য্যে হয় তার জয় ॥

এইরূপে সকলেতে প্রশংসা করিয়া ।
 আপন আশ্রয়ে গেল ধন্যবাদ দিয়া ॥
 সেই দিন রাজা তথা সগণে রহিল ।
 বাচস্পতি মহামতি সবারে তুষিল ॥
 তাঁর সৌজন্যতাণ্ডে রাজা মহামতি ।
 বশীভূত হইলেন পেয়ে মনঃপ্রীতি ॥
 আত্মীয়তা করিবারে চিহ্নিলা অন্তরে ।
 ভাট সহ যুক্তি স্থির করিলেন পরে ॥
 দ্বিজের দ্বিতীয়া কন্যা নাম লীলাবতী ।
 নিশাপতি যেন ভূমে করেছে বসতি ॥
 সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাজা সন্তোষ হইল ।
 মনঃকথা সবার নিকটে ব্যক্ত কৈল ॥
 শুনিয়া সবার মনে আনন্দ অপার ।
 রাজপুত্রে কন্যা দিবে করিল স্বীকার ॥
 রাজা কিছু রত্ন ধন কন্যা করে দিল ।
 জগন্নাথে স্মরি সবে সস্বক্ক করিল ॥
 মহানন্দে সবে মিলি করিয়া ভোজন ।
 হরিকথা রসে কৈল সে নিশি যাপন ॥
 প্রত্যুষে উঠিয়া রাজা করিয়া প্রণতি ।
 বিদায় হইয়া গেলা আপন বসতি ॥
 ভাটে বহু স্তুতি নতি করি নররায় ।
 বহু পুরস্কার করি করিলা বিদায় ॥
 এইরূপে বহু লীলা করে নারায়ণ ।
 যারে কৃপা করে ইহা জানে সেইজন ॥

জগন্নাথে কন্যা অর্পণ ।

পদ্মাবতী যবে বিবাহের যোগ্য হৈল ।
 জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সঁপিল ॥
 কন্যা দেখি জগন্নাথ সন্তোষ হইল ।
 অঙ্গীকার করি প্রভু বিপ্রে আজ্ঞা দিল ॥
 পাইলু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী ।
 এক দাস আছে মোর বিরক্ত উদাসী ॥
 অজয় নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রাম ।
 বনমাঝে থাকে সাধু জয়দেব নাম ॥
 সেহ মোর দাস তব কন্যা হবে দাসী ।
 তারে কন্যা দিলে আমি পাইব সুখরাশি ॥

দ্বিজ বলে কোন দেশ কত পথ হয় ।
 অসম্ভব আজ্ঞা কেন কর দয়াময় ॥
 একেলা এ কন্যা লয়ে কেমনে যাইব ।
 সঙ্গে মোর অর্থ নাই পথে কি খাইব ॥
 পথমধ্যে বহু বিঘ্ন কেমনে এড়াব ।
 না চিনি সে দেশ আমি কিরূপে কা যাব ॥
 প্রভু বলে দ্বিজ তুমি না ভাবিহ মনে ।
 তোমার পশ্চাতে আমি থাকিব গোপনে ॥
 চল শীঘ্র দ্বিজবর বিলম্ব না কর ।
 কোনো বিঘ্ন না হইবে মোর বাক্য ধর ॥
 এত বলি বায়বীয় পতি দিলা তাঁরে ।
 মুহূর্ত্তেকে উপস্থিত হৈলা তথাকারে ॥
 কেন্দুবিল্বগ্রামে জিজ্ঞাসয়ে জনে জনে ।
 জয়দেব সাধু এথা থাকে কোন বনে ॥
 তারা কহে সাধু কেহ নাহি এ নগরে ।
 জয়া ক্ষেপা আছে এই বনের ভিতরে ॥
 দ্বিজ বলে সেই বটে কোন পথে যাব ।
 কতদূর গেলে তাঁর দরশন পাব ॥
 তারা কহে তার কাছে কোন প্রয়োজন ।
 শুনি আত্মোপাস্ত সব কহিল ব্রাহ্মণ ॥
 সে কথা শুনিয়া অঙ্গ রোমাঞ্চ হইল ।
 ভূমি লুপ্তি দ্বিজবরে প্রণাম করিল ॥
 জয়দেবে সাধু বলি সকলে জানিল ।
 দ্বিজবরে বনপথ দেখাইয়া দিল ॥
 কন্যা সনে বনে বনে কতদূর গিয়া ।
 দেখে বিল্বতলে সাধু আছেন বসিয়া ॥
 নিকটে যাইয়া দ্বিজ নমস্কার কৈল ।
 জগন্নাথ আজ্ঞা যাহা সব শুনাইল ॥
 অনুথা না কর তুমি জগন্নাথ আজ্ঞা ।
 কন্যা প্রতিগ্ৰহ কর না কর অবজ্ঞা ॥
 শুনি জয়দেব বলে একি চমৎকার ।
 হেন আজ্ঞা করে প্রভু এ কোন বিচার ॥
 তাঁহারে সকল সাজে জগতের পতি ।
 এ আজ্ঞা পালনে মোর নাহি বৈশকতি ॥
 কৃপা নহে এ তো মোরে অকুপার হেতু ।
 বিভ্রমনা মানি এই নিগ্রহের সেতু ॥

পরীক্ষা করিতে কিবা আইলে মোর চাই ॥
 সন্ন্যাসীর বিবাহ এ শাস্ত্রে নাহি পাই ॥
 অন্যত্রে বিবাহ দেহ ধনী মানী মনে ।
 তারে কেবা কণ্ঠা দেয় যার বাস বনে ॥
 কণ্ঠা লয়ে যাহ তুমি মোর কার্য্য নাই ।
 বরঞ্চ এ দেশ ছাড়ি অন্যত্রে পলাই ॥
 বিপ্র কহে আজ্ঞা তাঁর অবশ্য পালিবে ।
 সাধু কহে না পারিব পুনঃ না কহিবে ॥
 পরস্পর উভয়ে বাক্যের হট হৈল ।
 ত্রাঙ্কণ বিরক্ত হৈয়া উঠিয়া চলিল ॥
 দ্বিজ কহে প্রজাপতি বনদেবীগণ ।
 দিবা রাত্রি সন্ধ্যা ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্যোম ॥
 আদিত্যাদি নবগ্রহ দিকপালগণ ।
 সাক্ষী থাক কৈলু আমি কণ্ঠা সমর্পণ ॥
 কণ্ঠারে কহিল তুমি বসিয়া থাকহ ।
 এই যে তোমার স্বামী নিশ্চয় জানহ ॥
 জগন্নাথ ইচ্ছা কভু ব্যর্থ না হইবে ।
 নিশ্চয় তোমারে সাধু বিবাহ করিবে ॥

জয়দেবের প্রতি জগন্নাথের আদেশ ও পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ ।

পিতার আজ্ঞায় কণ্ঠা বিষয় বদনে ।
 কান্দিতে লাগিল বসি সাধুর সদনে ॥
 কবি কহে বসিয়াছ কোন প্রয়োজনে ।
 গুনিয়া কহয়ে কণ্ঠা করুণা বতনে ॥
 পিতা সমর্পিল জগন্নাথ আজ্ঞা মানি ।
 তুমি যে আমার স্বামী অন্যথা না জানি ॥
 জগন্নাথ কৃপাপাত্র সাধু সদাশয় ।
 তোমাতে তাঁহাতে কভু ভিন্নতাব নয় ॥
 তুমি যদি ছাড় আমি কেননে ছাড়িব ।
 কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিত ॥
 হেনকালে শূন্যবাণী করিল ত্রাঙ্কণ ।
 তোমার এ পত্নী তুমি করহ গ্রহণ ॥

যুগলে মিলিত হয়ে করিবে সাধন ।
 বর্তমানে ভগবানে পাবে দরশন ॥
 শূন্যবাণী শুনি সাধু বিচার করয় ।
 জগন্নাথ আজ্ঞা কভু অন্যথা না হয় ॥
 যা হবার হবে তবে করি অঙ্গীকার ।
 আজ্ঞা যথা নাহি তথা শাস্ত্রের বিচার ॥
 জগন্নাথ জগত্তের কর্তা প্রভু হয় ।
 তিনি যাহা কহে তাহে কি আছে উপায় ॥
 এত ভাবি জয়দেব তাঁরে আশ্বাসিল ।
 সবিনয় মিষ্টবাক্যে সন্তোষ করিল ॥
 কণ্ঠা রাখি বিপ্র যায় মলিন বদনে ।
 বন মাঝে দেখা হইল গণপতি সনে ॥
 জিজ্ঞাসিতে সব কথা বিবরি কহিল ।
 শুনি তাঁরে লয়ে সাধু সন্নিধানে আইল ॥
 গণপতি বলে হৈল জগন্নাথ আজ্ঞা ।
 পালন না করি কেন করিলে অবজ্ঞা ॥
 কর্তা হয়ে কার্য্য করা যুক্তি সিদ্ধ নয় ।
 জৈম্বরাজ্ঞা না পালিলে দাস্ত্র নাহি রয় ॥
 কবি কহে কৃষ্ণ ইচ্ছা না হয় খণ্ডন ।
 তাহাই ঘটিবে যাহা পূর্ব নিরূপণ ॥
 অণু দৌহাকারে লয়ে বাটীতে রাখিবে ।
 আত্মীয় সজনগণে ইহা জানাইবে ॥
 লোক বেদ সাধুর সম্মত যাহা হয় ।
 অবশ্য কর্তব্য তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
 কল্য যাহা ধার্য্য হয় তোমা সবা কার ।
 পালিব সবার আজ্ঞা কৈলু অঙ্গীকার ॥
 একথা গুনিয়া তাঁরা সন্তোষ হইল ।
 দৌহে লয়ে গণপতি বাটীতে আইল ॥
 বহু সমাদর করি দৌহারে রাখিল ।
 সবারে ডাকিয়া আত্মোপান্ত শুনাইল ॥
 এ কথা গুনিয়া সবে আনন্দিত হৈল ।
 যত্ন করি দৌহারে ভোজন করাইল ॥
 নানা কথালাপে কৈল রঞ্জনী যাপন ।
 পরদিনে সবে তথা করিল গমন ॥
 বিবাহ কারণ তাঁরা অনুরোধ কৈল ।
 যে আজ্ঞা বলিয়া সাধু সম্মত হইল ॥

তবে বিবাহের দ্রব্য করি আহরণ ।
 পুরবাসীগণ তথা কৈল আগমন ॥
 মাতা পিতা আদি যত আত্মীয় স্বজন ।
 নিজ নিজ কর্তব্য করিল সম্পাদন ॥
 সেই রাত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদানিয়া ।
 বিবাহ করিল বেদমন্ত্র উচ্চারিয়া ॥
 তবে সবে নানা দ্রব্য করিয়া ভোজন ।
 গান বাস্তরসে নিশা করিল যাপন ॥
 পরদিনে নর নারী দেখিতে আইল ।
 হেরিয়া যুগলরূপ মোহিত হইল ॥
 কেহ বলে এই বুঝি লক্ষ্মী নারায়ণ ।
 কেহ বলে হর গৌরী হয়েছে মিলন ॥
 ভাগ্যে দেব জগন্নাথ কণ্ঠা পাঠাইল ।
 নহুবা বিবাহ হবে কার মনে ছিল ॥
 এইরূপে কত লোকে কত কথা কয় ।
 সবে বলে জয়দেব পদ্মাবতী জয় ॥
 তবে সবে থাকিবার গৃহ করি দিল ।
 পরিচর্যা হেতু তিন দাসী নিয়োজিল ॥
 ক্রমে এ সকল কথা হইল প্রকাশ ।
 দেখিতে আইসে লোকে অন্তরে উল্লাস ॥
 কৃষ্ণকৃপাপাত্র শুনি আইসে দরশনে ।
 নয়ন সফল করে হেরি ছুই জনে ॥
 কত যায় কত আইসে সংখ্যা নাহি তার ।
 প্রবেশ মাত্রেতে হয় আনন্দ সঞ্চার ॥
 গ্রামবাসী নর নারী নাহি রহে ঘরে ।
 দিনে তিনবার আসি দরশন করে ॥
 দুক্ষ সন্দেশ চিনি ফল বহুতর ।
 কত লোকে কত দ্রব্য দেয় নিরন্তর ॥
 অন্তরের আগ্রহ দেখিয়া কবিবর ।
 শুভদৃষ্টি করিলেন সবার উপর ॥

ভক্তগণের মিলন, রাজশিক্ষা

ও জীবিতপ্রাপ্তি ।

গৃহে নাহি গেল দৌড়ে অরণ্যে রহিল ।
 অরণ্যের মাঝে যেন নগর হইল ॥

হেরিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন ।
 মৃতদেহে যেন পুনঃ পাইল জীবন ॥
 যথাযোগ্য সবা সহ সস্তায় করিল ।
 হারানিধি পেয়ে সবে আনন্দে ভাগিল ॥
 ভোজদেব নানাবিধ উৎসব করিল ।
 নিমন্ত্রণ করি বিপ্রগণে ভুজাইল ॥
 তবে সবে সাধনের কথা জিজ্ঞাসিল ।
 জয়দেব পূর্বাপর পরিচয় দিল ॥
 যেক্রমে সাধিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়েছিল ।
 সেক্রমে সাধিতে তাহা আদেশ করিল ॥
 যাহার পাণ্ডিত্যে লোকে হয়েছিল বশ ।
 ভুবনে ব্যাপিত ছিল কবিত্বের যশ ॥
 বহুদূর হৈতে বহু ছাত্র এসেছিল ।
 বিদ্যালভ করি তারা নিজ দেশে গেল ॥
 তাঁর শ্লোক সিদ্ধান্তের শুনিয়া বিচার ।
 সবার অন্তরে সুখ হইত অপার ॥
 কতশত ভাগ্যবান রাজরাজেশ্বর ।
 ভীত হয়ে দাণ্ডাইত করি যোড়কর ॥
 পণ্ডিতেরা ভয় পেয়ে দূরে পলাইত ।
 সাধারণ লোকে পদে প্রণত হইত ॥
 সকলের বন্দনীয় এই কবিবর ।
 অভিমান শূন্য সদা নির্গল অন্তর ॥
 সংসারের সুখভোগ দিয়া বিসর্জন ।
 বনে বসি বহু দিন করিল সাধন ॥
 সিদ্ধ হৈলে জগন্নাথ কণ্ঠা পাঠাইল ।
 ঈশ্বরাজ্য মানি পাণিগ্রহণ করিল ॥
 দেশে দেশে এই কথা প্রচার হইল ।
 কতশত বিয়ু ভক্ত আসিয়া মিলিল ॥
 সেবক হইয়া পদে লইল শরণ ।
 আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করে সর্বক্ষণ ॥
 মহারাজা ঘনশ্যাম শুনিয়া এ কথা ।
 গণ সহ দেখিবারে আইলেন তথা ॥
 বিয়ু পুর অধীশ্বর নরসিংহ রায় ।
 সপার্বদে দেখিবারে আইল হরায় ॥
 জয়দেব সিদ্ধকথা করিয়া শ্রবণ ।
 সপুত্রে লক্ষ্মণসেন কৈল আগমন ॥

বর্ধমান অধিপতি সংবাদ পাইয়া ।
 সজ্জীকে পার্শ্বদ সহ মিলিল আসিয়া ॥
 জয়দেব পদ্মাবতী বসি একামনে ।
 চারিদিকে করযোড়ে আছে ভক্তগণে ॥
 দেখি রাজা কীৰ্ত্তিচন্দ্র আনন্দিত মন ।
 সজ্জীকে বন্দনা কৈল দোহার চরণ ॥
 আশীর্বাদ করি কবি ধরি তাঁর কর ।
 যত্ন করি বসাইল আপন গোচর ॥
 রাণীরে লইয়া দেবী নিজ গৃহে গিয়া ।
 নিকটে রাখিল অতি আদর করিয়া ॥
 সপার্ষদে মহারাজে বাসস্থান দিল ।
 সাধুসঙ্গ পেয়ে রাজা আনন্দে রহিল ॥
 হেতমপুর অধিপতি রূপনারায়ণ ।
 মহানন্দে আইল করিতে দরশন ॥
 ইত্যাদি অনেক রাজা আসিয়া মিলিল ।
 ভোজদেব সবাকারে দিব্য বাসা দিল ॥
 জয়দেব পদদ্বন্দ্ব করিল বন্দন ।
 যুগল হেরিয়া হৈল সফল নয়ন ॥
 সবাকারে আশীর্বাদ করি কবির ।
 সুমিষ্ট বচনে করিলেন সমাদর ॥
 তুষ্ট হয়ে রাজাগণ নিকটে রহিল ।
 স্বর্গস্থ হৈতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিল ॥
 সংসারে বিরতি হৈল হেরি কবিরাজে ।
 শুদ্ধ সত্ত্বময় সুখ অন্তরে বিরাজে ॥
 গণপতি করে নীতি গীতাদি পঠন ।
 হৃষ্ট মনে রাজাগণে করেন শ্রবণ ॥
 এক দিন কবির প্রসন্ন বদনে ।
 তত্ব উপদেশ কথা কহে রাজাগণে ॥
 কবি বলে এক মনে করহ শ্রবণ ।
 আত্মখাতী হয় আত্মা না কৈলে মোচন ॥
 ধ্বংসশীল দেহে কতু না কর বিশ্বাস ।
 ধর্ম কর্ম সাধ আছে যাবৎ নিশ্বাস ॥

তথাহি প্রমাণঃ ।—

একমেব স্নহকর্মঃ নিধনেপ্যনু যাতি যঃ ।
 শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্যতু গচ্ছতি ॥

এখন না করি ধর্ম আচরিব শেষ ।
 ইহা যেই কহে সেই পাগল বিশেষ ॥
 হইল কি না হইল সাধন তোমার ।
 মৃত্যু আসি প্রতীক্ষা না করিবে তাহার ॥
 কলিকা কহিছে ভয়ে মালিরে দেখিয়া ।
 প্রক্ষুটিত পুষ্পচয়ে লইছে তুলিয়া ॥
 অশ্রু নিশি শেষে মোরে ফুটিতে হইবে ।
 প্রাতে আসি এইরূপে তুলিয়া লইবে ॥
 এত বলি পুষ্পকলি নীরব হইল ।
 যাহা ঘটবার তাহা আপনি ঘটিল ॥
 অতএব ক্ষণস্থায়ী জীবের জীবন ।
 সলিলসন্তুত বিষুসমূহ যেমন ॥
 থাকিতে থাকিতে ছরা কর প্রতিকার ।
 বিলম্ব করিলে কিছু না হইবে আর ॥
 অণ্ডভে বিলম্ব শুভ সফরে করণ ।
 রামচন্দ্রে ইহা বলেছিল দশানন ॥
 যতক্ষণ দেহে প্রাণ করে বিচরণ ।
 ততক্ষণ মধ্যে কর জ্ঞান উপার্জন ॥
 সেই জ্ঞানে যদি হয় ভ্রম সংশোধন ।
 এ দেহে দেখিতে পাবে ব্রহ্মসনাতন ॥
 জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ সব হবে ক্ষয় ।
 সূর্য্যোদয় হৈলে যেন আন্ধার না রয় ॥
 ভক্তি না সাধিলে জ্ঞান উদয় না হয় ।
 সর্ব সাধনের সার ভক্তি সর্বাশ্রয় ॥
 শুনি কীৰ্ত্তিচন্দ্র কহে করিয়া মিনতি ।
 গুরুপরিচর্যা বিনা নাহি হয় ভক্তি ॥
 সংশোধন হয় যাতে বিষয়িণী মতি ।
 সেই কার্য্য আমা সবে কর অনুমতি ॥
 বিষয় বিষের আছে মাদকতা শক্তি ।
 বিমোহিত করে তাতে নাহি জন্মে ভক্তি ॥
 শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যাহা তাহা নাহি জানি ।
 সাধুগণে যাহা কহে সেই আজ্ঞা মানি ॥
 অদ্বায় ইন্দিয় দ্বারা সেবা আচরণ ।
 ইহাকে উত্তমা ভক্তি কহে ধ্যায়গণ ॥
 যদি কোনো কার্য্যে তব থাকে প্রয়োজন ।
 যথান্য আমরা করিব সম্পাদন ॥

সেবাকার্য্য কৈলে তবে সেবকে গণন ।
কোন আজ্ঞা আপনার করিব পালন ॥
কবি কহে নরজন্ম জনমের সার ।
কৃষ্ণকার্য্য অধর্ম্মাচরণ সবাকার ॥
ঠাকুরের গৃহ এথা করিয়া নির্মাণ ।
বিগ্রহ স্থাপিয়া কর সেবার বিধান ॥
সাধুসেবা হবে হরিনাম সঙ্কীর্্তন ।
কৃতার্থ হইবে লোকে করি দরশন ॥
দরশন করি হরিনাম উচ্চারিবে ।
সেই ফলে অবহেলে ভবাক্সি তরিবে ॥
তোমাদের পুণ্যকীর্্তি চিরকাল রবে ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফললাভ হবে ॥
ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকথা পুরাণ পঠন ।
আনন্দ উৎসব কর লয়ে সর্ব্বজন ॥
সাধু শাস্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণব বিপ্রগণ ।
প্রজা সহ রাজাগণে কর নিমন্ত্রণ ॥
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি চন্দন উৎসবে ।
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কর সেই দিনে সবে ॥
অনুমতি পেয়ে সবে সন্তোষ হইল ।
বিগ্রহ কোথায় পাব ভাবিতে লাগিল ॥
ঈশ্বর ইচ্ছায় যাহা ছিল নিরূপণ ।
সময়ে আপনি তাহা হইল ঘটন ॥
বিষ্ণুপুর হইতে ভাস্কর একজন ।
বিগ্রহ লইয়া আইল বিক্রয় কারণ ॥
কত লোক আসি তার মূল্য ধার্য্য কৈল ।
কিন্তু কেহ চেষ্টা করি তুলিতে নারিল ॥
বিশ্বস্তর মূর্ত্তি হৈল দুইটী বিগ্রহ ।
নাড়াচাড়া দিয়া বলে এ কিরে নিগ্রহ ॥
কতশত বলবান দস্ত করি আইল ।
লজ্জা পেয়ে মলিন বদনে পলাইল ॥
দশ বিশ জনে ধরে তবু না পারিল ।
ভয়ে কেহ অঙ্গে আর হস্ত নাহি দিল ॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভাস্কর বুঝিয়া ।
সাধুর নিকটে সব নিবেদিল গিয়া ॥
শুনি কবি তার সঙ্গে তথায় আসিয়া ।
কোলে করি নিল দুই বিগ্রহ তুলিয়া ॥

জয় জয় মহাধ্বনি হইতে লাগিল ।
জয়দেব নিজ গৃহে ঠাকুর আনিল ॥
দেখিয়া সকল লোকে আশ্চর্য্য মানিল ।
কিরূপে হইল ইহা বুঝিতে নারিল ॥
ভাস্কর যতপি মূল্য না কৈল গ্রহণ ।
তবু কবি তারে কিছু করিল অর্পণ ॥
কৃতার্থ হইয়া সেই ভাস্কর চলিল ।
যুগল মুরতি সাধু যতনে রাখিল ॥
তদন্তরে ভক্তগণে মন্ত্রণা করিল ।
প্রত্যেকে প্রত্যেক কার্য্যে নিযুক্ত হইল ॥

উৎসবের আয়োজন ।

কীর্্তিচন্দ্র মহারাজা অনুমতি দিয়া ।
মাধবের লাগি গৃহ দিলা নির্ম্মাইয়া ॥
নদীতীরে বহু ঘর করিল নির্মাণ ।
দেশান্তরী যাত্রীগণ থাকিবার স্থান ॥
রাজাগণ লাগি কৈল অনেক আবাস ।
যাহাতে সঙ্গের সবে সুখে করে বাস ॥
সন্ন্যাসী বৈষ্ণব সাধু অভ্যাগতগণ ।
তাহাদের লাগি কৈল গৃহ অগণন ॥
ঠাকুরের নাট্যশালা কীর্্তনের স্থান ।
তাহার নিকটে সভা করিল নির্মাণ ॥
সমবেত হয়ে সবে মন্ত্রণা করিয়া ।
দেশে দেশে নিমন্ত্রণ দিল পাঠাইয়া ॥
যথা যত যোগী ঋষি শ্রামী শাস্ত্রগণ ।
সশিষ্যে সবারে রাজা কৈল নিমন্ত্রণ ॥
চতুর্পার্শ্ববর্তী যত রাজা প্রজা ছিল ।
স্বাক্ষর করিয়া পত্রে নিমন্ত্রণ দিল ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন আর আত্মীয় স্বজন ।
যত যথা ছিল তথা দিল নিমন্ত্রণ ॥
বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য কৈল আয়োজন ।
পাকশালায় নিয়োজিল অনেক ব্রাহ্মণ ॥
দান দাসী শত শত কার্য্যে নিয়োজিল ।
তত্ত্বাবধারক তাতে নিযুক্ত রহিল ॥
ভোজদেবের আত্মীয় স্বজন যত ছিল ।
গণপতিরায় সে সবারে আনাইল ॥

পদ্মাবতী পিতৃপদে অনুনয় কৈল ।
 মাতা ভ্রাতা ভগ্নীগণে আনিতে কহিল ॥
 আগ্রহ দেখিয়া বিপ্র দেশে চলি গেল ।
 আশ্রোপাত্ত বিবরণ সব্বারে কহিল ॥
 ভাৰ্য্যা পুল্ল কন্যা ভৃত্য আত্মীয় স্বজন ।
 সব্বাকারে লয়ে পুনঃ কৈল আগমন ॥
 পরস্পরে মুখ দেখি পাইল মহা সুখ ।
 বাক্যালাপে সব্বাকার দূরে গেল দুঃখ ॥
 কেন্দুলীনগরে মহা আনন্দ বিলাস ।
 আইসে অসংখ্যা লোক অন্তরে উল্লাস ॥
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু কৈল আগমন ।
 প্রতিষ্ঠার দ্রব্য যত হৈল আয়োজন ॥
 সেবার লাগিয়া নানা দ্রব্যাদি লইয়া ।
 বহু দেশ হৈতে লোক মিলিল আসিয়া ॥
 মুনি ঋষি তপস্বী সাধক যত ছিল ।
 জয়দেবে দেখিবারে কেন্দুলী আইল ॥
 বিগ্রহ স্থাপন হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 অজয় নদীতে স্নান সাধু দরশন ॥
 এ সব পরমানন্দ আশ্বাদ কারণ ।
 আসিয়া মিলিল তথা সাধু অগণন ॥

ঋষিগণের আগমন ।

অন্তরে জানিয়া এই সব বিবরণ ।
 জ্ঞানমিদ্ধা ঋষিবর কৈল আগমন ॥
 দেখি জয়দেব অতি সন্তোষ হইল ।
 সশিষ্যে তাঁহার পদে প্রণাম করিল ॥
 আশীর্বাদ করি ঋষি কোলাকোলি কৈল ।
 পরস্পরে মিলি মহা আনন্দ হইল ॥
 পদ্মাবতী গণপতি আর ভক্তগণ ।
 সবে আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥
 উপযুক্ত বাসস্থান সব্বাকারে দিল ।
 পরিচর্যা হেতু ভক্তগণে নিয়োজিল ॥
 শিষ্য সঙ্গে মহানন্দে রহিলেন তথা ।
 দিবা নিশি ভক্ত সঙ্গে কহে হরিকথা ॥
 দয়ানিধি যে প্রকারে দীক্ষা শিক্ষা দিল ।
 সে সব শুনিয়া অতি সন্তোষ হইল ॥

তাঁর শিষ্য দয়ানিধি বিদিত ভুবন ।
 গুরু তাঁর জয়ভার্থ্য পতিতপানন ॥
 পরিচয় পেয়ে তুষ্ট হৈল ভক্তগণ ।
 কায়মনোবাক্যে সেবা করে অনুক্ষণ ॥
 নিমন্ত্রণ পেয়ে আইল যত রাজাগণ ।
 ঋষির নিকটে তারা থাকে সর্বিক্ষণ ॥
 আহার বিহার আর থাকিবার স্থান ।
 পূর্ববিক্ষেপ কর করে তাহা সমাধান ॥
 আত্মীয় স্বজন সাধু আদি যত জন ।
 উৎসব আবেশে সবে আনন্দে মগন ॥
 ভোজদেব জয়দেবে ডাকিয়া কহিল ।
 বিগ্রহ স্থাপন হেন উৎসব হইল ॥
 দেশ দেশান্তর হৈতে সব্বারে আনিলে ।
 গুরুদেবে কেন নিমন্ত্রণ নাহি দিলে ॥
 বহু দিন দেখি নাই তাঁহার চরণ ।
 দরশন লাগি হৈল মন উচাটন ॥
 যজ্ঞেশ্বর বিনা যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয় ।
 গুরু ভ্যাজি হরিসেবা যুক্তিযুক্ত নয় ॥
 যদি কোন উপায়ে আনিতে পার তাঁরে ।
 বাঞ্ছাপূর্ণ হয় মন কহিলু তোমায়ে ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া কবি উঠিয়া চলিল ।
 নিশি শেষে গুরুদেবে স্মরণ করিল ॥
 কাশীর উত্তরভাগে বরুণার তীরে ।
 ধ্যানে বসি ছিল একা কেশবমন্দিরে ॥
 জয়দেব যবে দৃঢ় স্মরণ করিল ।
 হৃদয় কাঁপিল আর মস্তক টলিল ॥
 তবে গুরুদেব মনে চকিত হইল ।
 যৌগিক চিন্তায় সব জানিতে পারিল ॥
 কেশবে প্রণামি উঠি বিচারিল মনে ।
 ডাকিয়াছে জয়দেব যাব এইক্ষণে ॥
 ঋষিগণ আগমন অন্তরে জানিয়া ।
 বিদ্যানিধি শিষ্যবরে সংহতি লইয়া ॥
 শিষ্যগণে কহি পরে বাহির হইল ।
 যোগবলে কেন্দুলীনগরে উত্তরিল ॥
 জয়দেব জানিলেন গুরু আগমন ।
 শিষ্য সঙ্গে আগুসরি লইল তখন ॥

তুষ্ঠ হয়ে দয়ানিধি আসনে বসিল ।
 গগন সহ কবির প্রণাম করিল ॥
 পদ্মাবতী সতী আসি পদে প্রণমিল ।
 পদ ধোয়াইয়া জল সবে পান কৈল ॥
 পূর্বাপর কথাবার্তা কহি কতক্ষণ ।
 স্নান করি করিলেন প্রসাদ ভোজন ॥
 পরে মাতা পিতা স্থানে করিলা গমন ।
 আনন্দে বন্দিল দৌহে তাঁহার চরণ ॥
 তুষ্ঠ হয়ে দয়ানিধি সেখানে রহিল ।
 পূর্বাপর নানা কথা হইতে লাগিল ॥
 জয়দেব সমীপে রহিল বিদ্যানিধি ।
 দরিদ্র পাইল যেন মহা রত্ন নিধি ॥
 তাঁরে পেয়ে মহা সুখী হৈল ভক্তগণ ।
 দিবা নিশি হরিকথা করে আন্দোলন ॥
 পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী কৈল আগমন ।
 ভরা করি অগ্রমরি আনে ভক্তগণ ॥
 তাঁরে দেখি গাত্রোথান কৈল ন্যাসীগণ ।
 পূর্ণানন্দময় হৈল সবাচার মন ॥
 মহা যত্ন করি তাঁরে বাসা ঘর দিল ॥
 পরিচর্যা হেতু দুই ভক্তে নিয়োজিল ॥
 সবে মিলি করে বেদ বেদান্ত পঠন ।
 সন্ধ্যাকালে করে হরিনাম সঙ্কীর্্তন ॥
 তবে জয়তীর্থ ঋষি কৈল আগমন ।
 তেজঃপুঞ্জ কলেবর যেন পদ্মাসন ॥
 জয়দেব শীঘ্রগতি করিয়া গমন ।
 আসনে বসিয়ে কৈল চরণ বন্দন ॥
 জয়তীর্থ সবাচারে করি আশীর্বাদ ।
 লইলেন সকলের কুশল সংবাদ ॥
 দয়ানিধি আসি পদ বন্দনা করিল ।
 তদন্তরে জ্ঞানসিন্ধু আসিয়া মিলিল ॥
 পরে আইল কতশত সম্যাসীর গণ ।
 সাধনে তেজস্বী সবে জিনিয়া তপন ॥
 ঋষিবর সবাচারে বাসায় রাখিল ।
 পরিচর্যা হেতু ভক্তগণে নিয়োজিল ॥
 বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র করে আলাপন ।
 হরিলীলা কথা হরিনাম সঙ্কীর্্তন ॥

এইরূপে মহা সুখে আছে সর্বজন ।
 কেন্দুলী হইল যেন বৈকুণ্ঠভূবন ॥

পদ্মাবতী ও গদাধরের দীক্ষা গ্রহণ ।

তবে জয়দেব হয়ে আনন্দিত মন ।
 দীক্ষা হেতু গুরুপদে কৈল নিবেদন ॥
 পদ্মাবতী গদাধরে করিয়া ধারণ ।
 ঋষিরাজ-পাদপদ্মে কৈল সমর্পণ ॥
 বিবাহের আত্মোপাস্ত সব শুনাইল ।
 শুনি দয়ানিধি অতি সন্তোষ হইল ॥
 উভয়ের দীক্ষা হেতু দিলা অনুমতি ।
 উদ্যোগ করিল নিরঞ্জন গগনপতি ॥
 শুভদিনে শুভলগ্নে দেখি শুভক্ষণ ।
 গুরু স্থানে অনুমতি করিয়া গ্রহণ ॥
 পদ্মাবতী দেবী আর রায় গদাধর ।
 দুই জনে দীক্ষা শিক্ষা দিলা ঋষিবর ॥
 গুরুপাদপদ্মে দৌহে দেহ সমর্পিল ।
 নূতন জনম পেয়ে কৃতার্থ হইল ॥
 পরে ঋষি পদ্মাবতী আর জয়দেবে ।
 রাধাকৃষ্ণ-রসতত্ত্ব শিখাইলা তবে ॥
 সাধিতে অটলরতি আরতি করিল ।
 সাধনানুষ্ঠান যত বুঝাইয়া দিল ॥
 যেভাবে সাধিতে হয় মদনমোহন ।
 জানাইলা তার যত রসোপকরণ ॥
 স্বরতত্ত্ব সাধনেতে প্রবর্ত করিয়া ।
 ভাবগত অনুষ্ঠান দিল দেখাইয়া ॥
 ঋষি কহে পতিসেবা কর পদ্মাবতী ।
 পতিতেই দেখিতে পাইবে ব্রজপতি ॥
 তবে জয়দেবে কহে শুন কবির ।
 তিন গুণ লয়ে ক্রিয়া কর নিরন্তর ॥
 অন্তরে পুরুষ আর বাহিরে প্রকৃতি ।
 গুণোদ্ভব বস্তু সব বিভূর বিভূতি ॥
 গুণাভিনিবেশ ত্যজি নির্মল অন্তরে ।
 মায়া সনে ক্রিয়া কর নাটের উপরে ॥

ଭାବାନ୍ତରେ ବାସ କର ଏ ଦେହ ସଂସାରେ ।
 ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଭାସେ ଯେନ ସଜ୍ଜିଳ ମାୟାରେ ॥
 ଭାବେର ଭିତରେ କର ବସ୍ତ୍ରର ସାଧନ ।
 ଏ ରମେ ମେ ରମେ ତବେ ହୁଏବେ ମିଳନ ॥
 ହରିଲୀଳାରମ୍ଭ ସୁଧମୟ ମରୋବର ।
 ହଂସ ହରେ ବିଚରଣ କର ନିରନ୍ତର ॥
 ମର୍ପେର ଖୋଲମ ପ୍ରାୟ ଜୀବନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେ ।
 ଅତଃସିଦ୍ଧ ନିତ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ହୁଏବେ ॥
 ଶୁନି ତୁହି ଜନେ ଗନେ କୃତାର୍ଥ ମାନିଲ ।
 ଗୋପୀଭାବାୟତସାର ହୃଦୟେ ଧରିଲ ॥
 ଏହିରୂପେ ଆଛେ ସବେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ।
 ହେନକାଳେ ଶ୍ରୀଧର କରିଲ ଆଗମନ ॥
 ଅଗ୍ରମରି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରिया ଆନିଲ ।
 ଭକ୍ତି କରି ପାଦପଦ୍ମ ବନ୍ଦନା କରିଲ ॥
 ତାହାରେ ପାଇଁ ସବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନ୍ତର ।
 ସାଧୁ ସମବେତ ଦେଖି ମନ୍ତୋଷ ଶ୍ରୀଧର ॥
 ଶ୍ରୀଧରର ଶୁଣକଥା କହେ ଶାସିବର ।
 ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକେ ଗିରାଛିଲା ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାମୟ ॥
 ବ୍ରହ୍ମସ୍ପତି ଉପଦେଶେ ଯତ ଦେବଗଣ ।
 ଶ୍ରୀଧର ନିକଟେ କୈଳ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ॥
 ନୃସିଂହେର କୃପାପାତ୍ର ବିଦ୍ୟାତ ସଂସାର ।
 ଭାଗବତଟୀକା କୈଳ ଅତି ଚମତ୍କାର ॥
 ଶୁଦ୍ଧା ମରମତୀ କଣ୍ଠେ କରେନ ନର୍ତ୍ତନ ।
 ସୁଧମୟ ହରିକଥା କହେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ॥
 ପ୍ରେମସୋଗେ ଧବେ ଭାଗବତ ବ୍ୟାଧ୍ୟା କରେ ।
 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବଳି ସବେ କାନ୍ଦେ ଉଚ୍ଛେଦରେ ॥
 ମନ୍ତୋଷ ହୁଁୟା ଦେବଗଣେ ଦିଲ ବର ।
 ସର୍ବଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ହୁଁଲ ଶ୍ରୀଧର ॥
 ଅଗ୍ର ମହା ସୁଧମୟ ସ୍ଥାନ ମନୋହର ।
 ଅୟ ୫ ମସୀନ ଉକ୍ତାଦ୍ରବ୍ୟ ତୃପ୍ତିକର ॥
 ମେ ସକଳ ଭୋଗେ ଶୁଦ୍ଧ ନା ହୁଁଲ ମନ ।
 ଅଗ୍ର ଯୋଗ ନରକାଦି ତୁଲ୍ୟାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ॥
 ଅଗ୍ର ମମ ଅନିତ୍ୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଚରାଚର ।
 ଅପୂର୍ବା ଶୂନ୍ୟ ହରେ ମଦା ଭ୍ରମେନ ଶ୍ରୀଧର ॥
 ତାର ଶୁଣକଥା ଶାସି ଅନେକ କହିଲ ।
 ଭକ୍ତଗଣେ ଶୁନି ଗନେ ମନ୍ତୋଷ ହୁଁଲ ॥

ଦିବା ନିଶି ହରିକଥା କରिया ଶ୍ରବଣ ।
 ଶ୍ରୀଧରର ମଞ୍ଜେ ସବେ ଥାକେ ସର୍ବକ୍ଷଣ ॥
 ତବେ କବି ସର୍ବାନନ୍ଦେ କୈଳ ଆକର୍ଷଣ ।
 ଆମନ ଟଳିଲ ହୈଲ ଉଚ୍ଚାଟନ ମନ ॥
 କାଶୀର ଦକ୍ଷିଣଭାଗେ ଅମିନଦୀତୀରେ ।
 ଧ୍ୟାନେ ବସିଛିଲା ଶାସି ନୃସିଂହମନ୍ଦିରେ ॥
 ଭୂମେ ଅଳ୍ପ ପାତ୍ର ଦେଖେ କରिया ଗଣନ ।
 କେନ୍ଦୁଳୀତେ ଜୟଦେବ କରିଲ ଅରଣ ॥
 ସାଧୁ ସନ୍ମିଳନ ଆର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ।
 ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ଆମାରେ କରିଲ ମିମଞ୍ଜଣ ॥
 ଶିଷ୍ୟଗଣେ କହିଲେନ ସବ ବିବରଣ ।
 ଶୁନିଆ ସବାର ହୈଲ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ॥
 ତବେ ନ୍ୟାସୀ ସଂହତି ଲଈୟା ଶିଷ୍ୟଗଣ ।
 ଜୟଦେବ ସମୀପେ କରିଲ ଆଗମନ ॥
 ଦେଖି ସବେ ପଦେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିଲ ।
 ଆଶୀର୍ଷ କରिया ଶାସିମଣ୍ଡଳେ ବସିଲ ॥
 ତାହାକେ ପାଇଁ ସବେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ।
 ସର୍ବାନନ୍ଦମୟ ହୈଲ କେନ୍ଦୁଳୀଭବନ ॥
 ଏହିରୂପେ ଶାସିଗଣେ କୈଳ ଆକର୍ଷଣ ।
 ଅନ୍ତରେ ଜାନିଆ ସବେ କୈଳ ଆଗମନ ॥

ଶବ୍ଦବ୍ୟାସ ବର୍ଣନ ।

ତଦନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଆଇଲ ।
 ଗଣ ସହ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ରହିଲ ॥
 ବହୁକାଳ ପରେ ତାର ପେରେ ଦରଶନ ।
 ଶୁଦ୍ଧତାବେ କରେ ସବେ ତାହାର ସେବନ ॥
 ଅତଃପର ଶ୍ରୀଶଙ୍କର ଜାନିଆ ଅନ୍ତରେ ।
 ଗଣ ସହ ଆଇଲେନ କେନ୍ଦୁଳୀନଗରେ ॥
 ମନ୍ୟାସୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର ତପୋଧନ ।
 ମଞ୍ଜେ ଆଇଲ ହିମାଚଳବାସୀ ନ୍ୟାସୀଗଣ ॥
 ସବା ସହ ମନ୍ତାସିଆ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲ ।
 ତାହାରେ ପାଇଁ କବି ମନ୍ତୋଷ ହୁଁଲ ॥
 ହରିକଥା ଶାସ୍ତ୍ରାଳାପ ଧବେ ଆରମ୍ଭିଲ ।
 ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଶଙ୍କରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲ ॥
 କି ଭାବେ ଥାକିଲେ ଗନେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିବେ ।
 ତାପତ୍ରୟ ଧାବେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରମୟ ହୁଁବେ ॥

ধাষি কহে নীরবে থাকিবে নিরন্তর ।
কৰ্ম হৈতে শব্দব্রহ্মে দিবে অবসর ॥
শব্দতত্ত্বময়ং বিশ্ব শব্দে কার্য্য হয় ।
নিঃশব্দ নিঃশব্দ ব্রহ্ম নিগমেতে কয় ॥
শূন্য সূক্ষ্ম কারণাদি শব্দব্যোমময় ।
বিশ্ববীজ শূণ্যাকার দৃশ্য কভু নয় ॥
সৰ্বপ্রাণী হৃদাকাশে হয়ে অধিষ্ঠান ।
বাক্যরূপে সৰ্বকার্য্য করে সমাধান ॥
চৈতন্য হইতে সব শব্দের বিকাশ ।
শব্দবোধ হৈলে হয় চৈতন্য প্রকাশ ॥
শব্দব্রহ্ম কৰ্ম্মরূপে হইলে বিস্তার ।
অবিজ্ঞাবন্ধনে পড়ে না হয় নিস্তার ॥
ব্রহ্মভাবে আকর্ষণ করি পুনর্বার ।
সাধিলেই সিদ্ধ হয় বিধিবাক্য মার ॥
মা রে গা মা পা ধা নি সাধহ সৰ্বক্ষণ ।
ন বিজ্ঞা সঙ্গীতপরঃ শাস্ত্রের বচন ॥
শব্দ আর সুর দুই পুরুষ প্রকৃতি ।
শব্দ বিভূ সুরগণ বিভূর বিভূতি ॥
সুরের অন্তরে শব্দ ব্রহ্মদনাতন ।
বিনা সুরে মঙ্গলসিদ্ধ নহে কদাচন ॥

তালের সাহায্যে সুর হিমতা না হয় ।
আধার আধের রূপে একযোগে রয় ॥
বাক্য সুর ভাল যদি হয় সঙ্গিলন ।
মহানন্দ জ্ঞানেদ্রিয়ে করে আকর্ষণ ॥
হরিনাম রূপ ধ্যান যদি তাহে রহে ।
তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ হরি ইহা কহে ॥
ভাব প্রেম রস তাহে হয় উদ্দীপন ।
ইহাকেই শাস্ত্রে কহে হরিসঙ্কীর্তন ॥
সচ্চিৎ আনন্দ তিন বর্তমান হয় ।
নামের প্রভাবে বিশ্ব দেখে হরিময় ॥
সৰ্বকালে বিধি আছে শ্রীহরি কীর্তন ।
সঙ্কীর্তন যজ্ঞ সদা করিতে যায়ন ॥
কলিসভা জয়স্তার্য্য সারভাগীগণ ।
সঙ্কীর্তন যজ্ঞে পায় শ্রীহরিচরণ ॥
শূন্য সূক্ষ্ম শব্দব্যোম না হয় বর্ণন ।
দিব্য গতি পায় যদি বুঝে কোনো জন ॥
জ্ঞান বিনা জ্ঞেয় নাহি হয় নিরূপণ ।
অনুমান যজ্ঞে মাত্র দিক্ দরশন ॥
হৃদাকাশে শব্দব্রহ্ম করি অনুধ্যান ।
দ্বিজ অধরটাদ কহে জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজগন্নাথ কর্তৃক কন্যা প্রেরণ, জয়দেবের বিবাহ করণ ও
ভক্তগণ আগমন ঘট সোপান ।

সপ্তম সোপান ।

শ্রীমুর্তি স্থাপন ও শ্রীহরিসঙ্কীর্তন ।

কলেদৌষনিধে রাজনস্তি হেকো মহান্ গুণাঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণা মুক্তবন্ধো পরং ব্রজেৎ ॥

জয় পদ্মাবতীপতি পতিতপাবন ।
কীর্তি প্রকাশিতা করিঃ বিগ্রহ স্থাপন ॥
অধিবাস দিনে কবি নদীতীরে গিয়া ।
গঙ্গা আদি তীর্থগণে বলেন ডাকিয়া ॥
অজয় নদীতে আসি হও অধিষ্ঠান ।
কল্য হবে মাণবের অভিষেক স্থান ॥

আপনারা আসি নিজ কার্য্য সমাপিবে ।
প্রসাদ পাইবে হরিকীর্তন শুনিবে ॥
এক মাস এখানে করিয়া অবস্থান ।
উৎসব করিবে সবে হয়ে কৃপাবান ॥
শ্রুত বলি জয়দেব আশ্রমে আইল ।
নিশাকালে সব তীর্থ আসিয়া গিলিল ॥

ঘোরতর শব্দে জল বাড়িতে লাগিল ।
 পরিপূর্ণ হৈল নদী সীমা না লজ্জিল ॥
 প্রাতঃকালে উঠি সবে নদীতীরে গিয়া ।
 বিস্ময় হইল অতি আশ্চর্য্য দেখিয়া ॥
 সবে বলে স্থানে স্থানে ছিল অন্ন নীর ।
 অকালে আসিয়া বন্যা ডুবাইল তীর ॥
 অসংখ্য লোকের যাতে জ্ঞান পান হয় ।
 হরির ইচ্ছায় তাহা হইল নিশ্চয় ॥
 ক্রুরূপে হইল ইহা অন্যে না জানিল ।
 শিষ্ট শাস্ত সাধু যারা তাহারা বুঝিল ॥
 নিমগ্নিত যত রাজা আসিয়া মিলিল ।
 বঙ্গপতি যত করি বাসস্থান দিল ॥
 বিনা নিমন্ত্রণে লোক আইল শত শত ।
 যত ঘাইসে যত্নে লয়ে বাসা দেয় তত ॥
 কোথা হৈতে আইল কত নরনারীগণ ।
 জয়দেব বিনা নাহি জানে অন্য জন ॥
 সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী অগণন ।
 জয়দেবের জয় বলি কৈল আগমন ॥
 ধুনি জ্বালি প্রতি বৃক্ষতলায় রহিল ।
 নৃপবর সমাদর করিয়া রাখিল ॥
 পরিচর্যা লাগি এক এক ভৃত্য দিল ।
 হরি হরি ধ্বনি করি আনন্দে রহিল ॥
 কেহ গায় কেহ নাচে কেহ ভাল ধরে ।
 মহানন্দবন্যা আইল কেন্দুলীনগরে ॥
 সায়াহ্নে সকলে মিলি অধিবাস করি ।
 নিজ নিজ স্থানে গেল বলি হরি হরি ॥
 প্রাতে উঠি নিত্যকৃত্য সমাধা করিয়া ।
 বিগ্রহ আনিল নানা বাত বাজাইয়া ॥
 অন্ন সংমার্জন করি গাত্র ধোয়াইয়া ।
 অঙ্গরাগ কৈল নেত্র অঙ্কিত করিয়া ॥
 ব্রাহ্মব কোশেয় বাস দৌহে পরাইল ।
 বন্যপুষ্প অভরণে অঙ্গ সাজাইল ॥
 চক্ষুদান কৈল সিংহাসনে বসাইয়া ।
 ভারে ভারে দ্রব্য আনে পূজার লাগিয়া ॥
 বেদমন্ত্রে তীর্থজলে করাইয়া স্নান ।
 প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা কৈল সমাধান ॥

নানাবিধ গন্ধধূমে অঙ্গন পুরিল ।
 চতুর্দিকে নানা বাত বাজিতে লাগিল ॥
 মিষ্টান্ন পকান্ন আদি ভোগ লাগাইল ।
 আরতি করিয়া কার্য্য সমাধা করিল ॥
 জয়ধ্বনি দিয়া পরে প্রণাম করিয়া ।
 প্রসাদ পাইল সবে প্রাঙ্গণে বসিয়া ॥
 এইরূপে সেবাকার্য্যে দিন গত হৈল ।
 সন্ধ্যাকৃত্য করি সঙ্কীর্তন আরম্ভিল ॥
 নিরঞ্জন পরাশর দেব দিগম্বর ।
 নানাবিধ বাতযন্ত্র আনিল সত্তর ॥
 মৃদঙ্গ মন্দিরা শিঙ্গা বাজিতে লাগিল ।
 ভক্তগণে মিলি গান আরম্ভ করিল ॥

তথাহি পদং

হরি বোল—

চুই বাত তুলে, আনন্দে হরি হরি
 বল রে, ভাই ॥

জগতের পিতা হরি, পুত্রগণে

দয়া করি, রে—

দিলে নাম চিন্তামণি ধন রে, ভাই ।

ধন্য কন্য ভপঃ ত্যাগ, দান ব্রত জপ

যাগ, রে—

নামের সমান কিছু নাই রে, ভাই ॥

যে নাম লইয়া হর, প্রেমে মত্ত

দিগম্বর, রে—

রত্নাকর বাণ্মীকি হইল রে, ভাই ।

অজামিল পাপী ছিল, নামাভায়ে

মুক্ত হইল, রে—

পুত্রহলে বলি, নামায়ণ রে, ভাই ॥

যে নামের স্বাক্ষ পেয়ে, ভ্রমে

বীণায়ন্ত্রে গেয়ে, রে—

দেবধাষি নারদ গোসাঁই রে, ভাই ।

সত্যভামা ব্রতহলে, ক্রোধে চড়াইয়া

তুলে, রে—

দেখাইল নামের বড়াই রে ভাই ॥

অনন্ত সহস্রমুখে, যে নাম গায়েন

সুখে, রে—

জয়দেব পদ্মাবতী ।

তবু তো করিতে নারে সীমা রে, ভাই ।

শিক্ষা ছলে অর্জুনকে, প্রভু আপনার
মুখে, রে—

কহিয়াছেন নামের মহিমা রে, ভাই ॥

অশেষ পাপের পাপী, বারেক যে নাম
জপি, রে—

অনায়াসে দিব্যগতি পায় রে, ভাই ।

প্রেমে উচ্চগান করি, অবশ্য পাইবে
হরি, রে—

নাম আর নামী ভিন্ন নয় রে, ভাই ॥

হরিনাম মহামন্ত্র, বিচারিয়া দেখ
তন্ত্র, রে—

নাম আর নাম চিন্ত হৃদয়ে রে, ভাই ।

দ্বিজ অধরচন্দ্র বলে, তরে যাবে
অবহেলে, রে—

মায়া'র কুহকে পড়ে ভুলনা রে, ভাই ॥

—

প্রতি পল্লীতে হরিসঙ্কীৰ্ত্তন ।

গাইতে গাইতে হৈল প্রেম উদ্দীপন ।

নাচিতে নাচিতে করে নগর ভ্রমণ ॥

দ্বারে দ্বারে গিয়া করে নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।

যারে যারে পায় তারে করে আকর্ষণ ॥

পথে পথে গড়াগড়ি ধূলা মাখা গায় ।

দলে দলে আসি লোক দলেতে মিশায় ॥

হরিবোল হরিবোল সবাকার মুখে ।

হাতে হাতে ধরাধরি নাচে মহা স্নখে ॥

পদে পদে প্রতি পদে আঁখর যোগায় ।

মধুর মধুর পদ ভাবাবেশে গায় ॥

তাতাঠেয়া তাতাঠেয়া মৃদঙ্গের তাল ।

বানবান ঘনঘন বাজে করতাল ॥

ঝুঝুঝু চরণে নুপুর ।

তালে তালে পদ ফেলে শুনিতে মধুর ॥

পথে পথে এইমতে গমন করিল ।

ঘরে ঘরে উচ্চৈঃস্বরে নাম শুনাইল ॥

তদন্তরে শ্রীমন্দিরে করি আগমন ।

প্রণাম করিয়া গান কৈল সমাপন ॥

প্রসাদ পাইয়া সবে করিল গমন ।

যার যথা ইচ্ছা তথা করিল শয়ন ॥

রজনী প্রভাতে সব সেবক আইল ।

রাধামাধবের কার্যে নিযুক্ত হইল ॥

সেবা পূজা ভোগ আদি সব সমাপিল ।

প্রসাদ পাইয়া পাঠ শুনিতে বসিল ॥

তদন্তরে সন্ধ্যাকার্য্য করি সমাধান ।

আরাট্রিক করি শেষে আরন্তিল গান ॥

তথাহি পদং—

শ্রীমধুসূদন, বিপদ ভঞ্জন,
পতিতপাবন হরি ।

ভক্ত-প্রাণধন, জগতজীবন,
তাহি মে ওহে মুরারি ॥

এ মায়া'নগরে, ভবকায়াগারে,
কত কষ্ট দিবে নাথ ।

ভবভয়ত্রাতা, জীবমুক্তিদাতা,
কর কৃপা দৃষ্টিপাত ॥

অতি মুঢ়জন, ভঞ্জন পূজন,
নাহি জানি দয়াময় ।

জানি হে কেবল, চরণ যুগল,
যাহা ভক্তজনাশ্রয় ॥

এই কায়াগারে, আশী লক্ষবারে,
আসিতেছি অনিবার ।

সহে না সহে না, ঘুচাও যাতনা,
দাসে কর ভব পার ॥

নাচিয়া গাইয়া সবে আনন্দিত মন ।

বাহির হইল পরে করিতে কীৰ্ত্তন ॥

নগর বেড়িয়া ভ্রমে কীৰ্ত্তন করিয়া ।

শুনিয়া কৃতার্থ হৈল যত নগরিয়া ॥

বাতাসা সন্দেশ আনি হরিলুট দিল ।

হরিবোল দিয়া সবে কুড়ায়ে খাইল ॥

যথা যায় তথা লোক এইরূপ করে ।

গড়াগড়ি দেয় কত কীৰ্ত্তন ভিতরে ॥

ধূলীয় ধূসর নাচে মুখে হরিবোল ।

এইরূপে নগরে হইল মহা রোল ॥

কীর্তন করিয়া সবে গৃহেতে আইল ।
 শ্রীমন্দিরে গান করি সমাপ্ত করিল ॥
 ভোজনান্তে বৃক্ষমূলে করিয়া শয়ন ।
 মহা স্তূথে নিদ্রা যায় লক্ষ লক্ষ জন ॥

সন্ন্যাসীগণের হরিসঙ্কীৰ্তন ও শ্রীহরির আবির্ভাব ।

পরদিনে জয়দেবে কহে ন্যাসীগণ ।
 আমরা করিব আজি শ্রীহরিকীর্তন ॥
 অন্য জনে তথা প্রবেশিতে নাহি দিবে ।
 অন্তরঙ্গ হইলেও বাহিরে রাখিবে ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া কবি কৈল অঙ্গীকার ।
 সবাকারে ডাকিয়া কহিল বার বার ॥
 সন্ন্যাসী-কীর্তন মাঝে কহে না যাইবে ।
 নিষেধ না মান যদি পুড়িয়া মরিবে ॥
 অন্য লোকে গেলে প্রেম স্মৃতি না হইবে ।
 অতএব দূরে রহি দর্শন করিবে ॥
 শুনিয়া সকল লোকে স্বীকার করিল ।
 নিকটে না গেল সবে স্তূপে রহিল ॥
 চারিদিকে গ্রহরী রহিল ভক্তগণ ।
 মধ্যে ন্যাসীগণ করে শ্রীহরিকীর্তন ॥
 ঘোড়হস্তে জয়দেব দাণ্ডায়ে রহিল ।
 ন্যাসীগণে মনঃপ্রাণ সংযম করিল ॥
 আত্মা পরমাত্মা দুই মিলন করিয়া ।
 তালে তালে পদ ফেলে স্তূপে মিশাইয়া ॥
 বাহু তুলে নৃত্য করে সন্ন্যাসীগণ ॥
 পদভরে বসুন্ধরা করে টলমল ॥
 তালে তালে তালি দিয়া করে সঙ্কীৰ্তন ।
 কৈদে কৈদে বলে কোথা ব্রহ্মসনাতন ॥
 তয়া করি এসো হরি ডাকে ভূত্যগণ ।
 ভক্তবাহু পূর্ণ কর দিয়া দরশন ॥
 শ্রীকৃষ্ণকথিণী ভক্তি উথলি উঠিল ।
 তার প্রেম রস তিন একতা হইল ॥
 শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ বাজিছে মৃদঙ্গ ।
 বাঁধন ধোয়ায়ে গানে পূর্ণ কৈল অঙ্গ ॥

কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ক্ষিপ্তপ্রায় ।
 ধূলায় পড়িয়া কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
 গাইতে গাইতে যবে আপনা ভুলিল ।
 নাম চিন্তামণি হরি চঞ্চল হইল ॥
 ভক্ত আর্তি ভগবান সহিতে না পারি ।
 একটিনা সঙ্কীৰ্তনে বৈকুণ্ঠবিহারী ॥
 নবঘনশ্যামরূপ কমলনয়ন ।
 শঙ্খচক্রগদাপদ্যধারী নারায়ণ ॥
 মস্তকে কিরীটি শোভে কুঞ্চিত কুন্তল ।
 জ্যোতির্ময় প্রতি অঙ্গ করে আলমল ॥
 মকরকুণ্ডল কর্ণে বনমালা গলে ।
 ভৃগুপদচিহ্ন শোভা করে বক্ষঃস্থলে ॥
 পীতবাস পরিধান চরণে নুপুর ।
 রুণুবানু শব্দে বাজে শুনিতে মধুর ॥
 প্রসন্নবদন হৃদি শ্রীবৎসলাঞ্জন ।
 বরাভয় করপদ নয়নরঞ্জন ॥
 ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ হরি গরুড়বাহন ।
 সপার্ষদে সঙ্কীৰ্তনে দিলা দরশন ॥
 অঙ্গগন্ধে দশদিক্ ব্যাপিত হইল ।
 দরশন করি সবে আনন্দে ভাসিল ॥
 একাসনে যার নাম জপে পদ্মাসন ।
 যার নামানন্দে শিব না জানে বসন ॥
 যোগীগণ যে চরণ করে অশ্বেষণ ।
 সেই প্রভু ন্যাসীগণে দিলা দরশন ॥
 যে চরণ ত্রিভুবন করেছে প্রসন্ন ।
 যে চরণে ভাগীরথী হয়েছে উদ্ভব ॥
 ভবভীতভয়হারী যাহার চরণ ।
 সঙ্কীৰ্তনে ন্যাসীগণে করে দরশন ॥
 শতশ্রেণীতে তেজঃবৃদ্ধি সবার হইল ।
 হ হ রি রি বলি স্তূথে নাচিতে লাগিল ॥
 অশ্রু কল্প স্বেদ স্তম্ভ বিবর্ণ আকার ।
 স্বরভেদ রোমোদগম পুলক বিকার ॥
 বিভাবানুভাব ভাব আর মহাভাব ।
 সংযোগে প্রবল হৈল প্রেমের প্রভাব ॥
 মুখে নাহি সরে বাণী কান্দে উভরায় ।
 পদতলে পড়ি প্রেমে গড়াগড়ি যায় ॥

দেখি হরি ধরি ধরি তুলে সবা কারে ।
কিন্তু কাহাকেও ধরি রাখিতে না পারে ॥
সুদৃঢ় করিয়া হস্ত ধারণ করিল ।
ভক্ত তাহা ভক্তিবলে ছাড়াইয়া নিল ॥
তাহা দেখি ভগবান ভাবিতে লাগিল ।
কোন বলে বলী হয়ে মোরে পরাজিল ॥
আমা সম বলী এ জগতে অগস্ত্য ।
সম্যাসী করিল মোরে বলে পরাভব ॥
পূর্বে ভক্তিবলে মোরে করিয়াছে জয় ।
এবে পরাজিবে তাতে কি আছে সংশয় ॥
কিন্তু ইহা সম্যাসীর অঙ্গবল নয় ।
প্রেমবলে বলী সবে হয়েছে নিশ্চয় ॥
প্রেমরসে মত্ত সবে আত্ম বিস্মরণ ।
না জানি কি মহা সুখে হয়েছে মগন ॥
ইক্ষুদ্রম নাহি জানে নিজ আশ্বাদন ।
আমি নাহি জানি ভক্তিরস বা কেমন ॥
আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ মোর প্রিয়ভক্তগণ ।
আমার মাধুর্যরস পীয়ে অনুক্ষণ ॥
ভক্তের হৃদয়ে আমি আছি বর্তমান ।
কিন্তু আমি নাহি জানি ইহার সন্ধান ॥
অন্তর দেখিয়া হয় এত সুখোদয় ।
আপনি আশ্বাদ কৈলে না জানি কি হয় ।
সবে মোরে বলে পূর্ণরক্ত সনাতন ।
অপূর্ণতা আছে মোর বুঝি এখন ॥
ঈশ্বর রূপেতে নহে ইহা আশ্বাদন ।
নরদেহে হয় প্রেম ভক্তির মিলন ॥
অখিলরসামৃত সব আশ্বাদ আমার ।
কিন্তু এ রসেতে মোর নাহি অধিকার ॥
আশ্বাদিতে এই প্রেমা লোভ উঠে মনে ।
ভক্তভাব বিনা ভাব হইবে কেমনে ॥
কর্মক্ষেত্রে জন্ম লয়ে করিলে ভজন ।
তবে হয় প্রেমভক্তি রস আশ্বাদন ॥
ভক্তপদরঞ্জে অভিষিক্ত না হইলে ।
এ ভক্তি এ ভাব প্রেম কভু নাহি মিলে ।
অতএব ঈশ্বরভিমান পরিহারি ।
ভক্ত হয়ে নাচিব বলিয়া হরি হরি ॥

তবে পূর্ণ হবে মোর এই মনোসাধ ।
নূতন সুখের আমি পাইব আশ্বাদ ॥
এই হেতু নরলোকে হয়ে অবতার ।
প্রেমের বন্ধ্যায় আমি ভাসাব সংসার ॥
অন্তরঙ্গ ভক্ত সনে রস আশ্বাদিব ।
আনুসঙ্গে জীবগণে কৃতার্থ করিব ॥
এইরূপে অন্তরে বিচারি জগন্নাথ ।
ভক্তপ্রতি করিলেন শুভদৃষ্টিপাত ॥
সপার্ষদে গুরুডে করিয়া আরোহণ ।
অলক্ষ্যে বৈকুণ্ঠধামে করিলা গমন ॥
তখন সম্যাসীগণ চারিদিকে চায় ।
দেখিতে না পেয়ে সবে করে হায় হায় ॥
কীর্তন সম্বরিত তবে বাসায় চলিল ।
কৃষ্ণভক্তিরসাবেশ অন্তরে রহিল ॥

মাতা পিতার ক্রীবৈকুণ্ঠে গমন ।

প্রাতে উঠি শ্রানকৃত্য করি সমাপন ।
মাধবমন্দিরে সবে কৈল আগমন ।
হরিলীলা সঙ্কীর্তন করে অবিরাম ।
দিবা নিশি সবা কার মুখে হরিনাম ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কেবা করিবে থগুন ।
মাতা পিতা উভয়ের কহি বিবরণ ॥
গুরুকৃপাবলে দৌহে পেয়ে দিব্যজ্ঞান ।
মায়াময় সংসারের গেল অনুধ্যান ॥
কৃষ্ণপ্রেম পরানন্দ রস আশ্বাদন ।
অহর্নিশি করি হৈল আনন্দে মগন ॥
ভৌতিক রসেতে আর তৃপ্তি না হইল ।
পূর্ব স্থানে খাইবারে উৎকর্ষা বাড়িল ॥
আত্মা পরমাত্মা দৌহে সংযোগ করিয়া ।
সাধু মাঝে মাধবে নয়ন আরোপিয়া ॥
এক যোগে জীবলীলা করি সম্বরণ ।
ধরাধাম ত্যজি কৈল বৈকুণ্ঠে গমন ॥
জয়দেব পদ্মাবতী আত্মীয় স্বজন ।
হরিষে বিষাদ ভাবি নিরানন্দ মন ॥

অগাধ সকলে মনে আশ্চর্য্য মানিল ।
 সাধু সাধু ধন্য ধন্য বলিতে লাগিল ॥
 তবে সাধু যথাবিধি কার্য্য সমাপিয়া ।
 উৎসব করিল যত সাধু শাস্ত্র লৈয়া ॥
 বৈষ্ণব সন্ন্যাসী দীন আদি যত ছিল ।
 খেচরান্ন রান্ধি সবাকারে খাওয়াইল ॥
 হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন হইতে লাগিল ।
 এক পক্ষ পুনঃ তথা সকলে রহিল ॥
 ছুঃখ শোক অন্য চিন্তা দূরে পলাইল ।
 হরিনামানন্দে সদা মাতিয়া রহিল ॥
 নামের মহিমা সবে গায় উচ্চৈঃস্বরে ।
 যাহা শুনি সকলের মনঃপ্রাণ হরে ॥
 বাঁঝারি ঘাগরি বাজে বেণু সপ্তস্বর ।
 পণব পটাহ আর মৃদঙ্গ মন্দিরা ॥
 শঙ্খ ঘণ্টা করতাল তালে মিশাইয়া ।
 গান করে ভক্তগণে আনন্দে মাতিয়া ॥

তথাহি পদং—

ভজ ভজ হরি,
ত্যাগিয়া সকল কাম ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন,
গোপীপ্রাণধন,
ভুবনমোহন শ্যাম ।
কখন মরিবে,
কেমনে তরিবে,
বিষম শমনে ডাকে ।
যাহার প্রতাপে,
ভুবন কাঁপয়ে,
না জানি মর বিপাকে ॥
কুল ধন পাইয়া,
উন্নত হইয়া,
আপনাকে জান বড় ।
শমনের দূতে,
ধরি গলে হাতে,
বান্ধিয়া করিবে জড় ॥
কিবা যতি সতী,
কিবা নীচ জাতি,
যেই হরি নাহি ভজে ।
ভবে জনমিয়া,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
রোরব নরকে মজে ॥
জয়া কবির,
ভাবে নিরন্তর,
মিছাই জনম গেল ।

হরি না ভজিনু, বিষয়ে মজিনু,
 হৃদয়ে রহল শেল ॥
 মাধব সমীপে গান করি কতক্ষণ ।
 নদীতীর ছাড়ি করে নগরে গমন ॥
 জয়দেবে রাধি সবে কীর্তনের মাঝে ।
 সঙ্কীর্্তন করে আর তাঁরে বেড়ি নাচে ॥
 কতশত লোক কীর্তনের পাছে যায় ।
 কেহবা শুনয়ে আর কেহ সঙ্গে গায় ॥
 কীর্তনের মহা শব্দ নগরে ব্যাপিল ।
 আবালবনিতাবৃদ্ধ আনন্দে মাতিল ॥
 দেব নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিত্ঠাধর ।
 কীর্তন করয়ে ধরি নরকলেবর ॥
 হরি হরি মহাধ্বনি উঠিল গগণে ।
 নামরসপানে মত্ত হৈল সর্ব্বজনে ॥
 শত শত দীপমালা চারিদিকে জ্বলে ।
 উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বলোকে হরি হরি বলে ॥
 কেহ মুচ্ছা যায় কেহ ধরি তোলে তায় ।
 কেহ ভূমিতলে পড়ি গড়াগড়ি যায় ॥
 চারি পাঁচ জনে পরস্পর হাত ধরি ।
 চক্রাকারে ফিরে আর বলে হরি হরি ॥
 গৃহ বিত্ত দেহকৃত্য সকল ভুলিল ।
 প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে সব পাসরিল ॥
 যবন চণ্ডাল পাপী তাপী যারা ছিল ।
 তারা আসি হরি বলি নাচিতে লাগিল ॥
 হাতে তালি দিয়া নাচে বলে হরিবোল ।
 পরস্পরে কে কাহারে ধরি দেয় কোল ॥
 কোথা ছিল কোথা আইল কিছু না জানিল ।
 এইরূপে সারা নিশি নগরে ভ্রমিল ॥
 সর্ব্বানন্দধাম প্রেম হৃদে সঞ্চারিল ।
 অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রস আশ্বাদ করিল ॥
 ভাবাবেশে টলমল করে কলেবর ।
 শান্তিসুখময় হেরে সব চরাচর ।
 তবে সবে কুশেশ্বর সমিধানে গিয়া ।
 নাচিল গাইল কত চৌদিকে বেড়িয়া ॥
 তদন্তরে আইল রাধামাধব সদন ।
 শ্রীমুখ হেরিয়া তথা করিল কীর্তন ॥

আঁখর সংযোগ করি পদ মাতাইল ।
 উন্নত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥
 হরি রূপে মিশামিশি হইল অন্তর ।
 অম্বর সম্বরে হেন নাহি অবসর ॥
 এইরূপে বহুক্ষণ কীর্তন করিয়া ।
 গড়াগড়ি দেয় সবে ধূলায় পড়িয়া ॥
 পরিশ্রান্ত হয়ে শেষে রাখিয়া কীর্তন ।
 দণ্ডবৎ করিয়া বসিল সর্বজন ॥
 হরিকথা কহি স্নেহে বিশ্রাম করিল ।
 শুশীতল সমীরণে শীতল হইল ॥
 তবে সবে প্রাতঃকৃত্য করি সমাধান ।
 অজয়নদীতে গিয়া করিলেন স্নান ॥
 এথা রাধামাধবের ভোজন হইল ।
 সবে আসি মহানন্দে প্রসাদ পাইল ॥
 তদন্তরে অবসর পেয়ে সর্বজন ।
 শ্রীধর সমীপে কৈল পুরাণ শ্রবণ ॥
 পুনঃ অপরাহ্নে আসি সকলে মিলিল ।
 মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়ে গান আরম্ভিল ॥
 ছলান্ধলী জয়ধ্বনি দেয় রামাগণ ।
 পুষ্পদোলযাত্রা সবে করে দরশন ॥
 ললিত লবঙ্গলতা পদ গান করি ।
 আনন্দে পূর্ণিত হয়ে বলে হরি হরি ॥
 তদন্তরে সন্ধ্যাকাল উপসন্ন হৈল ।
 আরাত্রিক পদ ধরি গাইতে লাগিল ॥
 সখীগণ যেরূপে আরতি করেছিল ।
 সেই ভাবে গান করি রস আশ্বাদিল ॥
 এইরূপে কৃষ্ণানন্দ করি উপভোগ ।
 খণ্ডিল সবার পাপ তাপ রোগ শোক ॥
 পদ্মাবতী সহ বসি নারী সাধুগণ ।
 নিরন্তর হরিকথা করি আশ্বাদন ॥
 প্রেমমুখসিন্ধু মাঝে ভাসিতে লাগিল ।
 অন্য স্নেহে স্নেহ বলি গণ্য না করিল ॥
 দিবা নিশি হরিনাম সবার বদনে ।
 পুলকে পূর্ণিত প্রেমধারা ছনয়নে ॥
 গৃহ বিত্ত অন্য কৃত্য সব পাসরিল ।
 হেনমতে তিন মাস সকলে রহিল ॥

ভক্তগণের স্বস্থানে গমন ।

তদন্তর রাজা প্রজা আত্মীয় স্বজন ॥
 কার্য্য গেষে বিদায় হইল সর্বজন ।
 প্রশংসা করিয়া স্নেহে দেশে চলি গেল ।
 সাধু সহ দয়ানিধি তথায় রহিল ॥
 একদিন জয়দেবে কহে মতিমান ।
 বৃন্দাবনে শেষলীলা হবে সমাধান ॥
 কিছুদিন কর লীলারস আশ্বাদন ।
 পিপাসীগণের কর তৃষ্ণা নিবারণ ॥
 পান করি যে ভক্তের পেট না ভরিবে ।
 অগাধ সলিলে তারে ডুবায়ে রাখিবে ॥
 ভাসিয়া উঠিলে ডুবাইবে পুনর্বার ।
 মরে যদি তবে ব্রজপ্রাপ্তি হবে তার ॥
 গণ সহ বৃন্দাবনে যাবে তুমি যবে ।
 কাশীধামে গিয়া মোরে সঙ্গে করি লবে ॥
 এত বলি দয়ানিধি বিদায় মাগিল ।
 সবে আসি পদে পড়ি প্রণাম করিল ॥
 সাধুগুরু সহ সাধু অলক্ষ্য হইল ।
 কাশীধামে নিজাসনে সবে উত্তরিল ॥
 শিষ্যগণ দেখি হৈল আনন্দিত মন ।
 ভূমে পড়ি বন্দে সবে গুরুর চরণ ॥
 গুরুদেব সবাচারে করি আশীর্ব্বাদ ।
 জিজ্ঞাসিলা সকলের কুশল সংবাদ ॥
 শিষ্যগণ বলে প্রভু সকল মঙ্গল ।
 তব আশীর্ব্বাদে নাহি কোন অকুশল ॥
 সময় বুঝিয়া কেন্দুলীর বিবরণ ।
 গুরু স্থানে শুনি হৈল আনন্দিত মন ॥
 এখানেতে জয়দেব নিজ জন সনে ।
 কৃষ্ণসেবা কার্য্যে আছে সদানন্দ মনে ॥
 শ্রীসীগণ ভক্তগণ রাজ্যেশ্বরগণ ।
 সবে গেল শূণ্য করি কেন্দুলীভবন ॥
 হরিসঙ্কীর্তনরসে ছিল নিরন্তর ।
 অভাবে স্বভাব হীন বিরস অন্তর ॥
 শিষ্য কহে গুরুদেব করি নিবেদন ।
 যুগাবতারের পূর্বে নামানু কীর্তন ॥

হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন যাদ করে সবে ।
 তবে আর হরি কেন অবতার হবে ॥
 গুরুদেব কহে তাহা করহ শ্রবণ ।
 যে রূপে সম্ভব হৈল কহি বিবরণ ॥
 ভক্তির প্রধান অঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তন ।
 চারিযুগে সাধুগণে করে আচরণ ॥
 কলৌ সঙ্কীৰ্ত্ত্যকেশবঃ শাস্ত্রের লিখন ।
 কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণশ্রু ভাগবত বচন ॥
 করতাল মৃদঙ্গাদি দ্বাপরেও ছিল ।
 তাতাথেয়া থৈয়া থৈয়া ত্রীরাশে বাজিল ॥
 অতএব কবির যাজন করিল ।
 আচণ্ডালে বিলাইতে অপেক্ষা রহিল ॥
 সুপণ্ডিত যোগ্যপাত্র আর ভক্তিমান ।
 যদি হয় তবে দেয় তারে তত্ত্বজ্ঞান ॥
 নতুবা অন্তরে কভু না করে গ্রহণ ।
 অভক্ত সন্তাষ নাহি করে কদাচন ॥

যুগধর্ম না যজিলে হয় ব্যভিচার ।
 অতএব আনুসঙ্গে কীর্ত্তন প্রচার ॥
 সে সময়ে মহা ভাগ্যবান যারা ছিল ।
 তারা বিনা অণু জনে লইতে নারিল ॥
 কবির দিব্যজ্ঞান ভক্তগণে দিল ।
 পদে পদে সেই জ্ঞান এ গ্রন্থে রহিল ॥
 পুষ্পমধু অধিকারী হয় মধুকর ।
 মক্ষিকা না পায় অশ্বেষিলে নিরন্তর ॥
 দেহাদি অনিত্য সুখে লক্ষ্য আছে যার ।
 নিত্যানন্দ মহা সুখ দুর্লভ তাহার ॥
 বিগ্রহ স্থাপন হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
 কলিকাতা অন্তর্গত চিৎপুর গ্রাম ।
 বেদাচার্য্য উপাধি অধরটাদ নাম ॥
 কবিরাজ বৈষ্ণবের দাস অনুদাস ।
 গাইল কেন্দুলী মাঝে কীর্ত্তন বিলাস ॥

ইতি কেন্দুলীনগরে বিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীহরিনামসঙ্কীৰ্ত্তন সপ্তম সোপান ।

অষ্টম সোপান ।

রাসরস বর্ণন, বেড়াবন্ধন ও জয়দেবের
 বর্দ্ধমান গমন ।

সিদ্ধিভবতি বা নেতি সংশয়াচ্যুত সেবিনাং ।

নিঃসংশয়স্ত তত্ত্ব-পরিচর্য্যারতাত্মনাং ॥

জয় জয় জয়দেব সাধু সদাশয় ।
 শ্রীরাধামাধব যারে হইলা সদয় ॥
 মহানন্দে আছে সাধু রসিকপ্রবর ।
 রাধামাধবের সেবা করে নিরন্তর ॥
 গোপীভাবে দিবা নিশি স্মরণ মনন ।
 ভক্তগণ সঙ্গে লীলারস আশ্বাদন ॥
 যে দিনে যে লীলা বন্দাবনে হয়েছিল ।
 সেই অনুসারে সেবা করিতে লাগিল ॥
 দোলঘাড়া পুষ্পদোল ঝুলন রাসেতে ।
 রাধামাধবের সেবা করে আনন্দেতে ॥

বন্যপুষ্প পল্লবাদি করি আহরণ ।
 সাজাইয়া করে রাসলীলানুকরণ ॥
 নানাবিধ বাস্তবস্ত্র লয়ে ভক্তগণ ।
 রাসলীলা গান করে রূপের বর্ণন ॥

তথাহি পদং—

গীতবাস তড়িদ্ভূতি, নবঘন অঙ্গ ভাতি
 ইন্দ্রনীলমণি জিনি জ্যোতিঃ ।
 জড়িত কাঞ্চন সঙ্গে, নানা অভরণ অঙ্গে
 গলে মণিহার গজমতি ॥

শিরে শিখিপুচ্ছচূড়া, তাহে মুক্তামালা
বেড়া, শশিকরে করে বলমল ।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, আভা লাগে গণ্ড-
স্থলে, মুখশোভা সুধাংশুমণ্ডল ॥
রূপ হেরি সখীগণ, আনন্দে মগন মন,
পুলীনে লইয়া রাধা শ্যামে ।
রাসমণ্ডলের মাঝে, সাজাইয়া নানা সাজে,
পরস্পর মিলি একঠামে ॥
যত শ্যাম তত গোরী; কর ধরাধরি করি,
যুদঙ্গের তালে তালে নাচে ।
মরকতমণি মাঝে, যেন হৈমমণি সাজে,
টাঁদ যেন মেঘে মিশিয়াছে ॥
চতুঃষষ্টি রসসার, উথলিল পারাবার,
তাল মান রাগিণীর সঙ্গে ।
নৃত্য করে নটবর, বাঞ্ছারিয়া সপ্তম্বর,
বাঁশী বাজাইয়া নানা রঙ্গে ॥
গোপী কৃষ্ণ পরস্পরে, উলটা গতিতে
ফেরে, রসাবেশে টলমল কায় ।
স্তম্ভিত করিয়া কাল, রাস করে নন্দলাল,
দ্বিজ অধরটাঁদ রস গায় ॥
এইরূপে সেবারসে আছে কবির ।
ভক্তগণ সঙ্গে সদা আনন্দ অন্তর ॥
পদ্মাবতী গদাধর আদি শিষ্যগণে ।
ব্যবহার পরমার্থ শিখায় যতনে ॥
অন্তরঙ্গ ভক্তগণে গুণমন্ত্র দিল ।
পাইয়া অমূল্য নিধি কৃতার্থ হইল ॥
পরশর পদ্মাবতী রাম নারায়ণ ।
যজ্ঞাসনে জপি সিদ্ধ হৈল চারিজন ॥
তার পর কহি এক অদ্ভুত কথন ।
কৃষ্ণকার্য্য কৃষ্ণভূত্য করে সম্পাদন ॥
ঠাকুরগৃহের কিছু বেড়া ভেঙ্গে ছিল ।
নিরপেক্ষ হয়ে দৌহে বান্ধিতে লাগিল ॥
এক দিকে কবি অন্য দিকে পদ্মাবতী ।
রজ্জু পালটিয়া দেয় প্রফুল্লিত মতি ॥
হাতে বেড়া বান্ধে মনে চিন্তে নারায়ণ ।
হরিলীলা গান করে আনন্দে মগন ॥

ঠাকুর সেবার দুক্ষ চুল্লির উপরে ।
আবর্তন হেতু তাহা ছিল গৃহান্তরে ॥
ভুলিয়াছিলেন মনে স্মরণ হইল ।
তাহা নামাইতে দেবী সত্বরে চলিল ॥
না বলিয়া দ্রুতবেগে করিল গমন ।
তাহা নাহি জানে কবি ভাবাবিষ্ট মন ॥
রজ্জু ধরি বহুক্ষণ আছে দাণ্ডাইয়া ।
দেবী তথা নাহি কেবা দিবে পালটিয়া ॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে কহে কবিপতি ।
রজ্জু পালটিয়া দেবি দেহ শীঘ্রগতি ॥
কার্য্য্যভিনিবেশ ভাবে বুদ্ধি আবরিল ।
কর্ম্মের ঘটনাচক্র বুঝিতে নারিল ॥
পুনঃ পুনঃ এইরূপে ডাকিতে লাগিল ।
গুনি হরি সিংহাসন হইতে নামিল ॥
যতক্ষণ পদ্মাবতী পুনঃ না আইল ।
ততক্ষণ শ্রীমাধব সেই কার্য্যে ছিল ॥
পদ্মাবতী নিজ কার্য্য করি সম্পাদন ।
দ্রুতবেগে তথায় করিছে আগমন ॥
তাহারে দেখিয়া হরি অন্তর্দান হৈল ।
এ সকল জয়দেব কিছু না জানিল ॥
কিছু দূরে পদ্মারে দেখিয়া কবির ।
ভাবিতে লাগিল সাধু বিষয় অন্তর ॥
জিজ্ঞাসিতে বিবরণ সকল কহিল ।
সাধু কহে মোর সঙ্গে বেড়া কে বান্ধিল ॥
এইক্ষণে উলটিয়া রজ্জু মোরে দিল ।
দেখিতে না পাই এথা কেবা কোথা ছিল ॥
পদ্মা কহে নাহি জানি এ সব ঘটন ।
আমি বিনা এখানে না ছিল অন্য জন ॥
দুষ্কৃতবরণ হেতু গিয়াছিলাম আমি ।
কাহার সাহায্যে বেড়া বান্ধিয়াছি তুমি ॥
পরস্পর বলাবলি অনেক করিল ।
ইহার নিশ্চয় কিছু করিতে নারিল ॥
আশ্চর্য্য মানিয়া দৌহে ভাবি মনে মন ।
রাধামাধবের কাছে করিল গমন ॥
দেখে কালি ঝুল মাথা ঠাকুরের হাতে ।
কান্দি দৌহে করাবাত করে নিজ মাথে ॥

হে মাধব এ কার্য্য কি তোমাংরে সন্তবে ।
 কোমল করেতে তব বেদনা যে হবে ॥
 এত বলি ধৌত করি মুছাইয়া দিল ।
 ব্যঞ্জনী লইয়া অঙ্গে বাতাস করিল ॥
 মিষ্টায় পকায় আনি ভোগ লাগাইল ।
 আবর্তিত উষঃস্থ পান করাইল ॥
 সুবাসিত বারি দিয়া তামূল অর্পিয়া ।
 স্তুতি পাঠ কৈল বহু বিনয় করিয়া ॥
 সন্ধ্যাগমে ক্রমে ক্রমে ভক্তেরা মিলিল ।
 আরতি লাগিয়া শিষ্য আরতি করিল ॥
 তদন্তরে নিধুবনলীলা গান করি ।
 নিজাবাসে গেল সবে বলি হরি হরি ॥
 প্রসাদ পাইয়া কবি শয়ন করিল ।
 মাধব আসিয়া তাঁর নিকটে বসিল ॥
 প্রভু কহে শুনি কবি বচন আমার ।
 কি লাগিয়া মনে দুঃখ হইল তোমার ॥
 ভক্ত সহ কার্য্য করা সম্ভাব আমার ।
 ভক্ত কার্য্য হেতু বিদ্বৈ হই অবতার ॥
 ভক্ত বিনা আমার দ্বিতীয় নাহি আর ।
 ভক্তের হইতে ভক্ত আনন্দ অপার ॥
 যুগে যুগে ভক্ত কার্য্য করি সমাধান ।
 দুঃখ না মানিহ বলি হৈলা অন্তর্দান ॥
 তদবধি অণু কার্য্য আর নাহি যায় ।
 সব কার্য্য করায়েন অণুর দ্বারায় ॥
 এইরূপে ভক্ত সঙ্গে সেবানন্দে আছে ।
 পত্র লয়ে রাজদূত আইল তাঁর কাছে ॥
 পত্র পড়ি সাধু সব বিদিত হইল ।
 পদ্মাবতী কাছে গিয়া সকল কহিল ॥
 বর্দ্ধমান অধিপতি দূত পাঠাইল ।
 অনেক বিনয় করি যাইতে লিখিল ॥
 রোগাক্রান্ত হইয়াছে রাজার নন্দন ।
 ভাবিয়া আকুল সবে বিষাদিত মন ॥
 বৈষ্ণবগণ বিপ্রগণ সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ।
 আমার প্রতীক্ষা করি আছে তাঁরা সব ॥
 শুনি পদ্মাবতী কিছু বিমন হইল ।
 ইচ্ছা নাহি তথাপিহ যাইতে বলিল ॥

বিলম্ব না হয় প্রভু আসিবে অরায় ।
 অথবা আমারে লয়ে চলহ তথায় ॥
 জয়দেব বলে আমি তাহা না পারিব ।
 কার্য্য সম্পাদন করি সহরে আসিব ॥
 ইহা বলি দেবী স্থানে বিদায় হইল ।
 ভক্তগণে ডাকি সব বৃত্তান্ত কহিল ॥
 কেহ কেহ তাঁর সনে যাইতে চাহিল ।
 শুনি কবি সে সবারে নিষেধ করিল ॥
 মাধবে প্রণমি প্রাতে চলিল অরায় ।
 সংহতি চলিল মাত্র গণপতি রায় ॥
 বর্দ্ধমান রাজপুরে গেলা কবির ।
 অগ্রসরি নিল সবে হরিশ অস্তর ॥
 আসন স্বাগত পাণ্ড অর্ঘ্য আচমন ।
 অর্পণ করিয়া করে চামর ব্যঞ্জন ॥
 যথাযোগ্য সবারে করিল সন্তাষণ ।
 গণ সহ রাজা কৈল চরণ বন্দন ॥
 অণ্ডোণ্ডে কুশল বার্তা করিল শ্রবণ ।
 বাসায় লইয়া তবে গেল ভূতাগণ ॥
 স্নান পূজা ভোজনাদি করি সমাপণ ।
 অপরাহ্নে সভা মাঝে কৈলা আগমন ॥
 দেখিয়া সকলে কৈল চরণ বন্দন ।
 অত্যাধনা করি দিল বসিতে আসন ॥
 রাজার নন্দন তাঁর পদধূলি নিল ।
 সেইক্ষণে ব্যাধিবীজ বিনষ্ট হইল ॥
 যন্ত্রণার উপশম হইতে লাগিল ।
 ভয় দূরে গেল মনে শান্তি উপজিল ॥
 শান্তিযজ্ঞ হেতু জয়দেবে আনাইল ।
 বিনা যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর প্রসন্ন হইল ॥
 তাহা দেখি সকলের আনন্দ অন্তর ।
 যথা তথা প্রসংশা করয়ে নিরন্তর ॥
 বর্দ্ধমান সরোবরে কমল ফুটিল ।
 সৌরভে সবার মন প্রফুল্ল হইল ॥
 শুনিয়া তাঁহার নাম দেশবাসীগণ ।
 কতপত আসি নিত্য করে দরশন ॥
 যার যা অভাব তাঁর নিকটে জানায় ।
 পাত্রাপাত্র বুঝি পূর্ণ করে কবিরায় ॥

এইরূপে মহানন্দে আছে বর্ধমান ।
সব কার্য্য করে নিজ কর্ত্ত্ব না মান ।
পদরঞ্জে রাজপুত্র আরোগ্য হইল ।
প্রত্যক্ষ দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য মানিল ॥
রাজার পুরেতে এক শ্বেতকুটী ছিল ।
কাতর হইয়া আসি চরণে পড়িল ॥
বলে মোরে কৃপাদৃষ্টি কর দয়াময় ।
আমি তব পাদপদ্মে লইনু আশ্রয় ॥
শুনি কবির তাহা করুণা করিল ।
সর্ব্বাঙ্গে পথের ধূলা মাখিতে কহিল ॥
নিত্য ভক্তিভাবে বিপ্রপাদোদক পান ।
করিলেই অল্প দিনে পাবে পরিত্রাণ ॥
আজ্ঞা শিরে ধরি সেই তাহা আচরিল ।
ব্যাধিমুক্ত হয়ে দেহ সুন্দর হইল ॥
দেখি মহারাজ মনে আশ্চর্য্য মানিল ।
পাদোদক তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিল ॥
অনিচ্ছায় কবির রাজার ইচ্ছায় ।
পাদোদক গ্রহণের প্রণালী জানায় ॥

ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য ও হরিকথা প্রস্তোতর ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু পদধৌত বারি ।
দেহরোগ ভবরোগ দুই নাশকারী ॥
অনুরোধ করি তাহা কভু না লইবে ।
প্রসন্ন হইয়া দিলে সৎফল ফলিবে ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য অভরণ কিম্বা কিছু ধন ।
সাধ্য অনুসারে বিপ্রে করিবে অর্পণ ॥
ভক্তি করি করযোড়ে প্রার্থনা করিবে ।
যদি পাও মহৌষধি বলিয়া মানিবে ॥
তাহা নাহি দিয়া যদি আশীর্বাদ করে ।
অঙ্গ স্পর্শ করিলেও সর্ব্ব দুঃখ হরে ॥
অনিচ্ছায় পদধূলি কভু না লইবে ।
অথবা সময়ে প্রণামাদি না করিবে ॥
ভূদেব বলিয়া সদা অন্তরে ভাবিবে ।
ভাবনানুরূপ ফল আপনি ফলিবে ॥

বাগ্মকল্পতরু কৃপাসিন্ধু বিজগণ ।
সাধারণ মধ্যে কভু না কর গণন ॥
ব্রহ্মযজ্ঞ উপবীত যাহাদের আছে ।
অবনত হবে সদা তাহাদের কাছে ॥
দোষী গুণী অজ্ঞ বিজ্ঞ না করি বিচার ।
ঋষিবংশ বলিয়া করিবে নমস্কার ॥
ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের তনু না ভাবিহ অন্য ।
অত্মপি হনয়ে আছে ভৃগুপদচিহ্ন ॥
সবিনয়ে সবাকারে সন্তোষ করিবে ।
স্বর্গমুখ শান্তি সদা হৃদে বিরাজিবে ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণে তাঁর ভক্তি উপজিল ।
নিষ্কর করিয়া ভূমি বিপ্রগণে দিল ॥
চতুর্দিকে তাঁর অধিকারে যারা ছিল ।
অন্ন উৎপাদিকা ক্ষেত্র সবারে অর্পিল ॥
কবিরে হৈল তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ।
অভিমান ছাড়ি হৈল দাস অনুদাস ॥
তদন্তর হরিকথা হইতে লাগিল ।
বন্ধ মুক্ত দুই তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল ॥
রাজা কহে দয়াময় করি নিবেদন ।
কি উপায়ে হয় ভববন্ধ বিমোচন ॥
অবশ হইয়া জীব ভ্রমে এ সংসারে ।
কোন কর্ম্ম আচরিলে এ বিপদে তরে ॥
রায় কহে তাহা পরহস্তগত নয় ।
নিজের ইচ্ছায় বন্ধ নিজে মুক্ত হয় ॥
আপন স্বভাব প্রতি লক্ষ্য নাহি যার ।
ইন্দ্রিয়ের বশে ভ্রমে মুক্তি নাহি তার ॥
সংসারী জীবের গতি নাহি কোনো কালে
রাক্ষসের কীট যথা বন্ধ নিজ লালে ॥
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান ভ্রমে অগ্নি যথা ।
জ্ঞানের অভাবে জীব বন্ধভাব তথা ॥
গর্ভবাস শৈশবানুপোষ্য কিশোর ।
যৌবন প্রৌঢ় বৃদ্ধ জরা মৃত্যু ঘোর ॥
যে রূপ অবস্থা যবে হয় উপসন্ন ।
অহং মম অভিমান হয় প্রতিপন্ন ॥
হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদয় ।
জানিয়াও যথা রসে মুগ্ধ হয়ে রয় ॥

কর্মজ পাপের ফল সদা ভোগ করে ।
 তাহা না ফুরাতে পুনঃ তাহাই আচরে ॥
 কোনো ভাগ্যে যদি ধর্মো মতি উপজয় ।
 পুণ্যকর্ম আচরিলে পাপক্ষয় হয় ॥
 সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্যে স্বধর্ম আচরে ।
 জ্ঞানের প্রাবল্য হয় ভকতি সঞ্চরে ॥
 ভক্তির প্রভাবে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ।
 ভববন্ধ ঘুচে দিব্য স্বরূপ লভয় ॥
 ভক্তি কি উপায়ে হয় কে জানে উদ্দেশ ।
 অন্তর্যামী গুরু তাহা দেয় উপদেশ ॥
 দাস্যভাবে করে যদি স্মরণ মনন ।
 তবে তার হয় কর্মবন্ধ বিমোচন ॥
 উত্তম সামগ্রী যদি অন্ন পাওয়া যায় ।
 আশ্বাদ করিলে তাতে অন্তর যুড়ায় ॥
 হরিণাম রূপ গুণ জাগে যার মনে ।
 নব নব রসাস্বাদ পায় ক্ষণে ক্ষণে ॥

জীবতত্ত্ব বর্ণন ও সন্ন্যাসীদ্বয়ের আগমন ।

জীবতত্ত্ব কহি রাজা শুন দিয়া মন ।
 ত্রুষ্ণ ভিন্ন বিধে আর নাহি অশ্রুজন ॥
 ভোগ ভোগ্য ভোক্তা রূপে হইয়া প্রকাশ ।
 আপনা আপনি করে অবিচা বিলাস ॥
 সুবিমল পরিমল দূরে পরিহরি ।
 সমল আসবাসয়ে জীবভাব ধরি ॥
 অবিচা শক্তিতে হয়ে স্বয়ং স্মৃতি হত ।
 অনন্ত অপার রূপে ভিন্ন ভিন্ন মত ॥
 প্রকৃতিতে আপনাকে করি আচ্ছাদন ।
 তহুখিত পরিমল করেন গ্রহণ ॥
 মধুকর ত্যজি যেন পুণ্ডরিক ফুলে ।
 শিংশপা কুসুমে মধু অয়েষিয়া বুলে ॥
 পুনঃ যবে জীবলীলা করে সম্বরণ ।
 বিচাশক্তি দ্বারা করে অবিচা হরণ ॥
 সন্নিহিত করিয়া কার্য্য কারণের লয় ।
 স্বস্বভাবে নিত্যানন্দে মগ্ন হয়ে রয় ॥

এইরূপে আছে সবে হরিশ অন্তর ।
 হরিকথা প্রমোত্তর হয় নিরন্তর ॥
 জয়তীর্থ ঋষিবর সহ শিষ্যগণ ।
 বর্দ্ধমান রাজপুরে কৈল আগমন ॥
 তাঁহারে দেখিয়া সবে সন্তোষ হইল ।
 প্রণমিয়া পাণ্ড অর্ঘ্য আসন অর্পিল ॥
 যথাযোগ্য পরস্পর করি সন্তাষণ ।
 স্নানকৃত্য করি কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
 বিশ্রামান্তে সভায় আইল পুনর্ব্বার ।
 দেখিয়া সবার মনে আনন্দ অপার ॥
 জয়দেব তাঁর পদে প্রণাম করিল ।
 আশীর্ব্বাদ করি ঋষি হৃদয়ে ধরিল ॥
 তদন্তর প্রমোত্তর আরম্ভ করিল ।
 ক্রমে ক্রমে মহানন্দ বাড়িতে লাগিল ॥
 যদৃচ্ছাক্রমেতে শ্রীশঙ্কর শাসীবর ।
 গণ সহ বর্দ্ধমানে আইলা সঘর ॥
 তাঁরে দেখি সবে উঠি প্রণাম করিল ।
 অভ্যর্থনা করি সিংহাসনে বসাইল ॥
 জয়দেব তাঁরে লয়ে বাসায় আইল ।
 গণ সহ মহা স্নেহে তথায় রহিল ॥
 পর দিনে গেল সবে রাজার সভায় ।
 যোগ্যাসন দিয়া রাজা সবারে বসায় ॥
 শ্রীশঙ্কর যথা যাহা দেখিয়া আইল ।
 সভা মাঝে সবাঁকারে তাহা শুনাইল ॥

শ্রীশঙ্কর ও জয়দেবের প্রমোত্তর ।

তদন্তে সবার চিত্ত করিতে শোধন ।
 পরস্পর প্রমোত্তর করে ছই জম ॥
 শ্রীশঙ্কর জয়দেবে জিজ্ঞাসা করিল ।
 জয়দেব যথাবিধি প্রত্যুত্তর দিল ॥
 শাসী কহে কারে বলে সাধন ভজন ।
 কবি কহে পরিচর্যা জপ সঙ্কীর্্তন ॥
 শাসী কহে কোথা আছে বস্তু সারাংসার ।
 কবি কহে দেহ মাঝে বসতি তাহার ॥

গ্ৰাসী কহে এই দেহ মায়া'র বিকার ।
 কবি কহে সত্য কিন্তু রত্নের ভাণ্ডার ॥
 গ্ৰাসী কহে কোন কার্য দেহেতে তাহার ।
 কবি কহে কার্য্যাকার্য্য দেখে সবাকার ॥
 গ্ৰাসী কহে কোন স্থানে লীলা হয় তাঁর ।
 কবি বলে 'শতদলে সতত বিহার ॥
 গ্ৰাসী কহে উপলব্ধি কেমনে করিবে ।
 কবি কহে বিচারিলে বুঝিতে পারিবে ॥
 গ্ৰাসী কহে কেন লোকে খুঁজিয়া না পায় ।
 রায় কহে অন্ধপ্রায় অণু দিকে ধায় ॥
 গ্ৰাসী কহে কেন জীবে বুঝিতে না পারে ।
 রায় কহে বুদ্ধিহত ভাগ্য অনুসারে ॥
 গ্ৰাসী কহে ভাগ্যভাগ্য সত্য কভু নয় ।
 রায় কহে সত্যভাবে মিথ্যা সত্য হয় ॥
 গ্ৰাসী কহে কোথা হৈতে উৎপত্তি মিথ্যার ।
 রায় কহে দ্বৈতবুদ্ধি জননী তাহার ॥
 গ্ৰাসী কহে কোন রূপে তার অবস্থান ।
 রায় কহে জীবভাবে সদা বর্তমান ॥
 গ্ৰাসী কহে কি প্রকারে হইবে সংহার ।
 রায় কহে সূর্য্যোদয়ে যেন অন্ধকার ॥
 গ্ৰাসী কহে কোন সূর্য্য হয় তার নাশ ।
 রায় কহে জ্ঞানসূর্য্য হইলে প্রকাশ ॥
 গ্ৰাসী কহে কোন সাধনেতে হয় জ্ঞান ।
 রায় কহে ব্রহ্মচর্য্য তার অনুষ্ঠান ॥
 গ্ৰাসী কহে জ্ঞানী কেবা কারে বলে জ্ঞান ।
 রায় কহে নির্মলাত্মা ব্রহ্মপ্রণিধান ॥
 গ্ৰাসী কহে কোন রূপে করে বিচরণ ।
 রায় কহে জীবমুক্ত সদানন্দ মন ॥
 গ্ৰাসী কহে পরিণামে কি গতি তাহার ।
 রায় কহে জীব ব্রহ্ম হয় একাকার ॥
 গ্ৰাসী কহে কি আনন্দ অনুভব তার ।
 রায় কহে স্বানুভব সর্বানন্দসার ॥

মিথ্যা এবং সত্য বর্ণন ।

জয়দেব ঋষি কহে শুন কবিরায় ।
 মিথ্যা কভু নাহি চলে আপন ইচ্ছায় ॥

চালনা করেন নিত্য সত্যসনাতন ।
 মিথ্যা তাঁরে কেন নাহি করে আকর্ষণ ॥
 রায় কহে পবনেতে রেণুকা উড়ায় ।
 রেণু নাহি লাগে কভু পবনের গায় ॥
 সভাসদগণ কহে শুন কবিরায় ।
 সত্য মিথ্যা তত্ত্ব কিছু বোঝা নাহি যায় ॥
 আকাশের শব্দতত্ত্ব যদি মিথ্যা হয় ।
 কেমনে বুঝিছে লোকে বোদ্ধব্য বিষয় ॥
 বায়ুর পরশ গুণ মিথ্যা হয় যদি ।
 নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপে বহে নিরবধি ॥
 অগ্নির দাহিকা গুণ যদি সত্য নয় ।
 গৃহ আলোকিত করে বস্তু দক্ষ হয় ॥
 সলিলের রসগুণ সত্য না হইলে ।
 অন্তর যুড়ায় কেন পানাদি করিলে ॥
 পৃথিবীর গন্ধগুণ যদি সত্য নয় ।
 গন্ধগুণে দেহ হয় জন্মে জীবচয় ॥
 ধর্ম্মাধর্ম্ম কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম যে কিছু আচার ।
 মিথ্যা হৈলে না চলিত কোনো ব্যবহার ॥
 তুমি আমি আদি যদি মিথ্যা সর্বজন ।
 কেমনে হতেছে কার্য্য অসাধ্য সাধন ॥
 শুনি কবির মনে সন্তোষ হইল ।
 অল্লাহের সভাসদগণে বুঝাইল ॥
 ত্রিধর্ম্ম বিশিষ্ট যাহা মিথ্যা বলে তায় ।
 এই আছে এই নাই লয় হয়ে যায় ॥
 প্রবল বায়ুতে যেন তৃণপত্র চলে ।
 মিথ্যা বস্তু চলিতেছে সত্য শক্তিবলে ॥
 অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত বিশ্ব উপাদান ।
 কার্য্যশেষে অব্যক্তেই হয় সমাধান ॥
 জলবিন্দু সম ব্যক্ত বিশ্বের উদয় ।
 ধ্বংসশীল হেতু শাস্ত্রে মিথ্যা তারে কয় ॥
 গ্ৰাসীগণ কহে দেব, ভাবিতেছি মনে ।
 এক বস্তু সত্য মিথ্যা হইবে কেমনে ॥
 সত্য বস্তু যাহা তাহা নিত্য সত্য আছে ।
 অন্ধকার সন্তবে কি তপনের কাছে ॥
 এক বস্তু দুই ভাগে করিলে বিভাগ ।
 মিথ্যা কোন ভাগ তার সত্য কোন ভাগ ॥

যদি বল কার্য আর কৰ্ত্তা দুই হয় ।
 কার্য কারণাদি মিথ্যা কৰ্ত্তা সমাশ্রয় ॥
 দৃশ্যপট মাত্র কার্য ব্রহ্ম ভিন্ন নয় ।
 সমুদ্রের উর্গি যথা সমুদ্রে বিলয় ॥
 অদ্বয়ের দ্বৈত মিথ্যা ইহা না সত্তবে ।
 যদি থাকে কৃপা করি বল তুমি তবে ॥
 শুনিয়া সন্তোষ হয়ে কহে কবির ।
 যে প্রশ্ন করিলে তার তাহাই উত্তর ॥
 ব্রহ্মের সর্বনামানি মায়া মাত্র ভান ।
 জীবভাবে ভিন্ন বুদ্ধি ইহা মিথ্যা জ্ঞান ॥
 যার হয় দিব্যজ্ঞান চক্ষু উন্মিলন ।
 সেই দেখে সর্বরূপে ব্রহ্মসনাতন ॥
 সত্য মিথ্যা তার কাছে দুই নাহি থাকে ।
 তাঁর অন্তর্গত সদা দেখে আপনাকে ॥
 রাজা কহে কবিরায় করি নিবেদন ।
 সর্বরূপে যদি হয় এক নিরঞ্জন ॥
 বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে কোন প্রয়োজন ।
 কি লাগিয়া কে করিবে কাহার ভজন ॥
 কবি কহে মহারাজ শুন দিয়া মন ।
 অজানীর জ্ঞান হেতু শাস্ত্রের বচন ॥
 শব্দের উৎপত্তি যেন আকাশেতে হয় ।
 পুনর্বীর হয় তাহা আকাশেই লয় ॥
 আপনাকে বহু মূর্তি করি নারায়ণ ।
 কভু লীলা করে কভু করে সম্বরণ ॥
 যত মূর্তি হয় তাঁর তত কার্য থাকে ।
 আপনিই ভূত্য হয়ে আপনাকে ডাকে ॥
 গুণ সৃষ্টি করি করে আত্ম আবরণ ।
 জানিবারে পুনঃ করে ভজন সাধন ॥
 জ্ঞানময় হয়ে পড়ে অজ্ঞানাকারে ।
 গুরুরূপে আপনাকে আপনি উদ্ধারে ॥
 আপনা আপনি করে বাল্যভাবে খেলা ।
 আপনা আপনি জানে আপনার লীলা ॥
 সব করিয়াও হার কিছু নাহি করে ।
 স্বানুভাবে আপনাতে আপনি বিহরে ॥
 আপনাকে আপনি করিয়া অগোচর ।
 আপনার অন্বেষণ করে নিরন্তর ॥

প্রেম ভাব রসে করি ক্ষোভিত মানস ।
 বক্তৃতাবে সর্বদা আশ্বাদে লীলা রস ॥
 মেঘ যেন সর্বত্র করিয়া বরিষণ ।
 পুনঃ তাহা সিদ্ধ হৈতে করে উত্তোলন ॥
 অজ্ঞানে বিজ্ঞানে জ্ঞানে সর্বদা বিহরে ।
 নিত্যানন্দ নিত্যানন্দে নিত্যলীলা করে ॥
 এইরূপে নিত্য যত নূতন নূতন ।
 প্রমোদিত হয় তাহা শুনে সর্বজন ॥
 সাধু দরশন আর শ্রবণ কীর্তন ।
 করিতে আইসে নিত্য লোক অগণন ॥
 রাজার ভবন হৈল বৈকুণ্ঠভবন ।
 যে আইসে সেই হয় আনন্দে মগন ॥
 নিত্য নব কথা নব ভাব উদ্দীপন ।
 নিত্য নব প্রেম নব রস আশ্বাদন ॥
 নিত্য বসি অন্তরালে পুরনারীগণ ।
 নিত্য নব কৃষ্ণকথা করে আশ্বাদন ॥

হরি আরাধনা ।

বাটীর বাহিরে এক পুষ্করিণীতীরে ।
 বায়ু সেবনার্থ সবে গেলা ধীরে ধীরে ॥
 উদ্যান দেখিয়া হৈল প্রফুল্লিত মন ।
 ইচ্ছা হৈল করিবারে হরিসঙ্কীৰ্তন ॥
 ঋষি কহে এই স্থান অতি মনোহর ।
 সবে মিলি কর এথা ক্রীড়ারিবাশর ॥
 সাধুগণ শুনি অনুমোদন করিল ।
 রাজাজ্ঞা লইয়া শেষে সচেষ্ট হইল ॥
 বেদী নির্মাইয়া চন্দ্রাতপ আচ্ছাদিল ।
 চারিদিকে পূর্ণকুন্ত কদলী রোপিল ॥
 লতা পাতা পুষ্পে কুঞ্জ করিয়া রচন ।
 তার মধ্যে করিলেন বিগ্রহ স্থাপন ॥
 সংবাদ পাইয়া আইল লোক অগণন ।
 বিগ্রহ বেড়িয়া আরতি লস্কীৰ্তন ॥
 সাধু শান্ত সন্ন্যাসী বৈষ্ণব গৃহীলোক ।
 কতশত আদি ক্রমে হইল সংযোগ ॥
 করতাল বেণু বীণা মৃদঙ্গ বাজিল ।
 হরি হরি মহাধ্বনি গগণে উঠিল ॥

তথাহি পদং—

(বন্ধ-ভাবোক্তি ।)

শ্রীমদনন্দন, রাতুল চরণ,
স্মরণ না কৈলু আমি ।

বিষয় বিষম, বিষ ভাল মানি,
খাইলু হইয়া কামী ॥

সেই বিষে মোরে, জারিয়া মারিল,
বড়ই বিপাক হৈল ।

জনমে জনমে, না জানি কতই,
আত্মঘাতী পাপ কৈল ॥

সেই অপরাধে, এ ভব-সাগরে,
বাকিলে এ মায়াজালে ।

তোমা না ভজিয়া, আপনা খাইয়া,
আপনি ডুবেছি হেলে ॥

আর কত কাল, এ দুঃখ ভুঞ্জিব,
ভোগ-দেহ নাহি যায় ।

সহিতে নারিয়া, কাতর হইয়া,
শরণ লইলু পায় ॥

ও রাজা চরণ, পরশ রতন,
বিকাইলু আমি তায় ।

উদ্ধার করিয়া, লহ দীনবন্ধু,
আপন চরণ নায় ॥

তোমার সেবন, অমৃত ভোজন,
করাইয়া মোরে রাখ ।

কীর্তিচন্দ্র রায়, পদে বিকাইল,
দাসথতে এবে লেখ ॥

এইরূপে সঙ্কীৰ্ত্তন হইতে লাগিল ।

যারা ছিল তারা প্রেমবন্যায় ভাসিল ॥

গাইতে গাইতে রাজা হইল বিকল ।

আবেশে অবশ তনু করে টলমল ॥

পুলকে ব্যাপিল তনু আনন্দানুভবে ।

মুক্তাফল সম জল নয়নপল্লবে ॥

সাত্বিক পীড়নে কাঁপে বর্জমাননাথ ।

বায়ুর আঘাতে যেন কদলীর পাত ॥

কবিরায় ধরি তায় স্থস্থির করিল ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বসি কান্দিতে লাগিল ॥

দেখিয়া তাঁহার দশা আর যত জন ।

সম্মতিতে নারি প্রেম করয়ে রোদন ॥

এইরূপে সঙ্কীৰ্ত্তন হইতে লাগিল ।

আপনা ভুলিয়া সবে আনন্দে মাতিল ॥

কেহ কারো পদে ধরে কেহ পড়ে গায় ।

কেহ ভূমে পড়ি লোটে কপোতের প্রায় ॥

কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ নাচে গায় ।

ধূলায় পড়িয়া কেহ গড়াগড়ি যায় ॥ ১

দিবা নিশি নাহি জ্ঞান উন্নত হইল ।

পশু পক্ষী আদি নৃত্য করিতে লাগিল ॥

এইরূপে তিন দিন কীৰ্ত্তন হইল ।

নিশি শেষে হরি বলি সমাপ্ত করিল ॥

প্রাতঃকৃত্য জ্ঞান পূজা করি সমাপন ।

আনন্দে করিল সবে প্রসাদ ভোজন ॥

তদন্তরে যে যাহার আবাসে চলিল ।

হরিনাম রসাবেশ অন্তরে রহিল ॥

পদ্মাবতীর প্রতি রাণীর পরীক্ষা ।

একদিন রাণী কহে রাজার অগ্রেতে ।

নিবেদন হে রাজন তব চরণেতে ॥

শ্রীহরিকীৰ্ত্তন মহোৎসব দেখিবারে ।

তব সঙ্গে গিয়াছিলাম কেন্দুলীনগরে ॥

যত্ন করি পদ্মাবতী আমারে রাখিল ।

হরিকথা প্রস্নোতর অনেক হইল ॥

পতিব্রতা প্রসঙ্গে বলিল পদ্মাবতী ।

পতির মরণে মরে তারে বলি সতী ॥

জল বৃক্ষ শীলা পূজা করিয়া বর্জজন ।

পতিসেবা করে সতী যাবৎ জীবন ॥

সেই কথা সদা জাগে আমার অন্তরে ।

অতএব পরীক্ষা করিব আমি তারে ॥

পত্রিকা পাঠাও তুমি তাহার গোচরে ।

অন্য জয়দেব সাধুর প্রাপ্ত লোকান্তরে ॥

এখনও তাঁর দেহ আছে বর্তমান ।

কর্তব্য যা হয় আসি কর সমাধান ॥

রাজা বলে হেন কার্য্য কেমনে করিব ।
 অপরাধ হবে আমি ইহা না পারিব ॥
 প্রয়োজন নাহি এতে মহা পাপ হবে ।
 রাণীর সতাবে পুনঃ পুনঃ কহে তবে ॥
 রাজা বলে কর যাহা অভিরুচি হয় ।
 আমি নাহি জানি তব মনে যাহা লয় ॥
 অন্তঃপুর হৈতে রাজা উঠিয়া চলিল ।
 পত্রিকা লিখিয়া রাণী তথা পাঠাইল ॥
 দূত গিয়া দেবীর নিকটে পত্র দিল ।
 পত্র পড়ি পদ্মাবতী ভাবিতে লাগিল ॥
 গোসাঁই মৃত্যু হবে ইহা না সন্তবে ।
 এত ভাবি পত্র লিখি পাঠাইলা তবে ॥
 মৃত্যুসঞ্জীবনী মন্ত্র কৃষ্ণনামাক্ষর ।
 কর্ণে শুনাইলে বঁটিবেন কবির ॥
 অল্প কার্য্য লাগি আমি কি করিব গিয়া ।
 তোমরা জীবিত কর হরিধ্বনি দিয়া ॥
 যেরূপে শুনাতে হয় তার প্রকরণ ।
 লিখিয়া দূতের হস্তে কৈল সমর্পণ ॥
 পত্র লয়ে দূত গিয়া রাণী স্থানে দিল ।
 আত্মোপাস্ত পড়ি রাণী লজ্জিতা হইল ॥
 হরিয় বিষাদ ছুই ভাবিতে লাগিল ।
 বিনয় করিয়া পুনঃ লিখি পাঠাইল ॥
 তোমা পরীক্ষিতে ভগ্নি এই ছল কৈলু ।
 তোমার প্রভাব এবে সকল বুঝিলু ॥
 এতে মোর অপরাধ যেন নাহি হয় ।
 ক্ষুদ্রবুদ্ধি বলি ক্ষমা করিবে নিশ্চয় ॥
 আশীর্বাদ করি পদ্মা উত্তর লিখিল ।
 শুনিয়া রাণীর মন সন্তোষ হইল ॥

জয়দেবের দেশাগমন ও দস্যুগণের বিবরণ ।

রাজার আগ্রহে আর সাধু সম্মিলনে ।
 আনন্দে আছয়ে হরিকথা আলাপনে ॥
 একদিন জয়দেব কহে সাধুগণে ।
 মাঘমাসে যাবে সবে কেন্দুলীভবনে ॥

কৃপা করি আমি সবে পদধূলি দিবে ।
 প্রসাদ পাইবে আর কীর্ত্তন করিবে ॥
 তথাস্ত বলিয়া সবে করিল আকার ।
 নিজ স্থানে যাইতে ইচ্ছা হইল সবার ॥
 রাজার নিকটে গিয়া সবে জানাইল ।
 অন্তর বুঝিয়া রাজা বাধা নাহি দিল ॥
 যার যাহা প্রয়োজন অর্পণ করিল ।
 আশীর্বাদ করি সবে সম্মানে চলিল ॥
 জয়তীর্থ নীলাচলে গেলেন স্বগণে ।
 শ্রীশঙ্কর গেলেন কামাখ্যা দরশনে ॥
 গণপতি রাজস্থানে বিদায় মাগিল ।
 রাজা বহু ধন রত্ন তাঁরে আনি দিল ॥
 পদ্মাবতী লাগি রাণী বস্ত্র অলঙ্কার ।
 ফল মূল মিষ্টান্নাদি বিবিধ প্রকার ॥
 রক্তনের দ্রব্য তৈল ঘৃত চিনি আর ।
 ভার সাজাইয়া দিল অনেক প্রকার ॥
 যাত্রাকালে কৈল সবে চরণ বন্দন ।
 সারি সারি চলে ভারি সঙ্কে অগণন ॥
 রাজা আর জনকত লোক সঙ্কে দিল ।
 শ্রীহরি বলিয়া সাধু গমন করিল ॥
 কবিরায় তা সবার লইয়া চলিল ।
 রাজদেশ ছাড়ি শেষ বনে প্রবেশিল ॥
 হৃষ্টমনে বনে বনে গমন করিল ।
 আচম্বিতে বন হৈতে দস্যু নিকশিল ॥
 দেখি ফুল অলিকুল মধুলোভে ধায় ।
 সেইমত দস্যু যত দ্রুতবেগে যায় ॥
 দস্যুদলে আমি বলে সবারে বেড়িল ।
 রবিসুত নিজ দূত যেন পাঠাইল ॥
 দেখি যত রাজদূত স্তম্ভিত হইল ।
 নিরুপায় বৃক্ষপ্রায় দাঁড়ায়ে রহিল ॥
 ভারীগণ ভীত মন কল্পিত হইল ।
 দ্রব্যগুলি ভূমে ফেলি কাঁপিতে লাগিল ॥
 গণপতি মহামতি শেষভাগে ছিল ।
 দস্যুগণে দেখি মনে ভাবিতে লাগিল ॥
 ডাকি কয় নাহি ভয় না কর রোদন ।
 এইক্ষণে দস্যুগণে হইবে নিধন ॥

মনে হয় ভস্মময় করি চুষ্টগণে ।
 বিনাদেশে দক্ষ্য নাশে যাইব কেমনে ॥
 ভাবি ধীর করি স্থির বিচারিল মনে ।
 দাদা যাহা করে তাহা দেখিব নয়নে ॥
 তদন্তর কবির বলে দক্ষ্যগণে ।
 ৪ দ্রব্য লহ ছাড়ি দেহ অামা সব জনে ॥
 দক্ষ্য কহে তাহা নহে ছাড়িতে নারিব ।
 যষ্টি দ্বারে সবা কারে এখনি মারিব ॥
 ছাড়ি যদি প্রতিবাদী সকলে হইবে ।
 রাজস্থানে সর্বজনে যাইয়া বলিবে ॥
 এত বলি দণ্ড তুলি মারিতে চলিল ।
 কবির বহুতর বিনয় করিল ॥
 বুঝাইল না শুনিল তাঁর হিতবাণী ।
 চোরগণে নাহি শুনে ধর্মের কাহিনী ॥
 দৈবে যাহা ফলে তাহা খণ্ডন কে করে ।
 মারিবারে আসি পরে আপনারা মরে ॥
 ৫ হিমকণ বরিষণ মেঘোপরে যেন ।
 স্পর্শে হয় তাতে লয় জলে অগ্নি হেন ॥
 দক্ষ্যগণ আচরণ সহিতে নারিল ।
 বসুন্ধরা অতি দুরা বিদার হইল ॥
 ভূ-বিবরে সব চোরে তখনি পড়িল ।
 সাধু দ্বেষে অবশেষে সকলে মরিল ॥
 ভারীগণে দেখি মনে বিস্ময় মানিল ।
 ভক্তশক্তি দেখি ভক্তি সবার হইল ॥
 অদভূত দেখি দূত অবাক হইয়া ।
 কবিরে নমস্করে ভূতলে পড়িয়া ॥
 দয়াময় দক্ষ্যচর্য হেলায় নাশিলে ।
 রাধি পদে এ বিপদে নিস্তার করিলে ॥
 তব গুণ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিব ।
 যত দিন এ জীবন ভুলিতে নারিব ॥
 এই কথা যথা তথা সবারে বলিব ।
 অদভূত কীর্তি তব প্রচার করিব ॥
 এত বলি কুতুহলী সকলে উঠিল ।
 দ্রব্যগুলি ক্ষণে তুলি সত্বরে চলিল ॥
 বন ছাড়ি তাড়াতাড়ি গ্রাম মাঝে আইল
 দ্বিজালায়ে স্থপ্ত হয়ে সে দিন রহিল ॥

প্রাতে উঠি গুটি গুটি সকলে চলিল ।
 হরষিতে কেন্দুলীতে আসি উত্তরিল ॥
 শ্রীমন্দিরে ধীরে ধীরে তার নামাইল ।
 প্রণমিয়া সবে গিয়া উত্তানে বসিল ॥
 কবির বাসাঘর সবা কারে দিল ।
 গেল দুঃখ পাইল সুখ আনন্দে রহিল ॥
 সেই কথা তারা তথা সবারে কহিল ।
 তাহা শুনে সর্বজনে আশ্চর্য্য মানিল ॥
 যে আইসে সে জিজ্ঞাসে, কহে ভারীগণে ।
 চোরগণ বিবরণ শুনে জনে জনে ॥
 তপোধন আগমন শুনি ভক্তগণ ।
 মহানন্দে আসি বন্দে তাঁহার চরণ ॥
 পদ্মাবতী আসি পতিপদে প্রণমিল ।
 সেবার সামগ্রী সব গৃহেতে রাখিল ॥
 দূতগণ তিন দিন বেথ ন রহিল ।
 পর দিন প্রাতঃকালে বিয়া মাগিল ॥
 জয়দেব সে সবারে সন্তোষ করিয়া ।
 যথাযোগ্য যুজ্ঞা বস্ত্র দিলেন আনিয়া ॥
 মহারাজে দিতে কিছু দ্রব্য পাঠাইল ।
 পথে খাইতে ভক্ষ্যদ্রব্য তা সবারে দিল ॥
 প্রণাম করিয়া তারা নিজ স্থানে যায় ।
 মিষ্টান্ন সামগ্রী যত পথে তাহা খায় ॥
 তিন দিনে বর্দ্ধমানে করিল গমন ।
 রাজার নিকটে সব কৈল নিবেদন ॥
 সাধুদত্ত প্রসাদাদি রাজস্থানে দিল ।
 পথের ঘটনা সব বিস্তারি বলিল ॥
 সে সব বৃত্তান্ত শুনি চমৎকার হৈল ।
 জয়দেবের জয় বলি প্রণাম করিল ॥

রাধামাধবের মন্দির নির্মাণ

তদন্তরে রাজমাতা চিন্তা করে মনে ।
 হেন সিদ্ধ সাধু কভু না হেরি নয়নে ॥
 সর্বশক্তি সমন্বিত ঈশ্বরের চায় ।
 কলিযুগে হেন সাধু আছে বা কোথায় ॥
 সেই ভাগ্যের সীমা নাহি অামা সবা কার ।
 গৃহে আসি শিক্ষা দিয়া করিল নিস্তার ॥

মাধবের আর তাঁর সন্তোষের হেতু ।
মন্দির নির্মাণ কৈলে রহে কীর্তিসেতু ॥
এত ভাবি কীর্তিচন্দ্রে ডাকিয়া আনিল ।
নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল ॥
শুনি রাজা কীর্তিচন্দ্র সন্তোষ হইল ।
মাতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি স্বীকার করিল ॥
সভা মাঝে আসি অতি হরষিত মনে ।
জানাইল সব কথা পাত্রমিত্রগণে ॥
শুনিয়া সবার মনে আনন্দ হইল ।
আজ্ঞা লয়ে মন্ত্রী তার উদ্যোগ করিল ॥
ধন জন দ্রব্য আর স্থপতি লইয়া ।
কেন্দুলীনগরে মন্ত্রী উত্তরিল গিয়া ॥
জয়দেবে প্রণামিয়া কহি বিবরণ ।
শুভক্ৰমে করিলেন মৃত্তিকা খনন ॥
ভীতি সংস্থাপিয়া কার্য্য করিতে লাগিল ।
অল্পদিনে শ্রীমন্দির নির্মাণ হইল ॥
সুদৃঢ় মন্দির হৈল বিচিত্র গঠন ।
দেখিয়া সবার হৈল প্রফুল্লিত মন ॥

সম্মুখেতে নাট্যশালা স্থান মনোহর ।
শ্রীমন্দিরে শ্রীরাধামাধব দামোদর ॥
মনোহর মূর্তি চাঁদ ঝালকে বদনে ।
জনম সফল হয় শ্রীমুখ দর্শনে ॥
মন্দির পশ্চাতে পাকশালা সুবিস্তার ।
তিন দিকে কুসুমকানন শোভে তার ॥
রাজমাতা আসি তথা প্রতিষ্ঠা করিল ।
পূর্ব্বিবেক তিন দিন উৎসব হইল ॥
সেবার শৃঙ্খলা নিত্য বন্ধানি করিল ।
অতিথি বৈষ্ণবসেবা হইতে লাগিল ॥
যে আইসে প্রভুর প্রসাদ সেই পায় ।
নিত্যানন্দ বিরাজিত হইল তথায় ॥
দিবা নিশি হরিকথা আনন্দ উৎসবে ।
রোগ শোক পাপ তাপ এড়াইল সব ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবের কথা যে করে শ্রবণ ।
অনায়াসে হয় ভববন্ধ বিমোচন ॥
এ দ্বিজ অধরচাঁদ গোবিন্দের দাস ।
জয়দেব উপাখ্যান করিল প্রকাশ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের বর্জমান হইতে প্রত্যাগমন অষ্টম সোপান ।

নবম সোপান ।

শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ লিখন ও অজয় নদীতে
গঙ্গা আগমন ।

যন্নাম শ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্মলং ।
তস্মৈ তীর্থপদং কিস্বা দাসানামবশিষ্ঠতে ॥

জয় জয় পদ্মাবতী জয় কবিবর ।
জয় রায় গণপতি জয় গদাধর ॥
এক দিন মাধবের ইচ্ছা অনুসারে ।
খেচরাম ভোগ দিল বিবিধ প্রকারে ॥
বৈষ্ণব সম্যাসী দণ্ডী ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
গ্রামবাসীগণ আইল পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥
আত্মীয় স্বজন শিষ্য আর ভক্তগণ ।
কীর্তনীয়গণ যত কৈল আগমন ॥

মাধব সমীপে মহা উৎসব করিল ।
ঝড় ঝড়ি হেতু সব লোক না আইল ॥
নিকটস্থ যারা তারা প্রসাদ পাইল ।
দূরবর্তী ভক্তগণে আসিতে নারিল ॥
অবশেষ খেচরাম অনেক রহিল ।
উভয়ে যুক্তি করি পুঁতিয়া রাখিল ॥
বৈষ্ণব সম্যাসীগণ যে দিন আসিবে ।
উঠাইয়া দিব তারা প্রসাদ পাইবে ॥

পরে যুক্তিকা দিয়া সমভূমি কৈল ।
শিখেরা বাহিরে গিয়া হাসিতে লাগিল ॥
ক্ষেপা দিগন্তর আর ভোলা মহেশ্বরী ।
দৌহার চরিত্র কিছু বুঝিতে না পারি ॥
কত দিনে সাধু শান্ত সন্ন্যাসী আসিবে ।
খেচরাম তুলি দিবে প্রসাদ পাইবে ॥
দেখা যাবে কিবা হয় ঈশ্বর ইচ্ছায় ।
মহতের ক্রিয়া কিছু বুঝা নাহি যায় ॥
বিস্ময় মানিয়া হরিমন্দিরে চলিল ।
আরাট্রিক অস্ত্রে হরিকথা আরন্তিল ॥
শ্রীঅনন্তদাস নামে গায়ক প্রধান ।
রাধামাধবের কাছে নিত্য করে গান ॥
হরিণাম সঙ্কীর্তন করিতে লাগিল ।
শুনিয়া সকলে মনে আনন্দ পাইল ॥
পদ অস্ত্রে জয়দেব কহিলা তখন ।
রাধামাধবের রূপ করহ বর্ণন ॥
আদেশানুসারে পদ আরন্তু করিল ।
কিশোর কিশোরী রূপ বর্ণিতে লাগিল ॥

তথাহি পদং—

দুহুঁ মুখ সুন্দর কি দিব তুলনা ।
শ্যাম মরকত মণি রাই কাঁচা সোণা ॥
নব গোরোচনা গোরা কানু ইন্দীবর ।
বিনোদিনী বিজোরি বিনোদ জলধর ॥
কণকের তরু যেন তমালে বেড়িল ।
নবধন মাঝে যেন বিজুরি পশিল ॥
কালিন্দীর জলে যেন সোণার কমল ।
নীলগিরি পাশে যেন কণক অচল ॥
রাই কানু দুহুঁ রূপের উপমা না পাই ।
কুবলয় চাঁদ মিলিত এক ঠাই ॥
রসের আবেশে দুহুঁহে বিভাবে বিভোর ।
এ দাস অনন্ত তার না পাওল ওর ॥

যুগল মাধুর্য রূপ কীর্তন শুনিয়া ।
নয়নে পড়য়ে ধারা হৃদয় বহিয়া ॥
গগন সহ প্রেমানন্দ করি আশ্বাদন ।
বাঞ্ছা হৈল লীলারস করিতে বর্ণন ॥

সেই দিনে সূত্রপাত গ্রন্থের করিল ।
শ্রীগীতগোবিন্দ বলি নাম তার দিল ॥
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী তাল মান ।
চৌষটি মাধুর্য রসে কৈল বর্তমান ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রসলীলা ।
গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দে বর্ণন করিলা ॥
ধীরদাতু ধীরোদ্ধত ধীরশান্ত আর ।
ধীরললিতের লীলা অতি চমৎকার ॥
ধীরমধ্যা ধীরপ্রগল্ভা ধীরাধীরা আর ।
ধীরশান্তা এই চারি নায়িকার সার ॥
অষ্টবিধ বিলাসেতে অষ্টবিধ রস ।
মধুর হৈতে সুমধুরে পরস্পর বশ ॥
নব নব ভাবে নিত্য রাসরসলীলা ।
দ্বাত্রিংশ মিলন রস বর্ণন করিলা ॥
বিপিনবিহার অষ্টকালীয় বিলাস ।
যড়ঝা তুলীলা মাঝে বিরহ বিকাশ ॥
নিকুঞ্জবিলাস বনবিহার লিখিল ।
মানলীলা বর্ণিবারে ফাঁফরে পড়িল ॥
খণ্ডিতা মধুর রস করিতে বর্ণন ।
অন্তরে পাইল ব্যথা বিষম বদন ॥
কৃষ্ণে পরিহরে রাধা দুর্জয় মানেতে ।
মান ভাঙ্গিবারে কৃষ্ণ ধরে চরণেতে ॥
সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রের এতেক লাঞ্ছনা ।
কেমনে এ লীলা আমি করিব বর্ণনা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে নারিল ।
এ সকল কথা পদ্মাবতীকে কহিল ॥
ঈষৎ হাসিয়া দেবী কহিলা তখন ।
সময়ান্তে হবে গ্রন্থ রাখহ এখন ॥
গ্রন্থ রাখি চিন্তে জগন্নাথের চরণ ।
তথাপি লিখিতে নারে না হয় ক্ষুরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গ্রন্থের পদপূরণ ।

পরদিন দ্বাদশীতে শ্রবণ করিবারে ।
ভাগীরথীতীরে গেলা চিন্তিত অন্তরে ॥
দ্বরাফখান সহ তথা হইল মিলন ।
হরিলীলাকথারসে হইল মগন ॥

জ্ঞান করিবারে তাঁর বিলম্ব হইল ।
 এথা হরি জয়দেব রূপেতে আইল ॥
 দেবী এথা মাধবের সেবাকার্য্যে ছিল ।
 পদ্মাবতী বলি হরি ডাকিতে লাগিল ॥
 শব্দ শুনি পদ্মাবতী আইলা বাহিরে ।
 বিস্মিত হইয়া দেবী কহে ধীরে ধীরে ॥
 এত শীঘ্র গঙ্গাস্নান কিরূপে হইল ।
 কৃষ্ণচন্দ্র কহে কথা মনে পড়ি গেল ॥
 নদীতে করিয়া স্নান আইলু সজরে ।
 কি জানি বিলম্ব হৈলে যদি নাহি ক্ষুরে ॥
 শীঘ্র লেখা হৈলে তবে মনে শান্তি পাই ।
 এত বলি এন্তে লিখে রসের বাধাই ॥
 “দেহি পদপল্লব মুদারং” ইতি ।
 লিখিয়া রাখিলা এন্তে সরস্বতীপতি ॥
 মাধবমন্দিরে হরি আঙ্কিক করিল ।
 প্রসাদ আনিয়া পদ্মা নিকটে রাখিল ॥
 অতি শীঘ্র ভোজন করিয়া নারায়ণ ।
 আচমন করি কৈলা তাম্বুল চর্ব্বণ ॥
 পদ্মারে কহিলা কর প্রসাদ গ্রহণ ।
 প্রাপ্তমাত্রেন ভোক্তব্যং শাস্ত্রের বচন ॥
 পদ্মা বলে করি আগে চরণসেবন ।
 প্রভু বলে আগে তুমি করহ ভোজন ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া পদ্মা ভোজনে বসিল ।
 অলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অন্তর্দ্বান হৈল ॥
 পঞ্চ গ্রাস মাত্র দেবী করিল ভোজন ।
 হেনকালে জয়দেব কৈল আগমন ॥
 অদ্ভুত দেখিয়া মনে বিস্ময় মানিল ।
 মুখে নাহি সরে বাণী দাঁড়ায়ে রহিল ॥
 ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে নারিয়া ।
 কহিতে লাগিল তাঁর নিকটে আসিয়া ॥
 জয়দেব কহে দেবি একি চমৎকার ।
 কজু নাহি দেখি তব হেন ব্যবহার ॥
 আমি না খাইলে তুমি না কর ভোজন ।
 আজি কেন কৈলে বিপরীত আচরণ ॥
 পতিব্রতা সাধবা তুমি জানে সর্বজন ।
 স্বেচ্ছাচার হেরি আজি কিসের কারণ ॥

হেন যুক্তি দিল কেবা আমি নাহি জানি ।
 ইহার তাৎপর্য্য কিবা বল তাহা শুনি ॥
 অতিরিক্ত ক্ষুধা বুঝি হয়েছে তোমার ।
 অসহ্য মানিয়া অগ্রে করিছ আহার ॥
 এ কথা শুনিয়া দেবী লজ্জিতা হইল ।
 হস্তের প্রসাদ তাঁর হস্তেতে রহিল ॥
 সবিনয়ে কহে দেবী, করি নিবেদন ।
 একবার স্নান করি কৈলে আগমন ॥
 ঠাকুরের ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইলে ।
 তাম্বুল গ্রহণ করি গৃহেতে বসিলে ॥
 অনুমতি দিলে মোরে করিতে ভোজন ।
 পুনর্ব্বার পুনর্ব্বৎ হেরি কি কারণ ॥
 পঞ্চ গ্রাস প্রসাদ না করিতে গ্রহণ ।
 কোন দিক দিয়া পুনঃ কৈলে আগমন ॥
 জয়দেব কহে সত্য কহি তব ঠাই ।
 এই আসিতেছি আমি পূর্বে আমি নাই ॥
 দেবী কহে তাহা নহে তুমিতো আইলে ।
 পুস্তকে লিখিয়া পদ পূরণ করিলে ॥
 জয়দেব বলে তবে আইল কোন জন ।
 এত খুলি কি লিখিল না জানি কারণ ॥
 এত শুনি পদ্মাবতী শঙ্কিতা হইল ।
 প্রসাদ ত্যজিয়া গৃহে গমন করিল ॥
 ইতস্ততঃ চারিদিক করে নিরীক্ষণ ।
 সৌরভে ব্যাপিত কিন্তু নাহি কোন জন ॥
 দেবী কহে কেবা সেই কেবা হও তুমি ।
 বুঝিতে না পারি কিছু কে আমার স্বামী ॥
 এত বলি দেবী অতি ব্যাকুল হইল ।
 বিভ্রম হইল কিছু বুঝিতে নারিল ॥
 বুদ্ধিমান জয়দেব বুঝিলা অন্তরে ।
 গুঢ় মর্ম্ম আছে কিছু ইহার ভিতরে ॥
 দ্রুত গিয়া গ্রন্থ খুলি দেখে মহামতি ।
 অপ্রাকৃত সদক্ষর বালকিছে জ্যোতিঃ ॥
 হৃদয়ে রাখিয়া গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ বলে ।
 দেহি পদ দেহি পদ, কণ্ঠে না উগলে ॥
 সর্ব্বাঙ্গে পুলক ধারা বহয়ে নয়নে ।
 প্রেমাবেশে ধরে গিয়া পদ্মার চরণে ॥

ছদ্মবেশে আসি পদ করিল লিখন ।
 পাইয়া হারালে দেবি ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 তুমি ধন্য ধন্য তব সফল জীবন ।
 মোর ভাগ্যে না হৈল সে মুখ দরশন ॥
 সেই সত্য স্বামী হৈল নয়ন গোচর ।
 সফল হইল তব জন্মভরবর ॥
 দৌহাকার পদধূলি দৌহে মাথে গায় ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে গড়াগড়ি যায় ॥
 প্রসাদ থাইল আর সর্ব্বাঙ্গে মাখিল ।
 জড়প্রায় হৈয়া শেষে বসিয়া রহিল ॥
 দ্বিতীয় প্রহরে তথা আসি পরাশর ।
 মহা ভাবাবেশ দেখি বিস্ময় অন্তর ॥
 নয়নে বহয়ে ধারা ধাস ঘনেঘন ।
 দরিদ্র কাতর যেন হারাইলে ধন ॥
 মুখে জল সিঞ্চি অঙ্গে বাতাস করিল ।
 বহুক্ষণ পরে দৌহে চেতন পাইল ॥
 সন্মিত পাইয়া মহা উৎকণ্ঠা হইল ।
 হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিল ॥
 শিষ্যগণ ভক্তগণ আসিয়া মিলিল ।
 জিজ্ঞাসিতে বিবরিয়া সকল कहিল ॥
 শুনিয়া সকলে তারা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 প্রসাদ থাইয়া মাথে সর্ব্ব কলেবরে ॥
 চরণধূলাতে পড়ি গড়াগড়ি দিল ।
 হরি হরি বলি থেমি নাটিতে লাগিল ॥
 স্মৃতি হইল সবে যখন বসিল ।
 সেই কথা আলোচনা করিতে লাগিল ॥
 চরণস্পর্শিত ভূমি টাচিয়া লইল ।
 প্রসাদান্ন শুদ্ধ করি যতনে রাখিল ॥
 আনন্দে করিল সবে প্রসাদ ভোজন ।
 হরিকথারসে করে সে নিশা যাপন ॥
 কৃষ্ণলীলা রসতত্ত্ব হরয়ে স্মরিল ।
 পরদিনে গ্রন্থ পুনঃ লিখিতে লাগিল ॥
 যে কথা লিখিতে মনে ব্যথা পেয়েছিল ।
 সেই মর্গ্য কথা সব বুঝিতে পারিল ॥
 রসিকশেখর কৃষ্ণ করুণানিধান ।
 রসাকুণ্ঠ হইল পদে ধরি ভাগে মান ॥

লীলারস লিখি গ্রন্থ সমাপ্ত করিল ।
 পাঠ করি শ্রীরাধামাধবে শুনাইল ॥
 শিষ্যগণে একথানি লিখিয়া লইল ।
 আদি গ্রন্থ মাধবের মন্দিরে রহিল ॥
 অতাপি সে গ্রন্থ আছে মন্দির ভিতরে ।
 ভক্তগণে নিত্য পূজা বন্দনাদি করে ॥
 জগন্নাথে শুনাইয়া করিবে প্রচার ।
 ইহাই সঙ্কল্প মনে করিল নির্দার ॥
 সাধকগণের ইহা নৈত্যিক ভজন ।
 গাইলে শুনিলে হয় প্রেম উদ্দীপন ॥
 রাধামাধবের আগে প্রত্যহ সঙ্কায় ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ পদ ভক্তগণে গায় ॥
 সাধারণ ভক্তের বোধব্য ইহা নয় ।
 কাঁচা রস পাঠ কৈলে কাম উপজয় ॥

জয়দেবের প্রতি গঙ্গাদেবীর স্বপ্নাদেশ ।

এইরূপে সদানন্দে আছে কবির ।
 হরিলীলা গুণ গান করে নিরন্তর ॥
 প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিবারে যায় ।
 তাঁর কণ্ঠ জানি গঙ্গা মনে কণ্ঠ পায় ॥
 মকর বাহনে দেবী করি আরোহণ ।
 জয়দেব নিকটে করিল আগমন ॥
 নিশাভাগে স্বপ্নযোগে কহেন বচন ।
 গঙ্গাস্নানে আর তুমি না কর গমন ॥
 বহুদূর যাতায়াতে পরিশ্রম হয় ।
 কল্য প্রাতে অজয়েতে আসিব নিশ্চয় ॥
 কদমখণ্ডিতে হবে মোর অধিষ্ঠান ।
 সেই ঘাটে আনন্দে করিবে তুমি স্নান ॥
 কবি কহে কৃপা কৈলে বুঝিলাম মনে ।
 তব আগমন হৈল জানিব কেমনে ॥
 কতদিন রবে মাতা কদমখণ্ডিতে ।
 তার পরিচয় আমি পাইব কিমতে ॥
 গঙ্গা বনে পুষ্পমালা করিবে অর্পণ ।
 হস্ত প্রদারিয়া আমি করিব গ্রহণ ॥

যাবৎ রহিবে তুমি তাবৎ রহিব ।
 তুমি চলি গেলে আমি তখনি চলিব ॥
 বৎসরেতে একদিন মম অধিষ্ঠান ।
 মকর সংক্রান্তি যোগে হবে মতিমান ॥
 সেই দিন এথা যে করিবে জ্ঞান দান ।
 অস্ত্রে স্বর্গলোকে সেই করিবে প্রধান ॥
 পিতৃ পিতামহ আদি উদ্ধার হইবে ।
 পাপ তাপ দূরে যাবে আনন্দ পাইবে ॥
 স্বপ্ন ভঞ্জে উঠি সাধু আনন্দিত মন ।
 পদ্মাবতী স্থানে কহে সব বিবরণ ॥
 আশ্চর্য্য শুনিয়া দেবী আনন্দে মগন ।
 বলে আমি তব সনে করিব গমন ॥
 প্রাতে উঠি পুষ্প তুলি মালা গাঁথি তায় ।
 মিষ্টান্ন পকান্ন লয়ে পতি সঙ্গে যায় ॥
 কদম্বগুণ্ডির ঘাটে হৈল উপনীত ।
 উলটা বহিছে জল দেখি হরষিত ॥
 শুক্লবর্ণ জলরাশি দেখিতে সুন্দর ।
 গঙ্গা আবির্ভাব জানি প্রফুল্ল অন্তর ॥
 নতি স্তুতি করি দৌহে প্রণাম করিল ।
 মস্ত পড়ি জ্ঞান করি তীরেতে বসিল ॥
 গঙ্গাপুষ্প মালা দুই করেতে লইল ।
 মাতর্গঙ্গে লহ বলি অর্পণ করিল ॥
 জল হৈতে গঙ্গাদেবী হাত বাড়াইল ।
 ক্রমে ক্রমে সর্বদ্রব্য হস্তে সমর্পিল ॥
 মিষ্টান্ন পকান্ন দুগ্ধ তাম্বুলাদি দিল ।
 সর্বদ্রব্য লয়ে দেবী জলে লুকাইল ॥
 সে সময়ে জ্ঞান হেতু যারা তথা ছিল ।
 যোড়হস্তে সাধু স্থানে দাঁড়ায়ে রহিল ॥
 গঙ্গাদেবী দুই হস্তে সর্বদ্রব্য লৈল ।
 নিকটে থাকিয়া কহে দেখিতে না পাইল ॥
 ভক্তিযোগে গঙ্গাস্তব পড়িতে পড়িতে ।
 প্রণিপাত করি গৃহে আইলা ত্বরিতে ॥
 এইরূপে প্রতিদিন নিশান্ত সময় ।
 দৌহে গিয়া জ্ঞান পূজা গঙ্গাতে করয় ॥
 গ্রন্থ সঙ্কলন আর গঙ্গা আগমন ।
 যেই জন শুনে তার শুদ্ধ হয় মন ॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য ও স্নানের নিয়ম ।

পদ্মাবতী বলে দেব করি নিবেদন ।
 গঙ্গার মহিমা কিছু করহ বর্ণন ॥
 কবি কহে বেদে যার নাহি পায় সীমা ।
 জীবের গোচর নহে তাঁহার মহিমা ॥
 শতেক যোজনে থাকি গঙ্গা গঙ্গা বলে ।
 ভক্তিভাব যদি থাকে মোক্ষফল ফলে ॥
 বিষমুদ্রবময়ী গঙ্গা শিব ধরে শিরে ।
 সর্ব পুণ্যফল লাভ হয় তাঁর নীরে ॥
 সর্বতীর্থ সার বলি সর্বশাস্ত্রে গায় ।
 ভাবনানুরূপ ফল সর্বলোকে পায় ॥
 জলব্রহ্মময়ী গঙ্গা পবিত্রকারিণী ।
 মুমুক্শুগণের ভবভয় নিবারিণী ॥
 দরশে পরশে পানে হয় পাপক্ষয় ।
 ভক্তিভাবে জ্ঞান কৈলে মহা ফল হয় ॥
 পাতালেতে ভোগবতী স্বর্গে মন্দাকিনী ।
 মর্ত্যেতে অলকানন্দা ভুবনপাবনী ॥
 এক ধারা তিন রূপে আছে তিন লোকে ।
 ব্রহ্মা নাহি জানে তত্ত্ব কি বুঝাবে লোকে ॥
 বিরজা-কারণবারি অচলনন্দিনী ।
 বিষমুদ্রবময়ী এই তিন গঙ্গা জানি ॥
 ভগীরথ কৈল যবে মর্ত্যে আনয়ন ।
 তিন গঙ্গা সেইকালে হইল মিলন ॥
 প্রধানা বিভূতি গঙ্গা অনূর্ক সমান ।
 কুশাগ্রে পরশ কৈলে হয় পরিত্রাণ ॥
 গঙ্গার মাহাত্ম্য তত্ত্ব জন্মাদি আখ্যান ।
 গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী তাহার প্রমাণ ॥
 চিৎস্বরূপা নিরাময়া শক্তিসনাতনী ।
 ভগবতী ভাগীরথী গঙ্গা নারায়ণী ॥
 শ্বেতাজিণী সালঙ্কারা মকরবাহিনী ।
 ব্রহ্মময়ী পরাংপরী ত্রিলোকতারিণী ॥
 ভক্তিভাবে ধ্যান করি অর্চনা করিবে ।
 গঙ্গাপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দিবে ॥

ফল মূল মিষ্টান্ন পকান্ন আদি দিয়া ।
 প্রণাম করিবে পড়ি অষ্টাঙ্গ হইয়া ॥
 একাঞ্জলি জল লয়ে নারায়ণে দিবে ।
 জল দ্বারা দেব দেবী অর্চনা করিবে ॥
 শুদ্ধ মনে পিতৃগণে করিলে তর্পণ ।
 পাপে মুক্ত হয়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
 ব্রহ্মা আদি স্তাবরাস্ত যত জীবগণ ।
 সবাকারে তিনাঞ্জলি করিবে অর্পণ ॥
 এইরূপে গঙ্গা পূজা কৈলে ভক্তিভাবে ।
 ইহকালে মুখে রবে অস্তে মুক্তি পাবে ॥
 ভগীরথ যবে গঙ্গা জগতে আনিল ।
 আগিবার কালে কিছু ব্রহ্মারে কহিল ॥
 গঙ্গা বলে অবনীতে করিব গমন ।
 ভারতভূমিতে মহাপাপী অগণন ॥
 পূর্বাপর ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার ।
 জলে নামি করিবে অনেক অত্যাচার ॥
 সে সকল পাপস্পর্শ হইলে আমার ।
 কলুষিত হবে বারি উপায় কি তার ॥
 ব্রহ্মা বলে শুন মাতা আমার বচন ।
 ভারতভূমিতে আছে সাধু ভক্তগণ ॥
 তারা আসি পরশ করিলে তব জল ।
 কলুষ ঘুচিবে বারি হইবে নির্যাস ॥
 দেশ কাল পাত্র ভেদে হবে সংশোধন ।
 স্বয়ং তুমি শুদ্ধভাবে হবে সর্বক্ষণ ॥
 তাহা শুনি গঙ্গাদেবী কৈল আগমন ।
 সগরসন্তানগণে উদ্ধার কারণ ॥
 কিন্তু রামেশ্বরে আছে তার নিদর্শন ।
 গঙ্গা জল দিলে উর্দ্ধে উঠে ত্রিলোচন ॥
 গঙ্গোত্তরী গঙ্গাজল পড়িলে মাথায় ।
 তুষ্ট হয়ে মহাদেব মস্তক বাড়ায় ॥
 ভারতভূমির জলে তাহা নাহি হয় ।
 উর্দ্ধদিকে নাহি উঠে নিয়ে ডুবি রয় ॥
 সেই জল মহা বেগে আসিছে সাগরে ।
 ভারতম্য কেন হয় ভাবহ অন্তরে ॥
 শিব কেন সন্তোষ না হয় এই জলে ।
 অণ্ডে নাহি জানে জানে ধাত্তিক সকলে ॥

চিন্ময়ী গঙ্গার জল চিনে জানীগণ ।
 ভক্তিভাবে করে তারা দর্শন স্পর্শন ॥
 অজ্ঞানী লোকেরা স্বার্থ সাধনার্থে যায় ।
 তাহাদের প্রতি মাতা ফিরিয়া না চায় ॥
 গং শব্দে পাপ আর গা শব্দে যায় ।
 সর্ষপাপ যা় জ্ঞান করিলে গঙ্গায় ॥
 কিন্তু যদি স্বেচ্ছাচারি হয়ে করে জ্ঞান ।
 পূর্বকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় অন্তর্দান ॥
 বিষণ্ণ আজ্ঞা হেতু তাতে জ্ঞান করা যায় ।
 নতুবা কাহার সাধ্য নামিতে তাহায় ॥
 যত্র করি ত্রিপুরারি ধরে যাহা শিরে ।
 বিচারিয়া নামিতে হইবে সেই নীরে ॥
 যদি সাধারণ জল বোধ করে তায় ।
 পুণ্য মুক্তি নাহি পায় নরকেতে যায় ॥
 বিষামৃত দুই আছে ভাগীরথীজলে ।
 যে যেমন পাত্র তার সেই মত ফলে ॥
 গঙ্গাকে ঠাকুর বলি জানে সর্বজন ।
 মুখে মাত্র মানে ব্যবহারে বিড়ম্বনা ॥
 ঠাকুরের অঙ্গে করে থুংকার ক্ষেপণ ।
 দস্তাদি ধাবন জলে বস্ত্র প্রক্ষালন ॥
 পুরীষ মূত্রাদি ত্যাগ ক্ষারাদি ব্রক্ষণ ।
 কেশ সংমার্জ্জন অণ্ড বাক্য আলাপন ॥
 এইরূপে অপরাধ করিবে যে জন ।
 কি করিতে পারে তার গঙ্গা নারায়ণ ॥
 মৃত্যুকালে গঙ্গাজলে হরিনাম লয় ।
 পাপে মুক্ত হইতে পারে ভবমুক্তি নয় ॥
 হস্তী সম জ্ঞানে যদি নিষ্পাপী হইত ।
 জম্বুদ্বীপ মাঝে কেহ পাপী না রহিত ॥
 পদ্মপুরাণেতে আছে গঙ্গাদেবী উক্তি ।
 আমার পবিত্র জলে জীব পাবে মুক্তি ॥
 যার পাদপদ্মে জন্ম হইল আমার ।
 তাঁর ভক্তে তাঁর নামে ঘেষ আছে যার ॥
 মাতা পিতা গাবী বিপ্রে হিংসা যে করিবে ।
 আমার জলেতে তার মুক্তি না হইবে ॥
 কিশ্বাশ্বাতকী ধূর্ত পরনারীহারী ।
 নিন্দুকান্ধিম্যানী অণ্ড জীবহত্যাকারী ॥

বিষয় মনেতে মত্ত মিথ্যা ব্যবহারী ।
 তাহাদের মুক্তিদাতা নহে মম বারী ॥
 পাপী পুণ্যবান যদি সমান হইবে ।
 তবে কেন ধার্মিকেরা ধর্ম আচরিবে ॥
 উভয়ের সম ফল হইতে না পারে ।
 পাপী সংশোধন হবে জন্ম জন্মান্তরে ॥
 নরিতে যে স্বাভাবিকী জ্ঞান বর্তমান ।
 স্বতঃজ্ঞান নহে তাহা বিষয়িনী জ্ঞান ॥
 স্বজ্ঞান শব্দের অর্থ বদ্ধ জ্ঞান নয় ।
 বদ্ধজ্ঞানে মুহূর্ত্ত হৈলে মুক্তি নাহি হয় ॥
 মুক্তি কারে বলে সাধারণে নাহি জানে ।
 জলে মুক্তি নাহি হয় বিনা ব্রহ্মজ্ঞানে ॥
 সাক্ষি স্বরূপ সালোক্য সামীপ্য সাযুজ্য ।
 সাধারণে তাহা কভু না হয় প্রযোজ্য ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণঃ—

আত্মা নদী সংযম পুণ্যতীর্থাঃ ।
 সত্যজলা শীলতটা দয়োন্নিঃ ॥
 তজ্জাভিষেকং কুরু নিত্যমেব ।
 ন বারিণা শুদ্ধতি চাস্তুরাজা ॥

অন্তে পদপ্রান্তে মোরে রেখো সুরধুনী ।
 সাধকগণের মুখে সদা ইহা শুনি ॥
 অন্তকালে সেই জলে ডুবাওয়া পদ ।
 অজ নরে মনে করে পাব মোক্ষপদ ॥
 শিব যাহা যত্নে করে মস্তকে ধারণ ।
 তাতে পদ দিয়া হবে পাপ বিমোচন ॥
 পদ পাব বলি অঙ্গে পদ সমর্পণ ।
 ইহাই কি মুমূর্ষুর মুক্তির সাধন ॥
 যে বেঁধেছে খাপাখাপে মুক্তি তাঁর করে ।
 তাঁরে ছাড়ি অজ নরে অন্য চেষ্টা করে ॥
 মুক্তির কেশবাদচ্ছেৎ শাস্ত্রের প্রমাণ ।
 বিনা জ্ঞানে কোন্ মুক্তি জলে বর্তমান ॥
 মুক্তিং দদাতি মুকুন্দং শাস্ত্রের ভারতি ।
 সেই বস্তু জব হয়ে হৈলা ভাগীরথী ॥
 মহাপাপী ছুরাচারী পরশ করিলে ।
 পাণ্ডে মুক্ত হয়ে স্বর্গে যায় অবহেলে ॥

কিন্তু নিত্য পাপ করে নিত্য গঙ্গাস্নান ।
 এ ছুই কার্যের কবে হবে অবসান ॥
 অতএব অজ্ঞানীর ত্রুত জ্ঞান দান ।
 অজ্ঞান-ধর্ম্মেতে তাহা হয় সমাধান ॥
 অমাবস্তা নিশাকালে কুজাটিকা যথা ।
 নিশায় মিশায় পাপীগণে পুণ্য তথা ॥
 যদি ইচ্ছা হয় পাপ করিতে কালন ।
 করিতে হইবে তবে জ্ঞান উপার্জন ॥
 গঙ্গা গঙ্গা স্মরণ করিল মুচিরাম ।
 কাষ্ঠপাত্রে আসি হৈল গঙ্গা অধিষ্ঠান ॥
 গঙ্গাজলে গুরুজ্ঞানী এক ভক্ত ছিল ।
 সবারে জানাতে গুরু জলে নামাইল ॥
 আজ্ঞা মানি চক্ষু মুদি জলে পদ দিল ।
 যথা পদ দিল তথা কমল ফুটিল ॥
 ফিরিয়া আইল পদ জলে না পড়িল ।
 প্রভাব দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য মানিল ॥
 জ্ঞানী অজ্ঞানীর ভেদ করহ বিচার ।
 জ্ঞান সূর্য্য সম আর অজ্ঞানান্ধকার ॥
 কেহ কহে দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি হয় ।
 গঙ্গা যথা আছে তথা পাপের কি ভয় ॥
 পতীতপাবনী গঙ্গা ভরসা আমার ।
 নিজগুণে এ পাপীর করিবে উদ্ধার ॥
 অজলোক বাক্য ইহা সত্য কভু নয় ।
 পরিণামে অনঙ্গতি তাহাদের হয় ॥
 স্বরাকৃত্ত শোধিতে না পারে তীর্থবারি ।
 সুপ্রসিক্ত এই বাক্য দেখহ বিচারি ॥
 আরাধনা বিনা যদি প্রসন্ন হইত ।
 জপ যজ্ঞ পূজাদির বিধি না থাকিত ॥
 আলোক না পায় লোকে অগ্নি না জ্বালিলে ।
 পুণ্যফল পাবে কোথা কার্য্য না করিলে ॥
 দেব তীর্থে দ্বিজে প্রাজে দৈবজে ভেষজে ।
 সেইমত ফল পায় যে ভাবে যে ভজে ॥
 সুবর্ণ স্নেহ পুষ্প ফলে রত্ন হবে ।
 কিন্তু শেষে বাম্ বাম্ শব্দ মাত্র পাবে ॥
 সুপ্তাসংহ মুখে যুগ কভু না প্রবেশে ।
 উদ্যোগী হইলে ফল পায় অনায়াসে ॥

ভাগ্য আর কালের অপেক্ষা যে করিবে ।
বিধি বিড়ম্বিল তারে নিশ্চয় ঠকিবে ॥
কোন ক্ষণে যায় প্রাণ পরম চঞ্চল ।
পদ্মপত্র জল সম করে টলমল ॥
অনিত্য এ মায়া কার্য্য করে নিরন্তর ।
নিজ কার্য্যে বিন্দুমাত্র নাহি অবসর ॥
কিং কর্ম্মং কিমকর্শ্মোতি কবয় মোহিত ।
মুঢ়গণে কি বুঝিবে নিজ হিতাহিত ॥

কলির কলুষাচ্ছন্ন সবার অন্তর ।
মনে ভাবে এ সকল গল্পের িতর ॥
সে কুবুদ্ধি কি প্রকারে যাবে সবা কার ।
পরমাত্মা না বুঝালে সাধ্য আছে কার ॥
বৈকুণ্ঠবিহারি পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
রচিল অধঃটান জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি গ্রন্থ লিখন ও গঙ্গা আগমন নবম সোপান ।

দশম সোপান ।

পদ্মাবতীশিক্ষা ও সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জীবচক্র বর্ণন ।

সদ্ধর্ম্মস্রাববোধায় যেযাং নির্বন্ধিনী মতি ।

অচিরাদেব কালে চ সিদ্ধিস্তেষামভীপ্সি ৩৭ ॥

জয় জয়দেব জয় পদ্মাবতী মতী ।
পরশর গদাধর রায় গণপতি ॥
পদ্মাবতী বলে দেব করি নিবেদন ।
সমাগরা বসুন্ধরা কি রূপে সৃজন ॥
বৈরাজ বিরাট জীব কোন তত্ত্ব হয় ।
কিরূপে পৃথিবী আছে কি তার আশ্রয় ॥
সূক্ষ্ম স্থূল দেহে মূল কর্তা কোন জন ।
কোন তত্ত্বে সৃষ্টি হৈল কহ বিবরণ ॥
কবি কহে মহাবিশ্ব পুরুষাবতার ।
চিৎস্বরূপা যোগমায়া প্রকাশ তাঁহার ॥
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি প্রধান কারণ ।
হিরণ্য অণু তাতে করি উৎপাদন ॥
ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে ব্যাপিয়া সংসার ।
ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি হয়ে করেন বিহার ॥
যে রূপে সৃজিল বিশ্ব তদুপকরণ ।
প্রহেলিকাছন্দে বলি শুন দিয়া মন ॥
“প্রাণের উপর জলের মরাই কাছিম সাপে ধরে
সাপের মাথায় হংসের ডিম্ব তাহে হরিণ চরে ।
ডিম্বের ভিতর চৌদ্দ ভুবন ডিম্বের রাজার তায়
সাপের মুখে ফুল ফুটেছে কর্তা বসে তায় ॥

সাধ করিয়া ঘর করেছে দ্বার করেছে মটা ।
ঘরের ভিতর ভূতের বাসা গালিম আছে ছটা ॥
ভূতের মুখে ফুলবাগিচে পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে ।
জলের ভিতর আণুণ দিয়ে বাউল দেখে চেয়ে ॥
ক্ষিপার কথায় হাতী পড়ে মা কড়সার ফান্দে
বিনা সূতে সর্বভূতে অলক্ষ্যেতে বান্ধে ॥
বোবা কয় কালা শুনে কাণা দেখে রঙ্গ ।
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে বিনা সাধুসঙ্গ ॥
মহত্ত্ব হৈতে বিশ্ব করি উৎপাদন ।
অন্তর্গত হয়ে লীলা করে জনার্দন ॥
গুণময়ী মায়া দ্বারা জ্ঞান আবরণ ।
করিয়া করেন সৃষ্টি স্থিতি সংহরণ ॥
কৃষ্ণলীলা চক্র ফিরে জ্যোতিষ্ক চক্র ঘায় ।
অংশ কলা পূর্ণলীলা সেই রূপে হয় ॥
জীবলীলা চক্র আছে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জীব তাহা না জানিয়া ॥
স্বতন্ত্র ভাবেতে আর অস্বাধীন ভাবে ।
লীলাচক্রে বদ্ধ সবে আপন স্বভাবে ॥
সুখ দুঃখ লাভালাভ কর্ম্ম অভিমান ।
দ্রব্য মৃত্যু জরা লীলাচক্রে বর্তমান ॥

কর্মবীজে বৃক্ষ হয় সেই কাণ্ডে ত ।
 চতুর্বিংশ খণ্ড তাহে এক যোগ করি ॥
 অসংখ্য শলাকা বিক্র করি সারি সারি ।
 পুয়ং নির্মাতা হৈল আরোহী কাণ্ডারী ॥
 অবলম্ব করি ভূতশক্তি কেরোয়াল ।
 অবিরাম প্রাণপণে বাহে চিরকাল ॥
 ভবমায়া জলে তরী ভাসিয়া বেড়ায় ।
 কালরূপ বায়ুযোগে যথা তথা ধায় ॥
 জলের তরঙ্গে সদা করে টলমল ।
 দুই ভিতে উঠে কটু লবণাক্ত জল ॥
 যত সিকে তত উঠে কভু না ফুরায় ।
 শান্তি নাহি পায় সদা করে হায় হায় ॥
 প্রয়োজন বশে সবে এ পারে বেড়ায় ।
 কোনো কোনো জন তার পর পারে যায় ।
 কিন্তু য দৈ নঙ্গর তুলিয়া বাহে তরী ।
 তবে নৌকা চলে পার হয় ভববারি ॥
 নতুবা যেখানে আছে সেইখানে থাকে ।
 বথা পরিশ্রম করে কুবুদ্ধি বিপাকে ॥
 কেহ গুণ টানি যায় কেহ যায় বেয়ে ।
 কেহ পাইলতরে কেহ স্রোতে ভাসাইয়ে ।
 বুদ্ধিমান যেই সেই তুফান কাটায় ।
 পার হয়ে তীরে গিয়া শান্তিধাম পায় ॥
 ইহা শুনি দেবী অতি সন্তোষ হইল ।
 ধর্মাদর্শ ভোগ কর্ম জিজ্ঞাসা করিল ॥
 শান্তমতি পদ্মাবতী কহে পতি প্রতি ।
 হরি না ভজিলে তার হয় কোন গতি ॥
 পুণ্যকর্ম আচরিলে চতুর্বিধ পায় ।
 সর্ব সুখ যদি মিলে ক্ষতি কিবা তায় ॥
 কবি কহে ভবমুক্তি তাহাতে না পায় ।
 পুণ্যফল ভোগ হেতু স্বর্গলোকে যায় ॥
 সুখময় ভোগচর্য করি আসাদন ।
 পুণ্যক্ষেয়ে মর্ত্যলোকে করে আগমন ॥
 শুভাশুভ কর্ম কভু কর্মে না ফুরায় ।
 চৌরাশীতি লক্ষ জন্ম ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
 পদ্মাবতী কহে দেব করি নিবেদন ।
 চৌরাশীতি লক্ষ জন্ম কহ বিবরণ ॥

কোন জন্ম কত লক্ষ করহ বর্ণন ।
 জানিয়া শুনিয়া কেন ভ্রমে জীবগণ ॥
 জয়দেব কহে দেবি করহ শ্রবণ ।
 যেক্রমে ভ্রম্যাণ্ডে জীব করিছে ভ্রমণ ॥
 জ্ঞানপথ হারাইয়া ক্রিয়াপথে চলে ।
 সর্ব অর্থ হরি লয় রিপু-দম্ব্যদলে ॥
 সেই কর্ম পুনঃ পুনঃ করে আচরণ ।
 যাতে হয় ক্রমে ক্রমে জ্ঞান আবরণ ॥
 কোন বস্তু এ দেহে করিছে বিচরণ ।
 তাহা নাহি জানে বিধে মুঢ় জীবগণ ॥
 হিতাহিত নাহি বুঝে মায়াযুক্ত মতি ।
 কর্মদোষে পুনঃ পুনঃ হয় অধোগতি ॥
 শ্রাবর যোনিতে বিংশ লক্ষ জন্ম হয় ।
 জলজন্তু জন্ম নব লক্ষ সূনিষ্ঠয় ॥
 একাদশ লক্ষ কীট অষ্ট পতংগেতে ।
 দশ লক্ষ জন্ম হয় পক্ষী-নিচয়েতে ॥
 পশু হয়ে দ্বাবিংশতি লক্ষ হয় জন্ম ।
 তবে ক্রমে ক্ষয় হয় পূর্ণকৃতকর্ম ॥
 দ্বিলক্ষ জনম হয় কদর্য্য মানুষে ।
 মায়াযুক্ত লক্ষদয় হয় অংশেষে ॥
 তন্মধ্যে দ্বাদশ বার সংশুদ্ধে যায় ।
 এক বার লোকগুরুলেতে জন্ম পায় ॥
 তাতে যদি মুক্তি হেতু চেষ্টা নাহি করে
 পুনঃ কর্মবশে চৌরাশীতি লক্ষে ফেরে
 এইরূপে করে নানা যোনিতে ভ্রমণ ।
 ইহাকেই জীবচক্র কহে বুধগণ ॥

সাধু ও অসাধুর লক্ষণ ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায় ।
 তার মতে প্রবেশিলে ভ্রম দূরে যায় ॥
 সাধুর লক্ষণ, অনাসক্ত সদাচারি ।
 নিরোহ নির্দাম শান্ত পরহিতকারী ॥
 ভক্তিরস ভিন্ন অন্য আলাপ বিহীন ।
 তর্ক বিতর্কাদি শূন্য স্বভাবত দীন ॥
 প্রতিগ্রহ নাহি করে প্রতি ঘরে ঘরে ।
 হরিসেবা লাগি মাত্র অঙ্গ চেষ্টা করে ॥

অনাশ্রিত কৰ্মফলে কার্যাবোধে করে ।
সেই ন্যাসী যোগী ঋষি ভক্ত নাম ধরে ॥
কৃষ্ণনাম প্রেমরস সদা করে পান ।
এ লক্ষণ যাতে সেই সাধুর প্রধান ॥
সাধুবেশধারী আছে অজ্ঞানীর দল ।
বাছিয়া লইতে হবে আসল নকল ॥
মলরাশি পরিপূর্ণ কলসী যেমন ।
গাত্র ধৌত করি করে চন্দন লেপন ॥
ধর্ম আবরণে ঢাকি পাপ-কলেবরে ।
বচনেতে বিজ্ঞ হয়ে ভ্রমে ঘরে ঘরে ॥
কপটী চতুর ধূর্ত প্রবন্ধনাকারী ।
স্বভাবে চিনিতে হবে অন্তরে বিচারি ॥

নিত্যতত্ত্ব বিবরণ ।

দেবী কহে সর্ববস্তু কালে ধ্বংস হয় ।
কোন বস্তু নিত্য আছে ধ্বংসশীল নয় ॥
কবি কহে পঞ্চবিধ চির-বর্তমান ।
প্রলয়েতে সূক্ষ্মরূপে করে অবস্থান ॥
ঈশ্বর প্রকৃতি জীব কৰ্ম আর কাল ।
কল্লাবধি থাকে হয়ে একরে মিশাল ॥
ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ নিত্য বৈকুণ্ঠের পতি ।
ঈশ্বর তাঁহার নাম অচিন্ত্য শক্তি ॥
বিষয়ে বিরতি যার তারে কহি শিব ।
বিষয় জীবন যার তারে কহি জীব ॥
দেহাভিনিবেশে বদ্ধ আত্মা চতুষ্ঠয় ।
শিবভাব হারাইয়া জীবভাবে রয় ॥
কার্য উৎপাদিকা শক্তি তারে কহি মায়া ।
কায়ার সহিত যেন সন্মিলিত ছায়া ॥
বিশ্বের কলনকারী কাল তার নাম ।
অলক্ষ্যেতে সঞ্চালন করে অবিরাম ॥
মনো বাগীন্দ্রিয় দ্বারা কৃত হয় যাহা ।
সদসৎ ভেদে বহু কৰ্ম হয় তাহা ॥
এই পক্ষে স্কুল দেহ করি উৎপাদন ।
ভব মাঝে করে সদা গমনাগমন ॥
নিজ তত্ত্ব যাবৎ না হয় বিজ্ঞাপন ।
তাবৎ উৎপন্ন হয় বিবিধ ব্যসন ॥

দেবী কহে ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ নারায়ণ ।
ষড়ৈশ্বর্য কিবা তার কহ বিবরণ ॥
কবি কহে ক্ষয়োদয় রহিত চিন্ময় ।
ভগবত্তা থাকি হেতু ভগবান কয় ॥
বৈরাগ্য সমগ্র বীৰ্য্য যশঃ শ্রীঃ জ্ঞান ।
বৈকুণ্ঠ ঐশ্বর্য এই ষড়বিধাখ্যান ॥
ইহা যার আছে তাঁর পূর্ণব্রহ্ম নাম ।
ত্রুটি যদি থাকে তবে অংশ কলাখ্যান ॥

মধু কৈটভের রূপান্তর বর্ণন ।

দেবী কহে শ্রীবৈকুণ্ঠ জ্ঞানময় স্থান ।
জয় বিজয়ের কেন ভ্রংশ হৈল জ্ঞান ॥
প্রকৃতি রহিত ধামে মোহ কেন হৈল ।
ঋষগণে বেত্র দ্বারা দ্বারেতে রাখিল ॥
কবি কহে দেবি তার শুন বিবরণ ।
মধু আর কৈটভ অম্বর দুই জন ॥
কল্প অন্তে ব্রহ্মার অঙ্গেতে তারা ছিল ।
কল্পের আদিতে পুনঃ বাহির হইল ॥
সৃষ্টির নিমিত্ত বিধি ধ্যানেতে বসিল ।
‘দুই নাসারক্ত হৈতে দৌহে নিকশিল ॥
ক্রমে ক্রমে দুই দেহ বাড়িতে লাগিল ।
ঘোরতর গর্জনেতে কটাহ ভেদিল ॥
আরক্তনয়নে দৌহে চারিদিকে চায় ।
ব্রহ্মা বিনা আর কারে দেখিতে না পায় ॥
ব্রহ্মার জিজ্ঞাসে কহ তুমি কোন জন ।
আমা দৌহাকারে কেবা করিল সৃজন ॥
কে আমরা দুই জনে হিলাম কোথায় ।
কোন কার্য সাধিবারে আনিল এথায় ॥
তুমি বিনা এথা আর নাহি অন্য জন ।
পূর্বে কোথা ছিলে কহ তার বিবরণ ॥
পদ্মোপরি একা করিতেছ অবস্থান ।
কোন কার্য হেতু হৈল তব উপাদান ॥
জলরাশি উপরে ভাসিছে এই ফুল ।
জান কি কোথায় আছে এ পদ্মের মূল ॥
হিরণ্ময় নলিনী যে করেছে সৃজন ।
এ তিন জনের সৃষ্টিকর্তা সেই জন ॥

জলমাঝে ভাসাইয়া লুকাল কোথায় ।
 খাইতে কে দিবে মরি ক্ষুধার জ্বালায় ॥
 অবিলম্বে কর তুমি তার বিবরণ ।
 নতুবা তোমারে দৌহে করিব ভক্ষণ ॥
 এত বলি দৌহে মিলে ধরিতে চলিল ।
 দেখিয়া বিধির মনে ভয় উপজিল ॥
 ব্রহ্মা কহে তাঁর তত্ত্ব মোর অগোচর ।
 অন্বেষণ কর পাবে জলের ভিতর ॥
 কে আমরা কোথা হৈতে আসিয়াছি এথা ।
 এ তত্ত্ব বিদিত হবে শীঘ্র যাহ তথা ॥
 এত বলি পিতামহ ধ্যানস্থ হইল ।
 আত্মাবলোকন করি ভয় নিবারিল ॥
 তাঁর বাক্য অনুসারে তারা দুই জন ।
 লক্ষ দিয়া জলে পড়ি করে অন্বেষণ ॥
 তলাতল সত্যলোক অবধি সে জল ।
 বাতাসাতে উঠে উগ্নি পরম প্রবল ॥
 অগাধ সলিলে দৌহে করে সন্তরণ ।
 কভু ডুবে কভু ভাসে মহা হৃষ্ট মন ॥
 দুই মহা অশুরের দেখি ব্যবহার ।
 মনে মনে ভাবে ব্রহ্মা উপায় তাহার ॥
 যদি এথা করে দৌহে পুনরাগমন ।
 বেদময় দেহ মোর করিবে ভক্ষণ ॥
 যে নিমিত্ত প্রভু মোরে সৃজন করিল ।
 এ শরীরে সে সকল কৃত্য না হইল ॥
 এত ভাবি ব্রহ্মা তাঁর করিল স্মরণ ।
 কোথা আছ রক্ষা কর প্রভু নারায়ণ ॥
 মনে ছিল ত্রিজগৎ করিব সৃজন ।
 প্রতিবাদী হৈল তাহে এই দুই জন ॥
 তবে কেন প্রভু মোরে কৈলে উৎপাদন ।
 না পারি নু তব কার্য্য করিতে সাধন ॥
 এত বলি ব্রহ্মমন্ত্র করি উচ্চারণ ।
 অগত হইয়া চিন্তে ব্রহ্মসনাতন ॥
 স্মরণ প্রভাবে হরি প্রত্যক্ষ হইল ।
 হয়গ্রীব রূপে জলে ভাসিয়া উঠিল ॥
 ঘোরতর চিৎকার করিল নারায়ণ ।
 শব্দ শুনি শুক হয়ে করে নিরীক্ষণ ॥

কহিছে অশুরদয় তুমি কোন জন ।
 হয়গ্রীব কহে আমি দেব নারায়ণ ॥
 তোমা দৌহে বধিবারে মম আগমন ।
 তোমাদের মেদে হবে মেদিনী সৃজন ॥
 শুনি মধু-কৈটভের ক্রোধ উপজিল ।
 দ্রুতবেগে গিয়া হয়গ্রীবেরে ধরিল ॥
 পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম হইল ।
 কহে কারে পরাজয় করিতে নারিল ॥
 তিন জনে যুদ্ধ করে জলের উপরে ।
 কাল গত হৈল কত সংখ্যা কেবা করে ॥
 কোতুক দেখিতে হরি হরিতে লুকায় ।
 হরিতে খুঁজিয়া দৌহে হরিকে না পায় ॥
 ভিতরে বাহিরে বহু করি অন্বেষণ ।
 পরিশ্রান্ত হয়ে দৌহে ভাবে মনোমন ॥
 কোথা লুকাইল হয়গ্রীব নারায়ণ ।
 পাইলে এখনি তারে করিব নিধন ॥
 অশুর স্বভাবে তাঁরে খুঁজিয়া না পায় ।
 নিকটে আছেন কিন্তু দেখা নাহি যায় ॥
 হুঙ্কার গর্জ্জন করি ডাকে দুই জন ।
 জল মাঝে ইতস্ততঃ করে অন্বেষণ ॥
 মনে ভাবে প্রাণভয়ে কৈল পলায়ন ।
 অথবা ডুবিয়া জলে ত্যজিল জীবন ॥
 নানারূপ অনুমান করে দুই জন ।
 হেনকালে জলে ভাসি উঠে নারায়ণ ॥
 দেখিয়া আনন্দে দৌহে দ্রুতবেগে যায় ।
 কহে বা চরণে ধরে কহে বা গ্রীবায় ॥
 পরস্পর ধরাধরি করি তিন জন ।
 জলের উপরে পুনঃ করে মহা রণ ॥
 কভু অন্তরীক্ষে যুবো কভু যুবো জলে ।
 হস্তে হস্তে পদে পদে কভু ধরে গলে ॥
 এইরূপে যুদ্ধলীলা করি কতক্ষণ ।
 দীর্ঘাকার রূপ ধরিলেন নারায়ণ ॥
 পর্বত সদৃশ নবধন শ্যাম কায় ।
 জলের উপরে বসি ভাসিয়া বেড়ায় ॥
 দুই দিকে দুই জনে করিছে গ্রহার ।
 ভৃত্যগণে করে যেন গাত্র সংস্কার ॥

যথাশক্তি উভয়ে করিয়া মহামার ।
 পরিশ্রান্ত হয়ে ভাবে না পারিব আর ॥
 মহাবীর বলি মনে ছিল অভিমান ।
 দর্প খর্ব্ব হয়ে দৌহে হৈল ম্রিয়মান ॥
 যুদ্ধ ত্যাগ করি কহে অশুরপ্রবর ।
 সন্তোষ হয়েছি বিষ্ণু লহ তুমি বর ॥
 হরি কহে এই বর করহ অর্পণ ।
 অবিলম্বে দেহ ত্যাগ কর দুই জন ॥
 অসীম সাহস বল তোমা দৌহাকার ।
 মোর সহ যুদ্ধ করে হেন সাধ্য কার ॥
 সন্তোষ হয়েছি বর করহ গ্রহণ ।
 যাহা বাঞ্ছা কর তাহা করিব অর্পণ ॥
 তারা কহে সৃষ্টিকার্য্যে এ দেহ লাগিবে ।
 ইহার অধিক বর আর কিবা দিবে ॥
 আমাদের মেদে হবে মেদিনী সৃজন ।
 কৃতার্থ হইলু শুনি তোমার বচন ॥
 নগর দেহেতে হবে স্মমহং কার্য্য ।
 ইহা হৈতে ক্ষুদ্র মানি সুরলোক-রাজ্য ॥
 তবে যদি বর দিবে আমা দুই জনে ।
 রাখিবে বৈকুণ্ঠধামে নিজ সন্নিধানে ॥
 তথাস্ত বলিয়া হরি দৌহে দিল বর ।
 দিব্য দেহে যাহ দৌহে বৈকুণ্ঠনগর ॥
 আমিভো অজেয় মোরে করিয়াছ জয় ।
 এ হেতু দৌহার নাম জয় ও বিজয় ॥
 পরস্পর যুদ্ধ আশা না হইল পূর্ণ ।
 সত্যযুগে তিন জনে হব অবতীর্ণ ॥
 তোমাদের সহ যুদ্ধ হইবে আমার ।
 যে লীলা শুনিয়া লোকে হবে চমৎকার ॥
 শুনিয়া অশুরদ্বয় সন্তোষ হইল ।
 সবিনয়ে ভগবানে জিজ্ঞাসা করিল ॥
 মধু কহে নারায়ণ করি নিবেদন ।
 রূপা করি কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ ॥
 পূর্ব্বকল্পে কোথার ছিলাম দুই জন ।
 কিরূপে হইল আমা দৌহার জনম ॥
 যুদ্ধকার্য্যে কি লাগিয়া হইল প্রবৃত্তি ।
 বুঝিতে না পারি কিছু আপন প্রকৃতি ॥

তব দ্বারে দ্বারপাল হয়ে দুই জনে ।
 তোমার সহিত যুদ্ধ করিব কেমনে ॥
 হরি বলে যুদ্ধলীলা হইবে যখন ।
 পরস্পর ভাবান্তর হইবে তখন ॥
 যুদ্ধ অন্তে চিদাকারে চতুর্ভুজ হবে ।
 সুখময় ধামে স্তখে চিরকাল রবে ॥
 কে তোমরা তোমাদের পূর্ব্ব বিবরণ ।
 দিব্যজ্ঞানে সেইকালে হইবে শ্রবণ ॥
 এত বলি জ্ঞান ভক্তি দৌহাকারে দিল ।
 দেহ ত্যাগ করি জলে বৈকুণ্ঠে চলিল ॥
 বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল হৈল দুই জনে ।
 শ্রীজয় বিজয় নাম বিখ্যাত ভুবনে ॥
 শ্রীহরির বরে দৌহে বৈকুণ্ঠ পাইল ।
 আশুরি স্তাব মায়া অন্তরে রহিল ॥
 ঋষিশাপে তথা হৈতে পতন হইল ।
 তিন যুগ হরি সহ সংগ্রাম করিল ॥
 যুদ্ধ অন্তে হরিধামে থাকে দুই জন ।
 লীলাকালে পুনঃ ভবে করে আগমন ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি হয়ে অবতার ।
 এইবার করিবেন দৌহারে উদ্ধার ॥
 চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে নিত্যধামে রবে ।
 এ ভব সংসারে আর আসিতে না হবে ॥
 শুনি পদ্মাবতী মনে হয়ে চমৎকার ।
 আনন্দে ধরিয়া পদ কৈল নমস্কার ॥

— —

গুরুবস্ত-তত্ত্ব-নিরূপণ ।

দেহস্থং সর্ববিদ্যা চ দেহস্থং
 সর্বদেবতা । দেহস্থং সর্ব-
 তীর্থানি গুরুবাক্যেন লভ্যতে ॥

দেবী কহে দয়াময় করি নিবেদন ।
 রূপা করি কহ গুরুবস্ত বিবরণ ॥
 জয়দেব বলে তাহা শুন দিয়া মন ।
 সজ্ঞেপে কহিব কথা দিয়া আবরণ ॥
 গুরুবস্ত আগে কেবা নহে অভিজ্ঞ ।
 ভাবকে বুঝিবে ভাব অণ্ডে অসম্ভব ॥

আনন্দ চিন্ময়রূপ রসের সাগর ।
 নবধনশ্যাম আভা পুরুষ অক্ষর ॥
 অধোগুণ কূটপদো স্থিতি নিরন্তর ।
 অন্তর্যামী আত্মারাম সর্ব পরাং পর ॥
 বিলাস বিভবানন্দ জীব অগোচর ।
 সর্ব প্রাণী তাঁর সেবা করে নিরন্তর ॥
 কেহ বা তাঁহাকে বলে মানুষরতন ।
 সহজ মানুষ তাঁকে বলে কোনো জন ॥
 মধুর মুরতি কিন্তু অলক্ষ্য সবার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর বিলাস আধার
 সর্বেন্দ্রিয়ে পরিচর্যা সাধন তাঁহার ।
 সাধকগণের সাধ্য সাধনের সার ॥
 সাধিতে সাধন যদি ভিন্ন ভাবে রয় ।
 চিরকাল সাধিলেও সিদ্ধ নাহি হয় ॥
 যোগী শাস্ত্রী কপ্তি জানী নাহি পায় জ্ঞানে ।
 শ্রেষ্ঠ ভক্ত বিনা সাধারণে নাহি জানে ॥
 তত্ত্বজ্ঞান হীন ভক্ত সাধুবাচ্য নয় ।
 গুরুবস্ত্র চিনে যেই সেই গুরু হয় ॥
 গুরুবস্ত্র করে বলে কোথা তাহা রয় ।
 ব্রহ্মা বিষু শিব শক্তি সদা অব্যয় ॥
 ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে বাহির অন্তরে ।
 চিনিলে বুঝিতে পারে নতুবা অন্তরে ॥
 খুঁজিলে সে গুরুবস্ত্র পাওয়া নাহি যায় ।
 অকিঞ্চন হৈলে পায় গুরুরূপায় ॥
 হরি গুরু আত্মতত্ত্ব একই স্বরূপ ।
 দৈতবুদ্ধি যাবৎ তাবৎ তিন রূপ ॥
 গুরু রক্ত কৃষ্ণ গীত বর্ণেতে বিহরে ।
 প্রবর্তাদি সিদ্ধাবধি চারি মুঠ ধরে ॥
 “গুরুবস্ত্র হয় জগৎ কারণ ।
 গুরুবস্ত্র হয় মাধুর্য সাধন ॥
 গুরুবস্ত্র হয় ত্রিভুবনসার ।
 গুরুবস্ত্র বিা নাহি কিছু আর ॥
 গুরুবস্ত্র ধন পরম রতন ।
 গুরু বিনা তার না জানে যতন ॥
 গুরুবস্ত্র এই বিশ্ববস্ত্র সব ।
 গুরুবস্ত্র বিনা সবে হয় শব ॥

গুরুবস্ত্র ধন সাধে যেই জন ।
 গুরুতে তাহাতেই অভদ্র জীবন ॥
 গুরুবস্ত্র তক নীতল ছায়ায় ।
 গুরুভক্তগণ সতত যুডায় ॥
 গুরুবস্ত্র সদা যার ব্যবহার ।
 তার করণ বেদ বেদান্ত পার ॥
 গুরুবস্ত্র চিনিলে না থাকে ভয় ।
 যথা যায় তার তথা হয় জয় ॥”
 গুরুবস্ত্র সাধকে গুরুতে ভিন্ন নয় ।
 আত্মীতে সূর্য্য যেন প্রকটিত হয় ॥
 শ্রীগুরু সাধনে যার লোভ উপজিবে ।
 রাগানুগামার্গে তারে সাধিতে হইবে ॥
 গুকারাক্ষকার আর রুকার নিরোধ ।
 অক্ষকার নাশ হৈলে থাকে এক বোধ ॥
 অজ্ঞানের জ্ঞান গুরু সর্বশাস্ত্রে কর ।
 যার আছে সেই পূজ্যতম গুরু হয় ॥

সাধনতত্ত্ব কথন ।

গুরু স্থানে যদি সম্ভরণ শিক্ষা করে ।
 শ্রীগুরু-সাধনসিদ্ধি অবহেলে তরে ॥
 বাধাক্ষয় বিনা ইষ্ট তত্ত্ব নাহি আর ।
 গোপীযন্ত্রে মূলমন্ত্রে সাধন তাহার ॥
 স্বরোদয় অনুসারে পবনবিজয় ।
 করিতে পারিলে তবে অধিকার হয় ॥
 চন্দ্র পক্ষ নেত্র বেদ চৌগুণ সাধিবে ।
 স্তম্ভনেতে তারানাথে দেখিতে পাইবে ॥
 মযোনি অযোনি আর সহজ মানব ।
 সটলে অটলে নহে সহজে সম্ভব ॥
 আত্মারাম যারা তারা সহজে সাধিবে ।
 অজ্ঞ-ভক্ত কামাসক্ত বিপাকে পড়িবে ॥
 সর্পের মাথায় ভেকে নাচাতে হইবে ।
 সর্পবিহ্বা না জানিলে দংশন করিবে ॥
 অগ্নি হয়ে অগ্নিতে প্রবেশে সাধুগণ ।
 একাত্মতা হেতু দেহ না হয় দাহন ॥
 সিদ্ধি মাথি বিষপানে না যায় জীবন ।
 যেকপে অমৃত হয় কহি প্রকরণ ॥

আকাশ হইতে বায়ু করি আকর্ষণ ।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তিনে করিয়া ধারণ ॥
শুরুপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ ত্রিংশৎ তিথিতে ।
আপাদ মন্ত্রকাবধি হইবে সাধিতে ॥
অষ্টমীতে যদি পায় কৃষ্ণা একাদশী ।
তৃতীয়াতে অমাবস্তা লুপ্ত থাকে শশী ॥
দিবসে চাঁদের আলো প্রভাত হওয়া ভার ।
দিবা নিশি রবি শশি তবু অন্ধকার ॥
আলো আর অন্ধকার এক স্থানে থাকে ।
অমাবস্তা ভেদ কৈলে পৌর্ণমাসী জাগে ॥
মেঘের বিদ্যাৎ আর চন্দ্রের কিরণ ।
বাম করে উভয়েরে করিয়া ধারণ ॥
অগণন তারাগণ মিশাইয়া চাঁদে ।
তড়িতে ধরিতে হয় অশ্বরের ফাঁদে ॥
নবঘন বর্ষে ঘন তড়িৎ উপরে ।
ভূমে না পড়িয়া যায় পরব্যোমপরে ॥
নীয়ে অতি বেগবতী নদী বেগে ধায় ।
পান করি কেহ উঠে কেহ ভেসে যায় ॥
অবলম্ব করি নিজ গুরুরূপাবল ।
অগস্ত্যের সম শোষে সাগরের জল ॥
সিঞ্চু মরে পিপাসায় অগ্নি মরে শীতে ।
বায়ু মরে গ্রীষ্মভরে নভঃ প্রকৃতিতে ॥
কিন্তু এক দেশে সাধে অন্য দেশে ভাসে ।
গোশালার গাভী তার গ্রাস করে ঘাসে ॥
দামোদরে সেতু ভেঙ্গে দেশ ভেসে যায় ।
কেহ বাঁচে কেহ মরে প্রবল বণায় ॥
যোগমায়া গন্ধকালী করিলে সাধন ।
জগত ডুবিলে তাহে না হয় মরণ ॥
পবন আশ্রয় করি থাকে শূন্যভরে ।
কামানেতে অগ্নি দিয়া জলে যুদ্ধ করে ॥
অন্তরে প্রকৃতি মুখ্য বাহ্যে পুংসাকার ।
স্বসভাবে সদা মগ্ন হীন পুংসাচার ॥
অধুমক্ষিকার চ্যাম করিয়া চয়ন ।
চৌয়টি রশের করে একত্রে মিলন ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয় ।
শরযোগে রসে মিশাইয়া সমুদয় ॥

ছুই পাত্রে সমভাবে জ্বলে চড়াইয়া ।
ক্রমে স্তম্ভুর করে প্রগাঢ় করিয়া ॥
রসোপকরণ সদা রসে যোগ করে ।
নিরন্তর গীয়ে কিন্ত পেট নাহি ভরে ॥
মাধুর্য্যের মাদকতাকর্ষে মনে প্রাণে ।
অভিভূত প্রায় সদা থাকে এক ধ্যানে ॥
ঘাটে মাঠে বনে পথে অন্তরে সাধন ।
যার হয় তারে বলে সাধক স্তম্ভুর ॥
ভাবের আবেশে দেখে দিব্যনেত্রে চেয়ে ।
চিত্রপটে নৃত্য করে অপরূপ মেয়ে ॥
তার অন্তর্গত রূপ করিয়া আশ্রয় ।
দাস্ত্রভাবে সেবারসে প্রেম আশাদয় ॥
এই তত্ত্ব অন্তের গোচর না হইবে ।
নিত্যের সাধক বিনা বুঝিতে নারিবে ॥
বিবর্ত নিগূঢ়তত্ত্ব বংশীশিলাসার ।
গুরু না শিখালে সাধে সাধ্য আছে কার ॥
কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসে বিমল-চিত্ত যার ।
সাধ্য সাধনাদি তত্ত্ব করতলে তার ॥

হরিকথার নানাবিধ প্রশ্ন ।

করযোড়ে দেবী কহে শুন দয়াময় ।
অবশেষ আছে কিছু জিজ্ঞাস্ত বিষয় ॥
অদৃশ্যে ভাবনা নাশ্তি দৃশ্য নিত্য নয় ।
অবর্ণ্য ঈশ্বর ধ্যান কি প্রকারে হয় ॥
সদসৎ দৃশ্যাদৃশ্য সব ব্রহ্মময় ।
ভ্যজ্য গ্রাহ্য ভেদে কার্য্য কি লাগিয়া হয় ॥
নিরাকার শব্দব্রহ্ম সাকার হইয়া ।
কিরূপে করিছে কার্য্য সবারে মোহিয়া ॥
ভূতশক্তি মায়া আর প্রকৃতি পুরুষ ।
অমোনি সযোনি আর সহজ-মানুষ ॥
দেহাত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা তিন রূপ ।
আত্মারাম আত্মারামেশ্বরের স্বরূপ ॥
কিরূপে উৎপন্ন হয় কোথা কার বাস ।
কোন কার্য্যে আছে কহ করিয়া প্রকাশ ॥
রজঃ বীজ প্রাণবায়ু তিনের মিলনে ।
কেমনে উৎপত্তি তাহে হয় জীবগণে ॥

জীব যদি স্বভাবতঃ হয় নিরাকার ।
 পুণ্য জন্মে বদ্ধ হয় কারণ কি তার ॥
 আদি অন্ত কিবা তার কোথায় সে রয় ।
 কি প্রকারে গর্ভপিণ্ডে সংযোগ বা হয় ॥
 মাতা পিতা অনুরূপ দেহের গঠন ।
 কেবা করে কি প্রকারে বাড়ে অনুক্ষণ ॥
 যার দেহ সে তাহার না জানে সন্ধান ।
 জ্ঞানময় সত্য কিন্তু নাহি কোনো জ্ঞান ॥
 এক উপাদানে সর্বদেহের জনন ।
 আকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন হয় কি কারণ ॥
 স্ত্রী-পুরুষ নপুংসক ভেদেতে গঠন ।
 স্বভাবতঃ হয় কিম্বা গড়ে কোনো জন ॥
 সার্কি তিন কোটী শিরা অষ্ট ধাতুচয় ।
 যথাস্থানে কি প্রকারে সম্মিশ্রণ হয় ॥
 মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার তার অন্তর্গত ।
 কি প্রকারে থাকে হয়ে সুখ দুঃখে রত ॥

আকাশাদি ভূতের বিকৃতি নাহি হয় ।
 ভূতময় দেহ কেন চিরস্থায়ি নয় ॥
 দেহধারী মানবের দুঃখে কাল যায় ।
 হেন লীলা করি হরি কোন্ সুখ পায় ॥
 শুনি কবির মনে সন্তোষ হইল ।
 যাহা জিজ্ঞাসিল তার উত্তর করিল ॥
 এইরূপে কৃষ্ণকথারসে ছুই জন ।
 দিবা নিশি আছে সুখসাগরে মগন ॥
 এ সকল প্রশ্নের উত্তর না লিখিলু ।
 সংসঙ্গে প্রসঙ্গ হেতু অপেক্ষা রাখিলু ॥
 দিবা নিশি ইহা যেই স্মরণ করিবে ।
 এ সকল প্রশ্নোত্তর অন্তরে স্মরিবে ॥
 শ্রীহরিচরণপদ্ম হৃদে করি ধ্যান ।
 দ্বিজ অধরটাদ কহে জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি জয়দেব পদ্মাবতীর হরিকথা প্রশ্নোত্তর ও জয় বিজয় উপাখ্যান
 দশম সোপান ।

একাদশ সোপান ।

নীলাচল গমনোপলক্ষে ভক্তগণের মিলন ।

হরিভক্তিরসাস্বাদাস্বাদিতা যে নরোত্তমঃ ।

নমস্কারাম্যহং তেষাং তৎসঙ্গ মুক্তিভাক্ ভবেৎ ॥

জয় জয়দেব দ্বিজকুলসিদ্ধুইন্দু ।
 পিপাসী চকোরে দেহ ভক্তিসুধাবিন্দু ॥
 গঙ্গা আগমন কথা প্রচার হইল ।
 বহু দেশ হৈতে তথা বহু লোক আইল ॥
 জ্ঞান দান করি করে মাধব দর্শন ।
 কত আইসে কত যায় না হয় গণন ॥
 ভবভীত মোক্ষাকাঙ্ক্ষি ছিল যত জন ।
 শিষ্য হয়ে সাধুপদে লইল শরণ ॥
 তাঁর উপদেশে সবে হৈল ভক্তিমান ।
 বিষয় বাসনা গেল পাইল দিব্যজ্ঞান ॥

প্রবর্ত সাধক কত আসিয়া মিলিল ।
 তত্ত্ব জানাইয়া সবে কৃতার্থ করিল ॥
 যশঃরাশি পৌর্ণমাসী চন্দ্রের কিরণে ।
 আলোকে সকল লোকে প্রফুল্লিত মনে ॥
 কত দেশ হৈতে কত করে আগমন ।
 বিচার করিয়া করে সংশয় ভঞ্জন ॥
 এথা নীলাচলে জয়তীর্থ ঋষিবর ।
 শিষ্য সনে বাস কৈল এক সম্বৎসর ॥
 রাজা তাঁরে যত্ন করি ভবনে রাখিল ।
 ভক্তসঙ্গ পেয়ে ঋষি সন্তোষ হইল ॥

নিত্য তথা হরিকথা কহিতে লাগিল ।
 শুনিয়া সবার মনে আনন্দ বাড়িল ॥
 গোড়বাগী ভক্তাখ্যান করিতে বর্ণন ।
 প্রসঙ্গে কহিলা জয়দেব বিবরণ ॥
 তাঁর মুখে তাঁর কথা শুনি ধর্মসেতু ।
 বাসনা হইল মনে দরশন হেতু ॥
 রাজা কহে ঋষিরাজ করি নিবেদন ।
 কৃপা করি কহ তাঁর চরিত্র কেমন ॥
 কোথায় বসতি করে কোন বংশধর ।
 কোন সাধনেতে সিদ্ধ হৈল কবির ॥
 শুনি ঋষিবর মনে সন্তোষ হইল ।
 জয়দেব উপাখ্যান কহিতে লাগিল ॥
 শুন রাজা মন দিয়া চরিত্র তাহার ।
 কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ভক্তাবেশ অবতার ॥
 পুণ্যক্ষেত্র বীরভূমে কেন্দুলীনগর ।
 অজয়ের পারে জয়দেব কবির ॥
 পাণ্ডিত্যে ভারতকবি করিয়াছে জয় ।
 দিগ্বিজয়ী তার কাছে মানে পরাজয় ॥
 ভক্তিশাস্ত্রে হইয়াছে সর্বত্র বিজয় ।
 কবিদলে সবে বলে জয়দেবের জয় ॥
 ভক্তাবেশ অবতার বলে ভক্তগণে ।
 জগন্নাথ কৃপাপাত্র জানে জগজ্জনে ॥
 শিষ্ঠ শান্ত সাধক সুশীল গুণধর ।
 অপ্রাকৃত গুণখনি সিদ্ধ কলেবর ॥
 নিজকৃত রসগ্রন্থ অপূর্ব বর্ণন ।
 ভক্ত বিনা সে ভাব না বুঝে অশ্রু জন ॥
 খণ্ডিত বর্ণন কালে সন্দেহ হইল ।
 বিচার করিয়া ধার্য্য করিতে নারিল ॥
 উভয় সঙ্কটে পড়ি ভাবিতে লাগিল ।
 শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া ছলে লিখিয়া রাখিল ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ নাম রাখিয়াছে তার ।
 জগন্নাথে শুনাইয়া করিবে প্রচার ॥
 বিবাহার্থে জগন্নাথ কন্যা পাঠাইল ।
 প্রত্যাখ্যান করি শেষে স্বীকার করিল ॥
 একমুখে কত কথা করিব বর্ণন ।
 সাক্ষাতে জানিবে তাঁরে কর আনয়ন ॥

নীলাচল হইতে রাজদূতের আগমন ।

শুনি রাজা অবিলম্বে পত্র পাঠাইল ।
 দুই জন অশ্বারোহী বাহক চলিল ॥
 চরণতুলসী মালা প্রসাদ লইয়া ।
 কত দিনে বর্দ্ধমানে উত্তরিল গিয়া ॥
 রাজ-সন্তোষ করি কেন্দুলী আইল ।
 প্রণমিয়া পত্র লয়ে কবিরে দিল ॥
 পত্রিকা লইয়া সাধু পড়িয়া দেখিল ।
 বিনয় করিয়া রাজা যাইতে লিখিল ॥
 জগন্নাথ কৃপাপাত্র তুমি মহাজন ।
 কন্যা পাঠাইল প্রভু বিবাহ কারণ ॥
 এতাদৃশ কৃপা কোনো শাস্ত্রে নাহি শুনি ।
 অন্তরঙ্গ প্রিয়ভক্ত নিশ্চয় আপনি ॥
 রাজাগণ মুখে তব শুনিয়াছি যশ ।
 বদান্ত কারুণ্য গুণে করিয়াছ বশ ॥
 আপনার পূর্বাগর করিয়া শ্রবণ ।
 ইচ্ছা হৈল শ্রীচরণ করিতে দর্শন ॥
 কৃপা করি যদি এথা করেন আগমন ।
 সকলে কৃতার্থ হই হেরিয়া চরণ ॥
 গণ সহ জগন্নাথে করিতে দর্শন ।
 স্নানযাত্রাকালে যেন হয় আগমন ॥
 সস্ত্রীকে আসিয়া মহাপ্রসাদ পাইবে ।
 সেই সূত্রে আমি সবে কৃতার্থ করিবে ॥
 পাঠান্তে দূতের লয়ে বাসায় রাখিল ।
 আদর করিয়া ভোজনাদি করাইল ॥
 তদন্তরে গৃহে গিয়া পত্রিকা পড়িল ।
 পত্র শুনি পদ্মাবতী সন্তোষ হইল ॥
 দেবী কহে আমার বাসনা আছে মনে ।
 এই সূত্রে চল জগন্নাথ দরশনে ॥
 জয়দেব বলে আমি একাকী যাইব ।
 পদ্মাবতী বলে আমি যাইতে না দিব ॥
 তোমাকে ছাড়িয়া গৃহে রহিতে নারিব ।
 নিশ্চয় তোমার সঙ্গে নীলাদ্রি যাইব ॥

সময়ে রক্ষন করি করাব ভোজন ।
 সময়ে করিব তব পাদসম্বাহন ॥
 কভু কোন স্থানে আমি না কৈলু গমন ।
 সঙ্গে লয়ে তীর্থস্থান করাহ দর্শন ॥
 পদ্মাবতী-বাক্য কবি শ্রীকার করিল ।
 অগ্ন্যাগ্ন সবারে ডাকি পত্র শুনাইল ॥
 আনন্দিত হয়ে বলে রায় গণপতি ।
 আমি না রহিব গৃহে যাইব সংহতি ॥
 তাঁর কথা শুনি মনে সন্তোষ হইল ।
 লয়ে যাব বলি কবি শ্রীকার করিল ॥
 রাজদূতে ক্ষেত্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিল ।
 সব বিবরণ দূত সবারে কহিল ॥
 জয়তীর্থ ঋষিবর আছেন তথায় ।
 শুনিয়া সন্তোষ হইলেন কবিরায় ॥
 দিন কত যত্ন করি দূতেরে রাখিয়া ।
 পত্রিকার প্রত্যাভার দিলেন লিখিয়া ॥
 তবে তারা সব স্থানে বিদায় হইয়া ।
 কতদিনে নীলাচলে উত্তরিল গিয়া ॥
 আশীষ জানায়ে পত্র রাজস্থানে দিল ।
 পত্রিকা পড়িয়া রাজা সন্তোষ হইল ॥
 সন্তোষ করিয়া দূতে পুরস্কার দিল ।
 কালের প্রতীক্ষা করি আনন্দে রহিল ॥
 তদন্তরে জয়দেব বিচারিয়া মনে ।
 গণপতি রায়ে ডাকি কহিল নির্জনে ॥
 বিবাহ করিতে যদি থাকে তব মন ।
 শুভকার্যে বিলম্ব কি আছে প্রয়োজন ॥
 গণপতি কহে আমি তাহা না করিব ।
 সেবক হইয়া তব সংহতি চলিব ॥
 কবি কহে তবে গদাধর ভগ্নীদয় ।
 ইহাদের শত্রুরে করাহ পরিণয় ॥
 যে আশ্রয় বলিয়া রায় করিল গমন ।
 ভক্তগণে কহিল সকল বিবরণ ॥
 সেই গ্রামে ছিল এক শুদ্ধ বিপ্রবর ।
 তার গৃহে ছিল এক কণ্ঠা দুই বর ॥
 সেইখানে বিবাহের সাব্যস্ত করিল ।
 গৌড়ী সহ দ্বিজবর কৃতার্থ হইল ॥

আশ্রয় স্বজনগণে করি আনয়ন ।
 করিলেন বিবাহের কার্য্য সম্পাদন ॥
 সকলে মিলিয়া মহা উৎসব করিল ।
 মাধবের ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইল ॥
 তদন্তরে যে যাহার স্থানে চলিল ।
 ভক্তগণে লয়ে কবি আনন্দে রহিল ॥

সন্ন্যাসীগণের আগমন ।

শ্রীশঙ্কর কামাখ্যা দর্শনে গিয়াছিল ।
 তথা হৈতে কেন্দুলীতে আসিয়া মিলিল ॥
 সংহতি আইল তাঁর শতক সন্ন্যাসী ।
 নীলাচলে যাবে মনে হয়ে অভিলাষা ॥
 কবিবর সমাদর সবারে করিল ।
 কোলে করি শ্রীশঙ্করে আনন্দে ভাসিল ॥
 সন্ন্যাসীগণের সহ কৈল সস্তাষণ ।
 বানাম্বর দিল আর উত্তম আসন ॥
 পাদপ্রক্ষালন করি সকলে বসিল ।
 হরি হরি ধ্বনি করি আনন্দে রহিল ॥
 জয়দেব বলে ভাই সন্ন্যাসীর গণ ।
 কোন দ্রব্য সবা কার হইবে ভোজন ॥
 তাঁরা কহে অস্তাচলে যায় দিবাকর ।
 কেমনে ভোজন হবে কহ কবিবর ॥
 চারিদণ্ড দিবা আছে না হবে রক্ষন ।
 সন্ধ্যা হৈলে সন্ন্যাসীর নিষেধ ভোজন ॥
 ভক্ষ্যদ্রব্য থাকে কিছু কর আনয়ন ।
 সকলে লইব তাহা করিয়া বণ্টন ॥
 অগ্নি নিশা এইরূপে করিয়া যাপন ।
 কল্য দিবাভাগে হবে সবার ভোজন ॥
 শুনি জয়দেব পদ্মাবতী স্থানে গিয়া ।
 সন্ন্যাসী-ভোজন কথা কহে বিবরিয়া ॥
 গৃহে আগি উপবাসী সন্ন্যাসী রহিল ।
 মনে মনে ছুই জনে ভাবিতে লাগিল ॥
 রাধামাধবের পদ করিতে চিন্তন ।
 খেচরান্ন পোঁতা আছে হইল স্মরণ ॥
 পদ্মাবতী বলে তবে দেহ বসাইয়া ।
 ভূমি হৈতে খেচরান্ন লহ উঠাইয়া ॥

শুনি জয়দেব তাঁরে ধন্যবাদ দিল ।
 শিষ্যে ডাকি ভূমি খুঁদি যজ্ঞে তুলি নিল ॥
 মার্জ্জনাশ্বে আবরণ মোচন করিল ।
 পূর্বমত উষা আছে ধূম নিকশিল ॥
 অনেক প্রকার আছে সূতপ্ত ব্যঞ্জন ।
 দেখি হরিধ্বনি করে আনন্দিত মন ॥
 গণপতি আদি শিষ্য বিস্ময় মানিয়া ।
 সত্বরে সন্ন্যাসীগণে দিল বসাইয়া ॥
 খেচরান্ন ব্যঞ্জনাদি পারশ করিল ।
 হরিধ্বনি করি সবে ভোজনে বসিল ॥
 মহাশাহু সৌগন্ধ সূতপ্ত মনোহর ।
 আনন্দে ভোজন করে পুরিয়া উদর ॥
 সবে মহা তৃপ্তিলাভ করিয়া ভোজনে ।
 আচমন করি বৈসে যার যে আসনে ॥
 দরিদ্র কাঞ্চাল যারা অবশেষ ছিল ।
 খেচরান্ন ব্যঞ্জনাদি সবাকারে দিল ॥
 ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন ।
 হরীতকী দিল মুখ শোধন কারণ ॥
 অবশেষ খেচরান্ন অনেক রহিল ।
 প্রয়োজন মত লয়ে পুঁতিয়া রাখিল ॥
 প্রসাদ পাইয়া সবে আনন্দে বসিল ।
 সন্ন্যাসীর সঙ্গে হরিকথা আরম্ভিল ॥
 বেদ বেদান্তাদি তত্ত্ব করি আন্দোলন ।
 নিশাভাগে করে হরিণাম সঙ্কীর্তন ॥
 তদন্তরে নিজামনে করিয়া শয়ন ।
 মহা সূখে কৈল সবে সে নিশা যাপন ॥
 প্রভ্যাষে উঠিয়া পুনঃ করে সঙ্কীর্তন ।
 যোগদান কৈল আসি কতশত জন ॥
 হরি হরি মহাশব্দ উঠিল গগণে ।
 মহানন্দে নৃত্য করে সন্ন্যাসীর গণে ॥
 চারিদণ্ড দিবা যবে প্রকাশ হইল ।
 কীর্তন সম্বরি সবে নিত্যকৃত্যে গেল ॥
 জ্ঞান পূজা আল্লিকাদি সমাধা করিল ।
 এথা মাধবের পূজা ভোগাদি হইল ॥
 ভোগারতি গান করি যত তত্ত্বগণ ।
 আনন্দে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন ॥

এইরূপে কিছুদিন সকলে রহিল ।
 হরিকথা নৃত্য গীত হইতে লাগিল ॥
 গণ সহ নীলাচলে যাবে কবির ।
 এ কথা শুনিয়া সবে আনন্দ অস্তুর ॥
 সবিনয়ে জয়দেবে ন্যাসীরাজ বলে ।
 তব সঙ্গে নীলাচলে যাইব সকলে ॥
 শিবরাত্রি যোগে সবে গিয়া বক্রেশ্বরে ।
 দিনকত সেখানে সেবিব মহেশ্বরে ॥
 তদন্তরে যাব সবে ভাণ্ডির কানন ।
 বিভাণ্ডক শিব আর গোপাল দর্শন ॥
 ইহা করি দিনকত তথায় রহিব ।
 তদন্তরে এথা আসি সকলে মিলিব ॥

সন্ন্যাসীগণের বক্রেশ্বরে গমন ।

এত বলি শ্রীশঙ্কর হইয়া বিদায় ।
 সন্ন্যাসীগণেরে লয়ে বক্রেশ্বরে যায় ॥
 বনে বনে কতদিনে উপনীত হৈল ।
 বক্রেশ্বরপুরে গিয়া আনন্দে রহিল ॥
 গীঠদেবী মহামায়া করিয়া দর্শন ।
 স্নিগ্ধ উষা অষ্ট কুণ্ড করিল স্পর্শন ॥
 প্রান্তরের মাঝে পুরী চারিদিকে বন ।
 ছোট বড় মন্দির শোভয়ে অগণন ॥
 পূর্বদিকে বৈতরণী দীর্ঘ জলাশয় ।
 দ্বৈষদুষ্ক জল তাতে স্নানে তৃপ্তি হয় ॥
 চারি পাঁচ পুষ্করিণী স্নানিগল জল ।
 বক্রেশ্বর ছায়ায় প্রাণ হয় সুশীতল ॥
 সাধারণ লোকের দিবসে ভয় হয় ।
 অতাপিও রাত্রিকালে কেহ নাহি রয় ॥
 এক মাস তথা সবে করিয়া যাপন ।
 ভাণ্ডির বনেতে পরে করিল গমন ॥
 বিভাণ্ডক শিব আর গোপাল দর্শন ।
 করিয়া রহিল তথা আনন্দিত মন ॥
 বেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠ শ্রীহরিকীর্তন ।
 তিন দিন অবিরত কৈল ন্যাসীগণ ॥
 তদন্তরে বনে বনে করিয়া ভ্রমণ ।
 কালিকা দর্শন করি করিল গমন ॥

তবে একচক্র গ্রামে গেলা গ্যাসীবর ।
 যেখানে বধিল ভীম বক নিশাচর ॥
 বাঁকারায়ে সেখানে করিয়া দরশন ।
 পূর্বদিকতে বনপথে কৈল আগমন ॥
 সতীর নয়নতারা যথা পড়েছিল ।
 তথা গিয়া তারাকালী দর্শন করিল ॥
 তবে ভুবরাজপুরে করি আগমন ।
 সাধু মাঝে পর্বতে রহিল গ্যাসীগণ ॥
 বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র বিচার করিল ।
 শুনি সাধুগণে মনে সন্তোষ হইল ॥
 তিন দিন থাকি তথা হইয়া বিদায় ।
 নলহাটী গ্রামে আইলেন গ্যাসীরায ॥
 সতীর ললাটখণ্ড তথা পড়েছিল ।
 নাম শ্রীললাটেশ্বরী ভুবনে ব্যাপিল ॥
 পরম নির্জজন স্থান সুরম্য কানন ।
 শক্তি উপাসক সাধু আছে অগণন ॥
 তিন দিন সেখানে থাকিয়া শ্রীশঙ্কর ।
 আগম নিগম বিচারিল নিরন্তর ॥
 মুখ যারা ছিল তারা বুঝিতে নারিল ।
 পণ্ডিতেরা গুরু বলি স্বীকার করিল ॥
 গণ সহ সেখানে করিয়া অবস্থান ।
 তাহাদের মত খণ্ডি দিলা দিব্যজ্ঞান ॥
 কত সাধু তাঁর পদে শরণ লইল ।
 তাঁর সহ মিলি তাঁর সংহতি রহিল ॥
 তবে গ্যাসী তথা হৈতে করি আগমন ।
 বনে বনে করে নিত্য সাধু অন্বেষণ ॥
 কতশত সাধু শান্ত বন মাঝে আছে ।
 গণ সহ রহে স্নেহে তাহাদের কাছে ॥
 নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া অনুক্ষণ ।
 হরিকথা স্মরণস করে আশ্বাদন ॥
 সম্যাসীগণের গুরু খ্যাত চরাচর ।
 যথা যায় তথা পায় মহা সমাদর ॥
 সুখানন্দ সেবানন্দ শিব সনাতন ।
 তাহাদের সহ বনে হইল মিলন ॥
 নীলাচল যাইতে বাসনা মনে ছিল ।
 গণ সহ শঙ্করের সংহতি মিলিল ॥

তথা হইতে শ্রীশঙ্কর করি আগমন ।
 বনে বনে কিছুদিন করিয়া ভ্রমণ ॥
 কতদূরে আসি দেখে সুরম্য কানন ।
 সেইস্থানে বাস করে কাপালিকগণ ॥
 গ্যাসী সহ গ্যাসীরাজ তথা প্রবেশিল ।
 সম্যাসী দেখিয়া তারা অবজ্ঞা করিল ॥
 স্বজাতি ব্যতীত নাহি মানে অন্য জনে ।
 সাধু বলি নাহি গণে অন্য সাধুগণে ॥
 তাহাদের অভিপ্রায় বুঝি তপোধন ।
 বনমাঝে রহিলেন সহ নিজ গণ ॥
 কাষ্ঠ আহরণ করি অনল জ্বালিল ।
 বন্যফল জল আনি ভোজন করিল ॥
 তদন্তরে শাস্ত্রালাপ করি কতক্ষণ ।
 সবে মিলি আরন্তিল শ্রীহরিকীর্তন ॥
 হরি হরি মহাধ্বনি হইতে লাগিল ।
 কাপালিকগণ তাতে বিরক্ত হইল ॥
 কটুভাষা বলি আগে নিষেধ করিল ।
 তবে শেষে যষ্টি লয়ে মারিতে আইল ॥
 তাহাদের অত্যাচার দেখি শ্রীশঙ্কর ।
 রোষাবেশে হইলেন দ্বিতীয় শঙ্কর ॥
 তথা হৈতে একগুষ্টি ধূলি তুলি নিল ।
 ছুকার করিয়া গাত্রে ছড়াইয়া দিল ॥
 ঘোরতর গাত্রদাহ হইতে লাগিল ।
 যষ্টি ফেলি যন্ত্রণায় কাতর হইল ॥
 অব্যাপারে ব্যাপার করিতে যারা রত ।
 কীলোৎপাটি কপি সম হয় তারা হত ॥
 পরস্পর মজ্জা তন্ত্র পড়ি বহুতর ।
 কৃতকার্য না হইয়া কল্মষ অন্তর ॥
 ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর লইল শরণ ।
 পদধূলি লয়ে অঙ্গে করিল অক্ষণ ॥
 শুভদৃষ্টি সবাকারে করিল শঙ্কর ।
 জালা দূরে গেল হৈল সুস্থ কলেবর ॥
 তবে সবে তাঁর মতে প্রবেশ করিল ।
 সম্যাসীর কৃপাবলে সম্যাসী হইল ॥
 প্রশ্ন করিবার শক্তি মনে উপজিল ।
 দেহতত্ত্ব জিজ্ঞাসাতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল ॥

শ্রীসীমর শাস্ত্রমতে তাহা বুঝাইল ।
হরিভক্তি যথাশক্তি যজিতে কহিল ॥
কৃতার্থ হইয়া তবে কাপালিকগণ ।
গণ সহ সেবা কৈল গুরু চরণ ॥
মহানন্দে কিছুদিন থাকি শ্রীসীমর ।
শ্রীসী সহ আইলা পুনঃ কেন্দুলীনগর ॥
জয়দেব আদি ভক্ত সহিত মিলিল ।
পূর্বাপেক্ষা মহানন্দে সকলে রহিল ॥

জয়দেবদির নীলাচলে গমন ।

রবাহত সাধু যত কৈল আগমন ।
সবাকারে রাখিলেন করিয়া যতন ॥
নীলাচলে যাইবার সময় আইল ।
ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য আহরিল ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে যুক্তি করি কবিরায় ।
গদাধরে নিয়োজিল ঠাকুর সেবায় ॥
পরিচর্যা করিবারে ভক্ত কতজন ।
প্রত্যেকের করি দিল কার্য নিরূপণ ॥
প্রিয়বাক্যে সবাকারে সন্তোষ করিয়া ।
নীলাচলে চলে রাখা মাধবে বন্দিয়া ॥
গদাধর সবাকার চরণ বন্দিল ।
মিষ্টবাক্যে সবে তাঁরে সন্তোষ করিল ॥
গ্রামবাসী কত আসি সত্বরে মিলিল ।
আত্মীয় স্বজন কত সংহতি চলিল ॥
পতির পশ্চাতে চলে পদ্মাবতী সতী ।
পতিপদ বিনা যার অণু নাহি গতি ॥
অগ্রে চলে জয়দেব মধ্যে পদ্মাবতী ।
তাহার পশ্চাতে চলে রায় গণপতি ॥
অগ্রে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ ।
তিন জনে যেন বনে করিল গমন ॥
পশ্চাতে অনুজ শোভে মধ্যে শোভে জায়া ।
জীব ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে যেন মায়া ॥
দেহাত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা-গত যথা ।
গণপতি পদ্মাবতী জয়দেবে তথা ॥
সন্ন্যাসী লইয়া অগ্রে চলে শ্রীশঙ্কর ।
তারকা নেপ্তিত যেন পূর্ণ শশধর ॥

শঙ্করের সঙ্গে চলে সন্ন্যাসী সকল ।
পুরন্দরে ঘেরি যেন দেবতামণ্ডল ॥
কিন্ধা পারিষদ সহ যেন মহেশ্বর ।
রাম দরশনে যায় অযোধ্যানগর ॥
চলিলেন কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণ দরশনে ।
হৃষ্ট মনে ভক্তগণে চলে তাঁর সনে ॥
বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণে করিতে দর্শন ।
ব্রহ্মস্বিগণ সঙ্গে যেন পদ্মাসন ॥
ভূমে পড়ি নমস্করে পথবাহী যত ।
ফলভরে বৃক্ষ যেন হয় অবনত ॥
সাধুগণ আগমন শুনি সাধুগণ ।
মহানন্দে আসি বন্দে সবার চরণ ॥
নগর-নিবাসী যত নর নারীগণ ।
শ্রুতমাত্রে দ্রুত আসি করে দরশন ॥
সাধুদলে সে সকলে করি কৃপালেশ ।
গ্রাম ত্যজি বনমাঝে করিল প্রবেশ ॥
কবির শ্রীশঙ্কর হরিকথারসে ।
পথে চলে কুতূহলে মুগ্ধ ভাববশে ॥
নীলাচল যাত্রী নর নারী অগণন ।
সাধু সনে মিলি পথে করিছে গমন ॥
সবারে লইয়া সঙ্গে প্রফুল্ল অন্তর ।
বিষ্ণুপুরে উপনীত হৈল কবির ॥
রাজা শুনিলেন জয়দেব আগমন ।
সভাসদ সহ চলে ছাড়ি সিংহাসন ॥
করযোড় করি সবে দ্বারে দাড়াইল ।
গণ সহ কবির উপনীত হৈল ॥
সগণে প্রণমে রাজা ভূতলে পড়িয়া ।
আশীর্ব্বাদ করি কবি নিলেন তুলিয়া ॥
পদধূলি লয়ে বহু স্তুতি নতি কৈল ।
বিষ্ণুপুর গ্রাম অণু পবিত্র হইল ॥
আজি সে ফলিল মম পূর্ব পুণ্যফল ।
নয়ন সফল হৈল জনম সফল ॥
এত বলি মহানন্দে নিজ পুরে নিল ।
যথাযোগ্য বাসাঘর সবাকারে দিল ॥
পরিচর্যা হেতু দিল বহু ভৃত্যগণ ।
সমাধান করে তারা যাহা প্রয়োজন ॥

রক্ষন ভোজন করি সকলে বসিল ।
 মহামতি নরপতি আসিয়া মিলিল ॥
 সাধুগণে জনে জনে সন্তাষ করিয়া ।
 হরিকথা শুনে বসি কৃতার্থ মানিয়া ॥
 কতশত শাস্ত্রের প্রসঙ্গ তথা হৈল ।
 মহানন্দে তিন দিন সকলে রহিল ॥
 পরদিন প্রাতে উঠি লইয়া বিদায় ।
 স্বগণ সহিত দক্ষিণাভিমুখে যায় ॥
 কত বন গ্রাম নদী অতিক্রম করি ।
 সদলে চলয়ে সাধু বলি হরি হরি ॥

মেদিনীপুরে আনন্দোৎসব ।

সময় বুঝিয়া স্থান ভোজন বিধান ।
 গণপতি রায় করে সব সমাধান ॥
 গ্রামের নিকটে গিয়া জলাশয়-কূলে ।
 আসন করিয়া বৈসে বনম্পতি-মূলে ॥
 চারিদিকে স্রোতোভিত বন উপবন ।
 স্নানীতল সমীরণে ঘুড়ায় জীবন ॥
 পঞ্চাশরা পথ পার্শ্বে পনস-উজান ।
 বক্ষেপরে পক্ষী করে পঞ্চমরে গান ॥
 প্রফুল্ল-পঞ্চজ-পুষ্প পুষ্করিণীপরে ।
 পথিকে সে পদ্মের পীযুষ পান করে ॥
 সুখময় স্থান দেখি করি অবস্থান ।
 স্নান পান করি তথা ঘুড়াইল প্রাণ ॥
 সাধু আগমন জানি গ্রামবাসীগণ ।
 সত্বরে আইল সবে করিতে দর্শন ॥
 সজ্জন সজ্জাত লোকে তটস্থ হইয়া ।
 উপযুক্ত ভক্ষ্যদ্রব্য যোগায় আনিয়া ॥
 রক্ষন ভোজন করি রহে মহা সুখে ।
 হরিকথা বিনা আর নাহি কার মুখে ॥
 গ্রামবাসী সবে আসি সে দলে মিলিল ।
 সারা নিশি তথা বসি কীর্তন শুনিল ॥
 প্রাতে উঠি ঘাইবার উদ্যোগ করিল ।
 গ্রামের সকলে আসি পথ আগুলিল ॥
 চরণে ধরিয়া বহু মিনতি করিল ।
 তাহাদের ভক্তিবশে সে দিন রহিল ॥

গ্রামের সকলে মিলি মঙ্গলা করিয়া ।
 উত্তম দেব্যাদি আনে ভোগের লাগিয়া ॥
 কত লোকে রক্ষনের উদ্যোগ করিল ।
 কত লোকে স্নান করি পাক আরস্তিল ॥
 কত লোকে পাকদ্রব্য আনিয়া যোগায় ।
 কত লোকে হরিলীলা গুণগাথা গায় ॥
 “জগতের পিতা কৃষ্ণ জগতজীবন ।
 অগতির গতিদাতা পতিতপাবন ॥
 অভয়পদারবিন্দে লইলু শরণ ।
 দাস্য দিয়া রাখ প্রভু শ্রীমধুসূদন ॥”
 মৃদঙ্গ মন্দিরা বেণু বাজিতে লাগিল ।
 গান করি প্রেমানন্দে সকলে মাতিল ॥
 গাইতে গাইতে উঠি নাচিতে লাগিল ।
 নাচিতে নাচিতে গ্রামে ভ্রমণ করিল ॥
 নিজ কর্ম ছাড়ি লোকে কীর্তনে মিশায় ।
 ধূলায় পড়িয়া কত গড়াগড়ি যায় ॥
 হরিনাম মহামন্ত্র শক্তি সঞ্চারিল ।
 অশ্রু কম্প পুষ্কাদি সবার হইল ॥
 হরিবোল হরিবোল এই মাত্র শুনি ।
 গগণ ভেদিয়া উঠে স্রমধুর ধ্বনি ॥
 দ্বিতীয় প্রহরে সবে কীর্তন রাখিল ।
 স্নান পূজা সমাপিয়া প্রসাদ পাইল ॥
 বিজ্ঞান করিয়া পুনঃ আরস্ত করিল ।
 প্রেমসিদ্ধ মাঝে ভাবতরঙ্গে ভাসিল ॥
 দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে করি সম্বরণ ।
 মিষ্টান্ন পকান কৃষ্ণে করিল অর্পণ ॥
 প্রসাদ পাইয়া সবে বিজ্ঞান করিল ।
 গ্রামের সকল লোক তথায় রহিল ॥
 এইরূপে পঞ্চদিন উৎসব হইল ।
 তদন্তরে প্রাতে উঠি নীলাদ্রি চলিল ॥
 মহানন্দে প্রতি গ্রামে রহিয়া রহিয়া ।
 কৃতার্থ করিয়া চলে নাম শুনাইয়া ॥
 কত দিনে গিয়া সবে ময়ূরভঞ্জে ॥
 হরিকথানন্দে রহে রাজভবনেতে ॥
 রাজা বহু ভক্তি করি সবারে রাখিল ।
 তিন দিন রহি পুনঃ গমন করিল ॥

বন গিরি নদী পার হয়ে সর্বজন ।
 রেখুনায় গেলা গোপীনাথের ভবন ॥
 দরশন করি মনে আনন্দ পাইল ।
 ভক্তিভাবে স্তোত্র পড়ি প্রণাম করিল ॥
 গোপীনাথভূত্য মালা চন্দনাদি দিল ।
 মহা সমাদর করি সবারে রাখিল ॥
 চক্ষ্য চুষ্য লেহ্য পেয় ভোগ লাগাইল ।
 পরম আনন্দে সবে প্রসাদ পাইল ॥
 তদন্তরে কৈল হরিনামসঙ্কীৰ্তন ।
 নাচিয়া গাইয়া হৈল আনন্দিত মন ॥
 এইরূপে তিন দিন তথায় রহিল ।
 প্রাতে উঠি হরিধ্বনি করিয়া চলিল ॥
 গ্রামে গ্রামে রহি রহি সাধুচুড়ামণি ।
 কটক হইয়া গেলা তীর্থ বৈতরণী ॥
 নদীজলে স্নানকৃত্য সমাধা করিয়া ।
 শ্রীভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে উত্তরিল গিয়া ॥
 পুরীর চৌদিকে নৃত্য কীর্তন করিল ।
 দর্শন করিয়া ক্ষেত্রে আনন্দে রহিল ॥
 তিন দিন অন্তে সবে করিল গমন ।
 বিধানগরেতে কৈল গোপাল দর্শন ॥

জয়দেবদির জগন্নাথ দর্শন ।

তদন্তে তুলসীচৌরে দিনেক থাকিয়া ।
 শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রবেশিল গিয়া ॥
 নীলাচলধাম দেখি আনন্দ অন্তর ।
 প্রবেশ করিল সবে পুরীর ভিতর ॥
 নীলগিরি উপরেতে শঙ্খ মনোহর ।
 রত্নসিংহাসনে, রত্নবেদীর উপর ॥
 জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন ।
 অনিমিষ নেত্রে সবে করে দরশন ॥
 দর্শন করিয়া মহা প্রেমাবেশ হৈল ।
 অশ্রু কম্প পুলকাদি শরীরে ব্যাপিল ॥
 উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল ।
 নয়ন যুড়াল প্রাণ শীতল হইল ॥
 সকল ভক্তের হৈল পূর্ণ মনোরথ ।
 পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি করে দণ্ডবৎ ॥

জয় জয় নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ ।
 কৃপা করি দীনহীনে কর আশ্রয় ॥
 ভজন না জানি প্রভু না জানি সাধন ।
 নিজগুণে কৃপা কর পতীতপাবন ॥
 ইত্যাদি অনেক স্তব করি ভক্তগণ ।
 প্রেমাবেশে বসি করে মুখ দরশন ॥
 শ্যামীগণ ভক্তগণ আর যাত্রীগণ ।
 কৃতার্থ হইল সবে যুড়াইল মন ॥
 পাণ্ডাগুণে প্রসাদ তুলসীমালা দিল ।
 ভক্তিভাবে লয়ে সবে ধারণ করিল ॥
 চন্দ্র দরশনে যথা উথলে সাগর ।
 জগন্নাথ মুখ দেখি তথা কবির ॥
 বন্ধু দেখি বন্ধু যেন হয় আনন্দিত ।
 জগন্নাথে হেরি হৈল প্রফুল্লিত চিত ॥
 বিভাকরে হেরি যেন ফুটে শতদল ।
 সেইমত বিকশিল হৃদয়কমল ॥

জয়দেব কর্তৃক জগন্নাথের স্তব ।

গদগদ ভাবে স্তব করে কবির ।
 একমনে সবে শুনে করি যোড়কর ॥
 জয় জয় জগন্নাথ জগত ঈশ্বর ।
 জয়দেবে রাখ পদে করিয়া কিঙ্কর ॥
 শ্রীনিবাস শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ।
 অচিন্ত্য অব্যক্ত নিত্য সত্যসনাতন ॥
 ধরাধামে লীলা হেতু হয়ে অবতার ।
 রত্নাসনে বসি কর পতীতে উদ্ধার ॥
 চাঁদমুখ নিরীক্ষণ করে যেই জন ।
 দরশনফলে হয় পাপ বিমোচন ॥
 চরণকমল যেই চিন্তে অনুক্ষণ ।
 ক্রমে তার ঘুচে ঘোর অবিद्या-বন্ধন ॥
 বর্ণনাভীত জ্যোতির্গয় রূপের ছটায় ।
 তিমির বিনাশ হয় অন্তর যুড়ায় ॥
 কমলাসেবিত নিত্য অভয় চরণ ।
 বিপদ বিনাশ হয় লইলে শরণ ॥
 রাজরাজেশ্বর মূর্তি ভুবনমোহন ।
 জনম সফল হয় হেরিলে বদন ॥

চিত্ত মনঃ নয়নের হরিয়্য বিকার ।
 তমঃ নাশ করি কর আলোক বিস্তার ॥
 পুলকে পূর্ণিত দেহ পূর্ণ হয় কাম ।
 রসনা ছাড়িতে নারে জগন্নাথ নাম ॥
 নিরাময় নিত্যানন্দ নিষ্ঠুর স্বরূপ ।
 বাক্যাতীত ধ্যানাতীত অব্যয় অনূপ ॥
 সীমা নাহি পায় বেদে মহিমা তোমার ।
 তিন কোটি ব্যাসে নিত্য করিয়া বিচার ॥
 এইরূপে স্তুতি নতি অনেক করিয়া ।
 বসিয়া রহিল প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ॥
 প্রতিহারি মহারাজে সমাচার দিল ।
 গণ সহ আসি রাজ্য মন্দিরে মিলিল ॥
 প্রসাদায় আনি দিল সবার বদনে ।
 স্তুতি নতি ভক্তি কৈল মহা হৃষ্টমনে ॥
 সবারে লইয়া গেল আপন ভবনে ।
 উপযুক্ত বাসায় দিল সর্বজন ॥
 প্রথম প্রকোষ্ঠে রহিলেন শ্রীশঙ্কর ।
 দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গণ সহ কবিবর ॥
 বাহির প্রকোষ্ঠে রহে যাত্রী অগণন ।
 প্রতি স্থানে নিয়োজিয়া দিল ভূত্যগণ ॥
 সুস্থ হয়ে করে নানা কথোপকথন ।
 হেনকালে জয়তীর্থ কৈল আগমন ॥
 ঋষিবরে হেরি সবে চরণ বন্দিল ।
 আশীর্বাদ করি ঋষি আদর্শে বসিল ॥
 পরস্পর মনঃকথা করি আলাপন ।
 জ্ঞান পূজা করি কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
 হরিধর্মি করি স্তুতি করিয়া শয়ন ।
 পরস্পর করি নানা কথোপকথন ॥
 বিশ্বামাস্তে করিলেন সভায় গমন ।
 সংহতি চলিল তাঁর যত ভক্তগণ ॥
 দেখি রাজ্য সভাসদ সহিত উঠিল ।
 আদর করিয়া স্থানসনে বসাইল ॥
 সকলে করিল তাঁর চরণ বন্দন ।
 পরস্পর নমস্কার কৈল ভক্তগণ ॥
 পথবার্তা নরপতি জিজ্ঞাসা করিল ।
 গণপতি আত্মোপাস্ত কহি শুনাইল ॥

কেন্দুলীতে জয়দেব সিদ্ধ বিবরণ ।
 শুনিতে সবার হৈল সমুৎসুক মন ॥
 কহিলেন গণপতি করিয়া বিস্তার ।
 শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার ॥
 এইরূপে কথাবার্তা অনেক হইল ।
 সন্ধ্যাকালে উঠি সবে বাসায় আইল ॥
 জয়দেব ঋষি চ্যাসী আর ভক্তগণ ।
 সবে মিলি করিলেন হরিসঙ্কীর্তন ॥
 তদন্তরে মহানন্দে প্রসাদ পাইল ।
 হরিপদ স্মরি সবে শয়ন করিল ॥

— —

জয়দেবের প্রতি জগন্নাথের ছলনা ।

উষাকালে জয়দেব শয্যা পরিহরি ।
 গণ সহ উঠিলেন বলি হরি হরি ॥
 প্রাতঃকৃত্য করি পরে করিয়া গমন ।
 পুরী প্রদক্ষিণ করি করেন ভ্রমণ ॥
 তিন দিক দেখি শেষে উত্তরেতে গিয়া ।
 ধাতুক্ষেত্র দেখে স্তুতি তথা দাণ্ডাইয়া ॥
 সুদীর্ঘ ধাতুর ক্ষেত্র দেখিতে সুন্দর ।
 চিরকাল ধাতু তাহে ফলে নিরন্তর ॥
 ধাতুদ্রুম শোভা তথা দেখিতে লাগিল ।
 সুমধুর সুর তাঁর কর্ণে প্রবেশিল ॥
 আকর্ষিত হয়ে কবি ক্ষেত্রে নামি যায় ।
 সুর অনুসরি গিয়া দেখিল তথায় ॥
 ক্ষেত্রকার্য্যকারী এক কৃষকনন্দন ।
 শ্রীগীতগোবিন্দপদ করিছে কীর্তন ॥
 তাল মান রাগিণ্যাদি অলৌকিক সব ।
 গান শুনি মনে মনে করে অনুভব ॥
 মোর গ্রন্থ অনুরূপ কেবা বিরচিল ।
 অন্য জনে কিবা, ইহা কৃষকে শিখিল ॥
 পূর্বাবধি ব্যক্ত এথা শ্রীগীতগোবিন্দ ।
 তাহা নাহি জানি আমি অতি মতিমন্দ ॥
 হেন গান জগন্নাথ শুনেন সর্বথা ।
 আমার রচিত গ্রন্থ না চলিবে এথা ॥

এতেক ভাবিয়া সাধু স্থির কৈল তবে ।
 প্রকাশ করিলে এস্থ হাশ্যাম্পদ হবে ॥
 জগন্নাথে ভেট দিতে বাসনা অন্তরে ।
 তাহা না হইল লয়ে ফেলিব সাগরে ॥
 হরিষে বিষাদ ভাবি বাসায় আইল ।
 অনাদরে এহু রাজে ফেলিয়া রাখিল ॥
 এ সব বৃত্তান্ত মাত্র শঙ্করে কহিল ।
 স্থির হও বলি সাধু ভাবিতে লাগিল ॥
 মনে তাহা বিচারিয়া কহিলা শঙ্কর ।
 ইহা না সম্ভবে কভু গুন কবির ॥
 যাহা বর্ণিয়াছ ব্রজলীলারসমার ।
 ভুবনে এমন এস্থ নাহি হবে আর ॥
 তব এস্থ অনুরূপ কোথা কে পাইবে ।
 সেইরূপ সুর তাল কেমনে জানিবে ॥
 ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বহস্তে লিখিল ।
 তার অনুরূপ এস্থ কিরূপে রচিল ॥
 গুঢ় মর্গ আছে কিছু পশ্চাতে বুঝিবে ।
 জগন্নাথের ইচ্ছা বাহা তাহাই হইবে ॥
 এ কথা শুনিয়া সাধু নিশ্চিন্ত হইল ।
 লাভালাভ জয়াজয় সমান ভাবিল ॥
 দিবাতাগে শাস্ত্রকথা করি আলাপন ।
 সন্ধ্যা পরে শ্রীমন্দিরে করিল গমন ॥
 প্রদক্ষিণ করি কৈল আরতি দর্শন ।
 পাণ্ডাগণ দিল মালা তুলসী চন্দন ॥
 অপরূপ পুরীশোভা করি নিরীক্ষণ ।
 হৃষ্টচিত্তে বাসায় করিল আগমন ॥
 নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রসাদ আনি দিল ।
 উদর পুরিয়া সবে ভোজন করিল ॥
 তদন্তে উৎকলখণ্ড করিয়া শ্রবণ ।
 নিশাভাগে সবে গিয়া করিল শয়ন ॥

জয়দেবের প্রতি স্বপ্নাদেশ ।

হরিপদ স্মরি সাধু নিদ্রিত হইল ।
 জগন্নাথ আসি তাঁর নিকটে বসিল ॥

প্রভু কহে জয়দেব কর অবধান ।
 কৃষক রূপেতে আমি করিয়াছি গান ॥
 মোর প্রিয় এস্থ ইহা দেবের দুর্লভ ।
 কৃষকে গাইবে তাহা ইহা কি সম্ভব ॥
 তোমার হৃদয়ে আমি করিয়া প্রেরণ ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ এস্থ করেছি লিখন ॥
 ব্রজের মাধুর্যরস লীলার করণ ।
 আমি না জানালে ইহা জানে কোন জন ॥
 এস্থ লিখি তব অভিমান জন্মেছিল ।
 এরূপ বর্ণনা পদ পূর্বে নাহি ছিল ॥
 অপূর্ব মধুর এস্থ করেছি বর্ণন ।
 এই অভিমান তব করি নু খণ্ডন ॥
 অতএব দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে ।
 আমি না শিখালে কে শিখাবে ভক্তগণে ॥
 কল্য মোরে এই এস্থ করাবে শ্রবণ ।
 এত বলি জগন্নাথ হৈল অদর্শন ॥
 সখ্যভক্ত জয়দেব সাধু সদাশয় ।
 এইরূপে কত লীলা তাঁর সঙ্গে হয় ॥
 জগন্নাথ জয়দেবে পরীক্ষা করিলা ।
 অভিমান নাহি তবু এই এক লীলা ॥
 স্বপ্ন দেখে জয়দেব আনন্দিত মন ।
 শয্যা হৈতে উঠি করে নামসংকীর্তন ॥
 ধ্বনি শুনি শ্রীশঙ্কর আসিয়া মিলিল ।
 স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনি সন্তোষ হইল ॥
 দৌড়ে মিলি হরিগুণ করিয়া কীর্তন ।
 মহানন্দে করিলেন যামিনী যাপন ॥
 সন্ধ্যাসাগণের নীলাচলে আগমন ।
 সর্বপুণ্য ফল পায় যে করে শ্রবণ ॥
 জগন্নাথ বলরাম কারিয়া স্মরণ ।
 দ্বিজ অধরটাদ কহে নীলাচ্রে গমন ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের নীলাচলে গমন একাদশ সোপান ।

দ্বাদশ সোপান ।

জগন্নাথের নিকটে গ্রন্থ পঠন ।

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।

মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাঃ মম ভক্তাশ্চ তে নরাঃ ॥

জয় জয় জয়দেব পদ্মাবতীনাথ ।
দীন হীন জনে কর শুভদৃষ্টিপাত ॥
অধরে অধরস্থধা পদধূলিকণ ।
দিয়া কৃপা করি কর চিত্ত সংশোধন ॥
নিজ গণ সহ যথা করিবে গমন ।
এ কিস্কর সঙ্গে লবে এই নিবেদন ॥
তবে জয়দেব কবি নিশি অবসানে ।
হরিশ্রবণি দিয়া জাগাইল সর্বজনে ॥
প্রাতঃকালে ইন্দ্রহ্যুম-সরোবরে গিয়া ।
যথাবিধি স্নান করি আইলা ফিরিয়া ॥
আহ্নিকের ক্রিয়াচয় করি সমাধান ।
রাজার সভায় সাধু করিল পয়ান ॥
সভাসদ সহ রাজা চরণ বন্দিল ।
আশীষ করিয়া রায় সভাতে বসিল ॥
রাজা কহে বিরচিত গ্রন্থ আপনার ।
শুনিতে বাসনা আছে আমা সবাকার ॥
চল যাই শ্রীমন্দিরে করিবে পঠন ।
ভক্ত সহ ভগবানে করাবে শ্রবণ ॥
আমরাও আনুসঙ্গে কৃতার্থ হইব ।
নূতন রচিত গ্রন্থ সকলে শুনিব ॥
শুনি জয়দেব অতি সন্তোষ হইল ।
গ্রন্থ সহ নিজ গণে তথা আনাইল ॥
জগন্নাথে শুনাইতে চলে কবিরায় ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা তাঁর সঙ্গে যায় ॥
গণপতি পদ্মাবতী সম্যাসীর গণ ।
সধা সনে শ্রীমন্দিরে করিলা গমন ॥
স্তাবক সকলে জগন্নাথ-যশঃ গায় ।
হৃষ্টমনে গণ সনে শুনে কবিরায় ॥
যাঁর নাম মোক্ষধাম জপে ভক্তগণে ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জনে ॥

অজ ভব পরাভব যে গুণ বর্ণনে ।
যাঁর যশঃ গায় শেষ সহস্রবদনে ॥
যাঁর পদ মোক্ষপদ বন্দে দেবগণে ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জনে ॥
অপরূপ যাঁর রূপ জাগে যদি মনে ।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছপদ হয় সেইক্ষণে ॥
যাঁর গুণ পুনঃ পুনঃ শুনে সাধুগণে ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জনে ॥
যে চরণ পঞ্চানন সদা করে ধ্যান ।
লক্ষ্মীদেবী পদসেবী দাসী অভিমান ॥
নীলাচলে লীলাছলে করে বিচরণ ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন ॥
এই শুধু শুনি সব ভকতমণ্ডল ।
প্রেমরসে ভাবাবেশে করে টলমল ॥
গণপতি পদ্মাবতী আর কবির ।
শ্রীশঙ্কর ন্যাসাবর প্রফুল্ল অন্তর ॥
দণ্ডবৎ করি সবে মঞ্জুলী করিয়া ।
জয়দেবে মধ্য রাশি বসিল ঘেরিয়া ॥
আচমন করি সাধু গ্রন্থ আরম্ভিল ।
সুরে তালে ছন্দেবন্দে পাড়িতে লাগিল ॥
স্তব্ধভাবে শুনে সবে হয়ে একমন ।
অন্তর শীতল হয় যুড়ায় শ্রবণ ॥
অপূর্ব মাধুর্যামৃত বহে সাধুগুণে ।
আবিষ্ট হইয়া গীত শুনে মহা মুখে ॥
জগন্নাথ শুনি হৈলা প্রফুল্ল বদন ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু আর পাণ্ডাগণ ॥
সে সময়ে উপস্থিত ছিল তথা যারা ।
পদাবলী শুনিয়া কৃতার্থ হৈল তারা ॥
তুষ্ট হয়ে সবে বহু প্রশংসা করিল ।
হরিশ্রবণি করি শেষে স্বস্থানে চলিল ॥

গণ সহ জয়দেব বাসায় আসিয়া ।
 প্রসাদ পাইল মহা আনন্দ করিয়া ॥
 বিশ্রাম করিয়া আসি সভায় বসিল ।
 যে যথা আছিল তথা আসিয়া মিলিল ॥
 সভাসদ সহ রাজা আইল সভায় ।
 যার যেই যোগ্যাসন বসিল তথায় ॥
 জয়তীর্থ ঋষিবর কৈল আগমন ।
 সমাদর করি বসাইল সভ্যগণ ॥
 কবিবর শ্রীশঙ্কর আর ঋষিবর ।
 তিনের মিলনে সবে আনন্দ অন্তর ॥
 রাজা বলে আজি আমি কৃতার্থ হইনু ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একত্রে পাইনু ॥
 শুনি জয়তীর্থ অতি সন্তোষ হইল ।
 কোতুক করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥
 ঋষি বলে রাজা তুমি ভাগ্যবান জন ।
 তোমার ভবনে আইল তিনটি গোধন ॥
 অকস্মাৎ গোধন লয়ে কি কার্য্য হইবে ।
 ফলে মাত্র এই হবে বসিয়া খাইবে ॥
 এ কথার প্রত্যুত্তর রাজা নাহি দিল ।
 রাজার পণ্ডিত তার মদর্থ করিল ॥
 গো শব্দে পৃথিবী তার সারবস্ত্র ধন ।
 আপনারা পৃথিবীর রত্ন তিন জন ॥
 এক রত্ন পায় যেই ধনী সেই নর ।
 তিন রত্নধনে ধনী হৈল নৃপবর ॥
 হস্তায়ুধে সবে তাঁরে ধন্যবাদ দিল ।
 এইরূপে বাক্যরস আস্বাদ করিল ॥
 তদন্তরে শ্রীগীতগোবিন্দ আরম্ভিল ।
 শ্রীমন্দিরে সবে মিলে যাহা শুনেছিল ॥
 সেই পদ গান হৈল রাজার ভবনে ।
 শুনিয়া সন্তোষ হৈল সভাসদগণে ॥
 পণ্ডিত বৈষ্ণব জ্ঞানী সাধু যত ছিল ।
 অদ্ভুত পাণ্ডিত্য শুনি ধন্যবাদ দিল ॥
 অভক্ত অজ্ঞানীগণে বুঝিতে নারিল ।
 সুর তাল ছন্দ শুনি সন্তোষ হইল ॥

শ্রীজগন্নাথের নিকটে গ্রন্থদ্বয় পরীক্ষা ।

রাজার রচিত গ্রন্থ শ্রীগীতগোবিন্দ ।
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুই তাহার প্রবন্ধ ॥
 শ্রীমন্দিরে নিত্য তাহা হইত পঠন ।
 গণ সহ ক্ষেত্রপতি করিত শ্রবণ ॥
 কবিকৃত গ্রন্থ যবে প্রকাশ হইল ।
 রাজার রচিত গ্রন্থ অল্পত পাইল ॥
 রাজগ্রন্থ হৈতে কবিগ্রন্থ শ্রেষ্ঠ হৈল ।
 সূর্য্যতেজে যেন শশিকিরণ ঢাকিল ॥
 জয়দেবকৃত গ্রন্থ করিয়া শ্রবণ ।
 ইচ্ছা হৈল নিজ গ্রন্থ প্রচার কারণ ॥
 সর্ব্বত্রে প্রকাশ হেতু মনে ভাবি সার ।
 কহিল অমাত্যগণে করিতে প্রচার ॥
 সভাসদগণ কহে শুন মহাশয় ।
 জয়দেবকৃত গ্রন্থ প্রভু-প্রিয় হয় ॥
 তার মত নহে ইহা স্মৃষ্টি বর্ণন ।
 তার মত নাহি হয় ভাব উদ্দীপন ॥
 দুই গ্রন্থ লয়ে রাজা মিলায়ে দেখিবে ।
 আপনার গ্রন্থ তার সমান নহিবে ॥
 শুনি রাজা শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ স্থানে ।
 দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা কারণে ॥
 কবিরাজকৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইল ।
 নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভু চরণে ফেলিল ॥
 রাজা আর জয়দেব দেখিতে পাইল ।
 অন্য লোকে দেখে গ্রন্থ আপনি পড়িল ॥
 রাজা তাহা দেখি মনে দুঃখিত হইল ।
 লজ্জায় মলিন মুখ ভবনে চলিল ॥
 উপবাস করি গৃহে রহিল পড়িয়া ।
 সমুদ্রে ত্যজিব প্রাণ নিশ্চয় করিয়া ॥
 দেখিয়া প্রভুর মনে দয়া উপজিল ।
 স্বপ্নে দরশন দিয়া আদেশ করিল ॥
 জগন্নাথ বলে রাজা শুনহ বচন ।
 মরিতে না হবে গ্রন্থ করেছি গ্রহণ ॥

মাধুর্য্য ভক্তের গ্রন্থ হৃদয়ে ধরিলু ।
 দাম্যভক্তকৃত গ্রন্থ চরণে রাখিলু ॥
 দুই স্তবমালা মোর অঙ্গের ভূষণ ।
 দুই গ্রন্থ এক করি করিবে পঠন ॥
 জয়দেবকৃত গ্রন্থ দ্বাদশ মর্গেতে ।
 তব কৃত বারো শ্লোক থাকিবে অগ্রেতে ॥
 সুধরে করিবে গান মোর ভক্তগণ ।
 নিত্য মহানন্দে আমি করিব শ্রবণ ॥
 এত বলি অন্তর্দ্বান হৈল ভগবান ।
 স্বপ্নভঞ্জে আনন্দে জাগিল মতিমান ॥
 জগন্নাথ-কৃপামৃত পাইয়া রাজন ।
 শোক তাপ দূরে গেল আনন্দিত মন ॥
 কৃপা করি স্বপ্নে প্রভু জানাইল বাহা ।
 জয়দেবে স্বপ্নে পুনঃ কহিলেন তাহা ॥
 আজ্ঞা শুনি হৈল মনে আনন্দ অপার ।
 এবমস্ত বলি কবি করিল স্বীকার ॥
 প্রাতে উঠি সভামানো গমন করিল ।
 রাজার দ্বাদশ শ্লোক গ্রন্থে তুলি নিল ॥
 সভামানো পাঠ করি তাহা শুনাইল ।
 শুনি রাজা গণ সহ সন্তোষ হইল ॥
 এইরূপে পুরানন্দে আছে মর্জজন ।
 অহর্নিশি ইরিকথা শ্রবণ কীর্জন ॥

রাজা-ক্ষেত্রপতি-শিক্ষা ।

হরির কৃপায় রাজা মহা ভাগ্যবান ।
 সবাঞ্চার হিতার্থে জিজ্ঞাসে মতিমান ॥
 করঘোড়ে কবিরে সবিনয়ে বলে ।
 নিবেদন করি কিছু চরণকমলে ॥
 ধার্মিকেরা জল সিঞ্জে ধর্ম্মতরুবরে ।
 কারো ভাগ্যে ফলে কারো ফল নাহি ধরে ॥
 কোন্ কার্য্য কোন্ ভাব কোন্ অনুষ্ঠান ।
 কিরূপে আচরি লোকে পায় দিব্যজ্ঞান ॥
 কোন্ সাধনেতে যায় মনের আধার ।
 কিরূপে প্রকাশ হয় বস্তু সারাংসার ॥
 মতিমন্দে পদদ্বন্দ্ব করি ভূত্যাঙ্গান ।
 ভজন সাধন তত্ত্ব কহ মতিমান ॥

জয়দেব বলে তাহা শুন হে রাজন ।
 যে কারণে ফলবতী না হয় সাধন ॥
 বিচার বিহীন হৈলে নাহি হয় জ্ঞান ।
 জ্ঞানের অভাবে হয় ভিন্ন অভিমান ॥
 ইন্দুরূপে কোনো লতা জড়াইয়া রয় ।
 তবু তাতে ইক্ষুরস সঞ্চার না হয় ॥
 উপাসনা বিনা নাহি হয় জ্ঞানোদয় ।
 জ্ঞান বিনা ব্রহ্ম উপলব্ধি নাহি হয় ॥
 ব্রহ্ম না বুঝিলে কভু কৈবল্য না পায় ।
 সাধু আর শাস্ত্র বিনা না দেখি উপায় ॥
 প্রথমে অশেষ শাস্ত্র করি অধ্যয়ন ।
 জ্ঞান বিজ্ঞানাদি লবে করিয়া চয়ন ॥
 তদন্তে সকল গ্রন্থ করিবে বর্জজন ।
 দাণ্ড লয়ে পরিভাজ্য পলাল যেমন ॥
 অধিলের বস্তু মাত্রে লোভ সম্বরণ ।
 করিলে হইবে তবে জ্ঞান উপার্জন ॥
 জগতের বস্তু করে কৃষ্ণ আবরণ ।
 ভস্মরাশি আচ্ছাদিত পাবক যেমন ॥
 উল্লা জ্বালি করে যেন দেব্য অধেষণ ।
 প্রাপ্ত হৈলে উল্লাঘ না হয় প্রয়োজন ॥
 জানানোকে জেগবস্তু পাইলে দর্শন ।
 পশ্চাতে আপনি জ্ঞান হয় বিসর্জন ॥
 জগতের অন্তরালে ব্রহ্মসনাতন ।
 জগত থাকিতে নাহি পায় দরশন ॥
 বিশ্ববীথ বিশ্বময় বিশ্বের জীবন ।
 দেখিতে হইবে করি বিশ্ব উন্মোচন ॥
 অধঃ উর্দ্ধ মধ্য শূণ্য ব্রহ্ম সদাকার ।
 যে সাধে সে দেখে তাহা বিনা নাহি আর ॥
 সুক্ষ্ম মূল সাধে স্কুল আপনি সে পায় ।
 মূল না বুঝিলে স্কুল স্কুলেতে মিশায় ॥
 স্কুল সুক্ষ্ম এক হৈলে স্কুল হয় ভুল ।
 সুক্ষ্মের অভাব হয় থাকে মাত্র মূল ॥
 কার্য্যভাবে কারণ কর্ত্ত্ব হয় লয় ।
 জীবাবস্থা দিব্যজ্ঞানে হয় শিবময় ॥
 মূঢ় হ ঘোরতর আর শাস্ত্র যে ভাব ।
 জড়ত্ব কাণ্ডত্ব তাহে নিত্যত্ব সম্ভাব ॥

এই তিনে তিন সদা আছে বর্তমান ।
 ইহার অতীত যাহা তাহা দিব্যজ্ঞান ॥
 আশ্রয় গ্রহণ কৈলে মহা বুদ্ধতলে ।
 প্রথমতঃ ছায়া পায় শেষে ফল ফলে ॥
 এ সাধন পণ্ডশ্রম নহে নরপতি ।
 অল্প সাধিলেও হয় পরম সঙ্গতি ॥
 ক্রিয়া জ্ঞান যোগ ভক্তি সাধিতে হইবে ।
 ভক্তিয়োগে দিব্যজ্ঞান আপনি স্ফুরিবে ॥
 বস্তুগত ক্রিয়া ক্রিয়াগত বস্তু নয় ।
 চিত্ত শুদ্ধ হৈলে হয় আপনি উদয় ॥
 অরূপ হইয়া করে অরূপ চিন্তন ।
 স্বরূপ হেরিলে হয় সংসার মোচন ॥
 কালসাম্যে হইলে অনর্থ নিবারণ ।
 সাধনের পাত্র হয় সেই মহাজন ॥
 অনিষ্ঠা নিষ্ঠিতা ভক্তি দুই রূপ হয় ।
 নিষ্ঠিতা ভক্তিতে প্রেম করায় উদয় ॥
 প্রেম গাঢ় হৈলে তবে হয় ভাবোদয় ।
 কেবল ভাবের গম্য সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
 যোগ জ্ঞান তপ ধ্যান নাম জপ ভক্তি ।
 ভাবাস্থিত হৈলে তবে হয় ফলবতী ॥
 নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ নাম বিশ্বময় ।
 যেই নাম সেই কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥
 উদ্ভব পালন লয় হয় কৃষ্ণনামে ।
 কৃষ্ণপদ পায় নামে যায় কৃষ্ণনামে ॥
 যে যার শরণ লয় সেই রাখে দাজ ।
 উণ্টা জলে মৎস্য চলে ভাসে গজরাজ ॥
 দশবিধ অপরাধে হয়ে সাধনান ।
 বিধি অনুসারে নাম লয় মতিমান ॥
 মনঃ বাক্য ইন্দ্রিয় করিয়া সংযম ।
 নাম লৈলে তাহে হয় অভীষ্ট পূরণ ॥
 নাম মাত্র লয় যদি নামী নাহি লয় ।
 নামীর অভাবে নাম দেশান্তরে রয় ॥
 কৃষ্ণনাম নাম নহে রূপ নহে রূপ ।
 কৃষ্ণগুণ গুণ নহে নিগুণ স্বরূপ ॥
 কৃষ্ণ নাহি কর্ষে হয় প্রেমের কর্ষণ ।
 স্বাধীনতা হীন ভক্তাধীন জনার্দন ॥

ভালভাবে উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্য্য তিনে ।
 একতা করিয়া ভাবে ভাবে রাত্রি দিনে ॥
 ভাবিলে ভাবের বস্তু অন্তরেতে পায় ।
 বাহিরে স্ফুরিলে তবে দ্বৈতবুদ্ধি যায় ॥
 ব্রজের মাধুর্য্যরসে অনন্ত চিন্তায় ।
 স্ব স্ব ভাবে সেবা পায় গাঢ় মমতায় ॥
 সাধনের তত্ত্ব এই কহিনু বিশেষ ।
 অভক্তগণের এতে না হয় প্রবেশ ॥
 বিয়্য ভক্তি বিহীনের তপ জপ ব্রত ।
 মৃতদেহে অলঙ্কার ধারণের মত ॥
 অগ্নি দেব আরাধনে কাম্য সিদ্ধ হয় ।
 তত্ত্বজ্ঞান নাহি পায় মুক্তি দূরে রয় ॥
 রজঃ তমঃ ত্যজি সত্বে করিলে বিচার ।
 তবে সে বুঝিতে পারে কোন তত্ত্ব সার ॥
 শাস্ত্রগুরু আজ্ঞামতে আপনা চিনিবে ।
 কে আমার আমি কার বুঝিতে পারিবে ॥
 সুকুন্দসেবন নিজকার্য্য সবা কার ।
 যাতে হয় আমার সংসারসিদ্ধি পার ॥
 অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ কার দরশন ।
 চিন্ময় রূপেতে করে প্রেম আশ্বাদন ॥
 পঞ্চ পুরুষার্থ প্রেম পরমার্থ দন ।
 প্রতি পদে পূর্ণামৃত রস আশ্বাদন ॥
 সেই প্রেমা যার চিত্তে হয় আবির্ভাব ।
 অন্তে না বুঝিতে পারে তাহার প্রভাব ॥

তথাহি—

এবং ব্রত সপ্রিয়নাম কৃষ্ণা,
 যাতাত্তর্য্যগঃ দ্রুতচিত্ত উচৈঃ ।
 হসত্যথ রোদিত্তি রৌতি গায়,—
 তুানাদ বস্তুত্যাতি লোকবাহু ॥
 পক্ষপাতি বাক্য নহে সর্বশাস্ত্রে কয় ।
 লোক বেদ সাধুর সম্মত ইহা হয় ॥
 প্রেম যার নাহি তার অসার সে দেহ ।
 সাধুগণ মধেয় গণ্য নাহি করে কেহ ॥
 এত বলি কথিবর নীরব হইল ।
 সাধুগণে শুনি মনে আনন্দ পাইল ॥

জ্ঞানযাত্রা ও রথযাত্রা দর্শন ।

তবে সবে সভা হৈতে করিয়া গমন ।
 শ্রীমন্দিরে গিয়া কৈল প্রভু দরশন ॥
 কতক্ষণ তথা রহি বাসায় আইল ।
 প্রসাদ পাইয়া অখে শয়ন করিল ॥
 প্রাতঃকালে কুতূহলে উঠি সর্বজন ।
 জ্ঞান করি কৈল লোকনাথ দরশন ॥
 যমেধর টোটা দেখি পুরীতে আইল ।
 বিমলা কমলা সত্য ভামাদি দেখিল ॥
 নৃসিংহাদি অবতার বটকৃষ্ণ হরি ।
 কাক চতুর্ভুজ একাদশী আদি করি ॥
 শ্রীমন্দিরে বিশ্বস্তরে করি দরশন ।
 বাসায় আসিয়া কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
 বৈকালে করিয়া সবে সভায় গমন ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ পদ করিল কীর্তন ॥
 হরিকথা লীলারস করি আশ্বাদন ।
 বাসায় আসিয়া কৈল রজনী যাপন ॥
 প্রাতে উঠি সর্বক্ষেত্রে করিয়া ভ্রমণ ।
 যথা যাহা আছে তাহা করিল দর্শন ॥
 জ্ঞানযাত্রা দিনে জ্ঞান দর্শন করিল ।
 গণপতি বেশ হেরি সন্তোষ হইল ॥
 পঞ্চদশ দিবসান্তে নূতন যৌবন ।
 দেখিয়া হইল তৃপ্তি যুড়াল নরন ॥
 রথযাত্রায় কৈল প্রভু রথে আরোহণ ।
 পথে দাঁড়াইয়া কৈল রথে দরশন ॥
 জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন ।
 কুঞ্জবাটী গেলা দেখি আনন্দিত মন ॥
 অষ্টদিন তথা গিয়া করিল দর্শন ।
 নবম দিবসে পুনঃ কৈল আগমন ॥
 লক্ষ্মীর বিজয় লীলা করে পাণ্ডাগণ ।
 নানা বাণ গীত নাট শ্রীহরিকীর্তন ॥
 শ্রীহোরা পঞ্চমী শিববিবাহাদি লীলা ।
 নিত্য মহা মহোৎসব দর্শন করিলা ॥
 এইরূপে আছে সবে আনন্দ অন্তর ।
 জগন্নাথ লীলা কিছু কহি অতঃপর ॥

গণেশভক্ত প্রিয়ষদ ।

প্রিয়ষদ নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ।
 জ্ঞানযাত্রা দরশনে করিল গমন ॥
 গণেশ উপাসক তার গণেশ শরণ ।
 মনে জানে গণপতি পাব দরশন ॥
 জ্ঞান মণ্ডপেতে গিয়া দেখে জগন্নাথ ।
 গণেশে না দেখি শিরে হানে করাঘাত ॥
 বল প্রভু এ অধমে বঞ্চনা করিলে ।
 গণেশ না হয়ে অন্তরূপে দেখা দিলে ॥
 জ্ঞানময় গণপতি বিনা ঈশ নাই ।
 তবে কেন অস্তরূপ দরশন পাই ॥
 এত ভাবি যায় দ্বিজ বিষমবদনে ।
 জগন্নাথ আদেশ করিল পাণ্ডাগণে ॥
 প্রিয়ষদ নামে মোর ভক্ত এক জন ।
 নরেন্দ্রের পথে গেল বিষাদিত মন ॥
 অতি শীঘ্র এখানে করিহ আনয়ন ।
 কহিবে গণেশে আসি কর দরশন ॥
 শুনি পাণ্ডাগণ অতি সত্বরে ধাইল ।
 নাম ধরি পথে পথে ডাকিতে লাগিল ॥
 দ্বিজ বলে কেন ডাক কোন প্রয়োজন ।
 তারা কহে গণেশে করিতে দরশন ॥
 জ্ঞানমঞ্চে বসিয়াছে প্রভু গণপতি ।
 প্রত্যক্ষে দেখহ গিয়া হৈল অনুমতি ॥
 এ কথা শুনিয়া বিপ্র আনন্দে চলিল ।
 তথা আসি জ্ঞানমঞ্চে গণেশে দেখিল ॥
 ইষ্টদেবে দেখি প্রেমে গড়াগড়ি যায় ।
 গণেশ গণেশ বলি কান্দে উভরায় ॥
 তাঁর প্রেম দেখি কান্দে যাত্রী অগণন ।
 ভক্তিভাবে সবে তাঁর পরশে চরণ ॥
 তবে কতক্ষণে দ্বিজ সম্বিত পাইল ।
 কৃপা দেখি ভাবাবেশে কান্দিতে লাগিল ॥
 পাণ্ডাগণে ধরি হরি সমীপে লইল ।
 তথা গিয়া স্তুতি নতি অনেক করিল ॥
 শৈলেন্দ্রতনয়া-পুত্র প্রভু গণপতি ।
 দয়া কর বলি কৈল সাষ্টাঙ্গে প্রণতি ॥

কৃপাপাত্র বলি তাঁরে সকলে জানিল ।
যত করি কিছুদিন তথায় রাখিল ॥
তদবধি হৈল এই প্রভুর আদেশ ।
জ্ঞানযাত্রা দিনে হয় গণেশের বেশ ॥
ভক্তাধীন জগন্নাথ ভক্তপ্রাণধন ।
বাঞ্ছা অনুরূপ ভক্তে দেন দরশন ॥
এইরূপে কত লীলা না হয় বর্ণন ।
এবে কহি শ্রীগীতগোবিন্দ বিবরণ ॥

ক্ষেত্রবাসী অকিঞ্চন ভক্ত ।

ক্ষেত্রবাসী ভক্ত এক অকিঞ্চন দীন ।
শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ করে প্রতিদিন ॥
একদিন ভাবাবেশে পড়িতে লাগিল ।
অন্তর্যামি জগন্নাথ অন্তরে জানিল ॥
সে সময়ে পুত্র তার বাটীতে না ছিল ।
তার বেশ ধরি হরি শুনিতে বসিল ॥
মহানন্দে শুনে বসি ভক্তিমান যারা ।
প্রেমাবেশে গায় দ্বিজ নেত্রে প্রেমধারা ॥
শ্বেদ কম্প পুলকাদি অঙ্গে দেখা দিল ।
দেখি শুনি জগন্নাথ মোহিত হইল ॥
এইরূপে চারি দণ্ড অতীত হইল ।
হেনকালে পুত্র তার আসিয়া মিলিল ॥
বদন তুলিয়া দ্বিজ করে নিরীক্ষণ ।
দেখে বসি একাকার পুত্র দুই জন ॥
দুই পুত্র দেখি হৈল বিস্ময় অন্তর ।
পুনঃ পুনঃ দুই জনে দেখে দ্বিজবর ॥
জগন্নাথ অঙ্গগন্ধে ভরিল অঙ্গণ ।
অপ্রাকৃত রূপে চিত্ত কৈল আকর্ষণ ॥
ভাবাবেশে দূরে গেল ভাবে মনোমন ।
তাহা দেখি অন্তর্দান হৈল নারায়ণ ॥
চারিদিকে চাহে সাধু কাতর অন্তরে ।
বলিতে না পারে মুখে বাক্য নাহি সরে ॥
তখন সকলে বলি আশ্চর্য্য দেখিছু ।
এক মূর্তি দুই পুত্র নয়নে হেরিছু ॥
এই ছিল কোথা গেল আর এক জন ।
এত বলি ক্ষিপ্তপ্রায় করে অন্বেষণ ॥

নায়ায় মোহিয়া কোথা করিল গমন ।
বুঝিলাম প্রভু বিনা নহে অশ্র জন ॥
হায় হায় করি কান্দি বিষাদিত মন ।
বলে পেয়ে হারাইলু অমূল্য রতন ॥
কোথা প্রভু জগন্নাথ জগতজীবন ।
দরশন দিয়া কেন হৈলে অদর্শন ॥
আর কি হেরিব পদ্মপলাশলোচন ।
অন্তর শীতল হবে যুড়াবে নয়ন ॥
হেনমতে বহুক্ষণ করিয়া রোদন ।
ধ্যানাবিষ্ট হয়ে কৈল দুঃখ সম্বরণ ॥
এইরূপে শ্রীগীতগোবিন্দ যেবা গায় ।
ভাবাবিষ্ট যদি হয় প্রভু তথা যায় ॥

মালাকার-কন্যার বিবরণ ।

নট নটী পদাবলী করিল শিক্ষণ ।
নিশাভাগে জগন্নাথে করায় শ্রবণ ॥
ক্রমে সেই পদাবলী প্রচার হইল ।
ক্ষেত্রবাসী নর নারী অভ্যাস করিল ॥
মালির দুহিতা এক বার্তাকুর ক্ষেত্রে ।
বার্তাকু তুলয়ে গীত গায় আনন্দেতে ॥
জগন্নাথ নিজ ব্রজলীলার আখ্যান ।
শুনিতে গেলেন তথা মালিনীর গান ॥
মালিনীর পাছে পাছে করিয়া গমন ।
কোমল চরণে ফুটিয়াছে শীলাকণ ॥
কণ্টকে ছিঙিল শ্রীঅঙ্গের গীতবজ্র ।
ওড়নাতে বিকিয়াছে কণ্টকিত পত্র ॥
মন্দিরে আইলা যবে ছিন্নভিন্ন বেশ ।
পাণ্ডাগণে দেখি কিছু না বুঝে বিশেষ ॥
শ্রীঅঙ্গের বজ্র মালা ছিঙিয়া গিয়াছে ।
বার্তাকু কণ্টক বস্ত্রে বিদ্ধ হইয়াছে ॥
শুনি রাজা ক্রমত তথা করি আগমন ।
দেখে ছিন্নভিন্ন বেশ মলিন বদন ॥
করযোড়ে জিজ্ঞাসিল করিয়া স্তবন ।
কোথা গিয়াছিলে ছিল কোন প্রয়োজন ॥
কোমল চরণে কত পেয়েছে বেদনা ।
আহা মরি কে করিল এতক লাঞ্ছনা ॥

এ তোমার নিজ ভৃত্য নিকটে থাকিতে ।
 উচিত কি হয় তব স্বয়ং যাইতে ॥
 আহা এ কি কেন কোথা কিসের লাগিয়া ॥
 গিয়াছিলে কি অভাবে চরণে হাঁটিয়া ॥
 কাতর হইয়া বলে নেত্রে বহে জল ।
 দুঃখের অবধি নাহি অন্তর বিকল ॥
 রাজার অন্তরে বড় লেগেছে আঘাত ।
 জানি শূন্যবচনে কহিলা জগন্নাথ ॥
 মালির নন্দিনী নিজ বার্তাকুর ক্ষেতে ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ গায় গেলাম শুনিতে ॥
 গাইতে গাইতে কৈল বার্তাকু চয়ন ।
 তাহার সহিত আমি করেছি ভ্রমণ ॥
 যাইতে যাইতে বার্তাকুর কাঁটা লাগে ।
 সন্তোষ হয়েছি, তারে আন মোর আগে ॥
 এ কথা শুনিয়া রাজা মানে চমৎকার ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ সম স্তব নাহি আর ॥
 মালির বাটীতে কহি সব বিবরণ ।
 শিবিকাতে তুলি তারে কৈল আনয়ন ॥
 জগন্নাথ সম্মুখে সে পরম আনন্দে ।
 গাইল মধুর গীত অমৃত-প্রবন্ধে ॥
 অস্তাপিহ তার বংশজাত প্রভু আগে ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ গান করে সন্ধ্যাতাগে ॥
 গান শুনিবারে প্রভু যথা তথা যায় ।
 জানি রাজা নগরেতে ঢেঁটরা ফিরায় ॥
 কুৎসিত স্থানেতে কিম্বা গমন সময় ।
 পাঠ যে করিবে সেই দণ্ড যোগ্য হয় ॥
 রাজার নিষেধ ইহা সকলে মানিল ।
 স্থান কাল বুঝি পাঠ করিতে লাগিল ॥

মোগলভক্তের বিবরণ ।

জগন্নাথ শুনে গীত উৎসুক হইয়া ।
 যবন মোগল এক এ কথা শুনিয়া ॥
 সত্য মিথ্যা সন্দেহ উপজে তার মনে ।
 অভ্যাস করিল গীত পরীক্ষা কারণে ॥
 খোড়ায় চড়িয়া পদ গাইয়া সে যায় ।
 শুনিবারে জগন্নাথ তার পাছে ধায় ॥

চারি পাশে চাহে সেই মোগল স্তম্ভন ।
 কতক্ষণে পাব জগন্নাথ দরশন ॥
 দেখিবারে না পাইয়া ভাবয়ে অন্তরে ।
 যবন বলিয়া বুঝি উপেক্ষিলা মোরে ॥
 হেনকালে দেখি আগে শ্যামলসুন্দর ।
 মুচ্ছিত হইয়া পড়ে ভূমির উপর ॥
 সম্বিত পাইয়া বসি করয়ে রোদন ।
 ভক্তিপ্রিয় জগন্নাথ জানিল তখন ॥
 গৃহে গিয়া সবাকারে ইহা শুনাইল ।
 গোষ্ঠী সহ হরিপদে শরণ লইল ॥
 যবন চণ্ডাল দ্বিজ হরি না বিচারে ।
 যেই ভজে সেই পায় গুণের সাগরে ॥
 যবনেরা হৈল ভক্ত করে নাম গান ।
 মোগল বৈরাগী বলি হইল আখ্যান ॥

সংসঙ্গ মহিমা বর্ণন ।

কবি মুখপদ্মমধু শ্রীগীতগোবিন্দ ।
 ত্রিভুবনে ব্যক্ত হৈল সেই রসানন্দ ॥
 সাধু কি পায়ণী মুখ বিষয়ী অজ্ঞান ।
 শুনিয়া সকলে দ্রবে হয় ভক্তিমান ॥
 কবির শ্রীগীতগোবিন্দ বিরচিল ।
 রসভঙ্গ হবে ভাবি অর্থ না লিখিল ॥
 “অর্থ না করিয়া ভক্তিভাবেতে পড়িবে ।
 কামাদি ভবের রোগ নিশ্চয় খণ্ডিবে ॥
 অজ্ঞানান্ধকার যাবে শুদ্ধ হবে মন ।
 করুণা করিবে তারে ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ॥”
 অরসঙ্গ অভক্ত অজ্ঞানী মুঢ় নর ।
 অর্থ করিবারে যায় এ বড় দুষ্কর ॥
 কুব্যাখ্যা কল্পনা আর নানী অর্থবাদ ।
 শাস্ত্রের নিষেধ এতে হয় অপরাধ ॥
 ব্রজতত্ত্ব বোধ হীন মোহিত মায়ায় ।
 আপনি বুঝিতে নারে সবারে বুঝায় ॥
 শব্দার্থ করয়ে কিন্তু সদর্থ সে নয় ।
 ভাবার্থ থাকিলে তবে শব্দ গ্রাহ্য হয় ॥
 শব্দদ্বি মণি কেহ সার তুলি লয় ।
 কেহ তত্র পান করি তর্কবাদী হয় ॥

জল যেন নিষে প্রবেশিলে তিলক হয় ।
 ইক্ষুতে প্রবেশ কৈলে মিষ্টরসময় ॥
 লক্ষাগাছে কটু হয় অন্ন আমড়ায় ।
 ব্যক্তি ভেদে ভক্তিরস সেইমত হয় ॥
 চৈতন্য বিহীন হৈলে হয় অন্ধ প্রায় ।
 পথ নাহি চিনে চলে পরের কথায় ॥
 বহু পথ ভান যেন গোলোকধাঁদায় ।
 সত্যপথ না চিনিলে ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
 পূর্ব পুণ্যফলে যদি সাধুসঙ্গ পায় ।
 যথার্থ বুঝিতে পারে ভ্রম দূরে যায় ॥
 গঙ্গা পাপ শনী তাপ দৈন্য কল্লতরু ।
 মূল সহ যায় কৃপা কৈলে সাধু গুরু ॥
 সাধুসেবা করে যেবা হয়ে অতি দীন ।
 আপনি ঈশ্বর হয় তাহার অধীন ॥
 অত্যাক্তি না হয় ইহা শাস্ত্রের বচন ।
 সাধুকৃপা হৈলে হরি পায় অজ্ঞ জন ॥
 এ সব কথায় না করিহ অবিশ্বাস ।
 ভক্ত ভক্তি হরি তিন অভিন্ন প্রকাশ ॥
 ধনীজনে দিতে পারে সাধারণ ধন ।
 সাধুর নিকটে মিলে ব্রহ্মসনাতন ॥
 অস্থি আর চর্ম মিলে কুকুর-সদনে ।
 গজমুক্তা গজদন্ত সিংহের ভবনে ॥
 সাধুর চরণপদ্মে শরণ যে লয় ।
 প্রেমভক্তি পায় তারে কৃষ্ণ কৃপা হয় ॥
 বিষু সঙ্গ হইতে বৈষ্ণব সঙ্গ বড় ।
 সত্য সত্য সর্বশাস্ত্রে এই কহে দৃঢ় ॥
 যাবৎ জীবের মোহবুদ্ধি ব্যবত্যয় ।
 আছয়ে তাবৎ নাহি বুঝয়ে নিশ্চয় ॥
 কর্তব্যাকর্তব্য যবে নির্বেদ জন্ময় ।
 সাধুসঙ্গ লয়ে তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥
 ভক্তের মহিমা কিছু করিহ বর্ণন ।
 এবে কহি সবার্থ দক্ষিণ গমন ॥

দক্ষিণতীর্থ গমনের মন্ত্রণা ।
 জয়তীর্থ ঋষি কহে শুন কবির ।
 দক্ষিণদেশেতে তীর্থ আছে বহুতর ॥
 বিশেষতঃ সমাগত পূর্ণিমা গ্রহণে ।
 গোদাবরী-জলে স্নান পঞ্চবটী বনে ॥
 সাধু শাস্ত্র তথায় করিবে আগমন ।
 সবে মিলে যাই চল করিতে দর্শন ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া কবি সম্মত হইল ।
 পদ্মাবতী স্থানে গিয়া সব জানাইল ॥
 দেবী কহে এতদূর কৈলে আগমন ।
 চল তবে দেখে আসি পঞ্চ টী বন ॥
 শুনি কবি ভক্ত সহ মন্ত্রণা করিল ।
 রাজার নিকটে সব বৃত্তান্ত বহিল ॥
 রাজা বলে তোমা সবে চাড়িয়া না দিবা ।
 যেখানে যাইবে আমি সংহতি চলিব ॥
 বহু ভাগ্যে পাইয়াছি সঙ্গ সবার্থকার ।
 কেমনে ছাড়িয়া রব হয়ে শবাকার ॥
 ভৃত্য হয়ে রব সদা চরণ সেবিব ।
 দিবা নিশি হরিকথা শ্রবণ করিব ॥
 রাণীরে লইয়া যাব তীর্থ দর্শনে ।
 শিবিকা-যানেতে যাবে পদ্মাবতী সনে ॥
 যে যে তীর্থে আপনারা করিবে গমন ।
 ছাড়িয়া না যাবে মোরে এই নিবেদন ॥
 সাধুপদধূলি পড়ে যেই যেই স্থলে ।
 পুণ্যময় তীর্থ সেই শাস্ত্রে ইহা বলে ॥
 তীর্থ কারে বলে আমি তাহা নাহি জানি ।
 সাধুগণ যথা, তথা তীর্থ বলি মানি ॥
 শুনিয়া রাজার বাক্য সন্তোষ হইল ।
 দিন স্থির করি সবে বাসায় আইল ॥
 জগন্নাথলীলা গীতগোবিন্দ কীর্তন ।
 কলির কলুষ খণ্ডে করিলে শ্রবণ ॥
 জগন্নাথ বলরাম পদ করি আশ ।
 রচিল অধরটাদ নীলাজি বিলাস ॥

ইতি শ্রীজগন্নাথ দর্শন, শ্রীগীতগোবিন্দ পদ সঙ্কীর্ণ দ্বাদশ সোপান ।

ত্রয়োদশ সোপান ।

সাধুদিগের দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণে গমন ।

প্রায়েণ ভক্তিসংযোগেন সংসঙ্গেন বিনোদ্যেব ।

নোপায় বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়সং দ্বিষতামিহ ॥

জয় জয় জয়দেব জয় পদ্মাবতী ।
জয় জয় স্যাসীগণ রাজা ক্ষেত্রপতি ॥
প্রাতে সবে চক্রতীর্থে স্নানাদি করিয়া ।
জগন্নাথ দরশন করিল আসিয়া ॥
পূর্ব দিবসের মহাপ্রসাদ আনিল ।
সাধুবন্দ লয়ে রাজা ভোজন করিল ॥
কিঞ্চিৎ বিগ্রাম করি উঠি ততক্ষণ ।
রাজকাৰ্য্য পাত্ৰমিত্রে কৈল সমর্পণ ॥
প্রয়োজন মত ধন দ্রব্য আহরণ ।
করিয়া চলিল লয়ে সঙ্গে বহু জন ॥
সবে মিলি শ্রীমন্দিরে গমন করিল ।
প্রণমি প্রভুর পদে বিদায় মাগিল ॥
প্রসাদ চন্দন মালা পাণ্ডা আনি দিল ।
তাহা পেয়ে হৃষ্ট মনে মস্তকে ধরিল ॥
তদন্তরে নিজ পুরে করিয়া গমন ।
সংহতি লইল যত আত্মীয় স্বজন ॥
অন্তঃপুরবাসী নারীশকটে উঠিল ।
আর কতশত জন সংহতি চলিল ॥
দেবী পদ্মাবতী আর গিরিবালা সতী ।
নিজগণ সহ চলে রাণীর সংহতি ॥
আর যত সাধীগণ একত্রে মিলিল ।
শিবিকারোহণ করি আনন্দে চলিল ॥
সাধু সঙ্গে সুপ্রসঙ্গে সাধক সকল ।
রাজার সংহতি চলে ছাড়ি নীলাচল ॥
গঙ্গারাম দাস আর শ্রীবিহারি রায় ।
শ্রীভিখারীলাল দাস কৃষ্ণদাস যায় ॥
অভয়াচরণ রামচন্দ্র ভবানন্দ ।
শ্রীরামসুন্দর চলে পাইয়া আনন্দ ॥
হুর্গদাস কালীদাস আদি ভক্ত যত ।
অসংখ্য সাধক চলে নাম লব কত ॥

খাত্তব্রব্য লয়ে যায় শকটে পুরিয়া ।
সঙ্গে চলে পদাতিক অস্ত্রাদি লইয়া ॥
কত লোক যায় করি অশ্বে আরোহণ ।
বারণে চলিল কত কে করে বারণ ॥
যাহার যেরূপে ইচ্ছা চলে সৈন্যগণ ।
উঠিল মধ্যলধনি বাজিল বাজন ॥
ঋষিবর শ্রীশঙ্কর আর কবিরায় ।
রাজারে লইয়া মাঝে পদব্রজে যায় ॥
পশ্চাতে স্যাসীগণ আর গ্রাম্যজন ।
হরিধ্বনি দিয়া করে আনন্দে গমন ॥
গ্রাম ছাড়ি বনে গিয়া করিল প্রবেশ ।
বন নদী গিরি লজ্জি পাইল এক দেশ ॥
গ্রামের বাহিরে এক জলাশয়-কূলে ।
বনশোভা মনোলোভা ডাকে পক্ষীকূলে ॥
দিনা অবসান জানি তথায় রহিল ।
বস্ত্রে গৃহ নির্মাইয়া স্ত্রীগণে রাখিল ॥
যাহার যেখানে ইচ্ছা আসন পাতিল ।
বৃক্ষশ্রেণী মাঝে যত স্যাসী রহিল ॥
বৃক্ষ হৈতে ফুল ফল তুলিয়া আনিল ।
নিত্যকৃত্য করি কিছু প্রসাদ পাইল ॥
কোমল তৃণেতে কেহ শয়ন করিল ।
সুগীতল সমীরণে শীতল হইল ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ পদ গায় কবিরায় ।
হৃষ্টমনে সর্বিজনে তাঁর সঙ্গে গায় ॥
আঁখর সংযোগে পদ গাইতে গাইতে ।
ভাবাবেশে উঠি শেষে লাগিল নাচিতে ॥
বহুক্ষণ সঙ্কীর্ণন করিয়া সর্কলে ।
গান রাখি মহা সুখী বৈসে বৃক্ষতলে ॥
বিগ্রামান্তে সবে মিলি প্রসাদ পাইল ।
শয়ন করিয়া সুখে রজনী বঞ্চিল ॥

নিশি শেষে যোগনিদ্রা করি সমাধান ।
 ললিত বিভাষে করে হরিলীলা গান ॥
 অরুণ উদয় কালে জ্ঞানকৃত্য করি ।
 গমন করিল সবে বলি হরি হরি ॥
 পূর্বমতে চলে পথে সকলে মিলিয়া ।
 বনোদ্ভব দ্রব্য সব দেখিয়া দেখিয়া ॥
 যার যাহা ইচ্ছা তাহা আনন্দে লইল ।
 বৃক্ষফল স্নিগ্ধজল তুলিয়া খাইল ॥
 যুগগণ অগণন যায় পালে পালে ।
 পক্ষী সব কলরব করে বসি ডালে ॥
 সৈন্যদলে আগে চলে পথ প্রসারিয়া ।
 শেষে চলে শাসীদলে হরিধ্বনি দিয়া ॥
 বন পার হয়ে সবে গ্রামে প্রবেশিল ।
 কুশ দেখি গোদাবরী তীরে উত্তরিল ॥
 মল্লিকা অর্জুন দেখি গৌতমী গঙ্গায় ।
 নৃসিংহ দেখিয়া তবে সিদ্ধবটে যায় ॥
 ক্ষমক্ষেত্র ত্রিমূঠ দেখিয়া বৃদ্ধকালী ।
 ত্রিপদী ত্রিমল্ল বেষ্টিতারে গেলা চলি ॥
 বিষ্ণু কাঞ্চি শিবকাঞ্চি বরাহাদি করি ।
 পক্ষীতীর্থ স্রীবিঠল রক্ষজী কাবেরী ॥
 তাম্রপর্ণী তিলকাঞ্চি গজেন্দ্র-মোক্ষণ ।
 মলয়পর্বত কণ্ঠা-কুমারী দর্শন ॥
 নাসিক ত্র্যম্বক কুশাবর্ত ব্রহ্মগিরি ।
 ঋগ্মুগ তাপী পয়স্বিনী গোদাবরী ॥
 নর্মদা দণ্ডকারণ্য চিত্রকূটগিরি ।
 সপ্ততাল কল্প সরোবর মাহেশ্বরী ॥
 সপ্ততাল তলে কবি করিয়া গমন ।
 দৃঢ় করি বক্ষে ধরি করিলা রোদন ॥
 ক্রমে ক্রমে সপ্তবৃক্ষ পরশ করিয়া ।
 আশীর্বাদ কৈল অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া ॥
 অঙ্গ স্পর্শে সপ্তবৃক্ষ অবনত হৈল ।
 শরাসন সম্মুখে সবে বাঁকিয়া রহিল ॥
 আশ্চর্য্য মানিয়া মনে যত সঙ্গীগণ ।
 জয়দেবে জিজ্ঞাসিল ইহার কারণ ॥
 কহ দেব ইহার তাৎপর্য্য কিবা হয় ।
 ব্রক্ষেরা প্রণমে, মাত্র কথা নাহি কয় ॥

জড় হয়ে চৈতন্যের ন্যায় ব্যবহার ।
 কে ইহারা মধ্যে কেন ছিদ্ৰ সবা কার ॥
 ইহা কভু নাহি দেখি না করি শ্রবণ ।
 বক্ষে ধরি কেন তুমি করিলা ক্রন্দন ॥
 জয়দেব বলে সপ্ত অক্ষীরানন্দন ।
 মরিচীর অভিলাষে হইল এমন ॥
 ব্রহ্মলোকে মহা মুখে সপ্ত জনে ছিল ।
 সাধুপদে অপরাধে শ্রাবর হইল ॥
 প্রসন্ন হইয়া ঋষি বলিলেন পরে ।
 মধ্যে ছিদ্ৰ হবে ত্রেতাযুগে রামশরে ॥
 ঋগ্মুকে রবে সবে হইয়া অমর ।
 সাধুপদরজঃ তথা পাবে নিরন্তর ॥
 কলিযুগে হবে হরি চৈতন্যবতার ।
 তাঁহার পরশে মুক্তি হইবে সবার ॥
 হরি নাম তাঁর মুখে করিয়া শ্রবণ ।
 শাপে মুক্ত হইয়া করিবে আগমন ॥
 তদবধি আছে এথা জড় পাইয়া ।
 চৈতন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া ॥
 শুনিয়া সকলে মনে বিষ্ময় মানিল ।
 ধন্যবাদ দিয়া তাঁরে সকলে চলিল ॥
 কুন্তকর্ণ কপালের দেখি সরোবর ।
 প্রভাসে করিলা জ্ঞান আনন্দ অন্তর ॥
 সেতুবন্ধ অবধি ভ্রমিয়া নানা দেশ ।
 পঞ্চবটী বনে আসি করিলা প্রবেশ ॥
 নদীতীরে বন মাঝে গিরি সম্মিধান ।
 আশ্রম করিল তথা মনোরম্য স্থানে ॥
 লক্ষ্মণ সীতার সহ রাম রঘুবর ।
 বহুদিন ছিল তথা বনের ভিতর ॥
 সুপর্ণখা নাসা কর্ণ লক্ষ্মণ ছেদিল ।
 চৌদ্দ হাজার নিশাচরে স্রীরাম বধিল ॥
 অনেক লীলার স্থান না হয় বর্ণন ।
 বনে বনে ভ্রমি সবে করিল দর্শন ॥
 নাসিক পর্বতে কত দেখে লীলা স্থান ।
 নদীর স্নিগ্ধ জলে করে জ্ঞান পান ॥
 প্রতিদিন বনে বনে ভ্রমণ করয় ।
 এক দিন গেল সবে শবরী আশ্রয় ॥

শবরীর আসন পরশি কবিরায় ।
 নয়নে বহয়ে ধারা কান্দে উভরায় ॥
 তথা হৈতে রজঃ তুলি লইয়া মাথায় ।
 প্রেমামন্দে মত্ত হয়ে নাচিয়া বেড়ায় ॥
 কোথা গো শবরি বলি অনেক ডাকিয়া ।
 অবসন্ন হয়ে শেষে রহিল বসিয়া ॥
 মুখে নাহি মরে বাণী কাঁপে কলেবর ।
 দেখিয়া সবার হৈল বিস্ময় অন্তর ॥
 ধরাধরি করি লয়ে বাসায় আনিল ।
 সুশীতল জল মুখে সিঞ্চন করিল ॥
 তবে কতক্ষণে করি ভাব সম্বরণ ।
 রাম রাম শব্দ মুখে করে উচ্চারণ ॥

শবরী-চরিত্র বর্ণন ।

সুস্থ হয়ে কবির বসিল যখন ।
 সময় বুঝিয়া প্রস্থ করিল রাজন ॥
 রাজা বলে কবির করি নিবেদন ।
 শবরী কাহার নাম কিরূপ লক্ষণ ॥
 রূপা করি উপাখ্যান করিয়া কীর্তন ।
 সকলের মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ ॥
 শুনি জয়দেব অতি সন্তোষ হইল ।
 পবিত্র চরিত্র কথা বর্ণিতে লাগিল ॥
 এই বনে ছিল এক চণ্ডালের কণ্ঠা ।
 শবরী তাহার নাম ত্রিভুবনে ধন্য ॥
 পিতা মাতা কেবা তার তাহা নাহি জানি
 চণ্ডালের গৃহে যেন সাক্ষাৎ ভবানী ॥
 বাল্যকালাবধি সদা থাকে সদাচারে ।
 হরিকথা যথা তথা যায় শুনিবারে ॥
 যৌবন হইল গত বিবাহ না কৈল ।
 শ্রীহরিচরণে মন প্রাণ সমর্পিল ॥
 কার্য দেখি মাতা পিতা সন্তোষ হইল ।
 সংসার হইতে তারে পৃথক রাখিল ॥
 গুরুপদ সেবিবারে বাঞ্ছা বড় ছিল ।
 চণ্ডাল বলিয়া কেহ দাক্ষা নাহি দিল ॥
 মুনি ঋষি বোগী যতি পাইলে দরশন ।
 ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ হয় ততক্ষণ ॥

তার প্রতি সাধুগণ প্রসন্ন অন্তর ।
 অমায়্য আশীর্বাদ করে নিরন্তর ॥
 অস্পর্শ চণ্ডাল জাতি বিদিত সংসারে ।
 লোক অপবাদ ভয়ে শিখাইতে নারে ॥
 এইরূপে বহু দিন অতীত হইল ।
 সাধুসেবা হেতু তবে উপায় স্মজিল ॥
 সাক্ষাতে করিতে সেবা সমর্থ নহিল ।
 অলক্ষ্যভাবেতে কার্য করিতে লাগিল ॥
 বনমধ্যে হরিভক্ত সাধু মুনিগণ ।
 করিতে তাদের সেবা হৈল তার মন ॥
 বন হৈতে শুষ্ককাষ্ঠ বোঝা বান্ধি আনে ।
 আশ্রমে রাখয়ে রাত্রে কেহ নাহি জানে ॥
 জ্ঞান করিবার পথ সমান করিয়া ।
 কাঁটা কুটা কাঁকরাদি ফেলয়ে বাছিয়া ॥
 সুপক বনের ফল কলা খোড় মোচা ।
 পত্রাদি রাখয়ে রাত্রে লয়ে বোঝা বোঝা ॥
 প্রতিদিন করে ঋষিগণ ভাবে মনে ।
 কেবা পথ বাঁটি দেয় কেবা কাষ্ঠ আনে ॥
 একদিন শিষ্যগণ জাগিয়া রহিল ।
 দেখে রাত্রে কাষ্ঠ লয়ে শবরী আইল ॥
 কে তুমি বলিয়া সব চৌদিকে বেড়িল ।
 ত্রাসে মুখ হেঁট করি কাঁপিতে লাগিল ॥
 চণ্ডালহুহিতা বলি সকলে চিনিল ।
 ভয় নাহি বলি তারে আশ্বাস করিল ॥
 ঋষিগণ মধ্যে এক হরিভক্ত ধীর ।
 ভক্তিমর্গ জানে মহা পণ্ডিত গন্তীর ॥
 সাধুসেবা মতি দেখি আর্জ হৈল চিত ।
 মিষ্টবাক্যে তুমি তার চেষ্টা কৈল হিত ॥
 আনুপূর্ব সব কথা তাহার শুনিল ।
 ভুষ্ট হয়ে রামমন্ত্র দীক্ষা তারে দিল ॥
 চৌদটি ভক্তির অঙ্গ ভজ্ঞন সাধন ।
 সেবক হইয়া সেব্যবস্তুর সেবন ॥
 ধ্যান ধারণাদি তত্ত্ব সব শিখাইল ।
 গুরু উপদেশ পেয়ে কৃতার্থ হইল ॥
 ঋষির দেখিয়া কার্য বহিষ্মুখগণ ।
 জাতি পংক্তি হেতে তারে করিল বর্জ্ঞন ॥

ঋষি কহে শাস্ত্রমৰ্ম্ম তোমরা না জান ।
 বৈষ্ণবেষে জ্ঞান বুদ্ধি করি শিষ্ট মান ॥
 শাস্ত্রের প্রমাণ বলি বহু বুঝাইল ।
 অজানী তামসী তারা কিছু না মানিল
 মুনি বিজ্ঞতম তাহে দুঃখিত নহিল ।
 ছাড়িয়া অসং সঙ্গ আনন্দে রহিল ॥
 কিছুদিন থাকি ভক্তিরস আস্বাদিল ।
 তার পরে ধরাধাম ভাল না লাগিল ॥
 শ্রীবৈকুণ্ঠে যাইবার বাসনা হইল ।
 শবরীরে ডাকি তবে বলিতে লাগিল ॥
 অবতীর্ণ হয়ে হরি অযোধ্যাভুবনে ।
 পিতৃসত্য পালিবারে আসিবেন বনে ॥
 এ বনে আসিয়া রাম যাবৎ রহিবে ।
 সমাদরে সেবা করি সন্তোষ করিবে ॥
 তাঁহার মানবলীলা দেখিতে না পাইলু ।
 কালপূর্ণ হৈল আমি স্বধামে চলিলু ॥
 ভূমি ভাগ্যবতী শীঘ্র দেখিবে নয়নে ।
 অল্পদিনে তিন জনে আসিবেন বনে ॥
 রামচন্দ্র আগমন আয়োপাস্ত লীলা ।
 উপদেশ দিয়া মুনি তত্ত্ব জানাইলা ॥
 নরলীলা সম্বরীয়া বৈকুণ্ঠে চলিল ।
 শবরী গুরুর শোকে কাতরা হইল ॥
 একবার ভাবে মনে ত্যজিব জীবন ।
 আরবার ভাবে পাব রাম দরশন ॥
 হরিনাম জপে সদা তথায় রহিয়া ।
 রাম আগমন কাল প্রতীক্ষা করিয়া ॥
 ভ্রামরী নামেতে এক ঋষির সন্ততি ।
 অচল মমতা তার শবরীর প্রতি ॥
 প্রতিদিন আসি তারে অনেক বুঝায় ।
 মিষ্টান্ন পক্কান্ন আনি স্বহস্তে খাওয়ায় ॥
 হরিলীলা কথা সদা কহে তার মনে ।
 কভু ভাবাবেশে বসি কান্দে দুই জনে ॥
 এইরূপে আছে বনে মহানন্দ মনে ।
 নিদ্রুকে করয়ে নিদ্রা তাহা নাহি গণে ॥
 নিশাকালে এক থাকে ধ্যানেন্তে বসিয়া ।
 নিশা অন্তে জ্ঞান করে নদীতে যাইয়া ॥

একদিন মুনিগণ প্রত্যাষে নদীতে ।
 জ্ঞান করে শবরীও গেল এক ভিটে ॥
 মুনিদের ঘাটে জ্ঞান করে চণ্ডালিনী ।
 ইহা বলি ভৎসিয়া কহিল কটুবাণী ॥
 অভক্তের অপরাধ ভক্ত নাহি ধরে ।
 ভকতবৎসল হরি সহিতে না পারে ॥
 তৎক্ষণে নদীর জল হৈল রক্তপ্রায় ।
 কুমি কীটময় দেখি উঠিয়া পলায় ॥
 তত্রাচ না বুঝে সব ব্রাহ্মণের গণ ।
 সবে বলে জল কেন হইল এমন ॥
 বিচার করিয়া কেহ বুঝিতে নারিল ।
 অকারণ্য হয়ে জল তেমনি রহিল ॥
 পত্রাদি নিশ্চিন্ত এক ঝোপড়া বান্ধিয়া ।
 শবরী আছেন রামচন্দ্র পথ চাইয়া ॥
 তৃষিত চাতকী যেন মেঘ আগমন ।
 প্রতীক্ষা করিয়া থাকে উৎকণ্ঠিত মন ॥
 বন হৈতে পক্ক ফল আনি আগে চাথে ।
 মিষ্ট হৈলে রামচন্দ্রে দিব বলি রাখে ॥
 নিত্য আনে ফল মূল যাহা মিষ্ট লাগে ।
 শুকায়ে তুলিয়া রাখে অতি অনুরাগে ॥
 এইরূপে আসাপথে নয়ন পসারি ।
 হা রাম হা রাম বলি ডাকয়ে ফুকারি ॥
 অবিলম্বে আশাবৃক্ষ ফলিত হইল ।
 অল্পদিন মধ্যে প্রভু আগমন কৈল ॥
 দয়ার সাগর রাম বনে প্রবেশিয়া ।
 ডাকয়ে কোথায় মোর শবরী বলিয়া ॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

অমৃত নিন্দিত বাণী, ভুবনমোহন ধ্বনি,
 আর তাহে স্নেহের সহিত ।
 শবরীর কর্ণে আসি, প্রবেশিল সুধারাসি,
 কর্ণ পাতি রহে চমকিত ॥
 চারিদিক পানে চায়, উন্মত্ত পাগলী প্রায়,
 শুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়ে রহিল ।
 হেনকালে দয়াময়, স্নেহনৈজের ধারা বয়,
 তথা আসি উপনীত হৈল ॥

চিত্র পুতলিকা প্রায়, অনিমিষ নেত্রে চায়,
 রামরূপে ডুবিল হৃদয় ।
 ক্রমে নানা ভাবোদগম, পুলক অশ্রু বিভ্রম,
 রোমাঞ্চিত দেহেতে ব্যাপয় ॥
 প্রভু ভূত্যা দৌহে কান্দে, দৌহা প্রেমে দৌহে
 বাঞ্চে, দৌহে মনে স্থির নাহি বাঞ্চে ।
 শ্রীলক্ষ্মণ সুকুমার, প্রেম দেখি দৌহাকার,
 ধনুর্বাণ ভূমে ফেলি কান্দ ॥
 পরে স্থির বান্ধি মনে, সেই ফল মূল আনে,
 আনন্দের সীমা আর নাই ।
 উচ্ছিষ্ট শুকনা ফল, ভাঙ্গা মৃৎপাত্রে জল,
 পত্রাসনে বসায়ে তথাই ॥
 ভূমে পড়ি লোটাইয়া, পাদপদ্মে প্রণমিয়া,
 রাম সীতা সুমিত্রানন্দনে ।
 শ্রীচরণ ধোয়াইয়া, নিজ কেশে মুছাইয়া,
 স্তুতি কৈল সপ্রেম বচনে ॥
 দয়াল শ্রীরামচন্দ্র, সহিত অনুজানন্দ,
 বৈসে সেই কুটির দুয়ারে ।
 অমৃতের স্বাদু খায়, সেই ফল জল খায়,
 হস্ত পাতি লইয়া সাপরে ॥
 আকাশে অপ্সরা নাচে, ছন্দুতি বাঞ্ছনা
 বাঞ্চে, পুষ্পবৃষ্টি ঘন বরিষয় ।
 অহো কি দয়াল হরি, ধন্য প্রেম সুমাধুরি,
 ধন্য সাধবী শবরী যে হয় ॥
 বনবাসী বিপ্রগণ, দেখি প্রভু আচরণ,
 কেহ তুষ্ট কেহ বা বিমন ।
 কম্বী জামী দ্বিজগণে, না জানে ভক্তি
 সন্ধানে, নানা শাস্ত্র বিচারে তগন ॥
 তার মধ্যে ভক্তিমগ্ন, যে জানে পরম ধর্ম,
 তার মনে উল্লাস হইল ।
 জাতি পংক্তি পাণ্ডিত্যাদি, ঋক্ ত্রয় সত্য
 কৃতি, ইহা বলি নাচিতে লাগিল ॥

শবরীর বৈকুণ্ঠধামে গমন ।

নদীতটে গিয়া রাম জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে ।
 জল রক্ত কৃমি হৈল কিম্বের কারণে ॥

দ্বিজগণ বলে প্রভু কারণ না জানি ।
 আচম্বিতে একদিন হইল এমনি ॥
 সর্বজের শিরোমণি পরম ঈশ্বর ।
 শবরী হেলার কথা কহে পূর্বাপর ॥
 তখন বুঝি সবে লজ্জিত অন্তর ।
 শবরীকে স্তুতি নতি করিল বিস্তর ॥
 রামচন্দ্র কহে শবরীর পদতল ।
 জলে স্পর্শ কর জল হইবে নির্মল ॥
 তবে মুনিগণ সবে শবরীকে লয়ে ।
 জলে নামাইয়া দিল যতন করিয়ে ॥
 তখনি নদীর জল নির্মল হইল ।
 মহা ভীর্থ হৈল মহা মহিমা বাড়িল ॥
 প্রভু নিজ ভক্তের মহিমা দেখাইল ।
 সর্বধর্ম সার ভক্তি অজে বুঝাইল ॥
 ভক্তিবলে শবরী অভয়পদ পাইল ।
 সশরীরে শ্রী বৈকুণ্ঠধামে পাঠাইল ॥
 ভক্তি নিধু ত দোষাণ্যে দুর্জাতি কলুষ ।
 চণ্ডালোহপি মূনেশ্রেষ্ঠ যাতে ভক্তিরস ॥
 ভক্তি যার আছে তার বশ ভগবান ।
 ভক্তিতে অবজা যার সেইতো অজান ॥
 এত বলি কবির নীরব হইল ।
 শুনিয়া সবার মনে ভক্তি সঞ্চারিল ॥
 এইমতে সকলেতে হরিকথারসে ।
 রহিলেন কতদিন পরম সন্তোষে ॥
 রবি শশী রবি শশী দিনে গ্রহণেতে ।
 চুড়ামণি যোগ হয় জ্যোতিষের মতে ॥
 চন্দ্র গ্রহণের দিনে আনন্দান করি ।
 নদীতীরে ক্রমে সবে বলে হরি হরি ॥
 বনমধ্যে তপঃ করে ঋষি অগণন ।
 সবার আশ্রমে গিয়া করে দরশন ॥
 তার মাঝে সংসারী ব্রাহ্মণ যারা ছিল ।
 বহু ধন দিয়া রাজা সবারে তুষিল ॥
 এক দিন সবাচারে নিমন্ত্রণ দিল ।
 আসিয়া আনন্দে সবে ভোজন করিল ॥
 বেদ বেদান্তাদি পাঠ নাম সঙ্কীর্তন ।
 করি সুখে বহুদিন করিল যাপন ॥

জগন্নাথ দরশনে উৎকণ্ঠা হইল ।
পূর্বমতে বনপথে নীলাদ্রি আইল ॥
রত্নাসনে ভগবানে করি দরশন ।
প্রণমি চলিল সবে যার যে ভবন ॥
পুরবাসীগণ আসি আগুসরি নিল ।
সবারে সম্ভাষি রাজা পুরে প্রবেশিল ॥
যার যে বাসায় গেল আনন্দিত মনে ।
পূর্বমত সেবাকার্য্যে রহে ভৃত্যগণে ॥
স্থান ভোজনাদি করি বিশ্রাম করিল ।
দাস দাসীগণ আসি চরণ সেবিল ॥

সবে বসি তীর্থকথা আলোচনা করি ।
আনন্দে মগন হয়ে বলে হরি হরি ॥
শবরী আখ্যান আর তীর্থাদি ভ্রমণ ।
এ কথা শুনিলে হয় ভক্তি উপার্জন ॥
ভক্তিগোস্ত্র গ্রন্থ কর্তা যত কৃষ্ণদাস ।
তাহাদের মতে গ্রন্থ করিনু প্রকাশ ॥
শ্রীরাধাবল্লভ পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
দ্বিজ অধরটাদ কহে জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজয়দেবাদির দক্ষিণতীর্থ ভ্রমণান্তর নীলাচলে প্রত্যাগমন
ত্রয়োদশ সোপান ।

চতুর্দশ সোপান ।

জগন্নাথ-মন্দিরে জগন্মুগ্ধল কীর্তন ।

মাধব হৃদয়ং মহৎ সাধুণাং হৃদয়ত্বহং ।

মদন্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যঃ মনাগপি ॥

জয় জয় জয়দেব রসিকপ্রবর ।
জয় শ্যামীন্দ্র জয়তীর্থ শ্রীশঙ্কর ॥
ভক্ত সহ মহা স্তুখে আছে কবির ।
ভক্তিগোস্ত্র আলোচনা করে নিরন্তর ॥
যোগী শ্যামী কন্নী জানী আর ভক্তগণ ।
জয়দেব সমীপে আইসে অগণন ॥
তাহা শবাকার সহ প্রফুল্ল মানসে ।
দিবা নিশি নাহি জানে কৃষ্ণকথারসে ॥
কৃষ্ণপ্রেমরসসিন্দু উথলি বহিল ।
ভাবের তরঙ্গে সবে ভাসিয়া চলিল ॥
অকূলে পড়িয়া লোকে হাবুড়ু খায় ।
প্রাণ নাহি যায় মাত্র কৃষ্ণের কৃপায় ॥
এক দিন সবে মিলি রাজারে লইয়া ।
কীর্তন করিল স্তুখে মন্দির বেড়িয়া ॥
নিজকৃত পদাবলী গায় কবিরায় ।
জয়তীর্থ শ্রীশঙ্কর আখর যোগায় ॥

নানাবিধ বাত বাজে কর্ণরসায়ণ ।
তালে তালে মিশাইয়া গায় ভক্তগণ ॥

রামকিরীরাগ, যতিতালাত্যাং গীয়েতেনা

চন্দনচর্চিত নীলকলেবর,
পীতবসন বনমালী ।
কেলিচলমাণি কুণ্ডল মণ্ডিত,
গণ্ডযুগ স্নিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধ ব্রজবধুনিকরে,
বিলাসিনী বিলসতি কেলিপরে ॥

শ্রীমন্দিরে রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করি ।
উদ্ধবাহু করি নাচে বলি হরি হরি ॥
শ্রীনাটমন্দিরে গান করি কতক্ষণ ।
মত্ত হয়ে করে সবে উদ্দণ্ড নর্তন ॥
তরন্তরে সিংহদ্বারে করি আগমন ।
ভূমে পড়ি গড়াগড়ি দেয় ভক্তগণ ॥

ধূলায় ধূসর তনু বালকের প্রায় ।
 পুরী প্রদক্ষিণ করি নাচিয়া বেড়ায় ॥
 নয়নে প্রেমের ধারা অবিরাম বারে ।
 জয় জগন্নাথ বলে গদগদ স্বরে ॥
 যে যাহারে পায় তারে ধরি দেয় কোল ।
 চারিদিকে সর্বলোকে বলে হরিবোল ॥
 এইরূপে প্রহরেক করি সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 মহানন্দে বাগায় আইল সর্বজন ॥
 পাণ্ডাগণে পকাস প্রসাদ আনি দিল ।
 ভোজন করিয়া সুখে বিজ্ঞান করিল ॥

আলালনাথ দর্শনে গমন ।

এক দিন শকটে করিয়া আরোহণ ।
 আলালনাথেতে চলে শত শত জন ॥
 ক্রমে গিয়া প্রবেশিয়া বনের ভিতর ।
 নানা জাতি বৃক্ষ দেখি প্রফুল্ল অন্তর ॥
 কোন স্থানে লতা আচ্ছাদিত ঘোর বন ।
 প্রবেশ না করে তথা রবির কিরণ ॥
 নানাবিধ পুষ্প শোভে গন্ধ মনোহর ।
 পরিমল লোভে কত উড়িছে ভ্রমর ॥
 শুক পিক ময়ূরাদি নানা পক্ষীগণ ।
 সুমধুর রব করে কর্ণরসায়ণ ॥
 সুশীতল বৃক্ষতল বন উপরন ।
 মন্দ মন্দ সমীরণে যুড়ায় জীবন ॥
 হেরিয়া সরোজ ফুল হৃদয়-সরোজে ।
 প্রেমিকেরা প্রেমে ভাসে কামিরা মনোজে ॥
 মনোলোভা বন শোভা দেখি সর্বজন ।
 ভাব অনুসারে সুখ করে আশ্বাসন ॥
 কেহবা নবীন পত্র কৈল আহরণ ।
 কেহ পুষ্প কেহ ফল করিল চয়ন ॥
 সরোবরে হংস চরে কৃষ্ণবর্ণ জল ।
 স্নান পান করি করে অন্তর শীতল ॥
 মনুষ্য দেখিয়া বনে বন্যপশুগণ ।
 ভয়ে ভীত ইতস্ততঃ করে পলায়ন ॥
 দেখিতে দেখিতে চলে মনোরম্য বন ।
 গন্ধে মন হরে যেন নন্দনকানন ॥

তদন্তরে প্রবেশিঃ। গ্রামের ভিতর ।
 অন্তরে মন্দির হেরি হরিয় অন্তর ॥
 পুরীর নিকটে সবে উপস্থিত হৈল ।
 দূরে থাকি গ্রামবাসী দেখিতে লাগিল ॥
 সৈন্তগণে দেখি মনে শঙ্কিত হইয়া ।
 ভুট্ট যারা ভয়ে তারা গেল পলাইয়া ॥
 কবির আগমন শুনি পাণ্ডাগণ ।
 ছরা করি অগ্রসরি কৈল আনয়ন ॥
 চরণ বন্দনা করি যশঃকীৰ্ত্তি গায় ।
 সৌজ্ঞাত্য দেখি ভুট্ট হৈলা কবিরায় ॥
 যথাযোগ্য সবা সনে করি সস্তাষণ ।
 ভাব অনুরূপ কথা কৈলা আলাপন ॥
 সভ্য ভব্য শিষ্ট শাস্ত গ্রামে যত ছিল ।
 মহানন্দে কবিরে দেখিতে আইল ॥
 সমাদরে লয়ে তাঁরে পুরে প্রবেশিল ।
 যথাযোগ্য সুখাসনে সবে বসাইল ॥
 ভূত্যগণ ব্যজনাদি করিতে লাগিল ।
 শ্রম দূরে গেল মনে সন্তোষ হইল ॥
 তবে সবে স্নান করি শ্রীমন্দিরে গিয়া ।
 হরি দরশন করে প্রণত হইয়া ॥
 গীতবাস পরিধান অঙ্গে অভরণ ।
 শ্রবণে কুণ্ডল শিরে কিরীটি ভূষণ ॥
 শঙ্খচক্রগদাপদ্য চতুর্ভুজধারী ।
 বরাভয় করপ্রদ মুকুন্দমুরারি ॥
 দরশন মাঝে মনে উপজে ভকতি ।
 প্রণাম করিয়া সবে করে স্তুতি নতি ॥
 তদন্তরে নানাদ্রব্য করি আহরণ ।
 ভোগ লাগাইয়া সুখে করিল ভোজন ॥

থাণ্ডবীয় ভক্তনৃত্য ।

থাণ্ডব কাননবাসী যোগী ঋষিগণ ।
 মনে জানি সবে তথা কৈল আগমন ॥
 নমস্করি করযোড়ে দাণ্ডায়ে রহিল ।
 সমাদর করি সবে ধরি বসাইল ॥
 বিগলিত প্রেমধারা সবার নয়নে ।
 মহানন্দে হরি বলে মহাপ্রা বদন ॥

সুস্থ হয়ে আসনে বসিয়া সাধুগণ ।
 ভোজনাদি করি আরম্ভিল সঙ্কীৰ্তন ॥
 মাদল মন্দিরা বাজে বান বান রবে ।
 তালে তালে করতালি দিয়া গায় সবে ॥
 রাধার বিরহ পদ আরম্ভ করিল ।
 প্রেমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে গাইতে লাগিল ॥
 প্রতি পদে পদে তাতে আঁখর যোগায় ।
 ভাবাবেশে মুগ্ধ হয়ে কান্দে উভরায় ॥
 অটু অটু হাসে কেহ লক্ষ্যে বাক্ষ্যে যায় ।
 দেহ স্মৃতি গেল হৈল বাতুলের প্রায় ॥
 আছাড় খাইয়া কেহ ভূমিতলে পড়ে ।
 সকলের এক দশা কে কাহারে ধরে ॥
 ধূলায় ধূসর তনু গড়াগড়ি যায় ।
 ধরাধরি জড়াজড়ি করি পড়ে পায় ॥
 দন্ত কড়মড় করে রক্তবর্ণ আঁখি ।
 চক্ৰাকারে ফেরে যেন খঞ্জরিট পাখী ॥
 সম্বিত হারায়ে কেহ মুচ্ছাপন্ন হয় ।
 কাষ্ঠ পাষণ সম ভূমে পড়ি রয় ॥
 ধাতু মাত্র নাহি দেহে নাসিকায় শ্বাস ।
 কটির বসন গেল হৈল দিগবাস ॥
 শব্দাদি বিষয় অনুভব শূন্য মন ।
 আত্মারাম ভাবে করে রস আশ্বাদন ॥
 এ সব ভাবের দশা না হয় বর্ণন ।
 ভাবক ব্যতীত নাহি জানে অণু জন ॥
 কৃষ্ণ বহির্গুণে ইহা না হয় সম্ভব ।
 গোময়-কীটের যথা কমল আসব ॥
 পাপীর গোচর নহে ধরম করম ।
 মূর্খে নাহি জানে যেন শাস্ত্রের মরম ॥
 অভক্তের অবোধ্যব্য হরিলীলা যশ ।
 বালক না বুঝে যেন মনসিজ রস ॥
 বিষয়ীর ব্যবহার্য বিষয়ের কথা ।
 শৃঙ্গধারী স্বাপদের রোমন্থন যথা ॥
 এইরূপে সঙ্কীৰ্তন করি সাধুগণ ।
 সময় বুঝিয়া প্রেম কৈল সম্বরণ ॥
 টলমল করে তনু অন্তর বিকল ।
 বৃক্ষতলে বসি প্রাণ করিল শীতল ॥

নানা দ্রব্য আহরণ করি কবির ।
 সাধুগণে ভূজাইল করি সমাদর ॥
 ভোজন করিয়া সবে আচমন করি ।
 মহানন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি হরি ॥
 তিন দিন সাধুগণ সেখানে রহিল ।
 নিরন্তর কৃষ্ণলীলা কীৰ্তন করিল ॥
 মহা সুখে দিবা নিশি করিয়া যাপন ।
 যে বাহার নিজ স্থানে করিল গমন ॥
 সে দিবস কবির সেখানে রহিল ।
 ধন দানে পাণ্ডাগণে সন্তোষ করিল ॥
 গ্রামবাসী দীনগণে দিল বহু ধন ।
 কৃষ্ণকথারসে নিশি করিল যাপন ॥
 প্রাতঃকালে পূর্বরীতে করি আগমন ।
 সন্ধ্যাকালে কৈল জগন্নাথ দরশন ॥
 তদন্তরে নিজ বাসে করিয়া গমন ।
 ভোজন করিয়া সুখে করিল শয়ন ॥

জয়দেবের স্বদেশে আগমন ।

প্রাতঃকালে সভায় মিলিয়া সর্বজন ।
 পরস্পর করে নানা কথোপকথন ॥
 জয়তীর্থ ঋষি বলে শুন কবির ।
 আর নাহি রহ এথা যাহ নিজ ঘর ॥
 কিছুদিন পরে আমি করিব গমন ।
 তোমা সবা করে লয়ে যাব বৃন্দাবন ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া কবি বিলম্ব না কৈল ।
 রাজার নিকটে গিয়া বিদায় মাগিল ॥
 আগ্রহ করিয়া রাজা যাইতে না দিল ।
 আর এক মাস সবে তথায় রহিল ॥
 পরানন্দরসে সুখে করিয়া যাপন ।
 তদন্তরে যায় যার যথা প্রয়োজন ॥
 রাজস্থানে বিদায় হইয়া শ্রীশঙ্কর ।
 শিষ্য সহ চলিলেন মথুরানগর ॥
 গ্রামীগণ নিজ নিজ স্থানে চলি গেল ।
 কবির সবা স্থানে বিদায় হইল ॥
 শিষিকা-যানেতে রাজা যাইতে কহিল ।
 কবির তাহা নাহি স্বীকার করিল ॥

তবে সবে শ্রীমন্দিরে করিয়া গমন ।
 নয়ন ভরিয়া হেরি কমলনয়ন ॥
 স্তুতি করি প্রণমিয়া আদেশ লইল ।
 পাণ্ডাগণ মালা মহাপ্রসাদান দিল ॥
 কবি তাহা দেবী স্থানে দিলেন আনিয়া ।
 দেবী লয়ে যত্ন করি রাখিল বাঙ্কিয়া ॥
 রাণী আসি পদ্মাবতী পদে প্রণমিল ।
 সেবার লাগিয়া কত রত্ন ধন দিল ॥
 তাঁহার আগ্রহে দেবী গ্রহণ করিয়া ।
 চলিলেন তাঁর স্থানে বিদায় হইয়া ॥
 রাজা বলে কবির করি নিবেদন ।
 আর কত কালে পুনঃ পাব দরশন ॥
 ছিলাম পঃমানন্দে তোমারে পাইয়া ।
 ছাড়িয়া চলিলে দুঃখ সমুদ্রে ডারিয়া ॥
 কবি বলে যখন হইবে প্রয়োজন ।
 দেখিতে পাইবে মোরে করিলে আরণ ॥
 এত বলি গণ সহ করিল গমন ।
 অগ্রসরি চলে সঙ্গে রাজদূতগণ ॥
 সাক্ষীগোপালেতে গিয়া রহিল সকলে ।
 বিদায় হইয়া দূত গেল নীলাচলে ॥
 গোপাল দর্শন করি উত্তানে রহিল ।
 পূজারি প্রসাদ আনি সবা করে দিল ॥
 রজনী বন্ধিয়া প্রাতে করিল গমন ।
 পথে স্নান করি কৈল প্রসাদ ভোজন ॥
 শ্রীভুবনেশ্বরে গিয়া সে রাত্রি রহিয়া ।
 প্রাতে উঠি চলিলেন শঙ্করে বন্দিয়া ॥
 কত দিনে রেমুনায়ে আসি উত্তরিল ।
 কিছুদিন মহা সুখে সেখানে রহিল ॥
 কোন দিন শ্রীমন্দিরে প্রসাদ ভোজন ।
 কোন দিন পদ্মাবতী করেন রক্ষন ॥
 ভোগ লাগাইয়া সবে মহা সুখে পায় ।
 হরিকথারমানন্দে দিবা নিশি যায় ॥
 গ্রামবাসী কত আসি ব্রাহ্মণ সঙ্জন ।
 যোড় করে কবিরে করে নিমন্ত্রণ ॥
 সদাচারী যদি হয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।
 তার ঘরে কবির করেন ভোজন ॥

নতুবা পাকের দ্রব্য করিয়া রক্ষন ।
 কৃষ্ণে নিবেদিয়া করে প্রসাদ গ্রহণ ॥
 গ্রামের পণ্ডিত যত আইসে দরশনে ।
 বিচার করয়ে তার পণ্ডিতের মনে ॥
 সব কুসিদ্ধান্ত কবি করিয়া খণ্ডন ।
 স্থাপনা করেন মাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥
 এক যায় আর আসি করয়ে বিচার ।
 সিদ্ধান্ত করিয়া করে হরিসেবা সার ॥
 গ্রাম সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসকগণ ।
 ভক্তি নাহি জানে তারা না জানে ভজন ॥
 তর্ক প্রতিষ্ঠাদি শাস্ত্র বিচার করিয়া ।
 আপন সিদ্ধান্তে যায় আপনি হারিয়া ॥
 অপ্রাকৃত শক্তি দেখি স্তুতি নতি করি ।
 সমস্ত ত্যজিয়া সবে বলে হরি হরি ॥
 তুষ্ট হয়ে এক বিপ্র করি নিমন্ত্রণ ।
 নানা দ্রব্য সবা করে করায় ভোজন ॥
 দ্বাদশ জনের খাত্ত জয়দেবে দিল ।
 সকল খাইতে হবে বিনয়ে বলিল ॥
 কবি কহে ইহা নহে নরের ক্ষমতা ।
 বিপ্র কহে নর নহ শুনেছি বারতা ॥
 উপযুক্ত দিতে নাহি পারিব ভোজন ।
 বিছরের ক্ষুদ্র জানি করহ গ্রহণ ॥
 উত্তর শুনিয়া কবি হৈল নিরুত্তর ।
 উচ্চৈঃস্বরে বলে কোথা রাধা দামোদর ॥
 বিপ্রের আবাসে আজি করহ ভোজন ।
 উদার ভক্তের কর অতীষ্ট পূরণ ॥
 এত বলি জয়দেব ভোজনে বসিল ।
 দ্বাদশ জনের খাত্ত একেলা খাইল ॥
 আচমন করি কৈল তাম্বুল চর্বণ ।
 দক্ষিণা দিলেন করি আত্ম সমর্পণ ॥
 শিষ্য করি জয়দেব শিক্ষা তারে দিল ।
 কেন্দুলী যাইহ বলি আদেশ করিল ॥
 তদন্তর কবির মধ্যগ্রামে আইল ।
 বৈদিক ব্রাহ্মণগৃহে আনন্দে রহিল ॥
 একদিন আইল অন্ধু খণ্ড একজন ।
 কৃপা করি কৈলা তার বাসনা পূরণ ॥

প্রভাব শুনিয়া যত গ্রামবাসীগণ ।
কতশত আইসে করিতে দরশন ॥
ভক্ষ্য ভোজ্য বস্ত্র মুদ্রা দেয় কত জন ।
সাধু তাহা দরিদ্রে করেন বিতরণ ॥

ভাগ্যধরের পুনর্জীবন প্রাপ্তি ।

সেই গ্রামে এক দ্বিজ নাম ভাগ্যধর ।
শান্ত দান্ত সুশীল সুধীর গুণধর ॥
স্ত্রী পুত্রাদি লয়ে সুখে ছিল দ্বিজবর ।
দৈবদোষে হইল পীড়িত কলেবর ॥
বহু চেষ্টা করি ব্যাধি সাম্য না হইল ।
এক দিন নিশাকালে প্রাণ নিকশিল ॥
তিন শিশু পুত্র আর তাহার ব্রাহ্মণী ।
ব্রিলাপ করিয়া কান্দে লোটায়ে ধরণী ॥
তবে শেষে পুত্রগণে অশ্রু বিধে দিয়া ।
সহমুতা হব বলি চলিল কান্দিয়া ॥
পালন করিবে আর নাহি কেহ হেন ।
স্বামীর এ দেহ আমি রাখিব বা কেন ॥
তাহার ক্রন্দন শুনি সকলে কান্দিল ।
এক বিপ্র আসি তারে উপদেশ দিল ॥
ক্রন্দন সম্বর দেবী শুনহ বচন ।
জয়দেব পদ্মাবতীর ধরহ চরণ ॥
যদি কৃপা করে সেই সাধক প্রবর ।
অনায়াসে জীবিত হইবে ভাগ্যধর ॥
এ কথা শুনিয়া মনে চকিত হইল ।
পদ্মাবতী পদে গিয়া লোটায়ে পড়িল ॥
দেবী তার বিবরণ সকল শুনিয়া ।
জয়দেবে কহে তুমি দেহ জীয়াইয়া ॥
শুনি কবিবর মনে বিচার করিয়া ।
দেবী সহ তার গৃহে গেলেন চলিয়া ॥
নিকটে বসিয়া তার শিরে হস্ত দিল ।
সঞ্জীবনী মহামন্ত্র কর্ণে সমর্পিল ॥
মুদ্রাস্বরে বলে তারে উঠ ভাগ্যধর ।
কান্দে তব ভার্য্যা পুত্র হইয়া কাতর ॥
আদেশেতে মৃতদেহে জীব সঞ্চারিল ।
ইন্দ্রিয় সশল হৈল চৈতন্য পাইল ॥

ভাগ্যধর পুনর্বার জীবিত হইল ।
ডাকিতেছে কবিবর শুনিতে পাইল ॥
নয়ন মেলিয়া দ্বিজ কৈল নিরীক্ষণ ।
সম্মুখে দেখিল এক পুরুষ-রতন ॥
তেজঃময় মূর্তি দেখি ভক্তি উপজিল ।
নয়নে গলিত ধারা পড়িতে লাগিল ॥
পূর্বাপর সর্ববাস্থ্য স্মরণ হইল ।
মনে মনে তাঁর পদে প্রণাম করিল ॥
কবিরায় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ।
আশ্বাস করিলে তাঁরে প্রসন্ন হইয়া ॥
দেবী সহ হৃষ্টমনে বাসায় চলিল ।
পতি পেয়ে সতী মহা আনন্দে ভাসিল ॥
তদন্তর ভাগ্যধর আরোগ্য হইয়া ।
যুগলে যুগলপদে পড়িল আসিয়া ॥
ব্রাহ্মণী কহিছে পদে করিয়া মিনতি ।
সধবা করিলে মোরে বাঁচাইয়া পতি ॥
একের মরণে প্রাণে সব মরেছিলু ।
তোমার প্রসাদে এবে সকলে বাঁচিলু ॥
যদি বাঁচাইলে তবে দীক্ষা শিক্ষা দিয়া ।
কুতার্থ করহ দৌহে করুণা করিয়া ॥
দৌহে করিলাম পদে দেহ সমর্পণ ।
সেবক করিয়া রাখ সেবিতে চরণ ॥

ভাগ্যধর-শিক্ষা ।

শুনি কবিবর অতি সন্তোষ হইল ।
দীক্ষা শিক্ষা দিয়া দেহতত্ত্ব শুনাইল ॥
কবি বলে দেহে হৈলে আত্ম অভিমান ।
অহং মম পরাপর হয় বর্জমান ॥
অনুচা সধবাবস্থা বিধবা এ তিন ।
তাবৎ ঘটিবে যাতায়াত যত দিন ॥
দৃষ্ট শ্রুত অনুমিত আত্মা ভিন্ন নয় ।
এ তত্ত্ব বুঝিলে তবে হয় ভবক্ষয় ॥
বিষয়ে অবস্থাগত যত দিন রবে ।
তাবৎ এ ব্রহ্মভাব উদয় না হবে ॥
সংসারে যতপি হয় মমতার বুদ্ধি ।
সাধিলেও নাহি হয় পরমার্থ সিদ্ধি ॥

কাম্যবস্তু উপভোগে কাম নহে ক্ষয় ।
 অগ্নিতে অরাণি দিলে ক্রমে বৃদ্ধি হয় ॥
 জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু নহে খণ্ডিবার ।
 কর্তব্য সর্বদা নিজ ভক্তের বিচার ॥
 পলাণ্ডু-বঙ্কল যথা ক্রমে ছাড়াইলে ।
 পলাণ্ডু না থাকে কিন্তু কোনো বস্তু মিলে
 দেহতত্ত্ব বিচারিয়া শেষে পাবে যাহা ।
 অচিন্ত্য অব্যক্ত নিত্য সাধ্যবস্তু তাহা ॥
 ক্রিয়া জ্ঞান যোগ ভক্তি এ চারি প্রকারে ।
 নিত্য নব নব ভাবে সাধিবে তাহারে ॥
 সর্বদা সাধিলে তবে জীবন্ত খণ্ডিবে ।
 অহং মমতা যাবে তন্ময় হইবে ॥
 সম মমিষ্ঠতা বুদ্ধ্যে হয়ে যজ্ঞবান্ ।
 জিহ্বোপস্থ বশে রাখি হবে ধৃতিমান্ ॥
 অনিবেদ্যং ন ভোক্তব্যং মৎস্রং মাংসঞ্চ যজ্ঞবেৎ
 অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদিষোরনিবেদিতং ।
 অন্ন বজ্র আদি ব্যবহার্য যাহা হয় ।
 বিষু নিবেদিত বিনা কিছু গ্রাহ্য নয় ॥
 দেবতাদি পিতৃগণে অর্পিলে প্রসাদ ।
 সন্তোষ হইয়া তারা করে আশীর্বাদ ॥
 প্রাণ কণ্ঠাগত হৈলে ধর্ম না ছাড়িবে ।
 মুক্তি হেতু দায়ভাগী গোবিন্দ হইবে ॥
 কাকবিষ্ঠা সম হবে অখিল সংসার ।
 কোনো প্রয়োজনে তব না লাগিবে আর ॥
 এত বলি চারি তত্ত্ব উপদেশ দিল ।
 যে রূপে সাধিতে হয় তাহা জানাইল ॥
 আশীর্বাদ করি অষ্ট শক্তি সঞ্চারিল ।
 অপ্রাকৃত ভাবাকৃষ্ট উভয়ে হইল ॥
 দারিদ্র্যতা নাশ করি ধনবান কৈল ।
 ব্যবহার পরমার্থে যজিতে কহিল ॥
 নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব দোহে শুনাইল ।
 মন ফিরি গেল শুনি চৈতন্য হইল ॥
 পদ্মাবতী জয়দেবে করিয়া বন্দন ।
 কৃতার্থ হইয়া দোহে করিল গমন ॥
 গুরু উপদেশ মতে সাধিতে লাগিল ।
 ভক্তি রতি স্মৃতি প্রেম উদ্দীপন হৈল ॥

যত দিন জয়দেব সেখানে রহিল ।
 নিরন্তর গুরুসেবা উভয়ে করিল ॥
 নানাবিধ খাচুদ্রব্য করি আয়োজন ।
 এক দিন সবা করে করাইল ভোজন ॥
 অহর্নিশি উভয়ের চক্ষে বহে নীর ।
 বিরহে ব্যাকুল সদা চিত্ত নহে স্থির ॥
 অনুমতি অনুসারে সাধে অনুক্ষণ ।
 ভক্তি রতি স্মৃতি ক্রমে হৈল উদ্দীপন ॥
 ভাগ্যধর দ্বিজবরে সাধু বাঁচাইল ।
 গ্রামবাসীগণে শুনি আশ্চর্য মানিল ॥
 কত লোকে আসি পদে শরণ লইল ।
 করুণা স্মরিয়া স্তব করিতে লাগিল ॥
 জয় জয় জয়দেব জয় পদ্মাবতী ।
 গাফাং ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বর শক্তি ॥
 কৃপা করি ধরাধামে কৈলে আগমন ।
 জগৎ পবিত্র কৈলে দিয়া দরশন ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ পদ করিলে প্রচার ।
 চিরকীর্তি জম্বুদ্বীপে রহিল তোমার ॥
 কীর্তির্ষশ্রু স জীবতি সর্বলোকে বলে ।
 রহিল অক্ষয়কীর্তি অবনীমণ্ডলে ॥
 চন্দ্র সূর্য উদয়াস্ত যাবৎ রহিবে ।
 তাবৎ তোমার যশঃ জগতে থাকিবে ॥
 কৃপা করি আমা সবা করে দেহ বর ।
 জন্মে জন্মে হই যেন ভক্তের কিস্কর ॥
 কৃপা কৃপা হৈতে ভক্ত কৃপা শ্রেষ্ঠতর ।
 দিব্যজ্ঞান সহ প্রাণ পাইল ভাগ্যধর ॥
 শাস্ত্রে শুনিয়াছি সত্যবান উপাখ্যান ।
 প্রত্যক্ষে পাইনু এবে তাহার প্রমাণ ॥
 এইরূপে করে স্তব করি ঘোড়হাত ।
 অকপট ভাবে সবে করে প্রণিপাত ॥
 শুনি জয়দেব মনে সন্তুষ্ট হইল ।
 সবা করে ধর্মতত্ত্ব উপদেশ দিল ॥

অন্ধের প্রতি করুণা ।

দুই চক্ষুহীন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 প্রভব শুনিয়া তথা কৈল আগমন ॥

পথে অন্য লোকে তারে ধরিয়া আনিল ।
কবির পদতলে আসিয়া পড়িল ॥
মহা আর্জি করি কান্দে ধরিয়া চরণ ।
বলে বাপ দিতে হবে অন্ধের নয়ন ॥
পূর্বে নাহি ছিল ইহা হয়েছে সম্প্রতি ।
শিরোশূল রোগে মোর এ হেন দুর্গতি ॥
ব্রহ্ম মাতা পিতা পত্নী পুত্র কণ্ঠাগণ ।
অন্ন বিনা শীর্ণ তারা না পায় ভোজন ॥
অগতির গতি তুমি বিপদভঞ্জন ।
কৃপা করি কর মোর দুঃখ বিমোচন ॥
শুনি জয়দেব মনে দয়া উপজিল ।
আশ্বাস বাক্যেতে তারে স্থির করিল ॥
কমুগুলু জল ছিটা ছুই নেত্রে দিল ।
পূর্ববৎ ছুই চক্ষু প্রকাশ হইল ॥
দেখিতে পাইয়া দ্বিজ চারিদিকে চায় ।
স্তুতি নতি করি পড়ি ধূলায় লোটার ॥
পদধূলি লয়ে নিজ মস্তকেতে দিল ।
শান্তিলাভ কৈল দেহ নিব্যাধি হইল ॥
মৃতদেহে যেন আসি জীব সঞ্চারিল ।
হারা নিধি যেন পুনঃ দরিদ্র পাইল ॥
সে দিন রহিল তথা দ্বিজের নন্দন ।
প্রসাদ দিলেন তারে করিতে ভোজন ॥
পরদিনে জয়দেব অন্তরে চিন্তিয়া ।
তিজ্ঞ পুতিকার পত্র দিলেন তুলিয়া ॥
কহিলেন স্বর্ণ হেতু তাত্র গলাইবে ।
এক সেরে এক পোয়া রস ঢালি দিবে ॥
প্রতি বর্ষে একবার বিনা না করিবে ।
সিকি অংশ দরিদ্রগণেরে বিলাইবে ॥
ভ্রাতা ভগিনীদি যত আত্মীয় স্বজন ।
সিকি অংশে তাহাদের করিবে পোষণ ॥
অর্দ্ধাংশে ব্রাহ্মণসেবা সংসার পালন ।
যথাযোগ্য ব্যয়ে নিজ অভিষ্ট পূরণ ॥
এত বলি ষড়্ধর্ম মন্ত্র তারে দিল ।
প্রকরণ শিখাইয়া দেশে পাঠাইল ॥
এইক প দুঃখী কান্দী আনিল যত জন ।

তাহা দেখি মূর্খ নীচ অধম দুর্জমন ।
সবে মিলি পরামর্শ করিল তখন ॥
কবির নিরন্তর হরি নাম লয় ।
যারে যাহা বলে তাহা ফলে সুনিশ্চয় ॥
আমরাও যদি করি হরিসঙ্কীর্তন ।
সেই ফলে হবে সব অসাধ্য সাধন ॥
লোভে পড়ি দেখাদেখি কৃষ্ণনাম লৈল ।
এইরূপে ইতর লোকেরা ভক্ত হৈল ॥

পদ্মাবতীর পিত্রালয়ে গমন ।

হেনমতে কত দিন তথায় রহিল ।
এক দিন পদ্মাবতী বলিতে লাগিল ॥
এই দেশে হয় মম জনক আশ্রয় ।
মাতা পিতা দেখে যাই যদি আজা হয় ॥
শুনি কবি গণপতি রায়েরে কহিল ।
গণপতি বলে তবে যাইতে হইল ॥
সন্নিকটে আসিয়াছি আর কি আসিব ।
কর্তব্য যে সব কার্য্য অবশ্য করিব ॥
এ কথা শুনিয়া সবে সন্তোষ হইল ।
পথের বারতা গ্রাম্যজনে জিজ্ঞাসিল ॥
যে দিকে যে পথে যাবে সকল শুনিল ।
রজনীর শেষে উঠি প্রস্থান করিল ॥
সূর্য্য উদয়ের পূর্বে বনে প্রবেশিল ।
দীর্ঘাকার এক ব্যাঘ্র সেই পথে ছিল ॥
পাইয়া নরের শব্দ চিৎকার করিল ।
দেখিয়া সবার মনে ভয় উপজিল ॥
তবে কবি কমুগুলু জল হস্তে নিল ।
স্থিরোভব বলি তার অঙ্গে ছিটা দিল ॥
অবসন্ন হয়ে তথা দাঁড়ায়ে রহিল ।
অঙ্গ স্পর্শ করি কর্ণে বীজাঙ্কর দিল ॥
দরশে পরশে ব্যাঘ্র কৃতার্থ হইল ।
চরণ পরশি উঠি নাচিতে লাগিল ॥
নয়নে বহিল ধারা রোমোদগম হৈল ।
স্বসরে চিৎকার করি সংহতি চলিল ॥
সম্পূর্ণ আদেশ পেয়ে বনে চলি গেল ।
এইক প দুঃখী কান্দী আনিল যত জন ॥

এইরূপে পথে যারে দেখে কবিরায় ।
 পরশ করিয়া তারে ধন্য করি যায় ॥
 দরশন পরশন আর উপদেশ ।
 তিন রূপে কৃতার্থ করিল বহু দেশ ॥
 বনপথ এড়াইয়া গ্রাম মধ্যে গিয়া ।
 বৃক্ষের ছায়াতে সবে রহিল বসিয়া ॥
 গ্রামবাসী লোক আসি সেখানে মিলিল ।
 জিজ্ঞাসিয়া পরিচয় বিদিত হইল ॥
 গণপতি জিজ্ঞাসেন সেই সব জনে ।
 হরিনাথ বাচস্পতি থাকে কোন স্থানে ॥
 তারা কহে হরিহরপুরেতে বসতি ।
 যাদবেন্দ্র পুত্র তাঁর কন্যা পদ্মাবতী ॥
 কেন্দুলীনগরে কন্যা পাত্রে সমর্পিল ।
 শুনিয়াছি পতি সহ নীলাচল আইল ॥
 রামচন্দ্র সে সকল পরিচয় দিল ।
 শুনিয়া সকল লোকে প্রণাম করিল ॥
 সেই গ্রামবাসী এক বণিকনন্দন ।
 তাহার সংহতি সবে করিল গমন ॥
 হরিহরপুরে গিয়া সবে উত্তরিল ।
 বণিকনন্দন গিয়া বাটীতে কহিল ॥
 শুনিয়া বাটীর সবে অতি ব্যস্ত হয়ে ।
 মহানন্দে অক্লপ্রায় আইল ধাইয়ে ॥
 সমাদর করি সবে অন্তঃপুরে নিল ।
 কোলে করি মাতা পিতা আনন্দে ভাসিল ॥
 পুরবাসী নর নারী আসিয়া মিলিল ।
 কুশল শুনিয়া পরে কুশল বলিল ॥
 বাচস্পতি নানা দ্রব্য কৈল আয়োজন ।
 স্নানকৃত্য করি সবে করিল ভোজন ॥
 সংবাদ শুনিয়া আইল লোক বহুতর ।
 যথাযোগ্য সন্তোষ করিল কবির ॥
 পণ্ডিত জানিয়া কত পণ্ডিত আইল ।
 বিচারে বিজ্ঞতা দেখি সন্তোষ হইল ॥
 সাধু আগমন শুনি আইল সাধুগণ ।
 হরিকথা লীলারস কৈল আলাপন ॥
 আশ্রয় স্বজন যত শুনিয়া আইল ।
 কোতুক রহস্য কত করিতে লাগিল ॥

গায়ক শুনিয়া আইল গায়কের গণ ।
 গান বাজ শুনি হৈল আনন্দে মগন ॥
 বালক বালিকা কত দেখিতে আইল ।
 খাণ্ড দ্রব্য আনাইয়া সবাকারে দিল ॥
 গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষে করি নিমন্ত্রণ ।
 চন্দ্র চন্দ্র লেহ পেয় করাইল ভোজন ।
 এইরূপে এক মাস তথায় রহিল ।
 আনন্দ উৎসব কত হইতে লাগিল ॥
 রাণী স্থানে পদ্মাবতী যাহা পেয়েছিল ।
 সেই ধন মাতা পিতা উভয়ে দিল ॥
 বহুমূল্য রত্ন পেয়ে সন্তোষ হইল ।
 শিরে হস্ত দিয়া দোহে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥
 বাচস্পতি দিব্যবস্ত্র করি আনয়ন ।
 সবাকারে পরাইল করিয়া যতন ॥
 কবির সবাকারে দিব্যজ্ঞান দিল ।
 পরানন্দরসে সব মাতিয়া রহিল ॥

জয়দেবের বর্দ্ধমানে আগমন ।

ভদ্রস্তরে সবা স্থানে বিদায় হইয়া ।
 গণ সহ সেই পথে আইল চলিয়া ॥
 গ্রামে গ্রামে ভক্তিভক্ত প্রচার করিল ।
 আসিয়া মেদিনীপুরে উত্তানে রহিল ॥
 গ্রামবাসীগণ দেখি আনন্দে ভাসিল ।
 নানাবিধ খাণ্ড দ্রব্য আনি যোগাইল ॥
 শিষ্যগণে পাক করি ভোগ লাগাইল ।
 কত লোক আসি তথা প্রসাদ পাইল ॥
 মৃদঙ্গ মন্দিরা আনি কীর্তন করিল ।
 তিন দিন মহানন্দে তথায় রহিল ॥
 ভদ্রস্তরে কত গ্রামে রহিয়া রহিয়া ।
 বর্দ্ধমানে রাজস্থানে মিলিল আসিয়া ॥
 মহারাজা দেখি মহা আনন্দ পাইল ।
 হারা নিধি আনি যেন বিধি মিলাইল ॥
 সিংহাসন তৈতে উঠি চরণ বন্দিল ।
 দিব্য বাসস্থানে লয়ে সবারে রাখিল ॥
 দাস দাসীগণ কত নিযুক্ত করিল ।
 নানাবিধ ভক্ষ্য ভৌজ্য আনি তথা দিল ॥

সুন্দর কুমুমলতা বেষ্টিত কানন ।
সুন্দর ভবন তার মাঝে সুশোভন ॥
সুগন্ধ চন্দন মালা কুমুম তোরণ ।
সুবাসিত অঙ্গরাগ বসন ভূষণ ॥
সুগন্ধ ধূপের ধূমে আবাস পূরণ ।
সুরম্য বিচিত্র রাঙ্গবের শুদ্ধাঙ্গন ॥
সুশীতল সলিলে পূর্ণিত সরোবর ।
সুগন্ধ পঙ্কজে মধু পীয়ে মধুকর ॥
সুমধুর স্বরে পক্ষীকুল করে গান ।
সুখময় অমরাবতীর সম ধাম ॥
সুরাগে হুতালে সুখে নট নটী গায় ।
সুবর্ণের অলঙ্কার সুবরণ কায় ॥
সুরমনোলোভা স্থান দেখি কবির ।
সুখে রহিলেন তথা সহ পরিকর ॥

সুস্বাদু ভোগের দ্রব্য করিল ভোজন ।
সুধারস সম ফল কৈল আশ্বাদন ॥
সুশীতল জল পীয়া করি আচমন ।
সুপক তাষূল কৈল মুখের শোধন ॥
সুকোমল শয্যাপরে করিয়া শয়ন ।
সুখে নিদ্রা গেল সবে হয়ে অচেতন ॥
সুপ্রভাতে শয্যা হৈতে করি গাত্রোথান ।
সুস্বরে গোবিন্দলীলামৃত করে গান ॥
শুনিয়া সবার মনে আনন্দ হইল ।
যে যেখানে ছিল সবে জাগিয়া উঠিল ॥
গোবিন্দ পরমানন্দ হৃদে করি ধ্যান ।
রচিল অধরচাঁদ জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের স্বদেশাভিমুখে আগমম চতুর্দশ সোপান ।

পঞ্চদশ সোপান ।

মহারাজ কীৰ্ত্তিচন্দ্র-শিক্ষা ।

সৃষ্টিলীলা বর্ণন ।

কলৌ ভাগবতং নাম যস্য পুংসাং প্রযায়তে ।

জননী পুত্রিনী তেন পিতৃগাত্ত্ব ধুরন্ধরঃ ॥

জয় জয় জয়দেব পণ্ডিত প্রবর ।
জয় পরাশর গণপতি গদাধর ॥
জ্ঞানকৃত্য করি কবি সভায় চলিল ।
শঙ্কর সহিত মিলি আসনে বসিল ॥
তাহারে পাইয়া সবে প্রফুল্ল অন্তর ।
চন্দ্রমা হেরিয়া যেন নক্ষত্রনিকর ॥
সপার্ষদে করযোড়ে উঠিয়া রাজন ।
লবিনয়ে পদবন্দ করিল বন্দন ॥
হস্ত তুলি আশীর্বাদ করি কবিরায় ।
প্রসন্ন দৃষ্টিতে সবাচার প্রতি চায় ॥
তবে রাজা ক্ষেত্রবার্তা জিজ্ঞাসা করিল ।
কবির পূর্বাপর তাহা শুনাইল ॥

আত্মোপাস্ত শুনি সবে সন্তোষ হইল ।
পরে রাজা হরিকথা জিজ্ঞাসা করিল ॥
যে রসে রসিক যারা তারা তাহা চায় ॥
আশ্বাদ করিয়া মনে মহা তৃপ্ত পায় ॥
সহজে শ্রীকৃষ্ণকথা সর্বরস সার ।
প্রশ্নোত্তরে উত্থলিলে বহে শতধার ॥
সেই সুধা সবাচারে করাইতে পান ।
সমাদরে কবিরে কহে মতিমান ॥
রাজা কহে গুরুদেব করি নিবেদন ।
কৃপা করি কহ হরিলীলা বিবরণ ॥
কোথায় আছেন সেই মূল নারায়ণ ।
কিরূপে অনন্ত বিশ্ব করিল সৃজন ॥

কবি কহে মহারাজ করহ শ্রবণ ।
 দুজের বিষয় করি দিগ দরশন ॥
 বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া আছে বিরজা-কারণ ।
 অনন্ত অপার সীমা না হয় বর্ণন ॥
 সঙ্কর্যণ অংশে মহাবিষ্ণুর প্রকাশ ।
 তিনিই সমুদ্র জলশায়ী বিশ্বাবাস ॥
 তাঁর ধাম হৈতে মায়া হইয়া উদ্ভব ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ করিল প্রসব ॥
 ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ সব তাঁহার স্বরূপ ।
 তার মধ্যে লীলা করে হয়ে জীবরূপ ॥
 প্রকৃতি পুরুষ বাহা সর্বশাস্ত্রে কয় ।
 মহাবিষ্ণু আর মায়া বিনা অম্ব নয় ॥
 হংস হৈতে প্রকৃতির হয় উপাদান ।
 পুনর্বীর চংসমস্ত্রে হয় সমাধান ॥
 প্রকৃতিই পুরুষের নিধাস বিশেষ ।
 প্রখাম সময়ে করে উদরে প্রবেশ ॥
 অংশরূপে মহাবিষ্ণু আর সেই মায়া ।
 ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ কৈলা ধরি ভিন্ন কায়া ॥
 নিজ অঙ্গ স্বেদজলে অর্দ্ধেক পুরিল ।
 অনন্ত সৃষ্টিয়া তাতে শয়ন করিল ॥
 অগ্নি নিষ্ক্রিয় স্থল সূক্ষ্মের কারণ ।
 কার্য্য হেতু ভিন্ন মুক্তি করিল ধারণ ॥
 বিষ্ণুর উদ্ভব হৈল চরণকমলে ।
 ব্রহ্মার জনম হৈল নাভি শতদলে ॥
 ললাট হইতে জন্ম লইল শঙ্কর ।
 ভিন্ন দেব হৈল ভিন্ন গুণের ঈশ্বর ॥
 রজঃগুণ লয়ে সৃষ্টি করে পদ্মাসন ।
 সত্ত্বগুণ লয়ে বিষ্ণু করেন পালন ॥
 তমগুণ লয়ে শিব করেন সংহার ।
 গুণ কার্য্য বিনা বিশ্বে নাহি কিছু আর ॥
 মায়াদেবী পদমেবী জগতজননী ।
 বিতা বিতাকঃপ প্রসবিল সর্বপ্রাণী ॥
 বিশ্বে অধীশ্বর এই চারি অবতার ।
 গুণের নিয়ন্ত কিন্তু ত্রিগুণের পার ॥
 সদগুণ কর্মফল ভোগী জীবগণ ।
 গুণবশে কর্মদোষে আর বিষরণ ॥

যার যাহা মনে লয় সেই তাহা করে ।
 সত্য মিথ্যা না বুঝিয়া জন্মে আর মরে ॥
 পরিত্রাণ হয় যদি জন্মে দিব্যজ্ঞান ।
 তাহা বিনা আর সব মিথ্যা মায়া ভান ॥
 ছায়াবাজী সম এই অনিত্য সংসার ।
 কালক্রমে অলক্ষ্যে সরিছে অনিবার ॥
 বায়ুবেগে রেণু উড়ি অণু স্থানে যায় ।
 যথা ছিল তথা না আইসে পুনরায় ॥
 যেখানে যেরূপে জন্ম হয়েছে যাহার ।
 মরিলে সেরূপে না আইসে পুনর্বীর ॥
 কল্পাবধি সৃষ্টিলীলা এইরূপে হয় ।
 তদন্তরে পুনঃ হয় বিষ্ণু অঙ্গে লয় ॥
 বিশ্বতত্ত্ব শুনি রাজা সন্তোষ হইল ।
 আগ্রহ করিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল ॥

বিষ্ণুতত্ত্ব প্রশ্নোত্তর ।

রাজা কয় দয়াময় করি নিবেদন ।
 প্রকৃতি পুরুষরূপে এক নিরঞ্জন ॥
 বিষ্ণুময় যদি হয় এ চৌদ্দভুবন ।
 বিষ্ণু ধরি বিষ্ণু কেন করেন ভক্ষণ ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা বিবর্জিত সনাতন ।
 হেন সৃষ্টিলীলা তাঁর কিসের কারণ ॥
 জীবরূপে বিশ্বকার্য্য করে সম্পাদন ।
 কারণ না জানে হয়ে আত্ম বিস্মরণ ॥
 মহীরূহে পত্র পুষ্প ফল উপজয় ।
 তাহারান্না জানে তাহা কি প্রকারে হয় ॥
 স্বস্বভাবে কার্য্য করে মগ্ন নাহি জানে ।
 তৈলযন্ত্রে মেধিকার্ত্ত বধে যথা টানে ॥
 পঞ্চ বিষয়েতে মুগ্ধ করি নিজ মন ।
 কি হেতু অবিদ্যা-রস করে আশ্বাদন ॥
 আধার আধেয় কার্য্য ভিন্ন বিষ্ণুময় ।
 বিপরীত আচরণ তাতে কেন হয় ॥
 সকল দেহেতে যদি বিষ্ণুর বিলাস ।
 বিলাসের দেহ কেন করেন বিনাশ ॥
 বিষ্ণু হৈতে কোন বস্তু ভিন্ন কভু নয় ।
 স্বর্গের খণ্ডিত অংশ যথা স্বর্ণময় ॥

যত রূপ তত ভাবে কার্য্য দেখা যায় ।
 বুঝিতে না পারি তত্ত্ব কহ কবিরায় ॥
 কবি কহে শুন রাজা ইহার বিচার ।
 অনারত আরত রূপেতে অবতার ॥
 নিরূপাধি ব্রহ্ম সোপাধিক রূপ হয় ।
 সোপাধিক দৃশ্যাদৃশ্য চরাচরময় ॥
 কার্য্য ভেদে বহু মূর্ত্তি ব্রহ্মের স্বরূপ ।
 স্থানে স্থানে সিন্ধুজল যেন নানারূপ ॥
 হইয়া অনন্ত মূর্ত্তি করিছে বিহার ।
 যত দেখ অন্নময় বপু সবাকার ॥
 প্রতি রূপে প্রতি কার্য্য করে সম্পাদন ।
 প্রতি রূপে প্রতি রূপ করিছে ভক্ষণ ॥
 পাত ও খাদক বিনা কিছু নাহি আর ।
 দুই রূপে সদা বিশ্ববিলাস তাঁহার ॥
 গুণ হৈতে সৃষ্টি স্থিতি গুণে সংহরণ ।
 গুণ দ্বারা গুণগণে করে সম্বরণ ॥
 উর্নাত্ত করে যথা তত্ত্বের প্রকাশ ।
 ইচ্ছা হৈলে সে সকল পুনঃ করে গ্রাস ॥
 পরা হৈতে অপার করিয়া সৃজন ।
 অপরা হইতে করে পরার পোষণ ॥
 অপার গুণে পরা মুগ্ধ অনুক্ষণ ।
 পোষণার্থে করে সদা বিষয়ান্বেষণ ॥
 কন্দুক লইয়া যেন বালকে খেলায় ।
 ক্রীড়া অন্তে পুনঃ পরিত্যাগ করে তায় ॥
 কি হেতু বিলাস আর কেন সম্বরণ ।
 কি প্রকার লীলা তার কে বুঝে কারণ ॥
 অজ্ঞানে উদ্ভব বিধে সৃষ্টি স্থিতি লয় ।
 ভূতজাত বস্তু হয় ভূত দ্বারা ক্ষয় ॥
 সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণাদি অজ্ঞানে প্রকাশ ।
 সূক্ষ্ম মাত্র থাকে হৈলে জ্ঞানের আভাষ ॥
 বিজ্ঞানে কারণ মাত্র থাকে অবশেষ ।
 এ তিনের অবসানে ব্রহ্ম নির্কিংশেষ ॥
 ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তত্ত্ব হয় ।
 এক বস্তু লীলা তিন শাস্ত্রমতে কয় ॥
 কৃষ্ণ বিষণ্ণ ভগবান হুরি নারায়ণ ।
 কার্য্য অনুরূপ নাম করেন ধারণ ॥

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান নাম মাত্র ভেদ ।
 আদিত্য তপন সূর্য্য যেমন প্রভেদ ॥
 জ্ঞান ভিন্ন তত্ত্ববস্তু দ্বিতীয় না হয় ।
 স্বয়ং কৃষ্ণের রূপ জ্ঞানধনময় ॥
 জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন তিন অবস্থায় ।
 সমভাবে থাকে যাহা জ্ঞান বলি তায় ॥
 বিশেষ রূপেতে ব্রহ্ম যাহাতে বিদিত ।
 বিজ্ঞান তাহার নাম শাস্ত্রেতে কথিত ॥
 অজ্ঞানে প্রকাশ হয় সকল সংসার ।
 বিজ্ঞানে বিলয় হয়ে হয় একাকার ॥
 অজ্ঞান বিজ্ঞান জ্ঞান সমভাব যার ।
 কৃষ্ণের সেবক সেই ভক্তাগ্য ন তার ॥

আত্মবিস্মরণ বর্ণন ।

রাজা কহে জ্ঞানময় স্বরূপ যাহার ।
 কিরূপে হইল তাঁর জ্ঞানের সংহার ॥
 কবি কহে জ্ঞানাজ্ঞান দুই শক্তি তাঁর ।
 উভয় রূপেতে করে উভয়ে বিহার ॥
 নিগুণ ত্রিগুণ আর অদ্বৈতম ধর্ম্ম ।
 জীবরূপে ব্রহ্মের এ পঞ্চবিধ কর্ম্ম ॥
 আবরিকা ভাবেতে আহত সনাতন ।
 জ্ঞান বিজ্ঞানাদি তাতে কৈল আবরণ ॥
 স্ব স্ব রূপ ভুলি হৈল বিষয়ানুগত ।
 দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্ব স্মৃতি হত ॥
 নিবিড় মেঘেতে যেন আবরে মিহির ।
 উর্দ্ধেতে আক্কেল কময় নিম্নেতে তিমির ॥
 ক্ষুদ্র ভাবে ভাবী হয়ে বদ্ধ চিরকাল ।
 সুখ অবেশিয়া আনে দুঃখের জঞ্জাল ॥
 যড়রিপু লয়ে করে সদা ব্যবহার ।
 বৃত্তিচ্ছেদ করে তার সাধা আছে কার ॥
 বেদ যারে জানিতে মর্কষণ আশা করে ।
 সেই বস্তু বেদ আজ্ঞা সদা বহি মরে ॥
 দীনহীন বেশে করে জগতে ভ্রমণ ।
 মতি অনুসারে গতি বিধির ঘটন ॥
 যাশ্য না হয় পুনঃ আত্মায় উন্মুখ ।
 তাবৎ ভারতে জন্মে ভুঞ্জে নানা দুঃখ ॥

অময়য় সমুদয় সৃষ্টির প্রবন্ধ ।
 বৈভবাবে উঠে খাড়া খাদক সম্বন্ধ ॥
 নিজ সুখ হেতু অশ্রু করিয়া ধারণ ।
 ভক্ষণ করিয়া করে ক্ষুধা নিবারণ ॥
 প্রকৃতি ভেদেতে জন্ম খাড়াখাড়া তথা ।
 চকোরেতে ক্ষুধা গীয়ে ভুঞ্জে মধু যথা ॥
 শার্দূলেতে মাংস খায় গোধনে জবস ।
 নরে শুভুলাম মিষ্ট যুতাদি গোরস ॥
 পঙ্কিল জলেতে স্নেহে চরে ভেকচয় ।
 পড়িলে নির্মল জলে অতি কষ্ট হয় ॥
 নির্মল জলেতে করে মৎস্য বিচরণ ।
 হইলে পঙ্কিল জল সংশয় জীবন ॥
 বিড়্‌ভুজ্য করয়ে সদা পুরীষাবেষণ ।
 তাহা ত্যজি নাহি করে পায়স ভক্ষণ ॥
 যার যাহা প্রিয় তাহা করয়ে বাখান ।
 বিষমক্ষিকার বিষ অমৃত সমান ॥
 যে দেহ যখন আত্মা করয়ে গ্রহণ ।
 তদুখিত গুণে মুক্ত থাকে আজীবন ॥
 আত্মজ্ঞান বিহীনের ধাম এই হয় ।
 চিরকাল জন্ম বন্ধ না হইবে ক্ষয় ॥
 যৌবনেতে নরগণে পেয়ে আয়াজ্ঞান ।
 করিতে প্রস্তুত হয় ব্রহ্মানুসন্ধান ॥
 ভৌতিক জানেতে ব্রহ্ম বিদিত হইত ।
 তবে ধরাধামে কেবা পতীত রহিত ॥
 অবিদ্যা-সমুত্ত জড় বিষয়িণী জ্ঞান ।
 তার অন্তর্গত আছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান ॥
 বিশ্ব-কারুকার্য যত সম্পন্ন হইবে ।
 ব্রহ্মানুসন্ধান তাতে করিতে নারিবে ॥
 শাস্ত্র পড়ি মস্ত্র জপি উঠে অভিমান ।
 আপনাতে হয় তাতে সাধু বলি জ্ঞান ॥
 আপনি বুঝিতে পারে অশ্রুতের বুঝায় ।
 অন্ধ যেন অন্ধে পথ দেখাইয়া যায় ॥
 পুষ্পিত বচনে মন করিয়া হরণ ।
 নিজায়ত্তে ক্রিয়ামার্গে করায় ভ্রমণ ॥
 গুণময় জ্ঞান ভক্তি করিয়া বিচার ।
 শাস্ত্রীরে বুঝারে মরে পাপমতি ছার ॥

এই ক্ষুদ্রজ্ঞান ধবংস যবে হয় তার ।
 কোথা ব্রহ্ম কোথা সেই কোথা বা বিচার ॥
 গুণযুক্ত মনে নহে শ্রীহরি সাধন ।
 গুণ মুক্ত মনে হয় ব্রহ্ম বিজ্ঞাপন ॥
 ব্রহ্ম ছাড়া হৈলে হয় গুণে মুক্ত মন ।
 গুণ মুক্ত হৈলে ব্রহ্ম করে আকর্ষণ ॥
 রজস্তুমঃ গুণকার্য্য করি পরিহার ।
 যদি কেহ করে সত্বগুণের আচার ॥
 রজস্তুমঃ সত্বগুণে করিলে প্রবেশ ।
 শুদ্ধ সত্বগুণ তবে থাকে অবশেষ ॥
 বিগুণ সত্ত্বতে সত্ব হৈলে সমাধান ।
 সর্বকর্ম ব্রহ্মযজ্ঞ হয় তার জ্ঞান ॥
 আর তার কোনো কর্ম নিজ হেতু নয় ।
 তখন স্বয়ং ভক্ত হয় ব্রহ্মময় ॥
 কিন্তু শাখারূপে থাকে নাহি হয় মূল ।
 দাস্যভাবে না সাধিলে যায় দুই কূল ॥
 জীবরে জীবতে ভেদ আছয়ে নিশ্চয় ।
 এক বলি যদি মানে সেবা নাহি রয় ॥
 একত্বেন পৃথকত্বেন বহুধা বিশ্বত ।
 দাস্যভাবে বর্তমান এ চারি শাস্ত্রত ॥
 পঞ্চ ভাবে কৃষ্ণসেবা জীবের স্বভাব ।
 একত্ব সাধিলে হয় ভাবের অভাব ॥
 আমি ব্রহ্ম এ ভাবনা দূরে পরিহারি ।
 দাস হয়ে প্রেমানন্দে সেবিলে শ্রীহারি ॥
 আর এক বেদবাক্য শুন দিয়া মন ।
 কার্য্যে না সন্তুবে হয় জ্ঞানে সম্পাদন ॥
 অলক্ষ্য অধরচাঁদ করে বিচরণ ।
 সর্বত্র করিবে সদা তাঁর অন্বেষণ ॥
 যখন চণ্ডাল বিপ্র আদি প্রাণীগণ ।
 সবার করিবে অগ্রে চরণ দর্শন ॥
 বিষু জ্ঞানে মনে মনে বন্দনা করিবে ।
 ইহাই বৈষ্ণবধর্ম নিশ্চয় জানিবে ॥
 ব্রহ্মে বিশ্ব বিধে ব্রহ্ম এ ধারণা যার ।
 ভক্ত মধ্যে জ্যেষ্ঠ সেই বিষু অবতার ॥

অব্যক্তের ব্যক্ত মূর্তি ও অদ্বয়ের দ্বৈত বর্ণন ।

রাজা কহে দয়াময় করি নিবেদন ।
রূপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥
চৈতন্যের স্মৃতিভ্রংশ না হয় সম্ভব ।
কিন্তু স্থূল বস্তু মাত্র অচৈতন্য সব ॥
অব্যক্তের ব্যক্ত মূর্তি সম্ভব না হয় ।
কিন্তু যাহা দেখিতেছি ব্যক্ত সমুদয় ॥
কবি কহে অব্যক্ত ব্যক্তব্য কভু নয় ।
বাহ্য ব্যবহার্য্য নহে জ্ঞাতব্য বিষয় ॥
অব্যক্ত সাকার সত্য কিন্তু দৃশ্য নয় ।
অব্যক্ত কারণ সর্ব ব্যক্তের আশ্রয় ॥
অব্যক্তের দ্বৈত নাহি ব্যক্তে তাহা হয় ।
ব্যক্ত মূর্তি পুনঃ হয় অব্যক্তে বিলয় ॥
অব্যক্তাদিনি ভূতানি মধ্যে ব্যক্ত হয় ।
অব্যক্ত নিধনাশ্বেব পুনশ্চ তন্ময় ॥
ব্যক্তাব্যক্ত সনাতন একই স্বরূপ ।
সূর্য্যের কিরণ যেন নহে ভিন্ন রূপ ॥
অব্যক্ত বীজের বৃক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
মূল বীজ দ্বারা হয় বৃক্ষের পোষণ ॥
বীজের স্বরূপ বৃক্ষদেহ বীজময় ।
অব্যক্ত বীজের রূপ তবু দৃশ্য নয় ॥
ব্যক্তাব্যক্ত দুই হয় স্বপ্রকাশময় ।
অব্যক্ত অদৃশ্য থাকে ব্যক্ত দৃশ্য হয় ॥
ব্যক্ত বস্তু ব্যক্ত জীবে করে ব্যবহার ।
অব্যক্ত অব্যক্ত থাকে দেহে সবা কার ॥
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয় ।
ইন্দ্রিয়ে সংযোগ হৈলে অনুভব হয় ॥
ব্যক্ত দৃষ্টে অব্যক্তের হয় পরিচয় ।
ব্যক্তবস্তু ধ্বংসশীল অব্যক্ত অব্যয় ॥
অব্যক্তই বিশ্বাকারে হয় পরিণত ।
স্বাবর জগন্ম আদি স্থূল রূপ যত ॥
যতপি অব্যক্ত সর্ব ব্যক্তের আকৃতি ।
তথাপি স্বরূপে থাকে না হয় বিকৃতি ॥

মহত্ত্ব মায়া জ্ঞান বাসনা বিষয় ।
ব্রহ্মরূপ অব্যক্তের নাম ইহা হয় ॥
ভোগ ভোগ্য বস্তু ব্যক্তি রূপেতে প্রকাশ ।
হইয়া করেন লীলা সৃষ্টাদি বিলাস ॥
বিশ্ব মাঝে দৃশ্য বস্তু অনন্ত অপার ।
অদ্বরে উদ্ভব সব অদ্বয় আকার ॥
ত্রিভুবনে জীবগণে জন্মে নিরন্তর ।
আকৃতিতে নাহি মিলে একই সোসর ॥
মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার বাসনা প্রকৃতি ।
প্রতি দেহে ভিন্ন ভাবে কার্য্যে পরিণতি ॥
দৃশ্য বস্তু যত আছে এ বিশ্ব সংসারে ।
প্রত্যেকে অদ্বয় রূপ বিভিন্ন আকারে ॥
ব্যবহার্য্য বস্তু যত কর ব্যবহার ।
মিলাইয়া দেখ দুই নহে একাকার ॥
এক বৃক্ষে ফলে রাশি রাশি ফল ফুল ।
প্রত্যেকে অদ্বয় তার নাহি সমতুল ॥
প্রত্যেক স্থানের ভূমি প্রত্যেক প্রকার ।
খনন করিয়া দেখ নহে একাকার ॥
প্রতি স্থানে জল বায়ু বিভিন্ন স্বরূপ ।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ অন্য রূপ ॥
অদ্বয় অব্যক্ত ব্রহ্মে বিশ্ব উপাদান ।
পরমাণু নাহি পাবে একই সমান ॥
সূক্ষ্মদৃষ্টি বিনা কেহ দেখিতে না পায় ।
ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে বুঝা নাহি যায় ॥
মনঃ বুদ্ধি বচনের ব্রহ্ম অগোচর ।
ব্রহ্মদর্শি বিনা তাহা না জানে অপার ॥
উচ্ছিষ্ট সর্বশাস্ত্রানি সর্ব বিদ্যা আর ।
নোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মণে জ্ঞানং বর্ণে সাধ্য কার ॥
অদ্বয় অব্যক্ত ব্রহ্ম চৈতন্য আখ্যান ।
এ তত্ত্ব যে ভাবে তার হয় ব্রহ্মজ্ঞান ॥

পরমাত্মা বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ।

রাজা কহে কবিরায় করি নিবেদন ।
পরমাত্মা কিমাকার কহ বিবরণ ॥
স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অতীত যে হয় ।
কোন বিচারেতে তাঁরে বলে সঙ্গময় ॥

সর্বময় হৈলে তাহে উপজ্ঞে কি ভাব ।
 পৃথক্ থাকিলে হয় কিসের অভাব ॥
 এক বস্তু যদি ভোগ ভক্ষক ভক্ষণ ।
 কেন বা ত্রিবিধ হয় কোন প্রয়োজন ॥
 জল কি আপন রস করে আশ্বাদন ।
 রসরূপে পরিণত অন্নের কারণ ॥
 অদ্বয় হইলে বস্তু আশ্বাদ না হয় ।
 কি আশ্বাদ লাগি তবে হয় বিধময় ॥
 সর্বময় যদি কেন দেখা নাহি যায় ।
 কিরূপে আছেন তিনি তোমায় আমায় ॥
 কবির কহে ব্রহ্ম তোমায় আমায় ।
 ভাবিলে বিভিন্নভাবে জানা নাহি যায় ॥
 অদ্বয় অনন্ত পূর্ণ রসের সাগর ।
 আপনাকে আপনি আশ্বাদে নিরন্তর ॥
 ব্যাপ্য ব্যাপকরূপে স্বয়ং বিধময় ।
 হইয়া একত্বভাবে রস আশ্বাদয় ॥
 ফলাদিগ্ধাদি মহাভাবে হইয়া মগন ।
 পঞ্চগুণে মড়রস করে আশ্বাদন ॥
 ভক্ষক ভক্ষণ আদি না হৈলে অদ্বয় ।
 সম্বন্ধ অভাব হেতু ভোগ্য তাহা নয় ॥
 জল যদি নিজ রস আশ্বাদ না পায় ।
 বিরূপতা হয় তার পবিত্রতা যায় ॥
 পরমাত্মা আদি বিধে যত প্রাণীগণ ।
 আপনি আপন রস করে আশ্বাদন ॥
 সর্বময় সর্বরস ভুঞ্জে অনুক্ষণ ।
 পৃথক্ হইলে পায় তার এক কণ ॥
 কৃষ্ণ রাম আদি যত অবতারগণ ।
 ভাব ভেদে পূর্ণ রস পায় কদাচন ॥
 আনন্দ চৈতন্যঘন ব্যাপক চিহ্নয় ।
 রস জানিবার লাগি ভিন্ন মূর্তি হয় ॥
 পরিকর সহ করে রস আশ্বাদন ।
 তথাপি না হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥
 নিরন্তর নিজ স্মৃধাপানে মগ্ন হৈন্দু ।
 চকোর চকোরী তার পায় বিন্দু বিন্দু ॥
 টুনিপক্ষী টোটে সিদ্ধুজল যত ধরে ।
 তাহা পান করি নিজ তৃষ্ণা শাস্তি করে ॥

আপনাতে ক্ষুদ্র জ্ঞান সদা আছে যার ।
 পূর্ণরসে অধিকার নাহি হয় তার ॥
 পূর্ণরস পূর্ণরস করে আশ্বাদন ।
 আংশিকেরা যোগ্য হৈলে পায় কদাচন ॥
 বাসুদেব সর্বমিতি ইহা জানে যেই ।
 পরিপূর্ণ রসানন্দ ভোগ করে সেই ॥
 বিধময়, প্রাণীরূপে করে বিচরণ ।
 জানিতে না পারে ভিন্ন অভিমানীগণ ॥
 শ্রীহরির অন্তর্গত সকল সংসার ।
 তাঁর ক্রোড়ে আছে তবু যন্ত্রণা অপার ॥
 জননী উদরস্থিত বালকের প্রায় ।
 কাহার গর্ভেতে আছি দেখিতে না পায় ॥
 জ্ঞানময় পরমাত্মা ত্রিগুণ অতীত ।
 দুঃখময় জীবচয় অজ্ঞানে জড়িত ॥
 ঈশ্বরে জীবিতে নিত্য পরম্পর ঋণী ।
 উভয়েতে দোষী আর উভয়েতে গুণী ॥
 দেহরক্ষে নীড় মধ্যে দোহার নিবাস ।
 অংশী আর অংশরূপে অনন্ত প্রকাশ ॥
 এক নিরাহারী এক স্বক্ষফল খায় ।
 বিষফলভোজী হয়ে নিত্য দুঃখ পায় ॥
 ছাড়িতে না পারে মরে বিষের আলায় ।
 যন্ত্রণায় স্তম্ভ মানেন না দেখি উপায় ॥
 যত কাল জীবাত্মার মুক্তি নাহি হয় ।
 তত কাল পরমাত্মা বদ্ধভাবে রয় ॥
 কর্মক্ষয় হেতু চেষ্টা করে অনুক্ষণ ।
 না ফুরায় বন্ধি হয় নূতন নূতন ॥
 নানা দুঃখ দেয় জীব অবিচার দ্বারে ।
 তথাপিও সংশোধন করিতে না পারে ॥
 নিদ্রাকালে তুরীয় চৈতন্যে হয় লয় ।
 অবিদ্যা আবৃত হেতু একত্ব না হয় ॥
 প্রকৃতি ছাড়িতে যদি পারে কদাচিত ।
 বিগ্ধধাম ত্যজি নিত্যে হয় বিরাজিত ॥
 পূর্ণাবস্থা স্বপ্নবৎ হয় ততক্ষণ ।
 চিদানন্দ রসাস্বাদে যুড়ায় জীবন ॥
 ইহাকেই রাজবিদ্যা কহে মুনিগণ ।
 আনন্দশী বিনা নাহি জানে অণু জন ॥

ঈশ্বরতত্ত্ব কথন ।

ঈশ্বর সর্বত্র আছে তবে ইহা জানে ।
কিরূপে সাক্ষাৎ হয় তাহা নাহি জানে ॥
ইহা উপলব্ধি হেতু বিশুদ্ধ যে জ্ঞান ।
তত্ত্বদর্শি যোগী জানে তাহার সন্ধান ॥
ব্রহ্ম আর ব্রহ্মজ্ঞান এক বস্তু হয় ।
মানবের মানসেতে না হয় উদয় ॥
বিচারে নিষ্কল তাহা হইবার নয় ।
কিন্তু বিনা বিচারেও কভু নাহি হয় ॥
বেদ বেদান্তাদি লয়ে করিলে বিচার ।
অগ্রসর হয় কিন্তু বহু দূরে তার ॥
উপনিষদেতে কহে ব্রহ্ম বিশ্বময় ।
ইহা সত্য বাক্য কিন্তু দৃশ্য কেন নয় ॥
আমি তুমি তিনি যদি হয় ব্রহ্মময় ।
কে পারে দেখিবে আর দেখিলে কি হয় ॥
কোন বস্তু ব্রহ্ম তার আকৃতি কেমন ।
করিতে হইবে আগে তাহা নিরূপণ ॥
নিরূপিত বস্তু হয় সহজে সঞ্চয় ।
অচিন্ত্য অব্যক্ত হৈলে অগোচর রয় ॥
আপনাকে আপনি করিতে দরশন ।
আপন মাধুর্য্যরস আস্বাদ কারণ ॥
আপনার মুখ নাগা শ্রবণ নয়ন ।
দর্পণাদি বিনা নাহি হয় দরশন ॥
মায়াশক্তি বিশ্বরূপ দর্পণ ভিতরে ।
আপনার অবয়ব প্রতিবিম্বে হেরে ॥
সর্ববস্তু আত্মময় পৃথক্ আকার ।
নিজ অনুভব সুখ আস্বাদ তাঁহার ॥
দেহ দেহী বিভাগ ঈশ্বরে নাহি কভু ।
আপনি আপন ভূত্য আপনিই প্রভু ।
আপনিই জ্ঞানবান আপনি অজ্ঞান ।
আপনিই জীব হয়ে করে অভিমান ॥
গুরু হয়ে শিষ্য কহে তত্ত্বের আখ্যান ।
আপনাকে আপনিই করে জ্ঞানদান ॥
আপনিই আপনার তত্ত্বরূপ ধরে ।
ভক্তিমোগে আপনাকে উপলব্ধি করে ॥

আপনিই আপনাকে ভাবে অনুক্ষণ ।
আপনিই করে নিজ প্রেম আশ্বাদন ॥
মুক্তভাবে আপনার ভাবাস্বাদ করে ।
আপন মাধুর্য্যরসে আপনি বিহরে ॥
আপনিই আপনাকে জানেন গোবিন্দ ।
য তাঁহাকে জানি বলে তার মতি মন্দ ॥
আমি যথা নাহি তথা আত্মার প্রকাশ ।
সাময় আত্মাতেই আমার বিকাশ ॥
আমি যাহা জানি তাহা অনাত্ম নিশ্চয় ।
আত্মা যাহা জানে তাহা আত্মা ভিন্ন নয় ॥
কৃষ্ণ অবতারী বিশ্বে দেন উপদেশ ।
তবে লোকে বুঝে কৃষ্ণতত্ত্ব সবিশেষ ॥
হরি যদি বিশ্বে না হইত অবতার ।
তবে তাঁর তত্ত্ব বুঝে হেন সাধ্য কার ॥
আত্মানাত্ম বিবেকাদি তত্ত্বের সন্ধান ।
শক্তি সঞ্চারিয়া জীব দেন দিব্যজ্ঞান ॥
সুখময় তত্ত্বিপন্থা করিয়া স্থাপন ।
কর্তব্য কহিয়া করে স্বধামে গমন ॥
সেই পথ অবলম্বি ভাগ্যবানগণ ।
কৃষ্ণপ্রেমরসামৃত করে আশ্বাদন ॥
লবণের পুত্ৰালিকা লবণমাগরে ।
যদি যায় তার গভীরতা জানিবারে ॥
জলস্পর্শ করিলেই দ্রব হয়ে যায় ।
পুনশ্চ আসিয়া বিশ্বে বলিতে না পায় ॥
যাবৎ পৃথক্ থাকে প্রেম আশ্বাদয় ।
পরশ হইলে হয় স্বয়ং রসময় ॥
ঈশ্বরের তত্ত্বকথা যে করে শ্রবণ ।
দিব্যজ্ঞান পায় যায় ভবের বন্ধন ॥

জীবের স্বরূপ বর্ণন ।

পুনঃ কবির কহে শুন নরবর ।
এ তত্ত্ব না হয় কভু জীবের গোচর ॥
মোহবশে বিমোহিত নরনারীগণ ।
তাহারা না করে কভু ব্রহ্ম অন্বেষণ ॥
বহিরঙ্গা মায়াকার্য্যে করে বিচরণ ।
অন্তরঙ্গ চিহ্নজির না পায় দর্শন ॥

স্বভাবত জীবগণ গোবিন্দের দাস ।
 তটস্থ শক্তিতে গণ্য ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
 দুষ্ক যেমন অস্বযোগে দধিরূপ হয় ॥
 দুষ্কান্তর বস্তু নহে কিন্তু দুষ্ক নয় ॥
 কৃষ্ণের স্বরূপ প্রজ্জ্বলিত হুতাশন ।
 জীবের স্বরূপ তার ক্ষুণ্ণিতের কণ ॥
 সচ্চিৎ আনন্দময় স্বরূপ ঈশ্বর ।
 অবিজ্ঞা জড়িত জীব ক্রেশের আকর ॥
 জীব দ্বারা হয় বিশ্বকার্য সম্পাদন ।
 জীব নাহি জানে তার কর্তা কোন জন ॥
 মহীরূহে পত্র পুষ্প ফল উপজয় ।
 তাহারা না জানে তাহা কি প্রকারে হয় ॥
 সেইরূপ নিজ তত্ত্ব জীব নাহি জানে ।
 অকর্তা হইয়া ভবু কর্তা বলি মানেন ॥
 অজ্ঞানে আবৃত জীব কৃষ্ণ জ্ঞানময় ।
 চন্দ্রের আলোকে যেন ঋতুচক্র নিচয় ॥
 হেম আর লৌহ যথা বিভিন্ন লক্ষণ ।
 চিন্তামণি সহ কাঁচ প্রভেদ যেমন ॥
 জীব মাঝে কৃষ্ণদাস সে তত্ত্ব ভুলিল ।
 পিশাচিনী অবিজ্ঞার কবলে পড়িল ॥
 নানা রোগ শোক দিয়া দেহ নষ্ট করে ।
 তথাপি আপন তত্ত্ব মনে নাহি পড়ে ॥
 ভুবন গগণ এই জাঁতা দুই পাট ।
 তাহার ভিতরে মায়া করে জীবনাট ॥
 জাঁতা খুঁটাইয়া জীবের করে পেষমাণ ।
 কীলকাবলম্বী মাত্র পায় পরিজ্ঞান ॥
 প্রভু বলি যদি ধার্য্য থাকে আপনার ।
 পরিণামে অবশু সে পাইবে নিস্তার ॥
 অভয়ং সর্বদা ভুজ্যে ইত্যাদি বচনে ।
 বন্ধা করে ভগবান নিজ ভক্তগণে ॥
 দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয় ।
 অভয় প্রদান করে লইলে আশ্রয় ॥
 নাম লইলে সর্বপাপে পায় পরিজ্ঞান ।
 অজ্ঞানি আদি পাপী তাহার প্রমাণ ॥

ঈশ্বর পরীক্ষা ও ভৃগুমুনির বিবরণ ।

পূর্বে সরস্বতীতীরে ব্রহ্মঋষিগণ ।
 পরস্পর ব্রহ্মকথা করে আন্দোলন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে শ্রোষ্ঠ কোন জন ।
 জীবের স্বার্থ কার চরণসেবন ॥
 পরামর্শ করি সবে ভৃগুরে কহিল ।
 এ তত্ত্ব জানিতে ভৃগু তখনি চলিল ॥
 তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিল ।
 কিক্রমে পরীক্ষা করি ভাবিতে লাগিল ॥
 মনে মনে স্থির করি পুরে প্রবেশিল ॥
 ব্রহ্মার সম্মুখে গিয়া দাণ্ডায়ে রহিল ॥
 পূজা দেখি পদ্মযোনি সন্তোষ হইল ।
 কুশল জিজ্ঞাসা করি বসিতে কহিল ॥
 কথা না কহিয়া ভৃগু নিস্তকে রহিল ।
 প্রশ্ন বা সন্তোষ কিছু না করিল ॥
 পুত্রকৃত্য ব্যবহার দিয়া বিসর্জজন ।
 শাস্তভাবে পরীক্ষা করিলা তপোধন ॥
 ভাব দেখি পদ্মাসন বুঝিতে পারিল ।
 তথাপি ক্রোধিত হয়ে কহিতে লাগিল ॥
 মহৎ লোকে রা করে যে রূপ আচার ।
 অগ্ন লোকে শিক্ষা করে সেই ব্যবহার ॥
 অহঙ্কারে বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তোমার ।
 এখনি করিব আমি তার প্রতিকার ॥
 পুত্র হয়ে তুচ্ছজ্ঞান করিলে পিতারে ।
 অভিশাপ দিয়া ভস্ম করিব তোমাংরে ॥
 ক্রোধ দেখি ঋষিরাজ সশঙ্কিত মন ।
 ব্রহ্মলোক পরিহারি কৈল পলায়ন ॥
 মানসে প্রণমি যায় মলিন বদন ।
 কৈলাসে শিবের কাছে করিল গমন ॥
 দেখি শিব মহানন্দে উঠি দাণ্ডাইল ।
 কোলে লইবারে ছুই বাহু প্রসারিল ॥
 দেখি ঋষি পশ্চাতে চরণ বাড়াইল ।
 পরশ না কর বলি নিষেধ করিল ॥

চিতাভ্রম্ম চক্ষাস্বর হাড়মালা গলে ।
 অশুচি হইবে দেহ তোমা পরশিলে ॥
 ভূত প্রেত পিণাচাদি পারিষদগণ ।
 অঙ্গভূষা বিষধর রুঘভ বাহন ॥
 জ্ববে ধুতুরা শিরে শব্দ কলুকলু ।
 নিকি খেয়ে বুদ্ধিহত চক্ষু ঢুলুঢুলু ॥
 আত্মশক্তি মহামায়া জগতজননী ।
 কোন গুণ দেখি তব হয়েছে ঘরণী ॥
 শুনিয়া শঙ্কর মনে ঈষৎ হাসিল ।
 কোপভরে শূল ধরি কহিতে লাগিল ॥
 রহ রহ না পলাও দ্বিজ-কুলাঙ্গার ।
 এখনি করিব শূলে তোমারে সংহার ॥
 এত বলি করিলেন শূল উত্তোলন ।
 দেখি ভুগু তথা হৈতে কৈল পলায়ন ॥
 বিভৎসরসেতে শিবে পরীক্ষা করিয়া ।
 মানসে প্রণমি চলে বিমর্ষ হইয়া ॥
 দ্রুতবেগে শ্রীবৈকুণ্ঠে করিয়া গমন ।
 দেখিলেন বসিয়াছে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
 অভিমানে অপমানে বিষাদিত মন ।
 বীরদর্পে পরীক্ষা করিল তপোধন ॥
 বিমুগ্ধ চৈতন্যময় পুরুষ-রতন ।
 হৃদয়কমলে যারে চিন্তে যোগীগণ ॥
 নিত্যানন্দময় মূর্তি জগতের নাথ ।
 কোপভরে তাঁর বক্ষে কৈল পদাঘাত ॥
 অজ্ঞ ভব রমা সেবে যার শ্রীচরণ ।
 তাঁরে প্রহারিল ভুগু শুনি কাঁপে মন ॥
 তাহা দেখি ভগবান মহাস্তবদনে ।
 ত্র্যস্ত হয়ে ধরিলেন ভুগুর চরণে ॥
 প্রভু কহে প্রহারিয়া বক্ষেতে আমার ।
 বেদনা লেগেছে কত চরণে তোমার ॥
 পদধূলি পেয়ে আমি কৃতার্থ হইনু ।
 তোমার চরণচিহ্ন হৃদয়ে ধরিনু ॥
 এত বলি লক্ষ্মী সহ সেবিয়া চরণ ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য আদি দিয়া করিল পূজন ॥
 ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন হৃদয়েতে ধরি ।
 ভক্তবাৎসল্যতা গুণ দেখাইলা হরি ॥

পুনঃ হরি বলে শুন ব্রহ্মার কুমার ।
 অনবধানতা দোষ ক্ষমিবে আমার ॥
 শুনি ঋষিবর অতি লজ্জিত হইল ।
 হেটমুখে বসি মাত্র কান্দিতে লাগিল ॥
 নিজ অত্যাচার ভাবি ব্যথা পেয়ে মনে ।
 স্তুতি নতি কৈল শেষে ধরিয়া চরণে ॥
 প্রতীক্ষা করিয়া যথা ছিল ঋষিগণ ।
 তথা আসি কহিলেন সব বিবরণ ॥
 শুনি সবে প্রেমানন্দে উগাত হইল ।
 হরি হরি বলি উঠি নাচিতে লাগিল ॥

রাজা ও রাণীর প্রতি সাধন- ক্রিয়া ও বিধিতত্ত্ব উপদেশ ।

পরদিনে উপবিষ্ট হৈলে কবিবর ।
 প্রণমিয়া ঘোড়করে কহে নরবর ॥
 কিছুই না জানি আমি অতি অভাজন ।
 ইচ্ছা হয় দীক্ষা শিক্ষা করিতে গ্রহণ ॥
 মহদিচলনং নৃণাং ইহা শাস্ত্র উক্তি ।
 গৃহীগণে করিতে না জানে সাধুভক্তি ॥
 ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতি পাইলে ।
 মায়াযুক্ত মানবেও তরে অবহেলে ॥
 নিজগুণে রূপা করি উপদেশ দিয়া ।
 আমা সবাচারে যাহ উদ্ধার করিয়া ॥
 শুনি জয়দেব অতি সন্তোষ হইল ।
 নির্জনে বসিয়া তাঁরে উপদেশ দিল ॥
 সাধন ভজন ক্রিয়া তত্ত্ব জানাইল ।
 অপরাধে সাবধান হইতে কহিল ॥
 অবিদ্বান্ জনে হরিনাম নাহি দিবে ।
 হরিনাম লয়ে তার অর্থ না করিবে ॥
 নিবেদিত বস্তু বিনা কভু না খাইবে ।
 ইষ্টনিষ্ঠ হয়ে সদাচারেতে রহিবে ॥
 ছাড়িয়া অসৎ সঙ্গ একেলা থাকিবে ।
 আপন ভজন কথা গোপনে রাখিবে ॥

স্বজাতীয় ভক্ত পাইলে করিবে গ্রহণ ।
 বিজাতীয় ভক্তগণে করিবে বর্জন ॥
 আপনা উদ্ধার লাগি চেষ্টা না করিবে ।
 যে ভাবে এসেছ ভবে সে ভাবে রহিবে ॥
 চরাচর বিশ্ব মাঝে জীব অগণন ।
 তাহা না দেখিবে মাত্র লক্ষ্য এক জন ॥
 নিন্দা স্তুতি লাভালাভ দূরে পরিহরি ।
 অনন্যভাবেতে সদা ভজিবে শ্রীহরি ॥
 গৃহে থাক কিম্বা বনে করহ গমন ।
 একই সোসর তব হইবে তখন ॥
 ভাবৎ ইন্দ্রিয়গণ সংযম করিবে ।
 যাবৎ অদ্বয় জ্ঞান ধার্য্য না হইবে ॥
 সাধিতে সাধিতে হবে জীবন্ত বিনাশ ।
 অস্তি ভাতি প্রিয় তিন হইবে প্রকাশ ॥
 শুনিয়া সে তত্ত্ব রাজা কৃতার্থ হইল ।
 আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিল ॥
 দেবীর নিকটে রাণী থাকে অনুক্ষণ ।
 নিরন্তর হরিকথা করয়ে শ্রবণ ॥
 ব্রজের মাধুর্য্যালীলা সাধিতে কহিল ।
 নিজ দেহে তত্ত্ববস্ত বুঝাইয়া দিল ॥
 সাধনের ক্রিয়া আদি মধ্য আর শেষ ।
 রাগমার্গে সাধিবারে কৈল উপদেশ ॥
 সাধারণী সমঞ্জসা সামর্থ্য গণ ।
 ভাব ভেদে প্রাপ্তি ভেদ শাস্ত্রের বচন ॥
 কহিলেন সব তত্ত্ব সামান্য বিশেষ ।
 কৃতার্থ হইল রাণী পেয়ে উপদেশ ॥
 কবিরায় যত দিন তথায় রহিল ।
 হরিলীলা কথারসে সবারে তুষিল ॥
 নারায়ণ পরাশর গণপতি রায় ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ পদ তিন জনে গায় ॥
 ভক্তগণ গায় সঙ্গে যুগল বাজায় ।
 শুনে যারা জবে তারা মহানন্দ পায় ॥
 এইরূপে রাজগৃহে প্রেমভক্তিবশে ।
 রহিলেন বহু দিন হরিকথারসে ॥

জয়দেবের নিজালয়ে গমন ।

তদন্তরে রাজস্থানে হইয়া বিদায় ।
 তিন দিনে নিকতনে আইলা কবিরায় ॥
 শ্রীরাধামাধব পাদপদ্মে প্রণমিয়া ।
 হৃষ্ট মনে সবা সনে মিলিলেন গিয়া ॥
 পুরবাসীগণে আসি বন্দিল চরণ ।
 সবা সহ সমাদরে কৈল সস্তাষণ ॥
 জলদে চাতক সম ভক্তেরা মিলিল ।
 প্রণমিয়া মহানন্দে নিকটে রহিল ॥
 গদাধর উভয়ের চরণ বন্দিল ।
 আদর করিয়া দৌহে আশীষ করিল ॥
 মিষ্টান্ন প্রসাদ দেবী যাহা এনেছিল ।
 বাহির করিয়া তাহা গদাধরে দিল ॥
 প্রসাদ লইয়া শিরে করিয়া ধারণ ।
 সবা করে দিল পরে করিয়া বণ্টন ॥
 ভক্তি করি ভক্তগণে প্রসাদ খাইয়া ।
 হরি হরি বলি বুলে নাচিয়া নাচিয়া ॥
 তদন্তরে গ্রামবাসী সকলে শুনিল ।
 আনন্দিত হয়ে সবে দেখিতে আইল ॥
 আত্মীয় স্বজন আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।
 ভক্তগতি সবে তথা হৈল উপস্থিত ॥
 জয়দেব সবা সনে আনন্দে মিলিল ।
 যথাযোগ্য সস্তাষণ সকলে করিল ॥
 কিছু কিছু প্রসাদাম্ব সকলে পাইয়া ।
 নিজ নিজ স্থানে গেল সন্তোষ হইয়া ॥
 নারীগণ পদ্মাবতী সংহতি মিলিল ।
 তীর্থযাত্রা কথা শুনি সন্তোষ হইল ॥
 বহু লোকে বহু জব্য কৈল আনয়ন ।
 ভক্তগণ করিলেন গৃহে উত্তোলন ॥
 কিছু কিছু লয়ে মাধবের ভোগ দিল ।
 একত্রে বসিয়া সবে প্রসাদ পাইল ॥
 শাকাদি পাকের জব্য করি আয়োজন ।
 হরিদাস-মাতা পুনঃ করিল রন্ধন ॥
 চর্ক্য চুয় লেহু পেয় চতুর্বিধ অন্ন ।
 রাধামাধবের অগ্রে কৈল উপসন্ন ॥

ভোগ দিয়া গদাধর প্রসাদ আনিল ।
 ভোজনের স্থান করি সবারে ডাকিল ॥
 যত নর নারী এসেছিল দরশনে ।
 সকলেই বসাইয়া দিলেন ভোজনে ॥
 গণ সহ জয়দেব বসিলা আসনে ।
 হরিধ্বনি দিয়া পরে বৈসে সর্বজনে ॥
 পরিবেশনের কার্য্য করে শিষ্যগণ ।
 পাম আনন্দে সবে করেন ভোজন ॥
 চতুর্বিধ ভক্ষ্যরস করি আশ্বাদন ।
 জলপান করি শেষে কৈল আচমন ॥
 তাম্বুল গ্রহণ করি আসনে বসিল ।
 নিজ নিজ ভাবোচিত আলাপ করিল ॥
 তদন্তরে নিজবাসে করিল গমন ।
 এইরূপে কত আইসে না হয় গণন ॥
 জয়দেব পদ্মাবতী স্বদেশে আইল ।
 দেখিয়া সকলে মনে সন্তোষ হইল ॥
 পদ্মাবতী দাসীদ্বয় সুখদা মোক্ষদা ।
 আজাকারী হয়ে থাকে নিকটে সর্বদা ॥

সহচরী দুই জন দামিনী কামিনী ।
 পরিচর্যা কার্য্য করে দিবস যামিনী ॥
 লীলাবতী প্রভাবতী সখী দুই জন ।
 কোতুক বিলাস রসে তোষে সর্বক্ষণ ॥
 আর যত অনুগত ভক্তের রমণী ।
 হরিকথা কহে শুনে দিবস রজনী ॥
 নর নারী রূপ ধরি দেব দেবীগণ ।
 নিশাকালে আইসে করিতে দরশন ॥
 বনবাসী মুনি ঋষি সাধু ভক্তগণ ।
 নিজ গণ সহ তথা কৈল আগমন ॥
 নীলাচল হৈতে কবি আইল নিজ ধাম ।
 দেখিয়া সবার হৈল পূর্ণ মনস্কাম ॥
 বিজয় বিনোদকৃষ্ণ ভৃত্য দুই জনে ।
 জয়দেবে সদা সেবে আনন্দিত মনে ॥
 নীলাচলে যত কার্য্য কৈল কবিরায় ।
 সে কথা শুনিলে মায়া মোহ দূরে যায় ॥
 মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ পদ করি ধ্যান ।
 নিজ অধরচাঁদ কহে জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের নিজালয়ে আগমন পঞ্চদশ সোপান ।

ষোড়শ সোপান ।

রাজা লক্ষ্মণসেনের বিপদভঞ্জন

ও শিক্ষা প্রদান ।

অয়ং ব্রহ্মরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাং ।

উদার-চরিতানান্তে সর্বং ব্রহ্মরয়ং জগৎ ॥

জয় জয় জয়দেব ভুবনপাবন ।
 জয় রামচন্দ্র পরাশর নিরঞ্জন ॥
 স্থানুভাবানন্দে সুখে আছে কবিবর ।
 বিপদে পড়িল এথা পূর্ববদ্বেশ্বর ॥
 কন্যা আর ধন রত্ন হরণ কারণ ।
 যুদ্ধ সাজে দেশে দেশে ভ্রমে পাণীগণ ॥
 সেই সৈন্যগণ আসি দেশ আক্রমিল ।
 পুরীর নিকটে এক প্রান্তরে রহিল ॥

দেখিয়া লক্ষ্মণসেন বিপদ গণিল ।
 শ্রীমধুসূদন বলি ডাকিতে লাগিল ॥
 ভয়ে ভীত পুরবাসী বিষণ্ণ হইল ।
 কি করিব কোথা যাব ভাবিতে লাগিল ॥
 ক্রমে তারা অত্যাচার আরম্ভ করিল ।
 প্রজাগণ দেশ ছাড়ি দূরে পলাইল ॥
 তাহা দেখি রাজপুত্র বসন্তকুমার ।
 সৈন্য সাজাইয়া চলে ধলে মার মার ॥

মাতা পিতা আদি সবে নিষেধ করিল ।
 বিময় বচনে সবা কারে আশ্বাসিল ॥
 কুমার কহেন সবে ভাব কেন মনে ।
 কা-পুরুষ হয়ে রব লুকায়ৈ ভবনে ॥
 সৈন্যগণে লয়ে আমি চলি নু সমরে ।
 ভয় দেখাইয়া পুনঃ আসিব সত্বরে ॥
 উহাদের হস্তে যদি প্রাণ যায় রণে ।
 অধোগতি হবে তাহা জানি আমি মনে ।
 আমার লাগিয়া চিন্তা না করিহ বৃথা ।
 অবিলম্বে ফিরিয়া আসিব পুনঃ এথা ॥
 বিপদে বিযথ হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় ।
 রাজোচিত কার্য্য কৈলে তবে রাজা হয় ॥
 এত বলি নানা অস্ত্র করিয়া গ্রহণ ।
 প্রণমিয়া সৈন্য লয়ে করিল গমন ॥
 অশ্বযুক্ত শকটে পূর্ণিত অস্ত্রগণ ।
 তার মাঝে উপবিষ্টে রাজার নন্দন ॥
 চারি পাশে অশ্ব হস্তী অস্ত্রধারীগণ ।
 সাহসে নির্ভর করি চলে সর্বজন ॥
 নানাবিধ বাণ্য বাজে উড়িছে নিশান ।
 লক্ষ্যে বাক্ষ্যে দস্তে করে ভূমি কম্পমান ॥
 রাজসেনাপতি চন্দ্রকেতু মতিমান ।
 তাঁর সঙ্গে চলে করি সৈন্য সমাধান ॥
 বীরদাপে দেশ কাঁপে সগর্বে চলিল ।
 সৈন্যের সমীপে সৈন্য সহ উত্তরিল ॥
 মার মার শব্দ করি উচ্চঃরবে ধায় ।
 দেখি যাবনিকগণ সাজিল জ্বায় ॥
 গালাগালি ঠেলাঠেলি তুমুল সংগ্রাম ।
 দুই দলে নানা অস্ত্র ছাড়ে অবিরাম ॥
 পরশু পট্টা গদা মুঘল যুদ্ধার ।
 শীলা শূল ভিন্দিপাল ভূষণি তোমর ॥
 তাপন যন্ত্রেতে করে অগ্নি বরিষণ ।
 জালিকা যন্ত্রের জালে করে নিবারণ ॥
 মল্ল সহ যুদ্ধ করে যত মল্লগণ ।
 অসি চর্ম্ম লয়ে যুদ্ধ করে কত জন ॥
 নানাবিধ রণবাণ্য বাজিতে লাগিল ॥
 প্রাণপণে দুই দলে সংগ্রাম করিল ॥

সিংহনাদ সম শব্দ করে সৈন্যগণে ।
 পদভরে ভূমিকম্প হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
 অবশেষে তাঁর ধনু লাইল তুলিয়া ।
 পরস্পর হানে শর সন্ধান করিয়া ॥
 এইরূপে দুই দলে সমর হইল ।
 কেহ কারে পরাজয় করিতে নারিল ॥
 মনে মনে চিন্তা করে রাজার নন্দন ।
 এখন থাকিলে এথা সংশয় জীবন ॥
 উচ্চঃরবে বলে তবে শুন সৈন্যগণ ।
 যুদ্ধ ত্যজি গৃহে সবে করহ গমন ॥
 এত বলি ধূমময় অস্ত্র ছাড়ি দিল ।
 মহা ধূমে রণস্থল আন্ধার হইল ॥
 অন্ধকারে দৃষ্টি রোধ হৈল সবা কার ।
 সৈন্য সহ গৃহে আইল রাজার কুমার ॥
 দুই দিন যুদ্ধ করি বসন্তকুমার ।
 অসাধ্য হইল দেখি নাহি গেল আর ॥
 পরদিনে বজ্রেশ্বর করিছে ভোজন ।
 সৈন্যগণ আসি কৈল পুরী আক্রমণ ॥
 গণ সহ মহারাজা ত্যজিয়া ভবন ।
 বন মাঝে অশ্রু পুরে করিল গমন ॥
 অব্রেষণ করি পুনঃ তথা আক্রমিল ।
 ধর্ম্মভীরু মহারাজা চিন্তিত হইল ॥
 পাক্ষিক ভৃত্যগণ শঙ্কিত হইয়া ।
 প্রাণভয়ে পলাইল রাজারে ছাড়িয়া ॥
 পণ্ডিত বিজানী রাজা ধার্ম্মিক সূজন ।
 বিপদে বিযথ হৈল মলিন বদন ॥

———
 রাজার স্মরণপ্রভাবে জয়দেবের
 আগমন ও শত্রুগণের
 পলায়ন ।

রাজার অপর পুত্র হেমন্তকুমার ।
 জয়দেবে পরিপূর্ণ বিশ্বাস তাহার ॥
 রাজারে কহিল পিতা ভাবিলে কি হবে ।
 জয়দেবে ডাক তবে বিপদ না রবে ॥

বর্তমান ছাড়িয়া না লবে অনুমান ।
 সুপ্রসিদ্ধ বাক্য ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
 শুনি রাজা পুলকিত্যে বিশ্বাস করিল ।
 সকাতরে কবিরে ডাকিতে লাগিল ॥
 কোথা প্রভু জয়দেব ভুবনপাবন ।
 কৃপা করি একবার কর আগমন ॥
 ধন জন প্রাণ আজি সব হৈল নাশ ।
 কৃপা করি রক্ষা কর আসি মম বাস ॥
 সর্বভাবে তব পদে শরণ লইনু ।
 রাজ্য ধন জন তব পদে সমর্পিনু ॥
 শীঘ্র আসি দেখা দিয়া কর প্রতিকার ।
 বিলম্ব হইলে প্রাণ যাইবে সবার ॥
 জয়দেব সাধুরূপী ব্রহ্মসনাতন ।
 আসিয়া দাসের কর বিপদভঞ্জন ॥
 ভীত হয়ে এইরূপে স্মরণ করিল ।
 বিদিত হইয়া কবি উঠিয়া চলিল ॥
 অবিলম্বে পূর্ববঙ্গে করিল গমন ।
 রাজ্যার নগরে পিয়া করে নিরীক্ষণ ॥
 চারিদিকে যাবনিক সৈন্যেতে বেষ্টিত ।
 দেখি মনে কবিরায় হইল চিন্তিত ॥
 রাজ্যার ভবনে আর নাহি প্রবেশিল ।
 সৈন্যের নিকটে গিয়া উপায় সৃজিল ॥
 আশুরী অবিজ্ঞা-মায়া করিয়া স্মরণ ।
 দেহ হৈতে সৈন্য সৃষ্টি কৈল অগণন ॥
 কালান্তক যমোপম ঘোর দরশন ।
 যে দেখে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে ততক্ষণ ॥
 আরক্তনয়ন দুই ঘুরে চক্রাকার ।
 বিকট দশন মুখ বিকট আকার ॥
 স্কুল তনু দীর্ঘাকার নানা অঙ্গ করে ।
 আদেশ পাইয়া ধায় সৈন্যের উপরে ॥
 মার মার শব্দ করি মারিতে ধাইল ।
 যাবনিক সৈন্যগণ ভয়ে পলাইল ॥
 আশুরিক সৈন্যদল পশ্চাতে চলিল ।
 দেশ ছাড়া করি পুনঃ ফিরিয়া আইল ॥
 মিহিরে নৌহার যথা রেণু প্রভঞ্নে ।
 কবিরে সেইরূপে অনীকিনীগণে ॥

তদন্তরে মহাবিজ্ঞা করিয়া স্মরণ ।
 অবিজ্ঞা-গঠিত বিজ্ঞা কৈল স্মরণ ॥
 শব্দ শুনি স্তব্ধ হয়ে আছে নরবর ।
 গবাক্ষ হইতে দেখে আইল কবির ॥
 যে রূপেতে যাবনিক সৈন্য পরাজিল ।
 মহারাজা তাহা সব প্রত্যক্ষ দেখিল ॥
 ভয় দূরে গেল রাজা সুস্থির হইল ।
 নিজজীব শরীরে যেন জীব সঞ্চারিল ॥
 নয়নে বহিছে বারি বাহিরে আইল ।
 ভূমে লুটি পদে পড়ি প্রণাম করিল ॥
 নরবরে কবির কোলে তুলি নিল ।
 সুমিষ্ট বচনে তাঁরে আশ্বাস করিল ॥
 গদগদ ভাবে রাজা স্তুতি নতি কৈল ।
 কবিরে লয়ে তবে পুরে প্রবেশিল ॥
 পদ ধোয়াইয়া সিংহাসনে বসাইল ।
 চামর লইয়া অগ্রে ব্যঞ্জন করিল ॥
 পাইয়া অমূল্য নিধি প্রফুল্ল হইল ।
 ভাস্কর উদয়ে যেন পদ্ম বিকশিল ॥
 চাতকে জলদঙ্কলে যেন যুড়াইল ।
 চন্দ্রের কিরণে যেন কুমুদ ফুটিল ॥
 ভক্ত যেন ভগবানে প্রত্যক্ষ পাইল ।
 কবিরে পেয়ে রাজা তেমনি হইল ॥
 দেখিয়া তাঁহার কার্য রাজা প্রজাগণে ।
 নরবুদ্ধি আর কারো না রহিল মনে ॥

বঙ্গেশ্বরের প্রতি তত্ত্বোপদেশ ।

কবি কহে বৈতবুদ্ধি ত্যজ নরবর ।
 সদানন্দে রবে হবে অভয় অন্তর ॥
 মানস হইতে বিশ্বকার্য সৃষ্টি হয় ।
 জলদে বিজুলী সম পুনঃ হয় লয় ॥
 যার মন ভারে যদি কর সমর্পণ ।
 বিশ্ব না পাইবে পাবে তার দরশন ॥
 দুঃখ ভ মানব দেহ যায় অকারণ ।
 বিষয় ছাড়িয়া কর তার অন্বেষণ ॥
 বিষয়াভিনিবেশেতে রাগ দ্বেষ উঠে ।
 ত্রিতাপাদি নানা ক্লেশ তাহাতেই ঘটে ॥

ভামসাদি পঞ্চ মহাক্রেশ হয় মূল ।
 অবাস্তর বহু আছে তার সমতুল ॥
 কর্মের সহিত আত্মা হৈলে সংযোজিত ।
 ক্রেশকীটে চর্ক্যমান, হয় সন্তাপিত ॥
 কালক্রমে পুনঃ পুনঃ জন্মে নানা ক্রেশ ।
 ভোগকালে অন্য প্রতি উঠে ঈর্ষা দেষ ॥
 আধ্যাত্মিক তাপ হয় অন্তরে উথিত ।
 আধিদৈবিকাদি তাপ দেহে বিকশিত ॥
 আধিভৌতিকাদি ভূতগণ হৈতে হয় ।
 কর্মভোগী জীবে না করিতে পারে জয় ॥
 ব্যক্তি বস্তু বাক্য কার্য স্বজন সম্পদ ।
 নিজ মন প্রাণ দেহ সকলি বিপদ ॥
 কালক্রমে যথা যাহা হয় উৎপাদন ।
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং না হয় ধ্বন ॥
 প্রারম্ভ থাকিতে কভু বিপদ না যায় ।
 ভ্রমে সবে নাসা বিদ্ধ বৃষভের ন্যায় ॥
 সুখ অতি অল্প, দুঃখ অনন্ত অপার ।
 প্রতিকার করা তার অসাধ্য সবার ॥
 আশ্রয় সুখের বাস দুঃখের আধারে ।
 লইতে পৃথক করি কেহ নাহি পারে ॥
 দুঃখময় সুখ আশা করি বিসর্জন ।
 উভয় সোসর দেখে জানী যেই জন ॥
 ন যাতু কামঃ কামানামুপভোগে ক্ষয় ।
 হবিষাক্ষয়বৎসে ব বুদ্ধিশীল হয় ॥
 যাবন ক্ষীয়তে কর্মং কল্পকোটি শত ।
 তাবন জায়তে মোক্ষং শাস্ত্রের সম্মত ॥
 না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্মং নাহি হয় ক্ষয় ।
 অবশ্যমেব ভোক্তব্যং শুভাশুভদয় ॥
 কর্মসূত্রে গ্রন্থিরূপে আছে দুঃখচয় ।
 পুরাতন ভোগ হয় নূতন সঞ্চয় ॥
 স্থান অনুসারে দেহে কার্যগত সুখ ।
 তিনের অন্তর্গত চির-বর্তমান দুঃখ ॥
 বাহ্য আবরণ সুখ যদি ধ্বংস হয় ।
 অন্তরে বাহিরে সব হয় দুঃখময় ॥
 অজ্ঞান-মত্ত সুখ ক্ষণে আসে যায় ।
 বিষামৃত বিনম্রিত তৃপ্তি নাহি তায় ॥

কর্মজ সুখের ভোগ কর্ম যতক্ষণ ।
 কর্মের সহিত হয় সুখ বিসর্জন ॥
 ঈষদুষ্ণ অগ্নি যথা শীতে সুখময় ।
 অতিরিক্ত যদি হয় জীবন সংশয় ॥
 সুখ বলি যাহা কিছু করিছ গ্রহণ ।
 অধিক হইলে তাহা দুঃখের কারণ ॥
 ক্ষীরমিষ্টু মন্থনেতে অমৃত উঠিল ।
 পরক্ষণে তাহাতেই বিষ উপজিল ॥
 একাধারে বিষামৃত দুই বস্তু ছিল ।
 ত্রিকালজ শিবের বিভ্রম উপজিল ॥
 কার্য্যাকার্য্য সুখ দুঃখ সৃষ্টি স্থিতি লয় ।
 এক শব্দব্রহ্মে সর্ব অগোচরে হয় ॥
 যদি হয় শব্দব্রহ্ম জানে অনুভব ।
 কার্য্যাকার্য্য সুখ দুঃখ না করে প্রসব ॥
 শব্দব্রহ্ম নিঃশব্দে হইলে পরিণত ।
 ব্রহ্মানন্দ সুখ ভোগ হয় অবিরত ॥
 বিজ্ঞান বিনা অণ্ডে বুঝিবে কেমনে ।
 কর্মের বিপাক নাহি জানে অজ্ঞগণে ॥
 জানচক্ষুবিহীনবাদকসূর্য্যং যথা ।
 সর্বত্রাবস্থিতং কৃষ্ণং ন প্রপশ্যেত্তথা ॥
 নহি জানেণ সদৃশং পবিত্রং নিশ্চয় ।
 বিনা ব্রহ্মজানে নাহি হয় কর্মক্ষয় ॥
 ব্রহ্মৈব সর্বনামানি বিবিধ রূপাণি ।
 বিভর্তেতি শ্রুতি কর্মাণ্যপি সমগ্রাণি ॥
 দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর পুরুষ প্রকৃতি ।
 বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেণ স্থিতি ॥
 ব্রহ্মের স্বরূপ দুই সুখ আর দুঃখ ।
 বিজ্ঞগণে নহে তাহে উন্মুখ বিমুখ ॥
 যাহার নিকটে এই উভয় সোসর ।
 ধরাধামে ধন্য সেই দেবতুল্য নর ॥
 সুখ হৈতে দুঃখ ভাল কহে সাধুগণে ।
 সে ভার সহিতে নারে মায়াযুক্ত জনে ॥
 তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষঃ বাসুদেব উক্তি ।
 সহিতে যে পারে তার করতলে মুক্তি ॥
 রোগ শোক পন্নিতাপ বন্ধন ব্যসন ।
 আত্ম অপরাধ বৃক্ষফল নিরূপণ ॥

বিষয়াভিমানে বাঁধা আত্মা সবা কার ।
 অভিমান ত্যজি তাহা কর ব্যবহার ॥
 দৃষ্ট শ্রুত অনুমিত ত্রিবিধ বৈরাগ্য ।
 অনুমিত যদি হয় পরম সৌভাগ্য ॥
 আত্মার মুক্ততা যাবে যুড়াইবে প্রাণ ।
 পরিভ্রাণ পাবে চিত্তে হবে দিব্যজ্ঞান ॥
 অবিলম্বে জ্যেষ্ঠপুত্রে রাজ্যভার দিয়া ।
 নির্জনে সাধহ বসি নিশ্চিত হইয়া ॥
 এত বলি আদি অন্ত সাধন ভজন ।
 বিধি অনুসারে শিক্ষা করিল অর্পণ ॥
 যে রূপে সাধিতে হয় তাহা আদেশিল ।
 তারকত্রয় মহামন্ত্র কর্ণে সমর্পিল ॥
 শ্রুতমাত্রে মনঃবুদ্ধি নিশ্চল হইল ।
 অরুণ উদয়ে যেন আন্ধার নাশিল ॥
 পুত্র পরিবার আদি আত্মীয় স্বজন ।
 সবে করিলেন দীক্ষা শিক্ষাদি গ্রহণ ॥
 পরে রাজ্য মিষ্টান্নাদি করায় ভোজন ।
 রাজ্য ধন মন কৈল পদে সমর্পণ ॥
 কবি কহে আর না আসিবে সৈন্যগণ ।
 এবে নিজ পূর্ব পুরে করহ গমন ॥
 আজ্ঞা শিরে ধরি রাজ্য চরণ বন্দিল ।
 পুরবাসীগণ আসি প্রণাম করিল ॥
 আশীর্বাদ করি সবে, হইয়া বিদায় ।
 অবিলম্বে যোগবলে আইলা কবিরায় ॥
 নিজ বাসে অন্তঃপুরে করি আগমন ।
 দেবীকে কহিল কবি সব বিবরণ ॥
 শুনি পদ্মাবতী অতি সন্তোষ হইল ।
 অপূর্ব ঘটনা ভাবি আশ্চর্য্য মানিল ॥

কুষ্ঠরোগীর বিবরণ ।

এইরূপে কৃষ্ণকৃপাবলে কবিবর ।
 যার যাহা বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর ॥
 পরম্পরা লোক মুখে শুনি বিবরণ ।
 দেবী স্থানে আইল কুষ্ঠরোগী এক জন ॥
 অনেক বিনয় করি দেবীরে কহিল ।
 দেহের যজ্ঞগা যত সব নিবেদিল ॥

শুনিয়া দেবীর মনে দয়া উপজিল ।
 এক মুষ্টি প্রসাদ লইয়া তারে দিল ॥
 ভক্তি করি তাহা লয়ে সেবন করিল ।
 তৎক্ষণাৎ দেহ তার নিব্যাধি হইল ॥
 ধূলী কুড়াইয়া লয়ে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া ।
 সুস্থ হয়ে নিজালয়ে গেল সে চলিয়া ॥
 তাহা শুনি রোগী শোকী তাপী যত জন ।
 যে আইসে তার হয় চুঃখ বিমোচন ॥
 ভক্তিমান যে আইসে করিয়া বিশ্বাস ।
 দেহরোগ ভবরোগ দুই হয় নাশ ॥
 যার যে অভাব আসি দেবী স্থানে কয় ।
 দেবীর কৃপায় তার তাহা পূর্ণ হয় ॥
 সাধুর স্বভাব পর চুঃখেতে কাতর ।
 সবা কার উপকার করে নিরন্তর ॥
 সুস্থ যারা শুনি তারা করে আগমন ।
 ঠাকুর বলিয়া সবে করে দরশন ॥

সন্ন্যাসী-শিক্ষা ।

ভক্ত সঙ্গে আছে কবি আনন্দিত মন ।
 হেনকালে আইল তথা সন্ন্যাসীর গণ ॥
 দেখি মহানন্দে বহু সন্মান করিয়া ।
 সবা কারে রাখিলেন বাসস্থান দিয়া ॥
 ভক্ষ্যদ্রব্য আনি ভক্তগণে যোগাইল ।
 কাষ্ঠ আনি প্রত্যেকের ধুনি জ্বালি দিল ॥
 শান্তি পেয়ে রহে সবে আনন্দিত মন ।
 অঙ্গে ভস্ম মাখে করে যোগ আচরণ ॥
 জ্ঞানানন্দ সরস্বতী নামে এক জন ।
 বেদান্ত করেন পাঠ শুনে শ্রাসীগণ ॥
 ভক্ত সঙ্গে জয়দেব করে সঙ্কীর্তন ।
 তার মধ্যে প্রবেশ না করে কোনো জন ॥
 একদিন কবিরায় কহে শ্রাসীগণ ।
 শুন দেব আমাদের এক নিবেদন ॥
 বুঝিতে না পারি কিছু তোমার করণ ।
 আমরা সবা কার কর সন্দেহ ভজন ॥
 মুক্তা বন্দনাদি আর বেদান্ত শ্রবণ ।
 ধ্যানাদি ত্যজিয়া কর নাম সঙ্কীর্তন ॥

চিনি চিনি বলিলে কি চিনি পাওয়া যায় ।
 স্মৃষ্টি আশাদ কি আইসে রসনায় ॥
 আশা-মরীচিকা সম এ সব সাধন ।
 ইহা না আচরে কভু বুদ্ধিমান জন ॥
 কোন বোধে কর তুমি উপাসনা কার ।
 সম্যাসীর শিষ্য কিন্তু নাহি সে আচার ॥
 কেবা তব ইষ্টদেব কি তার সাধন ।
 বিস্তার করিয়া কহ শুনি বিবরণ ॥
 নম্বর মূর্তিতে ইষ্ট আরোপ করিলে ।
 অনম্বর কোথা পাবে, বিনম্বর মিলে ॥
 কবি কহে ভূমিশায়ী ভূমি ধরি উঠে ।
 নম্বর গুণের বন্ধ নম্বরেই ছুটে ॥
 নম্বরে ভাবিলে ব্রহ্ম নম্বর না রয় ।
 ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাবে লভ্য হয় ॥
 চিনি সম অচৈতন্য নহে সে চৈতন্য ।
 কৃষ্ণনাম সুধারস যে পীয়ে সে ধন্য ॥
 মিষ্টের আশাদ কহি বুঝান না যায় ।
 স্বয়ং খাইলে তবে আশাদ সে পায় ॥
 বস্তুর বোধক শব্দ বস্তু প্রয়োজন ।
 শব্দময় বস্তু হয় ব্রহ্মসনাতন ॥
 শব্দ বিনা নাহি হয় তাহার সাধন ।
 নাম সঙ্কীর্তন যজ্ঞে সাধে সাধুগণ ॥
 অতএব দেখ শাস্ত্র করিয়া বিচার ।
 কলিযুগে এক হরিনাম মাত্র সার ॥
 ধাতু না কুটিলে কেহ ততুল না পায় ।
 আগড়া কুটিলে ত্রমে বুথা কাল যায় ॥
 একমেব সর্বোপরি বিষু আরাধনা ।
 ত্রিবর্গ সাধন আর অণু উপাসনা ॥
 যে মূর্তি যে সাধে অস্ত্রে সেই ধামে যায় ।
 ব্রহ্ম-উপাসকগণে সর্বধাম পায় ॥
 বেদান্ত পাঠেতে ব্রহ্ম প্রকাশ না হয় ।
 উপাসনা কৈলে হয় আপনি উদয় ॥
 মনোবুদ্ধি অগোচর ব্রহ্ম নিকৃপাধি ।
 অনায়াসে প্রাপ্তি হয় লীলামার্গে সাধি ॥
 ককারাদি বর্ণগণ যদি পরিহরে ।
 কিরূপে শিখিবে বিদ্যা কোন্ বা অক্ষরে ॥

প্রব ত্যজি অপ্রব লাগিয়া যেবা ধায় ।
 প্রব নষ্ট হয় আর অপ্রব না পায় ॥
 কোনোমতে কোনোব্যক্তি পাইতেও পারে
 যে পায় সে প্রববস্তু কদাচ না ছাড়ে ॥
 গুণ নিগুণ এক ব্রহ্মসনাতন ।
 দ্বিধা ভাব যার আছে সেই অভাজন ॥
 ব্রহ্মানন্দ হৈতে লীলারস সর্বোত্তম ।
 ব্রহ্মসুখ তার অগ্রে খাতোদক সম ॥
 ব্রহ্মানন্দ সুখ যদি কোটি গুণ হয় ।
 ভক্তিসিদ্ধি আগে তাহা বিন্দুমাত্র নয় ॥
 সূর্যের নিকটে যথা চন্দ্ৰের বিকাশ ।
 কিরণে মিশায় জ্যোতিঃ না হয় প্রকাশ ॥
 একান্ততা অনুভব সুখ মাত্র তায় ।
 ভক্তিব্যোগে সেই ব্রহ্ম ব্যবহারে পায় ॥
 ত্রিবিধ বিভূতিপতি ব্রহ্মসারাংশার ।
 তিন রাজ্যে তিন রূপ বিলাস তাঁহার ॥
 মায়াময় রাজত্বের ঈশ্বর মদন ।
 কামাদি ষড়্ বিধ তার ঐশ্বর্য্য গণন ॥
 অনিত্য অস্থায়ী প্রাপ্তিক ধাম ।
 গুণময় বিষয়ীর কৰ্মভোগ স্থান ॥
 কামেতে উৎপত্তি জীব বদ্ধ কামাচারে ।
 তাহা ত্যজি প্রেমসুখ সাধিতে না পারে ॥
 ভব মাঝে আসি পড়ে কামের কবলে ।
 কুপগত ভেক সম গীমাবন্ধে চলে ॥
 কাম ফণীন্দ্রের বিষ এ বিশ্ব-বিষয় ।
 পান করি মন প্রাণ দেহ দক্ষ হয় ॥
 যাবজ্জীবন কাম-লালসা না যায় ।
 প্রেম্যানন্দ সাধিবার সময় না পায় ॥
 ক্ষণিক সুখের আশে নষ্ট পরিণাম ।
 জানিয়াও লইতে না পারে কৃষ্ণনাম ॥
 কিন্তু যদি কামী, কৃষ্ণ ভজিবারে চায় ।
 সেই বুদ্ধি দেয় কৃষ্ণ, যাতে কৃষ্ণ পায় ॥
 তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।
 কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়াৎ ক্লেহাৎ যথা
 ভক্ত স্মরে নম । আবেশং তদঘং হি
 বহুবস্তুদগতিং গতা ॥

সেই কাম যদি লাগে শ্রীকৃষ্ণসেবায় ।
 প্রেমে পরিণত হয়ে কৃষ্ণপদ পায় ॥
 কাম দ্বারা যদি ভজে শাস্ত্রের আজায় ।
 মায়া-খান্দা ঘুচে স্মৃতে জ্ঞানরাজ্যে যায় ॥
 জ্ঞানরাজ্যে যড়ৈশ্বর্য পূর্ণ নায়ায়ণ ।
 সজ্জিৎ আনন্দময় রস আশ্বাদন ॥
 নিত্যধামে নিত্যদেহ নিত্যানন্দময় ।
 যারা তথা যায় তারা সেইরূপ হয় ॥
 মাধুর্যের প্রেমরাজ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 সহজ মানুষ সম তাঁর আচরণ ॥
 ভক্তি ভাব প্রেম রস স্নেহার্জ মমতা ।
 যড়বিধ মাধুর্য ব্রজধামেতে সর্বথা ॥
 হ্লাদিনী সন্ধিনী আর সন্ধিতে র সার ।
 এই তিনে মহাভাব প্রেমের বিকার ॥
 গোপীপদাশ্রিত যারা তারা তথা যায় ।
 গোপনীয় গোপীভাব অনায়াসে পায় ॥
 উপভোগ করে তাহা দিবা বিভাবরী ।
 স্বরূপে আশ্বাদে নিত্য আপন মাধুরী ॥
 অন্তরে নিগুণব্রহ্ম জাগে অনুক্ষণ ।
 ইন্দ্রিয় দ্বারায় করে কৃষ্ণানুশীলন ॥
 সাধকের শ্রেষ্ঠ ভাবে কহে ঋষিগণ ।
 ব্রহ্মেতে তাহাতে ভেদ নাহি কদাচন ॥
 আমি ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা আছে যার ।
 স্বভাবতঃ আছে যাহা কি তার বিচার ॥
 উদক তণ্ডুল অগ্নিযোগে অন্ন হয় ।
 সংযোগ বিহীন হৈলে কার্য্য সিদ্ধ নয় ॥
 তত্ত্বমসি বিচার করিছ সর্বক্ষণ ।
 অক্ষত, অচ্যুতমসি ছাড় কি কারণ ॥
 প্রণব শব্দেতে নব নব অনুক্ষণ ।
 বৃন্দাবনচন্দ্র মাত্র তার নিদর্শন ॥
 নাম রূপ গুণে উপাসনা নিরবধি ।
 বৈখর্য্যাদি হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত শব্দে সাধি ॥
 সঙ্কীর্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে যেই জন ।
 সেই সে সুরমেধা তার সফল জীবন ॥
 শনজ্ঞ আর বিগ্রহে বিশ্বাস হয় যার ।
 সদগুরু আপনি মিলে নিকটে তাহার ॥

প্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।
 অন্ন পুণ্য যার তার শ্রদ্ধা না সন্তবে ॥
 অঙ্গুল শুন সম অচ্যুত সাধন ।
 ত্যজিয়া যে হরি ভজে জানী সেই জন ॥
 শুনি শ্রাসীগণ অতি সন্তোষ হইল ।
 ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি বুঝিতে পারিল ।
 নয়নে প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল ।
 প্রসংশা করিয়া শেষে মতে প্রবেশিল ॥
 বিগ্রহ বস্ত্রান্ত আর খেচরাম কথা ।
 দেখিয়া শুনিয়া হৈল বিশ্বাস সর্বথা ॥
 অন্তরের দৈতভাব দূরে তেয়াগিয়া ।
 সঙ্কীর্তন করে ভক্ত সহিত মিলিয়া ॥

পদ্মাবতীর ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।

এক দিন পদ্মাবতী বিগ্রহ লাগিয়া ।
 কদম্বফুলের মালা আনিল গাঁথিয়া ॥
 বিগ্রহের গলে মালা করিল অর্পণ ।
 গন্ধ পেয়ে আনন্দিত হৈল ভক্তগণ ॥
 দেবীকে জিজ্ঞাসা কৈল সম্যাসী সকলে ।
 অকালে কদম্বপুষ্প কোথায় পাইলে ॥
 দেবী কহে রাধামাধবের আজ্ঞাবলে ।
 বকুলের গাছে নিত্য এই পুষ্প ফলে ॥
 শুনিয়া সম্যাসীগণ নিস্তক হইল ।
 উভয় সোসর বলি ধন্যবাদ দিল ॥
 এক দিন শ্রীমন্দিরে সকলে মিলিয়া ।
 শ্রীগীতগোবিন্দ গান করিছে বলিয়া ॥
 হেনকালে শুনে ধ্বনি ঘরের ভিতরে ।
 নূপুর পরিয়া পদে ঘেন নৃত্য করে ॥
 সুমধুর কুণ্ডল শব্দ নিকশিল ।
 ভাগ্যবান যারা তারা শুনিতে পাইল ॥
 অঙ্গগন্ধে আমোদিত গৃহাদি প্রাঙ্গণ ।
 মোহিত হইল তাহে যত ভক্তগণ ॥
 রাধামাধবের সবে প্রভাব দেখিয়া ।
 স্তুতি নতি কৈল বহু আমন্দ পাইয়া ॥
 আর এক দিন যত সম্যাসীর গণ ।
 ভক্তগণ সঙ্গে করে মধ্যাহ্নে ভোজন ॥

পদ্মাবতী দেবী করে প্রসাদ বণ্টন ।
 দৈবাৎ সরিল তাঁর শিরের বসন ॥
 বায়ুর হিল্লোলে উড়ে রাখিতে নারিল ।
 ছুই হস্তে প্রসাদাম ফাঁকরে পড়িল ॥
 ব্যস্ত হয়ে দেবী তবে উপায় সৃজিল ।
 বাহুগুল হৈতে ছুই বাহু প্রকাশিল ॥
 বসন তুলিয়া শিরে করি আবরণ ।
 লুকাইল ছুই হস্ত দেখে সর্বজন ॥
 এইরূপে দিনে দিনে কৈল কত লীলা ।
 কে বুঝিতে পারে বিষণ্ণ বৈষ্ণবের খেলা ॥
 এ সকল কথা দেশে দেশে প্রচারিল ।
 কতশত সাধু শাস্ত্র দেখিতে আইল ॥
 কেহ বলে হেন সাধু না দেখি কখন ।
 কেহ বলে দেখিব কি না করি ভ্রমণ ॥
 জগতের ভাগ্যে যদি থাকে কিছুদিন ।
 নিশ্চয় উদ্ধার হবে বহু দীন হীন ॥
 এইরূপে ধন্যবাদ দিয়া কত জন ।
 চরণে প্রণমি যায় নিজ নিকেতন ॥

বেদান্ত-তত্ত্ব বিচার ।

এক দিন জয়দেব লয়ে ভক্তগণ ।
 গ্রাসী মাঝে বসি করে বেদান্ত ভ্রমণ ॥
 সর্বং খণ্ডিনং ব্রহ্ম বেদান্তেতে কয় ।
 দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর সব ব্রহ্মময় ॥
 ব্রহ্ম ভিন্ন অণু কিছু মাত্র নাহি আর ।
 জানাজ্ঞান দুই রূপে বিলাস তাঁহার ॥
 কবি কহে সত্য চরাচর ব্রহ্মময় ।
 বিশ্ব ধ্বংস হইলে কি ব্রহ্ম ধ্বংস হয় ॥
 শ্রাসী কহে ধ্বংস যবে হয় এ সংসার ।
 অবস্থান করে ব্রহ্ম হয়ে নিরাকার ॥
 পুনর্ব্বার আপনাকে করেন সাকার ।
 শ্রায়ী স্থিতি বিলাসাদি তিন লীলা তাঁর ॥
 স্বাভাবিকী ব্রহ্মে সব চির বর্তমান ।
 কেহ না করিতে পারে নূতন বিধান ॥
 কর্ম্মব্রহ্ম সমুদ্ভব শ্রুতির প্রমাণে ।
 কর্ম্ম মাঝে ব্রহ্মযজ্ঞ জানীগণে জানেন ॥

ব্রহ্ম হৈতে আপনাকে হৈলে ভিন্ন জ্ঞান ।
 আমি করিতেছি কর্ম্ম হয় অভিমান ॥
 চিদ্র জীব মায়া তিন শক্তির আখ্যান ।
 আমি কোন শক্তি তাহে নাহি অনুমান ॥
 বেদ সূর্য শাস্ত্রগণ কিরণ তাহার ।
 নিমিলিত নেত্রে দেখে সব অন্ধকার ॥
 অণুগুণরূপে ব্যাপ্ত চরাচর ।
 অন্তরে বাহিরে আছে কিন্তু অগোচর ॥
 ব্যাপ্য ব্যাপক রূপে সদা বর্তমান ।
 আধারে আধেয় হয়ে করে অবস্থান ॥
 আপনাতে পৃথগ্ভাব করিয়া কল্পনা ।
 আধেয় ব্রহ্মের ব্রহ্ম করে উপাসনা ॥
 অজ্ঞান-বিকৃতভাব তাহে হৈলে ক্ষয় ।
 উপাসক উপাসনা উপাশ্রু না রয় ॥
 বস্তুতঃ সে আমি সত্য কিন্তু নাহি ধার্য্য ।
 সাব্যস্ত লাগিয়া তার ব্রহ্মচর্য্য কার্য্য ॥
 যেক্রূপে বিরাজ করে ব্রহ্ম পরাংপর ।
 বুঝিতে পারিলে জ্ঞান উপজে সত্তর ॥
 অহমেকমিদং সর্বমিতি শাস্ত্র-গাথা ।
 যার হয় তার যায় অন্তরের ব্যথা ॥
 শুনি কবির অতি সন্তোষ হইল ।
 প্রশংসা করিয়া বহু ধন্যবাদ দিল ॥
 তদন্তর শ্রাসীবর মনে বিচারিয়া ।
 কবিরে প্রশ্ন করে বিনয় করিয়া ॥
 শুন কবি অদ্বিতীয় ব্রহ্মসনাতন ।
 পঞ্চ রূপে উপাসনা করে সাধুগণ ॥
 এই মোর ইষ্টদেব ইহা মোর নয় ।
 এক ব্রহ্মে একরূপ কল্পনা কেন হয় ॥
 গণেশ দিনেশ বিষ্ণু শঙ্কর ভবানী ।
 আগমোক্ত পঞ্চ মতে উপাসনা জানি ॥
 পঞ্চ মত ভিন্ন রূপে কেন শাস্ত্রে কয় ।
 কিরূপে সাধিলে পুনঃ একাকার হয় ॥
 কৃপা করি সেই তত্ত্ব কহ কবির ।
 শুনিয়া সবার যাতে যুড়ায় অন্তর ॥
 কবি কহে যাহা জিজ্ঞাসিলে সরস্বতী ।
 সন্তোষ হইল শুনি তোমার ভারতি ॥

পঞ্চ উপাসনা তত্ত্ব বিবরণ ।

উৎকলখণ্ডেতে যাহা আছে নিরূপণ ।
জগন্নাথ উক্তি তাহা শুন দিয়া মন ॥
নাম রূপ গুণ ভেদে সব মূর্তি আমি ।
সাধকের ফলদাতা আমি অন্তর্যামী ॥
যার যেই ইষ্টমূর্তি তাহাই সাধিবে ।
দৈত ত্যজি ভজে যদি আমাকে পাইবে ।
গণেশ ভাস্কর বিষ্ণু শিব ভগবতী ।
পঞ্চভাবে আমি পঞ্চ চিন্ময় মুরতি ॥
ইদং মম ইদং নহি এই ভাব ত্যজে ।
একোনিষ্ঠ হয়ে যদি ইষ্টদেবে ভজে ॥
অজ্ঞানাক্রকার তার অচিরে নাশিয়া ।
ভক্তিদেবী দেয় তারে পথ দেখাইয়া ॥
সাধ্য অনুসারে ভজে ছাড়ি কপটতা ।
সন্নিকট হয় ক্রমে অভীষ্ট দেবতা ॥
বর্তমানে শান্তি সুখ অস্তে হয় মুক্তি ।
স্বাধীনতা পাইবার ইহাই সুযুক্তি ॥
সর্বজ্ঞতা শক্তি হবে অন্তরে বুঝিবে ।
দিব্যজ্ঞানে দিব্যমূর্তি দেখিতে পাইবে ॥
চিদানন্দরসাস্বাদে প্রাণ খুড়াইবে ।
সে সাধকে অসাধকে চিনিতে নারিবে ॥
গিরিরাজা উমা প্রতি প্রণম করেছিল ।
অবিদ্যা-নাশিনী দেবী উত্তর করিল ॥
ভগবতী বাক্য আছে ভগবতী গীতা ।
কণ্ঠা বলি আমারে না ভাব তুমি পিতা ॥
ব্রহ্মময়ী আমারে জগতে সবে বলে ।
ব্রহ্মভাবে ভজিলে সকল ফল ফলে ॥
তঁার উপদেশে গিরি করিল ভজন ।
দিব্যজ্ঞান পাইল গেল অবিদ্যা-বন্ধন ॥
গণেশোপাসক প্রিয়ম্বদ তপোধন ।
জগন্নাথে গজানন করিল দর্শন ॥
অসীত দেবল শঙ্খ হরি কাত্যায়ণ ।
বিষ্ণু শঙ্খা আদি সূর্য্য উপাসকগণ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্যধারী নারায়ণ ।
সবিত্রমণ্ডল মাঝে পাইল দর্শন ॥

গণ সহ কৈলাসশিখরে গণপতি ।
শিশুমার চক্র মাঝে সূর্য্যের বসতি ॥
ক্ষীরোদ বৈকুণ্ঠ মাঝে বিষ্ণুর আবাস ।
হরপার্বতীর ধাম পর্বত কৈলাস ॥
কারণ উপাধি ঈশ কার্যোপাধি জীব ।
এ দুয়ের সাম্যাবস্থা হৈলে হয় শিব ॥
সগুণ নিগুণ তার ভেদ দুই মত ।
সকাম নিষ্কাম দুই ভাব ভেদে প্রাপ্ত ॥
এক বিভূ সর্বরূপে হয়েছে প্রকাশ ।
যাহার ফাহাতে রুচি তাহাতে বিশ্বাস ॥
ঊষণাদি ঋষি সূর্য্য উপাসকগণ ।
জ্যোতির্ময় সূর্য্য মাঝে দেখে নারায়ণ ॥
মার্কণ্ডেয় আদি যত সিদ্ধ ঋষিগণ ।
হর হরি এক আত্মা করে দর্শন ॥
বিষ্ণু শক্তিপরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ বা ক্ষেত্র ॥
দৃশ্যাদৃশ্য যত কিছু ইহা হ সর্বত্র ॥
কল্প ভেদে শ্রীনারদ সংবাদে লিখন ।
আত্মশক্তি গর্ভে জন্মে ঈশ তিন জন ॥
শক্তি-গর্ভে হৈল সর্ব বিধের জনন ।
শক্তি কারে বলে তাহা কর নিরূপণ ॥
তন্মিন্ গর্ভং দদাম্যহং গীতার বচন ।
বীজপ্রদ পিতা কেবা কর অশ্বেষণ ॥
অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হৈতে হয় ।
সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হৈতে ভিন্ন নয় ॥
ভেদাভেদ যার কাছে সেই সাধারণ ।
অদ্বয়ভাবে যে ভজে জানী সেইজন ॥
পঞ্চ উপাসনা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ ।
এ কথা শুনিলে হয় সন্দেহ ভঞ্জন ॥

কৈলাসধাম বর্ণন ।

অতঃপর কহি শুন কৈলাস বর্ণন ॥
যোগী ঋষি ধ্যানে যাহা করে দর্শন ॥
কৈলাসশিখর মাঝে জ্যোতির্ময় পুরী ।
চিহ্নামণিময়ধাম গণপতি দ্বারী ॥
নন্দী ভৃঙ্গী আদি যক রক্ষ ভূতগণ ।
পুণ্ড্র প্রহরী করে রক্ষণাবেক্ষণ ॥

ভিতরে সুদীর্ঘ স্থান অতি মনোহর ।
তার মাঝে শোভে দীর্ঘ কল্লতরুবর ॥
মুক্তা সম পুষ্প মরকত সম ফল ।
জ্যোতির্ময় পল্লবাদি করে ঝলমল ॥
সৌরভেতে দশদিক্ সদা আমোদিত ।
ব্রহ্মের কিরণে চতুর্দিক আলোকিত ॥
তার তলে রত্নাগারে রত্নসিংহাসন ।
শত পূর্ণচন্দ্র জিনি তাহার কিরণ ॥
তার মাঝে অষ্টদল পদ্ম সুশোভন ।
তত্বপরি বিচিত্র দৌহার সিদ্ধাসন ॥
তার মধ্যে বিরাজিত শঙ্কর শঙ্করী ।
যোগযুক্ত মহাবোগেশ্বর যোগেশ্বরী ॥
যোগকথা বিনা অন্য কথা নাহি মুখে ।
সেই রসাস্বাদ করে দৌহে মহা সুখে ॥
ব্রহ্মাধি দেবধাযি শিখ ধাযিগণ ।
গন্ধর্ব্ব কিম্বর করে গুণানুকীর্তন ॥
দেবচর জয় জয় বলি অনুক্ষণ ।
সদানন্দে সদানন্দে করেন বন্দন ॥
মণি রত্নে ঘাট বাক্সা শোভে সরোবর ।
চারিদিকে কুসুমিত বন মনোহর ॥
পক্ষী সব করে রব কর্ণরসায়ণ ।
কুতূহল পশুদল করে বিচরণ ॥
ব্রহ্মকুলে ফল ফুলে সদা শোভা পায় ।
যার যাহা ইচ্ছা তাহা স্বে তুলি খায় ॥
গন্ধ সহ গন্ধবহ নিরন্তর বহে ।
মিশামিশি দিবা নিশি যড়ঝড় বহে ॥
ভগ্ন্যজব্য আদি সর্ব্ব সুধারস সম ।
সুনির্ম্মল স্নিগ্ধজল অতি মনোরম ॥
তথা যারা আছে তারা সর্ব্বদা নির্ভয় ।
জন্ম জরা মৃত্যুহরা ধাম সুখময় ॥
নাম ধাম অবিরাম যে করে স্মরণ ।
স্বাক্ষপ্য পাইয়া যায় কৈলাস ভবন ॥
ভব পারে ভব পারে লইতে সবারে ।
কাশীধামে রামনামে মুক্ত করে নরে ॥
ভব ভবানীর তত্ত্ব জানে যেইজন ।
জয় না মন্তবে কহু ভবের বন্ধন ॥

ন চ দৈবাৎ পরং বলং শাস্ত্রে ইহা কয় ।
উপাসনা বিনা থাকা যুক্তিযুক্ত নয় ॥
যত ধর্ম্ম ভুবনেতে হয়েছে প্রচার ।
সনাতন ধর্ম্ম হয় সর্ব্বধর্ম্ম সার ॥
অন্ন মাত্র আচরণ যে জন করিবে ।
সর্ব্বসিদ্ধি লাভ তার নিশ্চয় হইবে ॥
শুনি গ্যাসীগণ অতি সন্তোষ হইল ।
আগ্রহ করিয়া শ্যামাতত্ত্ব জিজ্ঞাসিল ॥
কবি কহে শুন সব হইবে এক মন ।
পরম পবিত্র শ্যামা-মহিমা বর্ণন ॥

শ্যামাতত্ত্ব বর্ণনা ।

গণেশ দিনেশ বিষ্ণু শঙ্কর ভবানী ।
এ পঞ্চ হইতে শ্যামাতত্ত্ব গুঢ় মানি ॥
হরি গুণাতীত হয় গুণজয়যুত ।
সৃষ্টবস্তু সব হরাগুণ সমন্বিত ॥
শ্যামাতত্ত্ব যথা পঞ্চতত্ত্ব বহির্ভূত ।
শ্যামাতত্ত্ব তথা পঞ্চ উপাসনাতীত ॥
মনঃ শ্যাম বুদ্ধি শ্যামা শিব অহঙ্কার ।
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্ব বিধের আধার ॥
প্রকৃতি প্রকাশ হইলে সর্ব্বকার্য্য হয় ।
পুরুষ অদৃশ্যভাবে অনুসৃত হয় ॥
কারণ কর্ত্ত্ব কার্য্য প্রকৃতি নিশ্চয় ।
পুরুষ প্রকাশ হৈলে সর্ব্বকার্য্য লয় ॥
সর্ব্বদেব তেজে শ্যামা উদ্ভব হইল ।
শ্যাম প্রবেশিতে তবে উঠিয়া বসিল ॥
সর্ব্বদেবময়ী শ্যামা ত্রিগুণধারিণী ।
সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥
অন্তরে বাহিরে শ্যাম তাহে নাম শ্যামা ।
বাম্য ব্যবহার দেপি তবে বলে বামা ॥
কালনিবারিণী হেতু আখ্যান কালিকা ।
নবযৌবনসম্পন্ন সর্ব্বদা বালিকা ॥
দানবদলনী কালী কালকলয়িনী ।
বিধ্বাতা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ॥
বাহিরের সুখ দুঃখ না করে গ্রহণ ।
আপনাতে আপনি বিরাজে অনুক্ষণ ॥

লজ্জা ভয় হিংসা ঘেঘ ভৌতিক বিকার ।
 অজ্ঞান রহিতা রূপ সদা ব্যোমাকার ॥
 জন মাঝে নাচে হেন হয়ে উলাঙ্গিনী ।
 শ্যামা ভিন্ন আর অণু কে আছে কামিনী
 আত্মদর্শী ভাবময়ী অন্তর শ্যামার ।
 ভেদাভেদ বৈতবুদ্ধি নাহি কিছু তাঁর ॥
 রজঃ তমঃ সংহারিয়া সঙ্গ সংস্থাপন ।
 ইহা ভিন্ন নাহি অণু যুদ্ধের কারণ ॥
 শুভ নিশুভের যুদ্ধে যত সৈন্য ছিল ।
 তত মূর্তি হয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥
 রক্তবীজ রক্তে বহু রক্তবীজ হৈল ।
 ব্রহ্মাগ্নিতে হোম করি সমাধা করিল ॥
 শিববলে শুভ কেশে ধরিয়া তুলিল ।
 বিশ্বস্তর মূর্তি হৈলা রাখিতে নারিল ॥
 সেই সূত্রে দেহবল করিয়া হরণ ।
 শুভ আদি দৈত্যগণে করিলা নিধন ॥
 চারিদিকে অংশীভূতা ডাকিনী যোগিনী ।
 রণস্থলে নৃত্য করে যেন উন্মাদিনী ॥
 নিজ কেশ ধরি নিজ চরণেতে বান্ধে ।
 অটু অটু হাসে নাচে নানাবিধ ছান্দে ॥
 ভাবাবেশে ভগবতী নাচিতে লাগিল ।
 সেই কালে পদতলে শঙ্কর পড়িল ॥
 ছল্লভ রাতুল পদ হৃদয়ে ধরিয়া ।
 রহিলেন আজ্ঞাচক্রে সমাধি করিয়া ॥
 যে শবেতে পড়ে পদ সেই শিব হয় ।
 চরণ পরশে ক্ষেত্র হৈল শিবময় ॥
 নৃত্যাবেশে পাদপদ্ম যেখানে পড়িল ।
 শিব-হৃদিপদ্ম তথা বিকাশ হইল ॥
 কোথায় রাখিবে পদ নাহি হেন স্থান ।
 যথা রাখে তথা দেখে শিব বিচ্যমান ॥
 যথা পাদপদ্ম তথা শিব-হৃদিপদ্ম ।
 রণস্থল হৈল হৃদি কমলের সদ্য ॥
 নৃত্যাবেশে পাদপদ্ম যেখানে পড়িল ।
 শিবের হৃদয়পদ্মে একতা হইল ॥
 ভাবভরে নৃত্য করে দেবী মহামায়া ।
 সকল জগত দেখে আপনার ছায়া ॥

তবে শেষে নিজ ভাব করি সমরণ ।
 অসম্ভব ভবভাব করে নিরীক্ষণ ॥
 পদতলে সদাশিব করিয়া দর্শন ।
 আপনার দন্তে জিহ্বা করিল দংশন ॥
 দন্ত ওষ্ঠ তালু জিহ্বা একতা করিয়া ।
 রহিলেন মহাযোগে আবিষ্টা হইয়া ॥
 এক পদ উরে উরুদেশে এক ছিল ।
 যত করি কালী তাহা তুলিতে নারিল ॥
 দেখিয়া দেবতা যক্ষ অঙ্গর কিম্বর ।
 মহানন্দে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর ॥
 যে দেবী সবার হৃদে বুদ্ধিরূপে স্থিতি ।
 তাঁহার চরণযুগে প্রণমামি নিতি ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি তৃষ্টি মূর্তি য়ার ।
 তাঁহার চরণপদ্মে কোটি নমস্কার ॥
 লক্ষ্মী মেধা ধরা পুষ্টি গৌরী প্রভা ধৃতি ।
 স্মৃতি রতি ভক্তি পদে অশেষ প্রণতি ॥
 তুলসী যমুনা গঙ্গা শচী অরুন্ধতী ।
 গায়ত্রী সাবিত্রী সতী উমা সরস্বতী ॥
 অম্বিকা মঙ্গলা মারী দুর্গা দাক্ষায়ণী ।
 ভুক্তি মুক্তি শক্তি মহাবিচা কাত্যায়ণী ॥
 ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্যোম ভূতের জননী ।
 নিগুণা নির্লিপ্তা নিত্য ব্রহ্মসনাতনী ॥
 কলা কাষ্ঠা মুহূর্তাদি কালস্বরূপিণী ।
 চরাচর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী ॥
 সত্য মিথ্যা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রূপিণী ।
 গুণাবিতা গুণময়ী ত্রিগুণধারিণী ॥
 পরাং পরা সারাংসারা অচিন্ত্যরূপিণী ।
 ভবভীত ভক্তগণে অভয়দায়িনী ॥
 বৈষ্ণবী বারাহী ব্রাহ্মী হরমনোরমা ।
 দয়া প্রজ্ঞা স্বাহা স্বধা মতি গতি ক্ষমা ॥
 জয়ন্তী অপরাজিতা কান্তি কপালিনী ।
 শীতলা মনসা চণ্ডী মঙ্গলদায়িনী ॥
 কালী তারা মহাবিচা মোড়লী বগলা ।
 ছিন্নমস্তা ধূমাবতী ভৈরবী কমলা ॥
 কামাগ্যা ভুবনেশ্বরী অমরা অর্গলা ।
 উগ্রচণ্ডা ভদ্র কালী সঙ্কটা বিমলা ॥

যোগেশ্বরী যোগরূপা যোগেন্দ্র বন্দিণী ।
 নিরাকারাকারী অর্দ্ধমাত্রা স্বরূপিণী ॥
 নাদবিন্দু কলা শক্তি কুলকুণ্ডলিনী ।
 শ্রীজয়া বিজয়া জয়া জগতপালিনী ॥
 লীলা হেতু ভূমণ্ডলে তব অবতার ।
 তোমাতে চিনিতে পারে সাধ্য আছে কার ।
 কে পাইবে তব পদ কোথা অশেষিয়ে ॥
 যদি কেহ পায় পাবে শিবের হৃদয়ে ॥
 শিবহৃদি সিংহাসনে বসতি তোমার ।
 শিব বিনা তোমাতে চিনিতে সাধ্য কার ।
 দয়াময়ী দয়া কর জগতজননী ।
 আমরা অজ্ঞানী তব মহিমা না জানি ॥
 এইরূপে স্তুতি করে দেব যুথে যুথে ।
 প্রত্যেক স্তবেতে নারায়ণী নমোহস্তুতে ॥
 ইহা শুনি চ্যাসীগণ সন্তোষ হইল ।
 করঘোড়ে শ্যামাপদে প্রণাম করিল ॥
 দেহস্থ দনুজদলে করিয়া দলন ।
 বিজ অধরচন্দ্রে দেবি দেহ দরশন ॥

রাজা লক্ষ্মণসেনের বৈরাগ্য বর্ণন ।

এখানে লক্ষ্মণসেন আদেশানুসারে ।
 নির্জনে বসিয়া গুরু অন্তরে নেহারে ॥
 কিছুদিন বিধিযতে করিয়া সাধন ।
 ভক্তিযুধানিধিরস কৈল আশ্বাদন ॥
 তদন্তে মাধবসেনে দিয়া রাজ্যভার ।
 নবদ্বীপে কৈল বাস ত্যজিয়া সংসার ॥
 সাধুসঙ্গ গঙ্গাস্নান তপ জপ ধ্যান ।
 ধারিত্যি অবলম্বি করে অবস্থান ॥
 ভাগ্যবান জন যদি দেশ ছাড়ি যায় ।
 সৌভাগ্য সম্পত্তি তার সঙ্গে সঙ্গে ধায় ॥
 ত্যজিয়া বিক্রমপুর নদীয়া আইল ।
 বিপ্র সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে আনন্দে রহিল ॥
 কিন্তু সুখ সহ থাকে ছুঃখের সংযোগ ।
 ছুঃখ ভোগ কালে নষ্ট হয় সুখ ভোগ ॥

নদীয়ায় রাজোন্নতি দেখি শত্রুগণ ।
 অর্থলোভে আসিয়া করিল আক্রমণ ॥
 মন্ত্রী আর সেনাপতি সহ সন্ধি করি ।
 লুণ্ঠন করিতে আইল রাজার নগরী ॥
 যুদ্ধ করিবারে রাজা অনুমতি দিল ।
 অকৃতজ্ঞ সেনাপতি তাহা না শুনিল ॥
 অন্তরে বুঝিয়া রাজা সহ পরিকর ।
 তথা হৈতে আইলেন কেন্দুলীনগর ॥
 জয়দেব স্থানে সব কৈল নিবেদন ।
 শুনি কবিরর কিছু হইল বিমন ॥
 কবি কহে চল যাই নদীয়ানগর ।
 শত্রু নাশ করিয়া করিব নরেশ্বর ॥
 রাজা বলে আর তাহে নাহি প্রয়োজন ।
 নীলাচল ধামে আমি করিব গমন ॥
 সর্ষদ্রব্য ত্রাঙ্গণ বৈফবে করি দান ।
 আশা পরিহরি আসিয়াছি তব স্থান ॥
 জ্ঞানীর বিষয় জ্ঞান ভক্তের প্রেমভক্তি ।
 বিষয়ীর বিষয়-বিষেতে অনুরক্তি ॥
 অতএব এতকাল গেল অকারণ ।
 এবে দিনকত করি যোগ আচরণ ॥
 পদধূলি দেহ তুমি কর আশীর্বাদ ।
 তোমার কৃপায় যাবে অন্তর-বিবাদ ॥
 বিষয়রগেতে মগ্ন যদি থাকে মন ।
 পরমার্থ রস কে করিবে আশ্বাদন ॥
 তোমার পরশে গেছে অন্তরবিকার ।
 নষ্ট স্মৃতি উদয় হয়েছে পুনর্ব্বার ॥
 অতএব তুমি এক পরশ-রতন ।
 লৌহস্থ ছাড়ায়ে মোরে করেছ কাঞ্চন ॥
 অনুমতি দেহ এবে যাব নীলাচলে ।
 পুনঃ আসি রব তব চরণকমলে ॥
 এত শুনি কবিরর অনুমতি দিল ।
 নিজ গণ সহ রাজা আনন্দে চলিল ॥
 জয়দেব পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ।
 নীলাচল ধামে গেলা বজ্রালনন্দন ॥
 ক্ষেত্রে গিয়া ক্ষেত্রপতি সংহতি নিলিল ।
 তাঁহাকে পাইয়া সবে সন্তোষ হইল ॥

বিষয় বিষম বিষ-জ্বালা নিখারিল ।
চৈতন্য সমাধিরসে সর্বদা রহিল ॥
রসনা হইল রাধাকৃষ্ণ নামে বশ ।
নিরন্তর পান করে নামামৃতরস ॥

সময়েতে জগন্নাথ করে দরশন ।
অবিরত ভাবে রাধা মদনমোহন ॥
চৈতন্য পদারবিন্দ হৃদে করি ধ্যান ।
রচিল অধরচাঁদ জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীলক্ষ্মণসেনের বৈরাগ্য বর্ণন যোড়শ সোপান ।

সপ্তদশ সোপান ।

রামনারায়ণ-শিক্ষা ও নিগম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা যদি চেতরঃ ।

বিষ্ণুভক্তি সমায়ুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমাঃ ॥

জয় জয় জয়দেব সাধক প্রধান ।
অমল চরিত্র যার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ॥
দিবা নিশি আছে কবি আনন্দে মগন ।
ভক্তগণে শিক্ষা দিতে হৈল তাঁর মন ॥
রামনারায়ণ রামচন্দ্র গদাধর ।
তিন জনে শিক্ষাদান করে নিরন্তর ॥
কবি বলে শুন সবে হয়ে এক মন ।
সর্বতত্ত্বসার ব্রহ্মতত্ত্ব বিবরণ ॥
অদ্বয় চৈতন্যতত্ত্ব চিদানন্দ রূপ ।
জ্ঞান বিজ্ঞানাদি ব্রহ্মবিষ্ঠার স্বরূপ ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় স্বরূপ লক্ষণ ।
বিশ্বমাত্রে দৃশ্য মায়া বিরূপে গণন ॥
স্বয়ং বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রকৃতির পর ।
সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাষ কিস্ত অগোচর ॥
বিচার বিবেক পুরুষার্থ চতুষ্টয় ।
জ্ঞান ভক্তি যোগাদির মূল সমাশ্রয় ॥
ব্রহ্মেতে উপত্তি বিশ্ব ব্রহ্মে স্থিতি হয় ।
পুনরপি ব্রহ্মে হয় স্বাভাবিকী লয় ॥
সিন্ধুজল উর্ধ্বি যথা জলে স্থির হয় ।
ব্রহ্মজাত দৃশ্য বিশ্ব ব্রহ্মে তথা লয় ॥
চিন্ময়ে জানিতে নাহি পারে চিদাভাষ ।
পুষ্প যেন নাহি জানে বৃক্ষের বিকাশ ॥
মায়াময় প্রপঞ্চের পাছে এক জন ।
কারণ রূপেতে আছে ব্রহ্মসনাতন ॥

ব্রহ্ম যদি হইল কারণ সবাকার ।
জগৎ সংসার ব্রহ্ম শাস্ত্র সারোদ্ধার ॥
বিরূপ দৃষ্টিতে সব জীব সাধারণ ।
স্বরূপ দৃষ্টিতে এক ব্রহ্মসনাতন ॥
স্থায়ি স্থিতি বিলাসাদি যাহা দেখা যায় ।
দৃশ্যপট মাত্র তাহা ইন্দ্রজাল প্রায় ॥
অজ্ঞানে উদ্ভব হয় সকল সংসার ।
জ্ঞানে লীন হয় তাহা অতি চমৎকার ॥
বিবিধ সঙ্কল্প মনে জন্মে অনিবার ।
বিচার করিয়া দেখ কর্ত্তাকে ইহার ॥
কোথা হৈতে আসিয়াছি কেবা হই আমি ।
কেন বা হইল জন্ম কেবা মোর স্বামী ॥
কেবা হয় ইহার কারণ উপাদান ।
“কিং কর্ত্তব্য” বিচারে করহ সমাধান ॥
ভূতাকৃতি স্থূল দেহ আমার না হয় ।
ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম দেহ মম দেহ নয় ॥
অনেক অন্তর আমি এ উভয় হৈতে ।
এ সব ছাড়িয়া হয় আমারে যাইতে ॥
সকল দেহের উপাদান হনু যিনি ।
অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম সত্ত্ব অবিনাশী তিনি ॥
ঘটের কারণ যথা মৃত্তিকা সত্ত্ববে ।
মৃত্তিকায় লয় হয় ভগ্ন হয় যবে ॥
স্থূল, সূক্ষ্ম কারণের হইলে মিলন ।
তাতে হয় ভূতময় দেহের গঠন ॥

জয়দেব পদ্মাবতী ।

ইহু কার্য আর অহঙ্কার ।
 প্রয়ে হয় উদ্ভব সবার ॥
 পনি যায় কার্য বিসর্জনে ।
 হয় হয় কার্য ও কারণে ॥
 গেতে দৃঢ় মনে যা ভাবয় ।
 দর লাভ করে জীবচয় ॥
 হ তার অতি চমৎকার ।
 বর্ণ হয় আশুলায় ॥
 প দেহ হয় বার বার ।
 প থাকে আরত সবার ॥
 ন আত্মা বিগীন আহার ।
 বনাশী নিরাকারাকার ॥
 হ যাহা আত্মা তাহা নয় ।
 লে তবে জ্ঞানী তাকে কয় ॥
 ন কৈলে শোভা নাহি পায়
 শোভা করি লাভ কিবা তায় ।
 যাছে তাহা স্বয়ং শোভামান ।
 য় নাহি লাগে উপাধান ॥
 ন তারে করিয়া নিশ্চিত ।
 আর বেদের বিহিত ॥
 দেহগত সদাকার ।
 আর সাক্ষী সবাংকার ॥
 দৃশ্য হয় কলেশ্বর ।
 তার আত্মা অধীশ্বর ॥
 ইহা আছে নিদর্শন ।
 নহে হয় দুই জন ॥
 আত্মারাম গুণময় ।
 হয় দেহ নাহি হয় ॥
 র নিকটে কি দূরে ।
 রে বা অন্তরে বাহিরে ॥
 যবন্ত আর কিছু নাই ।
 গামে একমুষ্টি ছাই ॥
 গে দেখে দৃষ্টি করে ।
 মাত্র ব্যাপ্ত এ সংসারে ॥
 ম রজ্জুতে হইলে ।
 প্রত্যক্ষ করিলে ॥

প্রকৃত নয়নে বস্তু দৃষ্ট হয় যত ।
 বিরূপ দৃষ্টিতে তাহা দেখে অণু মত ॥
 বহির্গুণে নানা রূপ হেরে অনুক্ষণ ।
 অন্তর্গুণে তাহা নাহি জানে কদাচন ॥
 অতএব সেই আত্মা প্রত্যক্ষ কারণ ।
 করিতে হইবে শুদ্ধজ্ঞান উপার্জন ॥

জ্ঞানতত্ত্ব বিচার ।

নারায়ণ কহে দেব করি নিবেদন ।
 আত্মা আর আত্মজ্ঞান একই লক্ষণ ॥
 দেহকার্য রাজকার্য ধর্মকার্যচয় ।
 জ্ঞানে সম্পাদন হইতেছে সমুদয় ॥
 আর কোন জ্ঞান আছে তাতে কিবা হয় ।
 স্বভাবতঃ তাহা কেন না হয় উদয় ॥
 কবি কহে বিগ্নজ্ঞান স্বভাবতঃ হয় ।
 কিন্তু সে জ্ঞানেতে আত্মা আবরিত রয় ॥
 জড়জ্ঞান সঙ্গে কভু চৈতন্য না হয় ।
 অমাবশ্যা পৌর্ণমাসী একত্রে না রয় ॥
 অবিজ্ঞা থাকিতে তার না হয় প্রকাশ ।
 নবঘন ঢাকে যেন রবির বিকাশ ॥
 অন্তরে বাসনা আছে হইবারে ধনী ।
 কাঁচের আকরে কোথা পাবে চিন্তামণি ॥
 শঙ্কাকুল স্মৃতি বা যত্নের সময় ।
 কিম্বা মুচ্ছাপন্ন কালে জ্ঞান কোথা রয় ॥
 শব্দাদি বোধক জ্ঞান ভূতকার্যময় ।
 প্রকৃতি-সম্প্রত ইহা পুরুষের নয় ॥
 গুণময় জ্ঞানে কভু নহে ভবক্ষয় ।
 মুখামুখে মুখক্ষত আরোগ্য না হয় ॥
 বিষয়াস্তর্গত হেতু দৈতভাবময় ।
 ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়ি ইহা বহু দূরে রয় ॥
 তদুপরি আত্মজ্ঞান সন্নিভের সার ।
 ব্রহ্মজ্ঞান আদি সব অংশ কলা তার ॥
 কৃষ্ণ রাগ শিব দুর্গা আদি দেবী দেবা ।
 বিনা আত্মজ্ঞানে কারে পাইয়াছে কেবা ॥
 জ্ঞান নী হইলে ভবযন্ত্রণা না যায় ।
 কৃষ্ণ যারে বলে তারে খুঁজিয়া না পায় ॥

আত্মা ভিন্ন বস্তু অণু নাহি ত্রিসংসারে ।
 আত্মজ্ঞানী বিনা আত্মা চিন্তিতে না পারে ॥
 আত্ম উপলক্ষি জ্ঞান কৈলে উপার্জন ।
 আপনি আসিয়া সবে হইবে আপন ॥
 যার সহ কোনো কালে নাহি পরিচয় ।
 উদ্দেশে ডাকিলে তারে না হয় সদয় ॥
 ভজন সাধনে নিজ আয়ত্ন না হয় ।
 পরিণামে ইষ্টলাভ পরগত হয় ॥
 ধর্ম কর্ম মাত্র সব শাস্ত্রের কল্পনা ।
 উদ্দেশ্য কেবল মূল জানিতে আপনা ॥
 ঋষীকেশ হৃষীকেশ সেবন বিধান ।
 কোথা সেই হৃষীকেশ কে জানে সন্ধান ॥
 মানমে কল্পনা করি ভক্তি আচরিলে ।
 মিথ্যা হৈতে সত্যবস্তু কি প্রকারে মিলে ।
 ডাকাডাকি করি কারে কোথায় পাইবে
 আত্মজ্ঞানে আপনাতে প্রকাশ হইবে ॥
 আত্মৈব ভগবান্ হরিঃ না জানে দুর্গতি ।
 সত্য মিথ্যা বিচারহ শাস্ত্রের ভারতি ॥
 অদ্বয় তত্ত্বজ্ঞান কৃষ্ণ আত্মা সনাতন ।
 তত্ত্বাতীত এই তত্ত্ব না হয় বর্ণন ॥
 সঙ্ক্ষেপে কহিলু এথা না করি বিস্তার ।
 প্রত্যেক সোপানে আছে ইহার বিচার ॥
 ইহাতে নিতৃত্ব যার সেই অভাজন ।
 অন্ধের আলোকে যেন নাহি প্রয়োজন ॥
 দান যজ্ঞ তপশ্চায় চিত্ত শুদ্ধ হয় ।
 অতএব যজ্ঞবিধি ঋষিগণে কয় ॥
 প্রথমেতে বেদধর্ম করিলে যাজ্ঞন ।
 তবে ক্রমে হয় জ্ঞান ভক্তি উপার্জন ॥
 কর্ম ব্রহ্ম-সমুদ্ভব, ব্রহ্মকর্মময় ।
 কর্ম আচরিলে তবে হয় জ্ঞানোদয় ॥
 কর্ম মাত্রে জ্ঞানমিত্রা ভক্তি বর্তমান ।
 জ্ঞান লুপ্ত করি ভক্তি করে প্রেমবান ॥
 অনেক প্রকার কর্ম শাস্ত্রে নিকূপণ ।
 অগ্নিতে স্নাত্তি জ্ঞান সহজ করণ ॥
 ক্রিয়াযজ্ঞ অনুষ্ঠান নিত্য করে যারা ।
 অনায়াসে অণু যজ্ঞ ফল পায় তারা ॥

পতীত ব্রাহ্মণ যারা হৌন সদাচার ।
 ব্রহ্মযজ্ঞ কৈলে শুদ্ধ হয় পুনর্বার ॥
 বেদ-বিধি পরিহারি অর্থ লালসায় ।
 কলঙ্কিত হইয়াছে অণু ব্যবসায় ॥
 অগ্রদানী গ্রহাচার্য্য বর্ণের ব্রাহ্মণ ।
 দৈবজ্ঞ দেবল ভাট আন্ত্যেষ্টিকগণ ॥
 অসিজীবী মসিজীবী ধাবল যাচক ।
 নীচযাজ্ঞী সুরাপায়ী শূদ্রের পাচক ॥
 ব্রহ্মকর্ম পরিত্যাগী সন্ধ্যাদি বন্দন ।
 বেদ মতে ইহারাই পতীত ব্রাহ্মণ ॥
 জন্মান্ত জায়তে শূদ্র সংস্কারে দ্বিজ ।
 অনাচারী হৈলে নষ্ট নহে ব্রহ্মবীজ ॥
 গাভী যদি করে নিত্য অভক্ষ্য ভক্ষণ ।
 দুগ্ধ তার দুষণীয় নহে কদাচন ॥
 কণ্ডুপাদি ঋষিবংশে জন্ম সবাচার ।
 পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় করিলে সংস্কার ॥
 বেদের বিরুদ্ধাচার করিয়া বর্জন ।
 যজ্ঞাহুতি দিলে হয় পাতিত্ব খণ্ডন ॥
 প্রায়শ্চিত্তে যে পাপীর নাহি অধিকার ।
 ব্রহ্মযজ্ঞ করিলে সে পাইবে নিস্তার ॥

ব্রহ্মযজ্ঞ বিবরণ ।

নৈকর্ম অচ্যুতভাব সমন্বিত হৈলে ।
 তবে নিরঞ্জন জ্ঞানে শুভফল ফলে ॥
 ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্ম হতাশন ।
 ব্রহ্মমন্ত্রে যজ্ঞাগ্নিতে করিবে অর্চন ॥
 অগ্নিরূপে ব্রহ্মসনাতন অবতার ।
 অগ্নি লয়ে সবে করে সদা ব্যবহার ॥
 ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি সর্বশাস্ত্রে কয় ।
 বিনা হোমে দশ সংস্কার নাহি হয় ॥
 ধনমিচ্ছেদু হতাশনং দারিদ্র্যতা নাশ ।
 সর্বসিক্তি লাভ হয় করিলে বিশ্বাস ॥
 হতাশন ব্রহ্মমুখ হত দিয়া তায় ।
 যজ্ঞ অবশেষ ভোজী ব্রহ্মপদ পায় ॥
 বিধি অনুসারে গোব্যাহুতাহুতি দিবে ।
 সংসারের তাপ শান্তি তখনি হইবে ॥

অগ্নিতে যে সব দ্রব্য পাকাদি করিবে ।
 কিছু কিছু লয়ে অগ্নে তাতে সমর্পিবে ॥
 যে পচন্ত্যাত্ম কারণে পাপী সেই জন ।
 বিনা যজ্ঞে বিধি নাহি করিতে ভোজন ॥
 জঠরাগ্নিরূপে সর্বভূতে সনাতন ।
 যজ্ঞফল পায় কৈলে প্রাণীতে অর্পণ ॥
 অগ্নিকে করিলে ভক্তি করতলে মুক্তি ।
 আরাধনা যে করে সে পায় অষ্ট শক্তি ॥
 সর্বত্রে সমান ভাবে আছে বর্তমান ।
 যুট নরে তাঁরে করে সাধারণ জ্ঞান ॥
 পাদস্পর্শ থুংকারাদি কুদ্রব্য ক্ষেপণ ।
 করিলে হইবে পাপ তাপের কারণ ॥
 হোম করি যথা তথা করিলে গমন ।
 সর্বত্রেতে জয়লাভ না হয় খণ্ডন ॥
 অর্ধলাভ যশঃলাভ দেহ ক্ষুদ্র হয় ।
 শাস্তিস্থায়ন যজ্ঞ ইহাকেই কয় ॥
 “নিকুন্তলা যজ্ঞ করে রাবণের বেটা ।
 কপালেতে আছে তার যজ্ঞ শেষ ফোঁটা ।
 বিভীষণ এই বাক্য শ্রীরামে কহিল ।
 যজ্ঞ অস্ত্রে মেঘনাদ ইন্দ্রেয়ে জিনিল ॥
 ইন্দ্রেজিৎ নাম হৈল সবে করে ভয় ।
 দুই বার তোমারে করেছে পরাজয় ॥”
 চিরকাল মরুতান যজ্ঞ আচরিল ।
 ইন্দ্রপদ তার কাছে তুচ্ছীকৃত হৈল ॥
 বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠেরে মারিতে আইল ।
 নানাবিধ অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল ॥
 হোমকাষ্ঠ হস্তে ঋষি দাণ্ডায়ে রহিল ।
 সর্ব অস্ত্র কাঠে ঠেকি ভূমিতে পড়িল ॥
 যজ্ঞিকের ভেজঃ দেখি গাধির নন্দন ।
 রাজ্য ত্যজি বনে গেল তপস্যা কারণ ॥
 ক্রুরপে করিতে হয় এ যজ্ঞ যাজন ।
 অগ্নে নাহি জানে তাহা ব্যতীত ব্রাহ্মণ ॥
 দৈবের অধীন এই সকল সংসার ।
 মন্ত্রের অধীন দৈব বিধিবাক্য সার ॥
 সেই বেদমন্ত্রে ব্রাহ্মণের অধিকার ।
 এ হেতু হুদেব বিধি নমস্তু সবার ॥

বেদমাতা অপমালা তিলক ধারণ ।
 করিলেও বিনা জানে না হয় ব্রাহ্মণ ॥
 ব্রহ্মবোধ যার চিত্তে হয় উদ্দীপন ।
 প্রকৃত ব্রাহ্মণ সেই শাস্ত্রে নিরূপণ ॥
 ব্রহ্মকৃত্য সম দম তপঃ শৌচ আদি ।
 আচরণ কৈলে তবে হয় নিরূপাধি ॥
 শত্ৰুচক্রগদাপদা তিলক ধারণ ।
 আসন কবচ ধ্যান সন্ধ্যাদি বন্দন ॥
 জপ হোম শ্রাদ্ধ মুদ্রা বেদ উচ্চারণ ।
 পুরশ্চরণেতে মন্ত্র চৈতন্য করণ ॥
 বাহিরে অন্তরে ব্রহ্মচর্য আচরণ ।
 যার আছে সেই হয় যাজিক ব্রাহ্মণ ॥
 একরূপ ব্রাহ্মণে যজ্ঞ করিলে যাজন ।
 সর্বসিদ্ধিলাভ হয় বেদের বচন ॥
 যোগী যতি তাপসাদি বানপ্রস্থীগণ ।
 অবিরত ব্রহ্মযজ্ঞ করেন যাজন ॥
 অগ্নিদেব ইষ্টদেব অগ্নি প্রাণধন ।
 অগ্নি বিনা রহিতে না পারে একক্ষণ ॥
 অদ্বয় চৈতন্যজ্ঞানে করে আরাধন ।
 ভোজনের দ্রব্য করে অগ্নিতে অর্পণ ॥
 বাহিরে অন্তরে সদা করে অগ্নি ধ্যান ।
 তাঁহার কৃপায় তারা মহা বলবান ॥
 প্রজাপতি অনুমতি দিলা রাজাগণে ।
 অবিরত কর যজ্ঞ স্তূথ পাবে মনে ॥
 যজ্ঞাগ্নিতে ধূম উঠে জন্মে মেঘচয় ।
 সেই মেঘে জল হৈলে তবে শস্য হয় ॥
 সেই অগ্নে ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া যাজন ।
 অবশেষ ভোজন করিবে সর্বজন ॥
 অন্ন মুক্তি অর্চনাতে স্বার্থ থাকে তায় ।
 কল মূল মিষ্টবস্তু প্রসাদাদি পায় ॥
 বৈশ্বানরে হোম কৈলে স্বার্থ দেখি নাই ।
 ব্রহ্মের ভোজন পেয়ে থাকে মাত্র ছাই ॥
 জীবিত্রহ অলক্ষ্যেতে করেন ভোজন ।
 প্রত্যক্ষরূপেতে অগ্নি করেন গ্রহণ ॥
 অগ্নির অস্থায় দিবে আত্মাতি কেবল ।
 অন্ন অগ্নে দ্রুত দিলে যতে অমঙ্গল ॥

নির্বাপ অগ্নিতে কভু আহুতি না দিবে ।
 প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পূজা করিতে হইবে ॥
 হোম সংখ্যা অনুসারে বহু নাম তাঁর ।
 কোটী হোমে হুতাশন শাস্ত্রের নির্দার ॥
 বেদী কিবা কুণ্ডে করি বালুকা বেষ্টন ।
 পঞ্চগুড়ি দিয়া তাতে রচিবে আসন ॥
 তাহাতে আহ্বান করি করিয়া পূজন ।
 যথাসাধ্য করিবে হুতাশন সমর্পণ ॥
 প্রাণায়াম সহ মন্ত্র সহস্র জপিবে ।
 অবশেষ ভস্ম লয়ে তিলক করিবে ॥
 স্তুতি নতি করিয়া করিবে বিসর্জন ।
 মহানন্দ পাবে হবে বাঞ্ছিত পুরণ ॥
 অন্তরে বাহিরে অগ্নি ব্রহ্ম অবতার ।
 তাঁহারে চিনিবে হেন সাধ্য আছে কার ॥
 নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য হোম তিন যুগে ।
 দক্ষ সম যজ্ঞ কৈলে নষ্ট করে ভূতে ॥
 শুভকর্মে বহু বিশ্ব সর্বলোকে কল্প ।
 ভক্তি শ্রদ্ধা সাবধান বিনা নাহি হয় ॥
 শাস্তিপুষ্টি ইহাকেই বলে মুনিগণ ।
 ইহাতে অর্চিত হয় গ্রহদেবগণ ॥
 দেব যক্ষ অঙ্গর কিম্বদ্বিষ্ণুধরে ।
 যাহাকে ডাকিবে সেই আসিবে সত্বরে ॥
 রূপ চিত্তা করিয়া যাহারে আকর্ষিবে ।
 আহুতি প্রদান-বলে আপনি আসিবে ॥
 সর্বদেহে শক্তিরূপে অগ্নি বর্তমান ।
 ভূতশক্তি দ্বারা হোম বিধির বিধান ॥
 বিষয় অগ্নিতে নিজেদ্রিয়শক্তি দ্বারে ।
 কর্মরূপে হুতাহুতি আত্মজ্ঞানে করে ॥
 আত্মা আর ভূতশক্তি বিভিন্ন নিশ্চয় ।
 অসং বিষয়ে তারে না করিয়া ক্ষয় ॥
 পর উপকারে তাহা করিলে নিহিত ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাইবে নিশ্চিত ॥
 যত দিন শরীরেতে আছে ভূতশক্তি ।
 তার দ্বারা কর্ম কর ত্যজিয়া আসক্তি ॥
 চিরকাল নাহি রবে, ছোমার এ নয় ।
 পীড়িত হইলে দেহ শক্তি কোথা রয় ॥

যাবৎ সে আছে তার করিয়া পোষণ ।
 তার দ্বারা কর নিজ ধর্ম উপার্জন ॥
 সেই শক্তি দ্বারা করি জব্য আহরণ ।
 ব্রহ্মবোধে কর সর্ব প্রাণীতে অর্পণ ॥
 আর এক হোম আছে জীবাত্মার হয় ।
 পাঠ কৈলে গ্রন্থ মাঝে পাইবে নিশ্চয় ॥
 সর্বশাস্ত্র ভাব লয়ে করি অনুপ্রচার ।
 আদি অন্ত যজ্ঞ বিনা কিছু নাহি আর ॥
 যজ্ঞক্রিয়া যজ্ঞেশ্বরে করিলে অর্পণ ।
 যজ্ঞময় পুরুষে পাইবে দরশন ॥
 ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণ হৈল সমাপন ।
 ভক্তিতত্ত্ব কহি এবে করহ শ্রবণ ॥

কুক্কুর-নারায়ণ তীর্থ বিবরণ ।

গদাধর কহে দাদা করি নিবেদন ।
 একবার কহ বিশ্ব ব্রহ্মসনাতন ॥
 পুনঃ কহ চরাচর সব মায়াময় ।
 দুই রূপে সম্ভব কেমনে ইহা হয় ॥
 ক্রিয়া জ্ঞান যোগ ভক্তি ব্রহ্মের সাধন ।
 চারি রূপে বিধি কেন না বুঝি কারণ ॥
 বিশ্বময় ব্রহ্মরূপে করিলে চিন্তন ।
 কিরূপে সাধকগণ পায় নারায়ণ ॥
 দৃগ্ভবন্ত যত এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ।
 ইহা ছাড়া ব্রহ্মবস্ত আর কিবা আছে ॥
 যদি হয় ভিন্ন বস্ত ব্রহ্মসনাতন ।
 তবে তারে বিশ্বময় বল কি কারণ ॥
 কৃপা করি এই তত্ত্ব করহ বর্ণন ।
 অজ্ঞানতা যাবে হবে সন্দেহ ভঞ্জন ॥
 কবিবর কহে তত্ত্ব শুন মহাবল ।
 মায়া মাত্র, ব্রহ্মরূপ ফলের বঙ্কল ॥
 তাহা ছাড়াইতে কহে বেদ পুরাণেতে ।
 তাহার সাধন চারি প্রকৃতি ভেদেতে ॥
 অকাম সকাম কাম নিষ্কাম প্রকৃতি ।
 এই চারি ভেদে হয় মনের প্রবৃত্তি ॥
 সেই অনুসারে সাধি হৈলে জ্ঞানোদয় ।
 এ চারি সাধন আর সাধকে না লয় ॥

কর্তা কার্য বারগাদি বিভিন্ন না রয় ।
 ব্যাপ্য ব্যাপক দুই তত্ত্ব এক হয় ॥
 একে একে এক, পুনঃ একে হয় লয় ।
 নিদর্শন লাগি তার শূণ্য মাত্র রয় ॥
 ব্রহ্ম ভিন্ন দৃশ্য অণু বিশ্ব চরাচর ।
 ভ্রম শূণ্য হৈলে অণু না হয় গোচর ॥
 ইহাকে অনণু ভক্তি কহে সাধুগণ ।
 তার এক ইতিহাস করহ শ্রবণ ॥
 কৃষ্ণদাস নামে এক সাধক সূজন ।
 বনবাসী হয়ে করে শ্রীহরি সাধন ॥
 বগ্ন শাক ফল মূল কোনো দিন খায় ।
 কোনো দিন গ্রামে আসি ভিক্ষা লয়ে যায় ।
 কিছু অংশ যায় তার অতিথী সেবায় ।
 অবশিষ্ট ভগবানে নিবেদিয়া খায় ॥
 একদা নিবিড় মেঘে করি অন্ধকার ।
 ঘোরতর বায়ুযোগে বর্ষে অনিবার ॥
 তিন দিন সাধু কোনো দ্রব্য না পাইল ।
 অনাহারে প্রত্যাহার করিয়া রহিল ॥
 তদন্তরে সাধু-সেবি বণিক-নন্দন ।
 গোধূমাদি দ্রব্য আনি করিল অর্পণ ॥
 এক জন মাত্র তাহে হয় পরিতোষ ।
 কিন্তু সাধু তাহাতেই হইলা সন্তোষ ॥
 প্রণাম করিয়া গৃহে বণিক চলিল ।
 সাধু সেই দ্রব্য লয়ে পাকাদি করিল ॥
 গোধূমাম ব্যঞ্জনাদি করি আবরণ ।
 জল আনিবার লাগি করিল গমন ॥
 সেই অবসরে এক কুকুর আসিয়া ।
 আবরণ ঘুগাইল দন্তেতে ধরিয়া ॥
 পকাম ব্যঞ্জন আদি করিয়া গ্রহণ ।
 দাড়াইয়া অছে করি পথ নিরীক্ষণ ॥
 বিন্দুমাত্র না খাইল ভূমে না রাখিল ।
 উর্দ্ধমুখ হয়ে দ্রব্য ধরিয়া রহিল ॥
 জল লয়ে যোগীবর আসিয়া সত্তর ।
 অদ্ভুত ব্যাপার দেখি বিস্ময় অন্তর ॥
 ক্ষুধায় আকুল প্রাণ ছু দিল শরীর ।
 আশা ভঙ্গ হয়ে, মনে ভাবিয়া অস্থির ॥

ধীরে ধীরে কুকুরের নিকটে আসিয়া ।
 করযোড়ে কহিলেন বিনয় করিয়া ॥
 কৃপা করি যদি করিয়াছ আগমন ।
 কৃতার্থ করহ করি আতিথ্য গ্রহণ ॥
 এ কথা শুনিয়া স্থান গন্তোষ হইল ।
 মনে মনে এবমন্ত বলিয়া চলিল ॥
 দুই চারি পদ যায় ফিরি ফিরি চায় ।
 ভাব দেখি ভক্ত তার বুঝে অভিপ্রায় ॥
 ভক্তিভাবে ডাকি বলে শুন নারায়ণ ।
 কষ্ট হবে কক্ষ কুটি করিতে ভোজন ॥
 কৃপা করি কর এই পাত্রেতে স্থাপন ।
 ঘৃত মাখাইয়া দিলে করিহ ভোজন ॥
 ইহা শুনি তবে শুনী ফিরিয়া আইল ।
 পাত্রেতে পকাম রাখি দাড়ায়ে রহিল ॥
 তবে সাধু ঘৃতে মাখাইয়া কুটিগুলি ।
 ব্যঞ্জন সংযোগে ক্রমে মুখে দিল তুলি ॥
 অবশেষ একখানি না করে ভোজন ।
 তাহা দেখি সবিনয়ে কহে তপোধন ॥
 কেন প্রভু দয়াময় পতীতপাবন ।
 অবশিষ্ট রাখি কৈলে অপূর্ণ ভোজন ॥
 অতি অল্প দ্রব্য ইহা তব যোগ্য নয় ।
 নিজ গুণে পরিতৃপ্ত হও দয়াময় ॥
 কুকুর বলিয়া ভ্রম হয়েছে খণ্ডন ।
 অন্তরে ধারণা হরি করিছে ভোজন ॥
 চিদাত্মা বিশ্বের আত্মা অণু নাহি কেহ ।
 লীলা হেতু মাত্র সব ভিন্ন ভিন্ন দেহ ॥
 অতএব বিশ্বময় ভাবি নারায়ণ ।
 ভক্তিভাবে স্তব করে মুদিয়া নয়ন ॥
 জয় জয় জগদীশ জগতজীবন ।
 ছলনা ছাড়িয়া হরি দেহ দরশন ॥
 তোমার চরণে মোর নাহি ভক্তিলেশ ।
 নিজ গুণে করুণা করহ দ্বীকেশ ॥
 ইহা বলি নয়ন করিয়া উন্মিলন ।
 কুকুর না দেখে তথা দেখে নারায়ণ ॥
 উড়ুপতি জিনি জ্যোতিঃ করে আলমল ।
 প্রেমে মুগ্ধ হয়ে সাধু স্পর্শে দাদতল ॥

গদগদ বাক্যে শুভ অনেক করিল ।
পাইয়া পরম নিধি কৃতার্থ হইল ॥
প্রসন্ন হইয়া হরি কহিল তখন ।
সন্তোষ হয়েছি বর লহ তপোধন ॥
সাধু কহে নাহি চাহি অশু কোনো বর ।
চরণ নিকটে রাখ করিয়া কিঙ্কর ॥
এবমন্ত বলি বর দিয়া নারায়ণ ।
পুনঃ কহে শুন ভক্ত আমার বচন ॥
ভক্তের বাক্যে আমি মাতা পিতা গুরু ।
হৃদয়ে রোপণ করা বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
অপিচেন্দ্র সুহুরাচারো তজ্জতে অনন্ত ।
মোর প্রিয়পাত্র সেই বিশ্ব মাঝে ধন ॥
অন্তরেতে এক আমি বাহিরে অনেক ।
হিমকণা-বিন্দু সম প্রত্যেক প্রত্যেক ॥
অতএব দৃশ্য বিশ্ব আমার প্রকাশ ।
ইহাতে হয়েছে তব সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
কুঙ্কর-নারায়ণ তীর্থ হইল এ স্থান ।
দিব্যগতি পাবে নর করি স্নানদান ॥
তোমাকে আমাকে নিত্য করিলে স্মরণ
অন্তকালে হবে তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
এত বলি ভগবান হৈল অন্তর্দান ।
সম্পূর্ণ হইল কৃষ্ণদাস ভক্তাখ্যান ॥

ভক্তির স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন ।

ভক্তিদেবী কৃষ্ণময়ী হ্লাদিনী স্বরূপা ।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি শান্তি করে অঙ্গসেবা ॥
সর্ব অঙ্গে সর্ব শক্তিগণের বসতি ।
সচ্চিদ্র আনন্দময়ী সন্নিহিত মুরতি ॥
শ্রবণাদি সুখময়ী চতুষষ্টি অঙ্গ ।
ভুবন পবিত্র করে একের অঙ্গ সঙ্গ ॥
অন্তরে আভাষ তার হইলে উদয় ।
তৃণ তুল্য হয় পুরুষার্থ চতুষ্টয় ॥
শ্রদ্ধা করি সর্ব অঙ্গ যে করে যাজন ।
তাহার অধীন হন প্রভু নারায়ণ ॥
জ্ঞান যোগ ক্রিয়া আদি ভক্তিতে সরস ।
আত্মস্বাধীন্য ভক্তিরসে বশ ॥

শ্রবণ কীর্তন দাস্ত্য স্মরণ বন্দন ।
অর্চন সেবন সখ্য আত্ম-নিবেদন ॥
আনুকূলে সর্বেন্দ্রিয়ে করিয়া যতন ।
নব রসে হৃদীকেশে করিবে সেবন ॥
দিবা নিশি ঈষ্টমুষ্টি অন্তরে ভাবিবে ।
সর্বশক্তিময়ী ভক্তি হৃদে বিরাজিবে ॥
আপনার হিত যেই আপনি বাঞ্ছিবে ।
শাস্ত্রগুরু সাধুবাক্যে বিশ্বাস করিবে ॥
নরের অবোধ্য বেদ বেদান্তাদি যত ।
ভক্তিশাস্ত্র সুখময় সমীচিন পথ ॥
ইহা অবলম্বি যেবা ঈশ্বরে সাধিবে ।
অচিরে অতীষ্ট লাভ নিশ্চয় হইবে ॥
সকল শাস্ত্রের সার ভক্তি মূলধন ।
লাভে মূলে হাতে হাতে পায় সাধুগণ ॥
ভক্তি বিনা শুদ্ধকর্ম্যে নাহি হয় সুখ ।
ভক্তির আভাষে খণ্ডে পাপ তাপ দুঃখ ॥
জ্ঞানেতে সুলভা মুক্তি যজ্ঞাদিতে ভুক্তি ।
হেন কোটী সাধনের সুদৃষ্ট ভক্তি ॥
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধ্যাদি ভক্তিতে বর্তমান ।
পদসেবা করে সবে চৈটিকা সমান ॥
ভক্তির মহিমা বর্ণে সাধ্য আছে কার ।
স্বভাব নির্মল হয় আভাষে যাহার ॥
এ ভক্তির আবির্ভাব হইলে অন্তরে ।
চণ্ডাল যবন মেল্ছে অবহেলে তরে ॥
যোগ যাগ দান ধর্ম ভক্তি সম নয় ।
ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব সর্বলোকে কয় ॥
কৌরবের মিষ্টামাদি পরিত্যাগ ক'রে ।
তণ্ডুলের কণা খাইল বিদুরের ঘরে ॥
ইত্যাদি প্রমাণ বহুতর আছে তার ।
স্থানে স্থানে লিখিয়াছি করিয়া বিস্তার ॥
পত্র পুষ্প ফল জল ভক্তে দেয় যাহা ।
প্রীতিযুক্ত হয়ে হরি গ্রাহ্য করে তাহা ॥
ভক্তকৃত অঙ্গ সেবা বহু বলি মানে ।
ধনী মানি বিক্রিত হয়েন তার স্থানে ॥
সুকৃদপি প্রপমোহিনী বলে যেই জন ।
কৃপা করি দেন তারে অভয় চরণ ॥

তুলসীকানন আর যথা পদ্মাবন ।
 যেখানে হরির কথা পুরাণ পঠন ॥
 ভক্তিভাবে ভজ্তে করে যেখানে কীর্তন ।
 সেইখানে অধিষ্ঠান হন নারায়ণ ॥
 ভক্তের ইন্দ্ৰিয়গণ তুলসীকানন ।
 ভক্তদেহে বিকশিত কমলের বন ॥
 ভক্তমুখে হরিকথা পুরাণ পঠন ।
 ভক্তহৃদে বিরাজিত সদা নারায়ণ ॥
 এ বাক্যের দুই তত্ত্বে আছে সমাধান ।
 অন্তরে বাহিরে বিরাজিত ভগবান ॥
 বিষয়া দৃষ্টিতে বিশ্বে অভাব তাঁহার ।
 সমদর্শি ভজ্তে দেখে দুই একাকার ॥
 ভক্তিযোগে তনু মন অপ্রাকৃত খার ।
 সে কভু না দেখে বিশ্ব মায়াবিকার ॥
 দিবা নিশি ভক্তিরস আশ্বাদ যে করে ।
 চিদানন্দ সংস্বরূপ বিরাজে অন্তরে ॥
 ভক্তি বিনা নাহি হয় অন্তর শোধন ।
 বিভূতি সেবায় হয় ভক্তি উপার্জন ॥
 ব্রহ্মের বিভূতি ব্রহ্ম বিনা নাহি আর ।
 বিভূতি ভৌতিক রূপ স্বয়ং চিদাকার ॥
 সেই ভক্তি দুই রূপে স্বতঃ ও পরতঃ ।
 পরতেতে বদ্ধ হয় স্বতে উপরত ॥
 ভক্তি হৈলে মুক্তি হয় ভাগবতে কয় ।
 জ্ঞান বৈরাগ্যাদি হয় আপনি উদয় ॥
 জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, প্রেম, একই স্বরূপ ।
 সাধকের ভাব ভেদে ধরে চারি রূপ ॥
 জ্ঞানে অনুভব, যোগে হয় দরশন ।
 ভক্তিযোগে প্রাপ্তি, প্রেমে রস আশ্বাদন ॥
 যেখানেতে একভাবে চারি বর্তমান ।
 সেখানে সর্বদা বিরাজিত ভগবান ॥
 ভক্তিযোগে ভক্ত করে ভগবানে জয় ।
 ভক্তাধীন ভগবান ভক্তিপাঙ্গে কয় ॥
 ভক্তি নির্দূত দোষাণাং নিরাময় হয় ।
 বাসুদেব সর্বমিতি দেখে বিশ্বময় ॥
 ভক্তি শূণ্য কোনো শাস্ত্র গ্রহণীয় নয় ।
 শ্রোতব্য বক্তব্য নহে যদি ব্রহ্মা কয় ॥

প্রবৃতি ও নিবৃতি বর্ণন ।

ভক্তির অধীন হরি সবার জীবন ।
 তাঁহার উপরে কর্তা নাহি কোনো জন ॥
 হরি নিত্যসনাতন নিত্য তাঁর দাস ।
 বিশ্বে যত মুক্তি সব তারি প্রকাশ ॥
 আপনাকে ভিন্নভাবে বহিমুখ করি ।
 সর্বদেহে বিরাজ করিছে এক হরি ॥
 প্রকৃতির অন্তর্গত হেতু নহে দৃশ্য ।
 বন্ধলে আবৃত যথা নারিকেল শস্য ॥
 একেলা ঈশ্বর হরি পরিকর সব ।
 সর্বশাস্ত্র বিচারিয়া কর অনুভব ॥
 যদি থাকে হরি আছে সর্ব সারাংসার ।
 অণুখা ভাবিলে তার না হয় নিস্তার ॥
 হরিভক্তি নাহি মানে দেবসেবীগণ ।
 খন্তোৎ না চাহে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥
 ব্রহ্মভাবে ভজে যদি কোনো বুদ্ধিমান ।
 কালী চূর্ণা শিব বিষণ্ণ একই সমান ॥
 এক সরোবরে যদি পঞ্চ ঘাট হয় ।
 জলের আশ্বাদ তার পঞ্চরূপ নয় ॥
 এক বস্তু সর্বময় জানে যেই জন ।
 বিধি নিষেধের তথা নাহি প্রয়োজন ॥
 যে মুক্তি ভজিতে হবে প্রবৃতি বাহার ।
 ভক্তিভাবে ভজিলেই পাইবে নিস্তার ॥
 কে ঈশ্বর অনীশ্বর তাহা নাহি জানি ।
 লোক বেদ সাধুর সম্মত মাত্র মানি ॥
 মহাজন যেই পথে করেছে গমন ।
 কোন দিকে সেই পথ কর অব্বেষণ ॥
 বুদ্ধিমান্ জনে এক কথায় বুঝিবে ।
 নির্বোধ লোকেতে কভু বুঝিতে নারিবে ॥
 কাকের নিনাদে যার যুড়ায় অবগ ।
 কোকিলের রব সে কি করে অব্বেষণ ॥
 গাবীগণ সদা করে তৃণাদি চর্ষণ ।
 ইক্ষুরস আশ্বাদ না জানে কদাচন ॥
 কামাদি বিষয়ে যার মন প্রাণ বশ ।
 তাহা ভ্যাজ সে কেমানে লবে ভক্তিরস ॥

ছুরাচারী মন কৃষ্ণগত না হইয়া ।
 বাসসের মত ভ্রমে উড়িয়া উড়িয়া ॥
 কেবল উচ্ছিষ্ট গর্ভ করে অব্বেষণ ।
 তাহা না ছাড়িতে পারে যাবৎ জীবন ॥
 সেইরূপ হয় যদি নরের আচার ।
 তবে আর কি প্রকারে হইবে উদ্ধার ॥
 নিম্ন নাহি তিক্ত ত্যজে দিলে দুষ্ক চিনি
 পাষণ্ডী না মানে কভু শাস্ত্রের কাহিনী ॥
 পাপাচ্ছন্ন কলিযুগ নিবিড়াককার ।
 জানালোক বিনা তার নাহি প্রতিকার ॥
 জ্ঞানহীন জনে দ্বৈতভাবেতে ভজয় ।
 অজ্ঞানের কার্য্য হয় অজ্ঞানেতে লয় ॥
 আমি জানী ভক্ত বলি অভিমান হয় ।
 বিকারের রোগী যেন প্রলাপ করয় ॥
 প্রকাশ স্বরূপ ত্যজি যে করে ভজন ।
 উপাসনা কার্য্য তার মাত্র বিড়ম্বন ॥
 সাধুসঙ্গ করিবারে সর্বলোকে কয় ।
 অজ্ঞানীর সাধুসঙ্গে কিছুই না হয় ॥
 আপনা আপনি যেই করে সংশোধন ।
 আপনি আপন গুরু হয় সেইজন ॥
 অসৎ কল্পনা যার সর্বদা অন্তরে ।
 মৃতঃ মত না লইলে সাধুতে কি করে ॥
 বালক বৎসেরা সুখে শুনদুষ্ক খায় ।
 সেই শুনে মসকেরা রস রক্ত পায় ॥
 বিদ্যাভ্যাসে কুচি হীনে কি করে পণ্ডিতে ।
 জন্মদাতা পিতা নারে প্রারক খণ্ডিতে ॥
 তবে পূর্বকৃত পুণ্য লুপ্ত থাকে যার ।
 উদয় হইলে তাতে মতি ফেরে তার ॥
 কর্তব্যাকর্তব্য মনে হইলে বিচার ।
 শাস্ত্রগুরু তীর্থ সাধুসঙ্গ করে সার ॥
 তবে অন্ধকার যায় বস্তু দৃষ্ট হয় ।
 জানুদয় হৈলে কিছু অদৃশ্য না রয় ॥
 মহৎ পদরঞ্জে অভিসিক্ত নহে যে ।
 পরমার্থ অধিকারী নাহি হয় সে ॥
 অসৎ আচারী যদি হরিনাম লয় ।
 প্রকৃত নামের ফল লাভ নাহি হয় ॥

সাধারণে মহৎ ফল যতপি লাভিবে ।
 তরুতলবাসী গ্যাসী তারা কি পাইবে ॥
 উদয় ভূমিতে বীজ করিলে রোপণ ।
 অঙ্গুর না হয় তাহা হয় অকারণ ॥
 মৃৎপাত্রে সিংহদুগ্ধ ছিদ্রকুন্তে বারি ।
 সময়ান্তে তাহা নাহি হয় কার্য্যকারী ॥
 কর দক্ষ প্রতিগ্রহে নিন্দায় রসনা ।
 মনে জে মানস দক্ষ না হয় সাধনা ॥
 সর্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত শ্রীহরির নাম ।
 গ্রহণ করিলে ক্রমে হয় পূর্ণ কাম ॥
 নাম নামী অভেদায়া, ভজে নিষ্ঠা করি ।
 নিষ্ঠার অভাব হৈলে নহে অধিকারী ॥
 অধিকারী না হইয়া করে আচরণ ।
 বস্তু-প্রাপ্তি নাহি হয় কহে সাধুগণ ॥
 নামের ফলেতে লোকে স্বর্গ মোক্ষ পায় ।
 ভব গতাগতি উপসর্গ নাহি যায় ॥
 ভবরোগে রোগী হরে ভোগে চিরকাল ।
 ঔষধে না ফল পায় এ বড় জঞ্জাল ॥
 কুপথ্য না ত্যজি করে ঔষধ সেবন ।
 রোগমুক্ত হইতে না পারে কদাচন ॥
 বিধি অনুসারে নাম না কৈলে গ্রহণ ।
 অপরাধ হয় দুঃখ না হয় মোচন ॥
 হেলায় প্রদ্বায় লওয়া শাস্ত্রে যাহা কয় ।
 ফলশ্রুতি মাত্র তাহা যুক্তিযুক্ত নয় ॥
 এক নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় ।
 পাত্র ভেদে হয় তাহা সাধারণে নয় ॥
 সাধারণে নাম লৈতে যে করে আদেশ ।
 নিশ্চয় পতন তার হয় অবশেষ ॥
 স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যবস্থা দিয়াছে ঋষিগণ ।
 প্রায়শ্চিত্ত করি পাপ করিতে খণ্ডন ॥
 তীর্থাটন গঙ্গাস্নান ইষ্টমন্ত্র জপ ।
 যাগ যজ্ঞ দান বিপ্র ভোজনাদি সব ॥
 প্রকৃতেওঁণ সংযুতা সজ্জন্তে ইতি ।
 কশ্ম ধর্ম্ম তারে আদেশিবে মহামতি ॥
 বানরের গলদেশে দিলে মণিমালা ।
 ধনী নাহি হয় আরো ঘটে তার জালা ॥

অযোগ্য জনেরে নাম আদেশ যে করে ।
 কৃষ্ণকৃপা নাহি পায় জন্ম জন্মান্তরে ॥
 অর্থ লোভে যশঃ লোভে মহত্ কারণ ।
 জানী ভক্ত ইহা না করিবে কদাচন ॥
 উর্দ্ধবাহু করি বলি শুন ভক্তগণ ।
 দুর্বাবনে না করিহ মুক্তা বরিয়ণ ॥
 সাধারণ ধন পেয়ে কর মহা যত্ন ।
 যথা ক্ষয় কর কেন পরমার্থ রত্ন ॥
 গুরুবস্তু যত্ন করি গোপনে রাখিবে ।
 প্রকাশ করিলে তাতে ফল না ফলিবে ॥
 আত্মনাং সততং রক্ষণং সদা সাবধান ।
 গাভীহত্যা করিয়া না কর জুতা দান ॥
 স্বার্থ ত্যাগ নামবৃক্ষ ভক্তিতে মিকন ।
 করিলে ফলিবে তাতে প্রেমফল ধন ॥

দরিদ্রতা যাবে হবে ধনী মহাজন ।
 অচিরে পাইবে রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
 ফলশ্রুতি মাত্র বলি না ভাবিহ মনে ।
 এই পথে চলিতে কহেন ঋষিগণে ॥
 ভব পারে যাইতে বাসনা আছে যার ।
 এই সব উপদেশ গ্রহণীয় তার ॥
 ভয় ভক্তি বিশ্বাসে করিলে আচরণ ।
 অশ্রু হইবে ভববন্ধ বিমোচন ॥
 এথায় বর্ণিনু ক্রিয়া জ্ঞান ভক্তি যশ ।
 মধ্যে আছে ভাবতত্ত্ব শেষে প্রেম রস ॥
 শাস্ত্রমিহু মথি সুধা কৈনু আহরণ ।
 পান করি দেখে সবে যুড়াবে জীবন ॥
 দেহ সঁপি শ্রীরাধামাধব রাঙ্গা পায় ।
 রামচন্দ্রাজ্ঞ দ্বিজ অধরটাদ গায় ॥

ইতি শ্রীরামনারায়ণাদির শিক্ষা গ্রহণ সপ্তদশ সোপান ।

অষ্টাদশ সোপান ।

শ্রীজয়দেবের যোগেশ্বর্য বিলাস বর্ণন ।

ভগবদ্ভক্তপাদাজ পাছুকাভ্যো নমো নমঃ ।

যৎ সঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিল সত্তমঃ ॥

জয় জয় জয়দেব জয় পদ্মাবতি ।
 ভক্তবৃন্দ সহ জয় রায় গণপতি ॥
 নদীতীরে রাজধানী কেন্দুলীনগর ।
 জয়দেব কবিরায় রাজরাজেশ্বর ॥
 মহারাণী লক্ষ্মীরূপা দেবী পদ্মাবতী ।
 মন্ত্রীদ্বয় গদাধর রায় গণপতি ॥
 সভাপতি শ্রীশঙ্কর ভাণ্ডারি শ্রীধর ।
 পণ্ডিত শ্রীমহানন্দ আর সুরেশ্বর ॥
 সেনাপতি ভারতি গোমাই শ্যামীবর ।
 কোতয়াল জগদীশ হরি হলধর ॥
 দ্বারপাল নরসিংহ মুহুমুদ মুরারি ।
 তিন দ্বার রক্ষা করে লইয়া প্রহরী ॥
 উমানাথ দেবীনাথ শঙ্কু সনাতন ।
 দিগ্বিজয় করে সঙ্গে শ্যামী সৈন্যগণ ॥

শিষ্যগণ ভক্তগণ আর ছাত্রগণ ।
 সাবধানে করে সদা রাজ্যের পালন ॥
 সরকার শিবদাস যত বীরেশ্বর ।
 প্রজা স্থানে যথাযোগ্য বুঝি লয় কর ॥
 সুখানন্দ ত্রস্তচারী লিখে অনুক্ষণ ।
 কার কত কর তাহা করে নিরূপণ ॥
 তুলে তুলি তোল করে প্রেমভক্তিধন ।
 আয় ব্যয় স্থিতি যত সাধন ভজম ॥
 আজাবহ ভক্তগণ সদা যোড়করে ।
 সময় বুঝিয়া সবে সেবাকার্য্য করে ॥
 মহা সুখে আছে কারো নাহি দুঃখলেশ ।
 যশঃপুষ্প সৌরভে পূর্ণিত হৈল দেশ ॥
 দীনহীন জানহীন পাপী ভাগীগণ ।
 যারা আসি করে তাঁর শরণ গ্রহণ ॥

তাহাদের করে সদা অভীষ্ট পূরণ ।
 জয়দেবের জয় জয় বলে সর্বজন ॥
 শত শত লোক আসি করে দরশন ।
 হেরিয়া সবার হয় তাপ বিমোচন ॥
 মকরসংক্রান্তি দিনে যাত্রী অগণন ।
 বহু দেশ হইতে করিল আগমন ॥
 অজয়ে হয়েছে গঙ্গাদেবী অধিষ্ঠান ।
 বেগে আসিতেছে জল বহিয়া উজান ॥
 ছুই কূলে দাড়াইয়া নর নারীগণ ।
 অপূর্ব হেরিয়া সবে আনন্দিত মন ॥
 বলে কলিযুগে অবতরী নারায়ণ ।
 জয়দেব রূপে করিয়াছে আগমন ॥
 পূর্বজন্মকৃত পুণ্য আমাদের ছিল ।
 সেই হেতু এ দেশে আসিয়া জনমিল ॥
 এত বলি কদমখণ্ডির ঘাটে গিয়া ।
 স্নান করে গঙ্গা গঙ্গা শব্দ উচ্চারিয়া ॥
 তদন্তরে মাধবমন্দিরে সবে যায় ।
 দরশন করি মনে মহানন্দ পায় ॥
 জয়দেব পদ্মাবতী করি দরশন ।
 মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বলে সর্বজন ॥
 যজ্ঞ অলঙ্কার মুদ্রা ভক্ষ্য আয়োজন ।
 যে যাহা আনিয়াছিল করিল অর্পণ ॥
 প্রণাম করিয়া সবে বসিয়া রহিল ।
 যাই যাই বলে কিন্তু যাইতে নারিল ॥
 তাহা দেখি জয়দেব কহে ভক্তগণে ।
 প্রসাদ আনিয়া দেহ প্রতি জনে জনে ॥
 ভক্তগণ বলে প্রভু যাত্রী অগণন ।
 এত দ্রব্য কোথা পাব করাতে ভোজন ॥
 জয়দেব বলে কেন হৈলে বিষ্ময়ণ ।
 খেচরান্ন তুলি সবে করাহ ভোজন ॥
 শুনি ভক্তগণে তবে যুক্তিকা খুদিয়া ।
 উষ্ণ খেচরান্ন সবে আনিল তুলিয়া ॥
 নানাবিধ ব্যঞ্জন স্নান করি মনোহর ।
 উত্তাপ উঠিছে দেখি প্রফুল্ল অন্তর ॥
 তবে সব যাত্রীগণে দিল বসাইয়া ।
 প্রসাদ পাইল সবে আকিঞ্চিৎ পুরিয়া ॥

পরে যারা আইসে তারা সুখে বসি খায় ।
 বহু লোকে খায় বহু লোকে লয়ে যায় ॥
 তদন্তরে ভক্তগণে প্রসাদ পাইয়া ।
 পুনর্বার খেচরান্ন রাখিল পুঁতিয়া ॥

শুদাম বিপ্রে'র সহ হরিকথা ও হরিদাসের বিবাহ ।

প্রভাব শুনিয়া এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 জয়দেব সমীপে করিল আগমন ॥
 শুদাম পণ্ডিত নাম গ্রামান্তরে বাস ।
 নিরীহ নির্গম শূণ্য অন্ম অভিল্যষ ॥
 শুদাম বিপ্রে'র গায় তার আচরণ ।
 ভক্ষ্যভাবে জীর্ণ শীর্ণ মলিন বদন ॥
 শূদ্রাদির দ্রব্য কছু না করে গ্রহণ ।
 শীলোদ্ধ-বৃত্তিতে করে জীবন যাপন ॥
 বিষুপূজা রত বিষুভক্তি পরায়ণ ।
 গৃহে বসি করে অধ্যয়ন অধ্যাপন ॥
 ভাগ্যলব্ধ অম্মে করে সংসার পালন ।
 গোষ্ঠী সহ করে হরিনাম সঙ্কীর্তন ॥
 পড়িবার গ্রন্থ লিখি দেয় সবাকার ।
 অঘাচিতে যাহা পায় করে অঙ্গীকার ॥
 ছুই পুত্র আর এক কন্যা রূপবতী ।
 বিবাহ যে দিবে তার নাহি সে সদ্ভক্তি ॥
 দরিদ্রের কন্যা কেহ না করে গ্রহণ ।
 সবে ক্ষুধা, ব্রাহ্মণের ক্ষুধা নহে মন ॥
 সবারে বুঝায় বলে ভাব অকারণ ।
 জন্ম মৃত্যু বিবাহের কর্তা নারায়ণ ॥
 যে কালে যা হবে তাহা আপনি ঘটিবে ।
 সময় হইলে পাত্র সহজে মিলিবে ॥
 ব্রাহ্মণী বলেন বাক্য শুনি মহাশয় ।
 চেষ্টা বিনা কোনো কার্য আপনি না হয় ॥
 আমার মনের কথা শুন গিয়া মন ।
 জয়দেব সম্মিধানে করহ গমন ॥
 হরিদাস নামে গদাধরের নন্দন ।
 কন্যা লয়ে তুমি তারে কর সমর্পণ ॥

কহে আমি তার নহে সমতুল ।
 র না গ্রাহ করে সিমুলের ফুল ॥
 কহে তথা গিয়া জ্ঞান সমাচার ।
 কি না হয় তাহা দেখ একবার ॥
 কথা শুনি বিপ্র তখনি চলিল ।
 দেব সন্নিধানে গিয়া উত্তরিল ॥
 বন্দ মাঝে বসিয়াছে কবির ।
 কানিকরাকরে যেন নিশাকর ॥
 হেরি প্রভাহীন হৈল মহামতি ।
 ককর কাছে যেন বিভাবরীপতি ॥
 কার করি রহে যুড়ি দুই কর ।
 কবি বসাইল করি সমাদর ॥
 গান করিল তব কিবা অভিপ্রায় ।
 দেখিয়া বিপ্র না কহে লজ্জায় ॥
 কহে লোক মুখে করিয়া ভ্রমণ ।
 দেখাছি তোমারে করিতে দরশন ॥
 শুনি জয়দেব ঈষৎ হাসিয়া ।
 ভাল বলি গেলা বাসায় লইয়া ॥
 ঘর করি তাঁরে তথায় রাখিল ।
 চর্যা হেতু এক ভৃত্য নিয়োজিল ॥
 ধরে কহে ইনি বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ।
 নি নিকটে থাকি করাবে ভোজন ॥
 গা পেয়ে গদাধর তাহাই করিল ।
 ধন করিয়া বিপ্র সন্তোষ হইল ॥
 দেখিয়া মনে মানি চমৎকার ।
 য আসিয়া বলে করি নমস্কার ॥
 য হইয়াছে দেখি তব ব্যবহার ।
 হয় তুমি বিষ্ণু অংশ অবতার ॥
 র্থ হইলু আমি করি দরশন ।
 কর যাই এবে আপন ভবন ॥
 ব বলে তুমি আইলে যে কারণ ।
 না বলিয়া কেন করিবে গমন ॥
 দেখিয়া তার দিন স্থির কর ।
 করিবার লাগি অর্থ কিছু ধর ॥
 সুদাম হৈল বিষয় অন্তর ।
 মনে ভাবি পরে করিল উত্তর ॥

বিপ্র বলে কেন প্রভু কর পরিহাস ।
 হইতে না পারি তব দাস অনুদাস ॥
 কবি কহে পরিহাস নহে তপোধন ।
 হরিদাসে নিজ কণ্ঠ কর সমর্পণ ॥
 বিপ্র কহে শুন অন্তর্যামী নারায়ণ ।
 কৃতার্থ হইলু শুনি তোমার বচন ॥
 সম্পদ বিহীন আমি হতভাগ্য নর ।
 যোগ্য না হইব তব হইতে কিঙ্কর ॥
 সাধনেতে সিদ্ধ তুমি সর্বগুণাকর ।
 ঋণোৎ সমান আমি তুমি শশধর ॥
 জয়দেব বলে সিদ্ধাসিদ্ধ নাহি জানি ।
 স্বতঃসিদ্ধ বিশ্ব নিত্য এই সত্য মানি ॥
 বিপদের অন্তর্গত বিধে যত নর ।
 চিন্তানলে দক্ষ সদা সবার অন্তর ॥
 প্রয়োজন অনুরূপ ধন নাহি পায় ।
 যাহা পায় না কুলায় করে হায় হায় ॥
 অর্থ বিনা সংসারের কার্য নাহি চলে ।
 অতি কষ্ট দেয় অর্থ আগমন কালে ॥
 পরশিয়া পুনঃ যায় পরম চঞ্চল ।
 ভাটায় না রহে যেন জোয়ারের জল ॥
 তাহাকেই সকলে সম্পদ বলি মানেন ।
 সম্পদ কাহাকে বলে তাহা নাহি জানেন ॥
 সম্যক রূপেতে পদ হইলে ক্ষুরণ ।
 সম্পদ তাহার নাম কহে সাধুগণ ॥
 তাহা ভুলি ধরাধামে করি প্রাণপণ ।
 ধন আশে দেশে দেশে করয়ে ভ্রমণ ॥
 পুনঃ পুনঃ জন্মে মরে না থাকে ক্ষরণ ।
 কছু নর জলচর স্বাপদ কখন ॥
 ক্ষণে ক্ষণে আসিতেছে অবস্থা অপার ।
 বিশ্বগত জীব যত এ দশা সবার ॥
 জন্ম যত হৈল গত বুদ্ধি অগোচর ।
 বিধাতা ব্যতীত ইহা না জানেন অপর ॥
 বর্তমানে আমি যোগসিদ্ধ কবির ।
 কতশত আসিতেছে আমার কিঙ্কর ॥
 দিন কত পরে পুনঃ কিছুই না রবে ।
 ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা আছে তাহা হবে ॥

যোগৈশ্বর্য্য দৈবিয়া ভাবিছ চমৎকার ।
 অণ্ডের না হয় কেন হয়েছে আমার ॥
 বেদিয়ার বাজী সম এ ঐশ্বর্য্য মানি ।
 এ কোন অবস্থা তাহা আমি নাহি জানি ॥
 পূর্বে নাহি ছিল আর পরে নাহি রবে ।
 পরাবস্থা আইলে না জানি কিবা হবে ॥
 অবস্থার অন্তর্গত সুখ আর দুঃখ ।
 তাতে অবসন্ন যারা তারা অতি মুখ ॥
 প্রতি দেহে কার্য্য হয় ব্রহ্মের ইচ্ছায় ।
 অজ্ঞানে মুগ্ধতা হেতু বুঝা নাহি যায় ॥
 বায়ু শঞ্চালনে যেন শুক তৃণ উড়ে ।
 কভু তাল স্থানে কভু মন্দ স্থানে পড়ে ॥
 তৃণের স্বাতন্ত্র্য কিছু নাহি দেখি তায় ।
 পবনে যেখানে লয় সেইখানে যায় ॥
 সেইরূপে জড় দেহে আত্মা সনাতন ।
 বাসনা পবনবেগে করিছে চালন ॥
 কি প্রকারে কোন দেহে কোন কার্য্য করে
 দৈতবুদ্ধি হেতু তাহা নাহি বুঝে নরে ॥
 আপনিই বিশ্বরূপে হয়ে পরিণত ।
 অবিদ্যা প্রকাশি হয় জীবভাব গত ॥
 জীব দেহ কথা মাত্র ব্রহ্মদেহ সব ।
 সে দেহের কার্য্য অস্তে হয় তাহা শব ॥
 শবরূপী ব্রহ্মদেহ ব্রহ্মে হয় লয় ।
 কার্য্য হেতু নূতন প্রকারে পুনঃ হয় ॥
 আপনাতে পুনঃ হয় জীব অভিমান ।
 আত্মা জুলি ধর্ম্মে-কর্ম্মে হয় ধাবমান ॥
 ধর্ম্ম অর্থ সুখ মোক্ষ করে অবেষণ ।
 বুঝিতে না পারে তত্ত্ব আমি কোন জন ॥
 অজ্ঞানেতে জন্ম কর্ম্ম অজ্ঞানেতে মরে ।
 আত্মহারা হয়ে নানা শাস্তি ভোগ করে ॥
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি কামের সংসারে ।
 কাম না চিনিলে তারে কামেতে সংহারে ॥
 কাম হৈতে প্রেম হয় প্রেম হৈতে কাম ।
 এক তত্ত্ব ভাব ভেদে ধর্ম্মে দুই নাম ॥
 এইরূপে বিশ্বলীলা নিত্য আছে তাঁর ।
 অজানী অসার লয় জননী লয় সার ॥

ব্রহ্ম-বিশ্ব ও অবিদ্যা-বিশ্ব বর্ণন ।

মোহহং সাধক বিশ্বে আছে বহু জন ।
 তত্ত্বমসী না বুঝিলে সব বিড়ম্বন ॥
 আত্মতত্ত্ব ধার্য্য যদি একভাবে রয় ।
 বিনা সাধনেতে বিশ্ব দেখে ব্রহ্মময় ॥
 জ্ঞান জেয় জ্ঞাতা তিন উদ্ভব মায়ায় ।
 এক জ্ঞান হৈলে মায়া খুঁজিয়া না পায় ॥
 আপনাতে হয় তার ব্রহ্ম অভিমান ।
 সাধু বা অসাধু শব্দ হয় মিথ্যা ভান ॥
 এক বিশ্ব ভাব ভেদে দ্বিবিধ প্রকার ।
 ব্রহ্ম-বিশ্ব আর বিশ্ব অবিদ্যা মায়ায় ॥
 ব্রহ্ম-বিশ্ব স্থিরতর অচল অটল ।
 অবিদ্যা-সমুদ্ভূত বিশ্ব সর্বদা চঞ্চল ॥
 অবিদ্যা কেবল মাত্র ভুলবুদ্ধি মায়া ।
 পশ্চাতে আলোক তর সমুৎপত্তে ছায়া ॥
 মায়াধামে সর্বপ্রাণী বিষয়ের কীট ।
 পরস্পর ভোগ করে দেহরস-বীট ॥
 জড় দেহে বদ্ধ সদা আত্মজ্ঞান হীন ।
 দেহস্থত সম্পাদনে ব্যস্ত নিশি দিন ॥
 পূর্বের স্বভাব-সূত্রে গাঁথা সমুদয় ।
 সেইরূপ স্বভাব অবস্থা কর্ত্তব্য হয় ॥
 কর্ম্মভোগ অস্তে কর্ম্ম স্বভাব না যায় ।
 আরোগ্য হইলে ক্ষত চিহ্ন না মিলায় ॥
 কর্পূরের ভাণ্ডে যদি কর্পূর না রাখে ।
 পূর্বের সৌরভ তবু কিছুদিন থাকে ॥
 কায় বাক্য মানসেতে কৃত হয় যাহা ।
 নূতন স্বভাবে পরিণত হয় তাহা ॥
 যে দেহ হইতে হয় যে দেহ উৎপন্ন ।
 তার দোষ গুণ তাতে হয় প্রতিপন্ন ॥
 মাতা পিতা অনুরূপ দেহের গঠন ।
 সেইরূপ স্বভাবেতে সমাচ্ছন্ন মন ॥
 জাতীয়-স্বভাব কর্ম্ম স্বদেশী বচন ।
 এ সকল নাহি যায় যাবৎ জীবন ॥
 তবে যদি মাতা পিতা হয় হরিভক্ত ।
 তাতে জন্মে পুত্র কন্যা ব্রহ্ম অনুরক্ত ॥

ব্রহ্মবিশ্ব নিরাময় চৈতন্য স্বরূপ ।
 সর্বরূপী হইয়াও সর্বদা অরূপ ॥
 অবিভা-সন্তুত বিশ্ব ভ্রমের আধার ।
 কার্য্যাকার্য্য ভাল মন্দ তাহাতে বিচার ॥
 ব্রহ্ম-বিশ্বে শান্তিময় সুখ ব্যবহার ।
 অবিভা-সন্তুত বিশ্বে দুঃখ পারাবার ॥
 ব্রহ্ম-বিশ্বে মুক্ত জীব করে বিচরণ ।
 অবিভা-সন্তুত বিশ্বে বদ্ধ জীবগণ ॥
 ব্রহ্ম-বিশ্ব আছে অবিভার অন্তরালে ।
 বদ্ধজীবে খুঁজিয়া না পায় কোনো কালে ॥
 অবিভা-বিশ্বেতে সব ভূতের আচার ।
 ভূতগণ খাটিতেছে ভূতের ব্যাগার ॥
 ভূতজাত বস্তু করে ভূতে ব্যবহার ।
 ভূতের ধারায় হয় ভূতের সংহার ॥
 ব্রহ্ম-বিশ্বে দেহ হয় চিন্ময় আকার ।
 অবিভা-বিশ্বের দেহ ভৌতিক-বিকার ॥
 অবিভা-সন্তুত সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত ।
 ব্রহ্মানন্দ মহা সুখ এ দুই বর্জিত ॥
 ব্রহ্মবস্তু ব্রহ্মে থাকে নাড়াচাড়া সার ।
 ব্রহ্মভাব বিনা তাহা বুঝে সাধ্য কার ॥
 আত্মাব্রহ্ম দেহ হয় অবিভাবিকার ।
 এ বুদ্ধি থাকিতে নাহি পাইবে নিস্তার ॥
 সূর্য্য হৈতে কুজাটিকা হইয়া সৃজন ।
 সূর্য্যকেই পুনঃ তাহা করে আচ্ছাদন ॥
 নিকটে না থাকে তাহা দূরদেশে রয় ।
 পুনর্বার সূর্য্যতেজে হয়ে যায় লয় ॥
 জল হৈতে বাষ্প করে উর্দ্ধেতে গমন ।
 জলরূপে পুনঃ হয় বিশ্বে বরিষণ ॥
 নিজ দেহে কুজাটিকা অবিভা সৃজিয়া ।
 অনুলোম বিলোমেতে করে লীলা ক্রিয়া ॥
 কুজাটিকা অবিভায় করি আচ্ছাদন ।
 নিম্নতলে জীব রূপে করে বিচরণ ॥
 চিরকাল এই লীলা করে সনাতন ।
 এ ভদ্র বুঝিলে ঘুচে অবিভা-বন্ধন ॥
 শুনিয়া বিপ্রেসর মনে চৈতন্য হইল ।
 আশ্রয় সহিত আত্মা পদে সমর্পণ ॥

মহা সমারোহ করি বিবাহ হইল ।
 মহানন্দে সবে মহা উৎসব করিল ॥
 পদ্মাবতী ভেটদ্রব্য করি আয়োজন ।
 গ্রাম হৈতে ভারীগণে কৈল আনয়ন ॥
 সুবল নামেতে এক বণিকনন্দন ।
 অসক্ত সংসার ভার করিতে বহন ॥
 নামেতে সুবল কিন্তু কার্য্যেতে দুর্বল ।
 ভক্তিশক্তি মহাবল অন্তরে প্রবল ॥
 গুরুভার দেখি ভয়ে মলিন বদনে ।
 পদ্মাবতী প্রতি কহে বিনয় বচনে ॥
 দেখ মাতা বড় ভারি হয়েছে এ ভার ।
 ইহার উপরে ভার নাহি দিও আর ॥
 বেশী ভারি হৈলে আমি বহিতে নারিব ।
 ভারাক্রান্ত হয়ে পথে পড়িয়া মরিব ॥
 দুর্বল সম্ভানে যদি কৃপা না করিবে ।
 ভবধামে তব নামে কলঙ্ক রটিবে ॥
 পদ্মাবতী বলে ইহা নহে তত ভারি ।
 যোজনেক পথে আমি লয়ে দিতে পারি ॥
 ভারী বলে মাতা তব সিদ্ধ কলেবর ।
 জন্মাবধি হৃদয়ে বহিছ বিশ্বস্তর ॥
 অনন্ত প্রাণীতে পূর্ণ অখিল সংসার ।
 তোমার দৃষ্টিতে ইহা সব শূণ্যকার ॥
 বিষু শক্তিরূপা তুমি সংসারের সার ।
 অসার তোমার কাছে কেন হবে ভার ॥
 সবে এক মহা ভার হয়েছে তোমার ।
 অামা সম পাতকীর করিতে উদ্ধার ॥
 এত বলি প্রণমিয়া করিল গমন ।
 বিপ্রালয়ে গিয়া ভার করিল অর্পণ ॥
 সন্তার পাইয়া তারা আনন্দিত মনে ।
 অর্থ দিয়া সন্তোষ করিল ভারীগণে ॥
 ঠাকুরবাটীতে আসি সংবাদ কহিয়া ।
 নিজ স্থানে গেল সবে প্রমাদ পাইয়া ॥
 সুবল যুগলপদে শরণ লইল ।
 কিঙ্কর হইয়া তথা আনন্দে রহিল ॥
 সংসার ভোগের শেষ যবে যার হয় ।
 দুর্বিদায় ত্যজি করে সাধুপদাশ্রয় ॥

মায়ামোহ ঘুচে তাতে আত্মস্মৃতি হয় ।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে যেন স্বপ্ন নাহি রয় ॥

নাস্তিকদিগের আস্তিকতা ।

বিশেষধর গ্রামে যত নাস্তিক প্রবল ।
মঙ্গলা করিয়া তারা হয়ে এক দল ॥
তর্ক করি শাস্ত্র-মত করিয়া খণ্ডন ।
ধার্মিকের করে ধর্মকর্ম নিবারণ ॥
জয়দেবে পরাজয় করিতে বিচারে ।
সকলে মিলিয়া যায় কেন্দুলীনগরে ॥
গ্রামে গ্রামে যথা যত সেই মতে ছিল ।
বাইবার কালে সব সংগ্রহ করিল ॥
চন্দ্রালোকে জঁধা করি খতোত্তের গণ ।
নিজ প্রভা দেখাইতে করিছে গমন ॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈষ্ঠ কামার কুমার ।
সবে বলে আমি আগে করিব বিচার ॥
কেহ বলে পরস্পর সাহায্য করিবে ।
একেলা তাহার সহ কেহ না পারিবে ॥
কেহ বলে সাহায্যেতে কিবা প্রয়োজন ।
এক বাক্যে তাহারে করিব নির্বচন ॥
কেহ বলে সর্বজনে প্রভারণা করি ।
সিদ্ধত্ব জানায় মুখে বলে হরি হরি ॥
তর্ক করি আমি হরিবোল ছাড়াইব ।
পরাজয় করি তারে স্বমতে আনিব ॥
কেহ বলে সিদ্ধ সাধু বুঝিব কেমন ।
যদি পারে মোর প্রশ্ন করিতে খণ্ডন ॥
কেহ বলে চল তবে কথায় কি ফল ।
জানা যাবে যার যত আছে বিজ্ঞাবল ॥
এইরূপে দস্ত করি কহি নানা কথা ।
নদী পার হয়ে সবে উত্তরিল তথা ॥
ভীরে উঠি চারিদিক করে নিরীক্ষণ ।
বৃক্ষতলে দেখে বসি গ্যাসী অগণন ॥
জটাজুটধারী অঙ্গে বিভূতি মাখিয়া ।
ধুনি জ্বালি ব্যোম্ ব্যোম্ করিছে বসিয়া ॥
তার মধ্যে ভারতী গোসাঁই গ্যাসীবর ।
দেবভামণ্ডলে যেন দেব পুরন্দর ॥

তার কাছে গিয়া সবে প্রশ্ন করিল ।
আশীর্বাদ করি গ্যাসী বসিতে কহিল ॥
সর্বানন্দ ভারতী সর্বজ্ঞ মহাবল ।
দেখিয়া চিনিল এই নাস্তিকের দল ॥
তারা কহে যাব জয়দেব সন্নিধানে ।
আপনি কি জানেন আছেন কোনখানে ॥
গ্যাসী কহে তোমাদের জানি আগমন ।
বিচারের ভয়ে করিয়াছে পলায়ন ॥
ভণ্ড তপস্বীর কাছে যাইয়া কি হবে ।
গ্যাসী মাঝে প্রশ্ন কর শুনি কিছু হবে ॥
তোমরা পণ্ডিত শাস্ত্র সাধকের গণ ।
আমাদের আস্তিকতা করহ খণ্ডন ॥
এ দেহের আদি মধ্য অন্ত নাহি জানি ।
এত বুঝাইয়া সবে কর দিব্যজানী ॥
দেহতত্ত্ব কথা কিছু করহ বর্ণন ।
আপনিই আস্তিকতা হইবে খণ্ডন ॥
শুনিয়া নাস্তিকগণ নিকটে বসিয়া ।
কহিতে লাগিল কথা বিনয় করিয়া ॥
এক জন বক্তা হয়ে প্রশ্নোত্তর করে ।
অপরেরা উভয়ের দোষ গুণ ধরে ॥
প্রশ্নসিদ্ধি বলিয়া নাস্তিক গ্রন্থ আছে ।
সেই মতে কথা কহে ভারতীর কাছে ॥
করযোড় করি বলে শুনহ গোসাঁই ।
দৃশ্যবস্তু বিনা তত্ত্ব আর কিছু নাই ॥
নভরূপতত্ত্ব বায়ু শব্দের বিকার ।
অচল সচল ভেদে দুই ক্রিয়া তার ॥
বায়ুর সমষ্টি পরমাণুপুঞ্জাকার ।
স্বভাবে সৃষ্টাদি হয় এই তত্ত্ব সার ॥
স্বভাবের নিয়ামক সকলের ভর্তা ।
বিধের কলনকারী কাল মাত্র কর্তা ॥
গ্যাসী কহে সত্য ইহা শাস্ত্রের প্রমাণ ।
সৃষ্টি স্থিতি বাহাতে, তাহাতে সমাধান ॥
কিরণমালীর ভেজঃ কিরণ না জানে ।
ব্রহ্মোত্তে উপজি জীব ব্রহ্ম নাহি মানে ॥
কার্যময় স্বভাবের হইলে বিকৃতি ।
কর্তা বিনা কেবা তার পুনঃ করে স্থিতি ॥

কাল কণ্ঠ জীব মায়া স্বভাব-নিচয় ।
এ সকল নিতা কিস্তি সাধীন না হয় ॥
স্বভাবাদি সমভাবে সৰ্বদা না রয় ।
কল্প অশ্বে সৃষ্টিরূপে কালে হয় লয় ॥
কল্পারম্ভে নব রূপে করিয়া সৃজন ।
ভাগ্য অনুসারে জীব করিতে স্থাপন ॥
ফুল সুফল কারণের পরম কারণ ।
সমষ্টির ব্যষ্টিকরূপে আছে কোনো জন ॥
হরণ পূরণ আদি যাহা হৈতে হয় ।
তাহাকে কি হরি বলা যুক্তিযুক্ত নয় ॥
স্বভাব নিয়মরূপে ব্যাপ্ত জগন্ময় ।
কেবা তার নিয়ামক করেছ নিশ্চয় ॥
স্বভাব সবার মাতা মায়া যারে কয় ।
অহং বীজ প্রাণিতা, দেখ কেবা হয় ॥
নাস্তিকেরা ভারতীর ভারতী শুনিয়া ।
সৰ্বজ্ঞতা শক্তি দোষ বিস্ময় মনিয়া ॥
যথাসাধ্য চেষ্টা কৈল করিতে খণ্ডন ।
খণ্ডিতে না দিয়া দাসী করিল স্থাপন ॥
যার যথাসাধ্য সেবে করিয়া বিচার ।
নিরন্তর হয়ে শেষে মানে পরিহার ॥
দাসীর প্রভাবে হৈল চূর্ণ অহঙ্কার ।
মিহির কিরণে যেন মিহিকাক্ষকার ॥
লজ্জায় মলিন মুখ বাক্য নাহি সরে ।
সকলে সবার মুখ নিরীক্ষণ করে ॥
কেহ বলে কেন আর ভাব অকারণ ।
ভাগ্যে যাহা থাকে তাহা কে করে খণ্ডন ॥
কাঁচ ভেদি রৌদ্র যায় বায়ু তথা হারে ।
ভারতে ভারতী বিনা আর কে বা পারে ॥
যদি সবে এখানে হইলু পরাজয় ।
তবে আর জয়দেবে কে করিবে জয় ॥
দেশ ছাড়ি এত দূরে কৈলু আগমন ।
চল সবে যাই তাঁরে করি দরশন ॥
সবে মিলি ভারতীরে প্রণাম করিল ।
পবনয়ে গুণি করি পদধূলি নিল ॥
রেণু কুড়াইয়া মাখি বিদায় লইয়া ।
জয়দেব সন্নিধানে আইল চলিয়া ॥

নাট্যশালা মধ্যে গিয়া সকলে বসিল ।
মোহান্ত আছেন কোথা জিজ্ঞাসা করিল ॥
বহুদূর হৈতে করিয়াছি আগমন ।
স্বদেশে যাইব তাঁরে করি দরশন ॥
তাহা শুনি গদাধর সবারে লইয়া ।
যথা আছে জয়দেব দিল দেখাইয়া ॥
পূর্বভাগ্যবলে বিধি প্রসন্ন হইল ।
মুক্তির সোপানে লয়ে উঠাইয়া দিল ॥

নাস্তিকগণের ঐশ্বর্য্য দর্শন ।

তথা গিয়া অপরূপ হেরিল নয়নে ।
জয়দেব বসিয়াছে স্বর্ণসিংহাসনে ॥
পট্টাশ্রয় পরিধান মাণ্ড্যে বিভূষিত ।
চারিদিক সৌরভে হয়েছে আমোদিত ॥
যুবতীমণ্ডল মাঝে শোভে কবির ।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর ॥
বামে দেবী পদ্মাবতী জগতজননী ।
অঙ্গে পরিচ্ছদ যেন ঝলকে দামিনী ॥
অলঙ্কারে বিভূষিতা গলে পুষ্পমালা ।
নারায়ণ-বামে যেন শোভে সিদ্ধুবালা ॥
চৌয়টী সখীতে করে পরিচর্যা কার্য্য ।
ইচ্ছা অনুসারে সেবে নাহি তার ধার্য্য ॥
কত সখী করিতেছে চামর ব্যঞ্জন ।
কত সখী করিতেছে সৌগন্ধ অর্পণ ॥
কত সখী করিতেছে তাম্বুল প্রদান ।
যন্ত্র বাজাইয়া কত করিতেছে গান ॥
কত সখী গন্ধধূম করিছে অর্পণ ।
কত সখী করিতেছে পুষ্প বরিষণ ॥
হাস্ত পরিহাস রসে মগ্ন কত জন ।
কত সখী বসিয়া করিছে দরশন ॥
জয় জয় শব্দে কেহ করিছে শুবন ।
এইরূপে মহানন্দে মগ্ন সৰ্বজন ॥
দেখিতে দেখিতে পুনঃ হৈল অদর্শন ।
হেরিয়া সুবার মুখে না সরে বচন ॥
শূণ্যে যেন মায়াময় গন্ধর্বি আগার ।
হায়ি নহে পুনর্দর্শন হয় শূণ্যকার ॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া তারা ভাবে মনেমন ।
 বুঝিতে নারিল কিছু ইহার কারণ ॥
 পরক্ষণে জয়দেব করি আগমন ।
 সখ্যভাবে সবারে করিল সন্তাষণ ॥
 যত্ন করি লুয়ে গিয়া বাসায় রাখিল ।
 পরিচর্যা লাগি এক ভৃত্য নিয়োজিল ॥
 তবে সবে তুষ্ট হয়ে প্রসাদ পাইয়া ।
 জয়দেব সম্মিধানে মিলিল আসিয়া ॥
 দণ্ডবৎ হয়ে ভূমে পতিত হইয়া ।
 পদধূলি লৈল শিরে পদ পরশিয়া ॥
 দরশনে রজঃ তমঃ হইল বিনাশ ।
 সজ্জময় ভাবভক্তি হইল প্রকাশ ॥
 জানে বা অজ্ঞানে করে সাধু দরশন ।
 পাপ তাপ দূরে যায় শুদ্ধ হয় মন ॥
 সূর্য্যের কিরণে যেন হিমকণা নাশে ।
 সেইমত মোহমায়া সাধুর সকাশে ॥
 তুচ্ছবোধে যদি করে অমৃত ভোজন ।
 স্বাভাবিকী গুণ তার ফলে ভক্তকণ ॥
 পক আত্ম লাগি লোষ্ট্র মাঝে বক্ষোপরে ।
 আত্ম পায় বক্ষ তার দোষ নাহি ধরে ॥
 অজ্ঞজনকৃত দোষ বিজে নাহি লয় ।
 লইলে অজ্ঞানী জীব উদ্ধার না হয় ॥
 অতএব করি তারে শুভদৃষ্টিপাৎ ।
 জ্ঞানভক্তি জানাইয়া করে আত্মসাৎ ॥
 ভূষার উপরে যেন নীহার পড়িয়া ।
 তার স্বরূপত্ব পায় পরশ করিয়া ॥
 চিস্তামণি পরশিয়া যথা লৌহগণ ।
 স্বরূপ ত্যজিয়া হয় উজ্জ্বল কাঞ্চন ॥
 সেইরূপ পরশ করিয়া কবিরে ।
 নাস্তিকতা ভাব ছাড়ি ভক্তভাব ধরে ॥
 অহঙ্কার করি তর্ক করিতে আইল ।
 সাধুসঙ্গ প্রভাবেতে কৃতার্থ হইল ॥
 ভূমে লোটাইয়া পদে করি স্তুতি নতি ।
 বলে মোরা মহাপাপী অতি মন্দমতি ॥
 সাধারণ জানে করিয়াছি অপরাধ ।
 ক্ষমা করি নিজগুণে করহ প্রসাদ ॥

নাস্তিক হইয়া ভবে করি বিচরণ ।
 অহঙ্কারে নাহি মানি ব্রহ্মসনাতন ॥
 হরিভক্তগণেরে করিয়া উপহাস ।
 আপনা আপনি করিয়াছি সর্বনাশ ॥
 আপনারে বিজ্ঞ মানি ঘটেছে জড়াল ।
 বৃথা কায়ে হাওয়ায়েছি বহুমূল্য কাল ॥
 রিপুবশে ষড়রসে গৃধ্র হয় মন ।
 বিষয় গরলানলে জ্বলে সর্পিক্ষণ ॥
 দেশে দেশে অর্থ আশে করিয়া ভ্রমণ ।
 যাহা পাই তাহে করি রিপুর পোষণ ॥
 তবু তৃপ্তি কিম্বা শান্তি প্রাপ্তি না হইল ।
 নিজ বশে রাখি শেষে বিপাকে ফেলিল ॥
 সাধুসঙ্গ পরিহরি দেহের গুমান ॥
 বৃথা তর্ক করি সদা ভ্রমি স্থানে স্থানে ॥
 দর্পচূর্ণ করিয়াছে ভারতি গোসাঁই ।
 এবে বুঝলাম হরি বিনা গতি নাই ॥
 আপনার যোগৈশ্বর্য্য করি দরশন ।
 দত্ত পরিহরি শুদ্ধ হইয়াছে মন ॥
 কৃপা করি কর জ্ঞান-তরু আরোপণ ।
 যার ফল নিত্যানন্দ ব্রহ্মসনাতন ॥
 সর্বজ্ঞের শিরোমণি সর্বপুঙ্ক্তমান ।
 দয়া করি আমা সবে কর পরিজ্ঞান ॥
 ভক্তগণ মধ্যে রাখ দীক্ষা শিক্ষা দিয়া ।
 জীবন যাপন করি চরণ সেবিয়া ॥
 গুনিয়া তাঁহার মনে দয়া উপজিল ।
 সদয় হৃদয়ে সবে আশ্বাস করিল ॥

নাস্তিক ভক্তগণের শিক্ষা ।

জয়দেব বলে সবে স্থির কর মন ।
 চঞ্চল মানসে নহে ব্রহ্ম দরশন ॥
 চন্দ্রমা চঞ্চল যথা চঞ্চল সলিলে ।
 পূর্ণরূপ দেখা যায় স্থস্থির হইলে ॥
 দাম ঢাকা জলবাসী জলজন্তুগণ ।
 কভু না দেখিতে পায় সূর্য্যের কিরণ ॥
 অবিদ্যা মায়ায় ঢাকা বুদ্ধি প্রাণ মন ।
 থাকিলে কেমনে হবে ব্রহ্ম দরশন ॥

জয়দেব পদ্মাবতী ।

এব ঘুচাইতে সেই আবরণ ।
 তে হইবে কিছু ভজন সাধন ॥
 অতি মিষ্ট লাগে অধিক ক্ষুধায় ।
 খায় তৃপ্তি হয় মনে সুখ পায় ॥
 কেহ অগ্রভাগ হৈতে ইক্ষু খায় ।
 যত যায় তত মিষ্টরস পায় ॥
 রূপ শাস্তি পায় সাথে যেইজন ।
 দিয়া শুন কিছু তার প্রকরণ ॥
 শাস্ত্র অনুসারে স্বর্গ্যাচরণ ।
 বোধে স্থাবর জঙ্গম দরশন ॥
 র পবিত্র লাগি করি ভীর্থাটন ।
 চারী হয়ে কাল করিবে যাপন ॥
 ৭ অবৈদ্য থাকে জাতব্য বিষয় ।
 ৮ সংসারকার্য্য পরিত্যজ্য নয় ॥
 যৌন স্বজনগণে কছু না ত্যজিবে ।
 যীজনে সংশোধন করিয়া লইবে ॥
 ১ গুরু বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ সেবাদি করিবে ।
 বিতে হইয়া মরা সংসারে রহিবে ॥
 রূপে থাকি সদা করিলে ভজন ।
 ছ কি না আছে ব্রহ্ম দেখিবে তখন ॥
 যেন দেখিয়াছিল অগ্নরের গণে ।
 ধহীন হেতু সুখ না পাইল মনে ॥
 ১১ গ্রাম শীলা যদি রাখালেরা পায় ।
 ১২ নাহি করে তাতে কন্দুক খেলায় ॥
 ১৩ ধহীন চিত্তে যদি অতি ভক্তি হয় ।
 ১৪ না সে ভক্তি নিগুণাতে গণ্য নয় ॥
 ১৫ বস্তু তত্ত্ব কথা শুন নিরন্তর ।
 ১৬ জ্ঞান দূরে যাবে যুড়াবে অন্তর ॥
 ১৭ শুদ্ধ জ্ঞান হয় হৃদয়ে উদয় ।
 ১৮ রে বাহিরে ব্রহ্ম দেখিবে নিশ্চয় ॥
 ১৯ নয়্য সকলে মনে কৃতার্থ মানিয়া ।
 ২০ হৈতে লাগিল কিছু চরণে ধরিয়া ॥
 ২১ ন ক্রিয়া আমরা করিব আচরণ ।
 ২২ না শিক্ষা দিয়া কহ ভজন সাধন ॥
 ২৩ ন কৃপা করি তবে কহে কবির ।
 ২৪ মাদেব দীক্ষা গুরু হবে গদাধর ॥

কায়মনোবাক্যে তাঁর চরণ সেবিবে ।
 দীক্ষা শিক্ষা দিয়া তবে কৃতার্থ করিবে ॥
 আশি এথা নাহি রব যাব বন্দাবন ।
 গদাধর সবাকার করিবে পালন ॥
 যে আজ্ঞা বলিয়া তবে স্বীকার করিল ।
 দীক্ষা লয়ে গদাধরে দেহ সমর্পিল ॥
 তদন্তর কবি কহে শুন বংশগণ ।
 নব অঙ্গ ভক্তি নিত্য করিবে যাজন ॥
 বেদবাক্য লজ্জি কোনো কার্য্য না করিবে ।
 একাদশী দিনে কছু অন্ন না খাইবে ॥
 অন্নকে আশ্রয় করি থাকে পাপচর ।
 ত্যাগ না করিলে হয় ধর্ম্ম অপচর ॥
 ভোজন করিলে হয় পাপের সঞ্চয় ।
 উপবাসে পাপক্ষয় চিত্ত শুদ্ধ হয় ॥

একাদশী তত্ত্ব নিরূপণ ।

শুনি তারা কহে আছে বিষম সংশয় ।
 একাদশী ব্রত কেন ছুই মতে হয় ॥
 পূর্বদিনে একাদশী করি পরিত্যাগ ।
 দ্বাদশীতে উপবাস এ কোন বিরাগ ॥
 ছুই দলে ব্রত করে শাস্ত্র অনুসারে ।
 পরস্পর সামঞ্জস্য না হয় বিচারে ॥
 এরূপ ব্যবস্থা কেন দেয় শাস্ত্রকার ।
 শাস্ত্র অনুসারে যজ্ঞ দোষ দিব কারি ॥
 জয়দেব বলে তার শুন বিবরণ ।
 সাধু আর সংসারীর বিভিন্ন লক্ষণ ॥
 বিচার বিহীন আর বিচারে প্রবীণ ।
 বিচারজ্ঞ যারা তারা ধরে শেষ দিন ॥
 যতপি দশমী সহ বেধ নাহি রয় ।
 তাহা হইলে উপবাস এক মতে হয় ॥
 নতুবা তিথির মায়া দূরে পরিহরি ।
 দ্বাদশীতে ব্রত করি ভজিবে ত্রীহরি ॥
 পূর্ব বিধি হৈতে পর বিধি বলবান ।
 বহু শাস্ত্রে আছে বহু তাহার প্রমাণ ॥
 অগ্রে হয় যথা শব্দ শেষে হয় তথা ।
 বিপরীত ভাবে নাহি হয় তথা যথা ॥

প্রথমেই সাধারণ বিশিষ্টই শেষ ।
 সাধারণ প্রথমে হয় শেষেতে বিশেষ ॥
 সংযোগে অধম হয় সংযোগে উত্তম ।
 একাদশী দুই মতে সেইরূপ ক্রম ॥
 তিন তিথি যদি মিলে এক রাত্রি দিনে ।
 ত্র্যহম্পর্শ বলিয়া পণ্ডিতগণে গণে ॥
 শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া হইলে দুই বার ।
 নষ্ট তিথি হয় মলমাস নাম তার ॥
 যাগ যজ্ঞ শুভকর্ম তাহাতে নিষেধ ।
 কেন হয় বিচার করহ জ্যোতির্বেদ ॥
 সেইরূপ ত্যজি দোষযুক্ত একাদশী ।
 দ্বাদশীতে সুপ্রশস্ত কহে যত ঋষি ॥
 উষাকালে যতপি দশমী তিথি রয় ।
 দোষগ্রস্ত একাদশী ত্রত নাহি হয় ॥
 তিথিদ্বয় উষাকাল কৈলে পরশন ।
 ত্রষ্ট তিথি হয় দুক্ষে গোমূত্র বেমন ॥
 চারিদণ্ড শেষ নিশা অরুণ উদয় ।
 এ ত্র্যক্ষ মুহূর্তকাল নূতন সময় ॥
 সত্যযুগ অধিষ্ঠান কহে ঋষিগণ ।
 জ্ঞান দান ধ্যান জপ নামসঙ্কীর্তন ॥
 চতুর্গুণ ফল পায় কৈলে আচরণ ।
 সত্বগুণ বৃদ্ধি হয় যুড়ায় জীবন ॥
 কুমুদ মুদিতা হয় প্রফুল্লা নলিনী ।
 ব্রহ্মোপরে মধুস্বরে পক্ষী করে ধ্বনি ॥
 সমাগম শূণ্য পথ দৃশ্য মনোহর ।
 বিচরণ করি হয় প্রফুল্ল অন্তর ॥
 আকাশের নব ভাব নব সমীরণ ।
 আক্কার বিদারি উঠে নবীন তপন ॥
 সেই চারিদণ্ড কাল নিশান্ত সময় ।
 সূর্যোদয় হইয়াছে দৃশ্য নাহি হয় ॥
 সূর্য্য সহ সে কালের সন্ধি সুনিশ্চয় ।
 অতএব পরদিন মধ্য গণ্য হয় ॥
 সে কালে দশমী সহ বেধ যদি হয় ।
 অরুণ উদয়বৃদ্ধা শাক্তে তারে কয় ॥
 সূর্য্য প্রকাশের পূর্বে অরুণ উদয় ।
 চারিদণ্ড হেতু চতুর্বিধ বেধ হয় ॥

বেধযুক্ত একাদশী করিয়া বর্জন ।
 দ্বাদশী সংযুক্ত দিন করিবে গ্রহণ ॥
 হইলে ছাপ্পায় বৃদ্ধি করিবে বর্জন ।
 অষ্ট মহা দ্বাদশাদি করিবে গ্রহণ ॥
 উদয়াস্ত ব্যাপি যদি তিথি ঋক্ষ রয় ।
 মহা দ্বাদশীর ত্রত তবে তাতে হয় ॥
 একাদশী পরিহরি দ্বাদশী লইবে ।
 উভয় দিনের ত্রত সম্পন্ন হইবে ॥
 তিথির সংযোগে চারি, ঋক্ষে হয় চারি ।
 চারিযুগ চলিতেছে এ মাহাত্ম্য ভারি ॥
 অষ্ট মহা দ্বাদশীর আশুস্ত বর্ণন ।
 ত্রতমালা পদ্ধতিতে আছে বিবরণ ॥
 উন্মিলনী ব্যঞ্জলী প্রভৃতি যে দ্বাদশী ।
 ত্রত কৈলে ভয়ভূত হয় পাপরাশি ॥
 উভয়োর্দেবতা হরি ফলাধিক্য তায় ।
 বিধি লোপ নাহি হয় হরির আজায় ॥
 একাদশী দ্বাদশীতে গ্রহণা সংযোগ ।
 ত্রৈষ্ঠ একাদশী ইহা বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ ॥
 স্বামীর অভাবে কিস্বা ঔষধ ধারণে ।
 একাদশী ত্রত বলি শাক্তে নাহি গণে ॥
 তিথি মাত্র লয় তারা বিচার না লয় ।
 বিচার করিলে পূর্বদিনে নাহি হয় ॥
 হরির নিমিত্ত নহে না করিলে নয় ।
 ভাবান্তর হেতু শাক্তে দুই মত কয় ॥
 কেন হয় সে বিচার করিতে না জানি ।
 বেদ পুরাণেতে যাহা কহে তাহা মানি ॥
 অতএব একাদশী ত্রীরামনবমী ।
 ত্রীনৃসিংহ-চতুর্দশী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ॥
 ত্রীরামা অষ্টমী আদি ত্রত সমুদয় ।
 রাম দোল ঝুলনাদি এই মতে হয় ॥
 দিবসে পূর্ণিমা পায় নিশায় না রয় ।
 পূর্ণিমা বাসরকৃত্য সেইদিনে হয় ॥
 অখণ্ডমণ্ডল চন্দ্র যে দিনে উদয় ।
 সেইদিনে রামাদি পূর্ণিমা-ক্রিয়া হয় ॥
 নাস্তিকেয়া কহে প্রভু করি নিবেদন ।
 সামঞ্জস্য কেন নাহি করে বিজ্ঞগণ ॥

জয়দেব বলে কেবা শুনে কার কথা ।
 অবিজ্ঞের নাহি হয় মতের অণুখা ॥
 সকলেই জানে আমি আছি সোজা পথে ।
 শত দোষ দেখালে না যায় অণু মতে ॥
 সত্ব রজঃ তামস ত্রিকাণ্ড হয় বেদ ।
 পাত্র ভেদে তিন রূপ হয় মতভেদ ॥
 বেদের অনেক শাখা তারে শাস্ত্র কয় ।
 প্রবৃতি যাহাতে যার তাহা বাছি লয় ॥
 দেবতা অমুর আর রাক্ষসী আচার ।
 প্রকৃতির তারতম্য ত্রিবিধ প্রকার ॥
 সেই অনুসারে কার্য্য সবাকার হয় ।
 সেই মতে শাস্ত্র পাইলে তার বাক্য লয় ॥
 সে সবার পরিণামে মঙ্গল কারণ ।
 মত ভেদে শাস্ত্রে করে ধর্ম্ম নিরূপণ ॥
 ছাগাদি বলির প্রথা তন্ত্রে যাহা বলে ।
 বেদের বিরুদ্ধ মত সর্ব্বত্র না চলে ॥
 অণ্ডের কাটিয়া মাথা আপন মঙ্গল ।
 হইতে না পারে শেষে ফলে মন্দ ফল ॥
 অহিংসা পরম-ধর্ম্ম কহে মুনিগণ ।
 হিংসা-ধর্ম্মে বিষমুত একত্রে মিলন ॥
 তামসিক ধর্ম্ম ইহা ধার্ম্মিকেরা কয় ।
 পরমার্থ সাধকেরা তাহা নাহি লয় ॥
 দেহগত ধর্মাভাষ আজগত নয় ।
 কিঙ্ক ইহা না রাখিলে ধর্ম্মত্যাগী হয় ॥
 প্রবৃতি নিবৃতি শাস্ত্র দুই রূপ হয় ।
 প্রবৃতি অজ্ঞের লাগি বিজ্ঞে নাহি লয় ॥
 ধর্ম্মবোধে সেই কার্য্য করিলে যাজন ।
 ধর্ম্মে মতি হবে ক্রমে বুঝিবে যখন ॥
 দেহমুখ লাগি করে ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ।
 সেই পুণ্যফলে ক্রমে হয় জ্ঞানবান ॥
 কেহ বলে হিন্দুশাস্ত্রে মিল দেখি নাই ।
 বিচার করিলে মিল সর্ব্বত্রই পাই ॥
 বেদাগম বিনিবাক্য শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করে ।
 চঞ্জিকা জানায় যথা পূর্ণ শশমরে ॥
 এইরূপে মতদ্বৈদ করিয়া খণ্ডন ।
 এক মতে একাদেশী করিল স্থাপন ॥

তাহাদিগে বিধিমতে বহু শিক্ষা দিল ।
 হরিভক্ত করি ভক্ত সমাজে রাখিল ॥
 ভক্ত সঙ্গে করে সদা শ্রবণ কীর্ত্তন ।
 দাস্ত্যভাবে সেবাকার্য্য করে অনুক্ষণ ॥
 মধ্যে মধ্যে নিজ গৃহে সবে চলি যায় ।
 রহিতে না পারে পুনঃ আইসে তথায় ॥
 আত্মীয় স্বজনগণে করি আনয়ন ।
 জয়দেব চরণে করিল সমর্পণ ॥
 সাধু পদাশ্রয় করি আনন্দে রহিল ।
 বলিয়া নাস্তিক-ভক্ত আখ্যান হইল ॥

সন্ন্যাসীগণের সহিত নাস্তিক- ভক্তদিগের কলহ ।

ভারতী গোমাই আদি সন্ন্যাসী সকলে
 অমায়্য জেহ করে নাস্তিকের দলে ॥
 এক দিন বসি সবে সন্ন্যাসীমণ্ডলে ।
 কত কথা হইতেছে পরিহাস ছলে ॥
 কথার স্মৃতিষ্টরস হয় উৎপাদন ।
 কথার বিবাদ হয় কথার ভঞ্জন ॥
 সন্ন্যাসীরা বলে ভাই নাস্তিকের গণ ।
 আমাদের আস্তিকতা করহ খণ্ডন ॥
 যদি নাহি পার তবে সবারে মারিয়া ।
 অজয় নদীর জলে দিব ফেলাইয়া ॥
 কি করিবে জয়দেব কেবা তারে মানে ।
 সন্ন্যাসীগণের তেজঃ ভালমতে জানে ॥
 তারা বলে ছাইমাথা সন্ন্যাসীর গণ ।
 কেবল করিতে জ্ঞান প্রসাদ ভোজন ॥
 জটাজুট ভস্মমাথা শিবের মতন ।
 এথা কেন কালীধামে করহ গমন ॥
 ধূনি ফেলি সত্বরে করহ পলায়ন ।
 নাস্তিকের হাতে কেন হারাবে জীবন ॥
 জয়দেব অমায়িক সাধু মহাজন ।
 না জানিয়া স্তূত প্রেত করিছে পোষণ ॥
 বন্ধ যাতে হয় চেষ্টা করি অতঃপর ।
 কল্য এথা থাকিলে লাগিবে রাজকর ॥

কৌপিন সখল মাত্র আর কিছু নাই ।
তাহা লয়ে কিবা হবে ভাবিতেছি তাই ॥
কমুগলু বেচিলে বা কত মূল্য হবে ।
পরশ না করে লোকে কেবা তাহা লবে ॥
সন্ন্যাসীরা বলে দেখি বিষম বড়াই ।
এথা আসি রাজা হয়ে বসেছ সবাই ॥
সন্ন্যাসীগণের কাছে লবে রাজকর ।
আইস নদীর জলে ধোত করি কর ॥
উপযুক্ত রাজকর দিয়া সবাকারে ।
কলহ মিটাব আজি ধুনির প্রহারে ॥
সহসা পড়িলে সন্ন্যাসীর কোপানলে ।
ভয় হয়ে উড়ে যাবে আকাশমণ্ডলে ॥
দিনকত বাঁচিতে বাসনা যদি হয় ।
দাস্তাবে কর সন্ন্যাসীর পদাশ্রয় ॥
গললগ্নীকৃত বাসে বিনীত হইয়া ।
ক্ষমা চাহ সবাকার চরণে ধরিয়া ॥
যত্র জীব তত্র শিব রূপে নারায়ণ ।
শিবময় চরাচর দেখে জ্ঞানীগণ ॥
শিবনেত্র হয়ে যদি কর দরশন ।
দেখিতে পাইবে শিবময় ত্রিভুবন ॥
নিগুণ শিবের নাম ব্রহ্মসনাতন ।
সগুণ মুরতি তাঁর সংহার কারণ ॥
শিব বিষণ্ণ ভেদ কৈলে মহাপাপ হয় ।
পাপী যারা পাপে তারা নাহি করে ভয় ॥
নাস্তিক ভক্তেরা বলে একিরে বালাই ।
যার যাহা মুখে আসে সেই বলে তাই ॥
কোথা ছিল হেন ভক্তপন্থীর গণ ।
কে আনিল সবারে করিতে জ্বালাতন ॥
কল্লাবধি বৃষ্টিধারা হইলে পতন ।
লবণাক্ত সিঞ্চুজল না হয় শোধন ॥
হরি ভজা ভান মাত্র গায়ে মাখা ছাই ।
ষড়রিপু মধ্যে তো কোনোটাই কম নাই ॥
স্বদেশে খাটিত ক্ষেত্রে কোদালি লইয়া ।
হাতে কড়া পড়িয়াছে লাগল ধরিয়া ॥
কৃষিকার্য্য করিয়াও পেট না ভরিত ।
নিশাকালে তবে মিলি ডাকাতি করিত ॥

রাজভয়ে এ দেশে এসেছে পলাইয়া ।
প্রচলন ভাবেতে আছে সন্ন্যাসী সাজিয়া ॥
এক লক্ষ্য ভাবে বসি করিয়া সন্ধান ।
এ দেশ লুটিয়া দেশে করিরে প্রস্থান ॥
সন্ন্যাসীরা বলে ওহে নাস্তিকের গণ ।
সন্ন্যাসীর করিতেছ দোষ অশেষণ ॥
বুঝিয়াছি বিত্তা বুদ্ধি তোমা সবাকার ।
চোরেরাই চোর দেখে সকল সংসার ॥
নির্জন হইলে ধনী তমঃ বাড়ে ভায় ।
পাষণ্ডী হইলে সাধু স্বভাব না যায় ॥
কালোর কালিমা বর্ণ না হয় ধুওন ।
অণু রং মাখাইলে থাকে কতক্ষণ ॥
না বুঝিয়া হস্তক্ষেপ কৈল কবিবর ।
গাধা পিটে ঘোড়া করা বড়ই দুষ্কর ॥
গ্রামসিংহ নিজ প্রভু না হ চায় ।
অণু জনে উচ্চঃসবে দংশিবারে যায় ॥
বচনে করিতে বাধ্য সাধ্য আছে কার ।
যষ্টির আঘাত বিনা নাহি প্রতিকার ॥
মসক যেমন তাড়াইলে নাহি যায় ।
পুনঃ পুনঃ অঙ্গে বসি রক্ত শুষি খায় ॥
সেইমত দেখি তোমাদের ব্যবহার ।
একেক চপটাঘাতে করিব সংহার ॥
বিষধর সর্পে যদি নিত্য দুষ্ক খায় ।
উগ্রতা স্বভাব হয় বিষ বাড়ি যায় ॥
বনের বানরে যদি হাতে খোস্তা পায় ।
নিরন্তর চারিদিক খুদিয়া বেড়ায় ॥
যা হবার হইয়াছে উপায় তো নাই ।
বেঁধে টং বসি রং দেখহ সবাই ॥
শুনিয়া নাস্তিকভক্ত ক্রোধে উঠে জলে ।
বলে আজি মারিতাম সন্ন্যাসী না হ'লে ॥
রক্তপায়ী কীট সম দেখি ব্যবহার ।
তাড়াইলে নাহি যায় দংশে বারবার ॥
বনে কাটাইল কাল বচনপশু সনে ।
সেই গুণ ধরিয়াছে না ম'নে সজ্জনে ॥
নৃগরে এসেছে তবে পেটের জ্বালায় ।
মুখে বাসা কটুভাষা মণ্ডপের প্রায় ॥

উপরে কৈরীগী মহা বিরক্ত উপাসী ।
 জীব দেখে বোধ হয় দ্বিতীয় বাস্তবী ॥
 যথা তথা থাকে করে ভূতের আচার ।
 যাহা পায় তাহা খায় না করে বিচার ॥
 কভু কুণ্ডে কভু কুণ্ডে বিষয়ীর প্রায় ।
 তথাপি ধার্মিক বলি সবারে জানায় ॥
 বিনয় দাক্ষিণ্য দয়া লেশ মাত্র নাই ।
 দোষ বিনা গুণ কিছু দেখিতে না পাই ॥
 কলিযুগে সাধু সাজে ইতরেরা যত ।
 হরিকথা নাহি মুখে গুণগোলে রত ॥
 যদি নাহি মানে কথা আসা সবাঁকার ।
 নাম অস্ত্রে অক্ষ করি দেখাব আঁকার ॥
 গ্রন্থকার কহে আর, সম্ভব কি হেন ।
 দিব্যচক্ষু হয় নামে অক্ষ হবে কেন ॥
 বিষয় ব্যাপার দেখি অণু যত জন ।
 ভয়ে ভারতীর স্থানে কৈল নিবেদন ॥
 তাহা শুনি সর্বানন্দ ভারতী আসিয়া ।
 কলহ মিটায়ে দিল হাসিয়া হাসিয়া ॥
 অক্রোধ পরমানন্দ যত ভক্তগণ ।
 ভাবান্তরে করে নব রস আশ্বাদন ॥
 কভু বলি করে সবে বেদান্ত শ্রবণ ।
 কভু করে হরিকথারস আশ্বাদন ॥

কভু হাস্য পরিহাস রঙ্গরসে রত ।
 কভু বা কলহ করে সংসারীর মত ॥
 কভু প্রেমানন্দে মাতি করে সঙ্গীর্জন ।
 নয়নে গলিত ধারা গদগদ বচন ॥
 পরস্পর গলা ধরি কান্দে উভরায় ।
 পরস্পর পদধূলি লইবারে যায় ॥
 এক প্রাণ এক দেহ একই আচার ।
 এক প্রভু ভজে এক আশ্বাদ সবার ॥
 এক পথে চলে সবে এক ব্যবহার ।
 পরিণামে এক গতি হয় সবাঁকার ॥
 অতএব ভক্তের চরিত্র বোঝা ভার ।
 আন্ধারে থাকিয়া করে আলোকে বিহার ॥
 ভক্ত বিনা কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর ।
 ভক্ত আর ভগবান মাত্র ভিন্নাকার ॥
 ভক্তরূপে ভগবান বিধে অবতার ।
 হেন ভক্ত পাদপদো কোটি নমস্কার ॥
 চৈতন্যের দাস গদাধর পরিবার ।
 নয়নানন্দের শাখা পরিচয় সার ॥
 গোঁসাই শ্রীকাশীনাথে হৃদে করি ধ্যান ।
 রচিল অধরটান জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের ষোড়শোধ্য বিলাস বর্ণন অষ্টাদশ সোপান ।

উনবিংশতি সোপান ।

সাধুগণের আগমন ও যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা ।

মথুরায়ঃ বসিস্থ্যামি যাস্থ্যামি মথুরাং যয়া ।

ইতি বাক্যং বদেৎ য়েপি তেহপি বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥

জয় পদ্মাবতীপতি কেন্দুলীরতন ।
 জয় হরিহাস আদি যত ভক্তগণ ।
 বৃন্দাবন যাবে কবি জানি গ্ৰাসীগণ ।
 যথা যত ছিল তথা কৈল আগমন ॥
 অসংখ্য সন্ন্যাসী ঋষি নাম লব কত ।
 সবে আসি হৈল জয়দেব অনুগত ॥

তার মাঝে নানাবিধ উপাসক আছে ।
 সকলে যুড়ায় আসি জয়দেব কাছে ॥
 অথোর নানক-পন্থি অলেক কবির ।
 সাঁই দরবেশ আদি সাধক ফকির ॥
 জয়দেবের জয় বলি আইসে তাঁর ঘারে ।
 জয়দেব প্রাণ সম দেখে সে সবারে ॥

সমাদর করি রাখে যোগ্যস্থান দিয়া ।
 পরিচর্যা লাগি দেয় ভূত্য নিয়োজিয়া ॥
 যাহার যেমন ভাব উপাসনা যথা ।
 সেই ভাবে তার সহ কহে ইষ্টকথা ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা কিছু বুঝা নাহি যায় ।
 চতুর্দিক হৈতে ক্রমে আইসে তথায় ॥
 জটাধারী উলঙ্গ সম্যাসী কতশত ।
 পর্বত কানন হইতে হৈল সমাগত ॥
 বাণপ্রস্বী ব্রহ্মচারী দণ্ডী অগণন ।
 উত্তম মধ্যম যত গৃহীসাধুগণ ॥
 ভৈরবী বৈষ্ণবী সৌরী নারী-সাধু যত ।
 দেব দেবী উপাসক আইসে কতশত ॥
 যার যেই যোগ্যস্থান সবে দেখি লয় ।
 কতশত আইসে তার সংখ্যা নাহি হয় ॥
 চতুর্দিকে হরিধ্বনি মহা কলরব ।
 দিবা নিশি হইতেছে মহা মহোৎসব ॥
 তাহা হেরি যুক্তি করি সম্যাসী সকলে ।
 ব্রহ্মযজ্ঞ লাগি তবে জয়দেবে বলে ॥
 কৃপা করি অনুমতি দেহ কবির ।
 যজ্ঞাহুতি দিয়া আরাধিব যজ্ঞেশ্বর ॥
 আসিয়াছে সাধু এথা অনেক প্রকার ।
 ব্রহ্মযজ্ঞে সধাকার আছে অধিকার ॥
 সবার সম্মত ইহা উপাশ্রয় সবার ।
 সর্ব সাধকের হবে আনন্দ অপার ॥
 তাহা শুনি জয়দেব অনুমতি দিল ।
 কুণ্ড করি অগ্নি জ্বালি যজ্ঞ আরম্ভিল ॥
 বিধিযুক্ত প্রতীষ্টাদি করি বৈশ্বানরে ।
 শত শত উপচার দিয়া পূজা করে ॥
 আতপতপুল যব পুষ্প বিস্বদল ।
 তিল মুদগ মিষ্টান্নাদি নানাবিধ ফল ॥
 বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সকলে ।
 অঞ্জলি অঞ্জলি তুলি দেয় কুতুহলে ॥
 ধূপ ধূনা কর্পূর চন্দন চুয়া লয়ে ।
 অগ্নির শিখায় ফেলে মহা হুঁষ্ট হয়ে ॥
 চতুর্দিকে বেড়ি যত সাধকের গণ ।
 উঠেঃস্বরে বলে কোথা ব্রহ্মসনাতন ॥

জগন্নাথ যজ্ঞেশ্বর জগত্তজীবন ।
 ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কর করিয়া ভোজন ॥
 এত বলি তুলসী কুম্ভ লয়ে করে ।
 রূপ চিত্তা করি দেয় অগ্নির উপরে ॥
 যত মধু চিনি ঢালে কলসী কলসী ।
 উঠিল অগ্নির শিখা গগন পরশি ॥
 কত লোকে দেয় তাতে চন্দনের কাঠ ।
 কত লোকে চারিদিকে করে বেদ পাঠ ॥
 কর্পূর বাসিত জল আনি কত জন ।
 জলংপিব, বলি করে শিখায় সিঞ্চন ॥
 কেহ প্রদক্ষিণ করে কেহ করে গান ।
 কেহ মন্ত্র জপ করে কেহ করে ধ্যান ॥
 কেহ স্তুতিনতি করে যুড়ি ছুই কর ।
 কেহ হরিধ্বনি দিয়া ফিরে নিরন্তর ॥
 প্রাতঃকাল হৈতে রাত্রি দশদণ্ডাবধি ।
 আহুতি প্রদান করিতেছে নিরবধি ॥
 মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়ে করে সঙ্কীর্্তন ।
 কত লোকে গায় আর নাচে কত জন ॥
 কত লোকে মিষ্টান্নাদি নানা দ্রব্য আনে ।
 কত লোকে খায় বসি মহানন্দ মনে ॥
 প্রসাদান্ন হস্তে লয়ে ফিরে কত জন ।
 স্বজাতি সাধুর করে বদনে অর্পণ ॥
 পরস্পর পদধূলি করিয়া গ্রহণ ।
 প্রেমানন্দে হরি বলি ডাকে সর্বজন ॥
 কত লোকে বলে ধন্য ধন্য কবির ।
 এমন না হবে আর ভারত ভিতর ॥
 এইরূপে মহানন্দে আছে সর্বজন ।
 দেখিতে আইল সিদ্ধ গন্ধর্ব চারণ ॥
 নরবেশে দেবগণ আসিয়া মিলিল ।
 আনন্দ-সাগরে সবে ডুবিয়া রহিল ॥
 চিত্তবৃত্ত স্নিগ্ধ হইল সবার ।
 দৈতবুদ্ধি গেল সব দেখে একাকার ॥
 সচ্চিত্র আনন্দময় রসের আধার ।
 অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হৈল সবাধার ॥
 দেখিতে আইল যত দেশবাসীগণ ।
 আনন্দ দেখিয়া হৈল আনন্দে মগন ॥

অন্য বাক্য আর কারো মুখে নাহি সরে ।
এককালে সবে মিলি হরিধ্বনি করে ॥
গাঙ্গীগণ ভক্তগণ অন্য জন যত ।
সবাকার হৈল যজ্ঞে পূর্ণ মনোরথ ॥
কৃষ্ণা প্রতিপদে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ।
পূর্ণিমায় সমাপিল পূর্ণাহুতি দিয়া ॥
তবে সবে সনাতনে করিয়া বন্দন ।
যজ্ঞ শেষ তিলকাদি করিল গ্রহণ ॥
হরিধ্বনি দিয়া করি প্রসাদ ভোজন ।
নিজ নিজ বাসস্থানে করিল গমন ॥
একত্রে মিলিয়া সর্ব উপাসকগণ ।
হাতে তালি দিয়া করে নামসঙ্কীৰ্ত্তন ॥

তথাহি পদং—

গৌরীশঙ্কর সীতারাম, লক্ষ্মীকান্ত রাধা-
শ্যাম, জগন্নাথ জগতজীবন ।
গণেশ দিনেশ গুরু, ভক্ত ভক্তি-করতরু,
কালী গঙ্গা হরিনারায়ণ ॥
দামোদর বিশ্বস্তর, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর,
পরমাত্মা পরম কারণ ।
নরঞ্জন নিরাময়, সচ্চিদ্র আনন্দময়,
মহাধীশ ব্রহ্মসনাতন ॥

দোললীলা বিবরণ ।

আগামী পূর্ণিমা দিনে দোলযাত্রা জন্ম ।
উদ্যোগী হইল লোক নাহি তার গণ্য ॥
নানাদ্রব্য আয়োজন করে সর্বজন ।
প্রস্তুত করিল যাহা যাহা প্রয়োজন ॥
দ্বিতীয়া হইতে এক মাস মহোৎসব ।
নানাবিধ বাস্ত করে বাস্তকর সব ॥
ঢাক ঢোল জগবান্স তুরী ভেরী বাজে ।
গায়কেতে গান করে নর্তকেতে নাচে ॥
নিত্য নব নব লীলা হইতে লাগিল ।
নববেশে নওলকিশোরে সাজাইল ॥
যেক্রমে যে লীলা বন্দাবনে হয়েছিল ।
সেই বেশে সেই ভাবে সে লীলা করিল ॥

নৌকাখণ্ড দানখণ্ড কালীয় দমন ।
জলকেলি কুঞ্জলীলা পর্বত ধারণ ॥
মানলীলা গোপীগোষ্ঠ পুলিন-ভোজন ।
গো দোহন গোচারণ ব্রহ্মসংমোহন ॥
রাইরাজা গোষ্ঠলীলা সুবল মিলন ।
অষ্ট সখী কুঞ্জে অষ্ট প্রকার দর্শন ॥
চবিশ কাননে লীলা অশেষ প্রকার ।
প্রতি দিনে এক এক লীলা চমৎকার ॥
শুরু পক্ষ ত্রয়োদশী অবধি হইল ।
চতুর্দশী দিনে বনে টাঁচর করিল ॥
নিশাকালে চতুর্দোলে লইয়া যুগলে ।
আলো জ্বালি বাস্ত বাজাইয়া সুখে চলে ॥
নাচিয়া গাইয়া সবে ভ্রমিয়া নগর ।
প্রবেশ করিল গিয়া বনের ভিতর ॥
বেদীর উপরে মাধবেরে বসাইয়া ।
দোললীলা ভাবে সুখে কীৰ্ত্তন করিয়া ॥
সম্মিটে মেড়াশুরে করিয়া স্থাপন ।
পূজা অস্ত্রে বিধিগতে করিল দাহন ॥
যথোচিত অগ্নিকাণ্ড করি সর্বজন ।
যুদক্ষ মন্দিরা লয়ে করিল কীৰ্ত্তন ॥
শিক্ষাদাতা গঙ্গাহরি-পুত্র পরাশর ।
জয়দেব-প্রিয়বন্ধু গায়কপ্রবর ॥
মাধবেরে নানাদ্রব্য করি নিবেদন ।
প্রসাদ লইয়া তথা করিয়া ভোজন ॥
সুমধুর দোললীলা গাইতে গাইতে ।
নিশি শেষে আইল পুনঃ হরিমন্দিরেতে ॥
পরে রাধামাধবে বসায় সিংহাসনে ।
দেবদোল আরম্ভ করিল দ্বিজগণে ॥
দোললীলা পদাবলী ভক্তগণে গায় ।
চারিদিকে সর্বজনে আবির উড়ায় ॥
হলু হলু জয়ধ্বনি দেয় নারীগণ ।
সুহাস সহস্র লোকে করে দর্শন ॥
হরি হরি মহাধ্বনি গগণে উঠিল ।
দেবদোল অস্ত্রে সবে কীৰ্ত্তন রাখিল ॥
পরস্পর শিরে করি আবির অর্পণ ।
মহানন্দে নিজস্থানে করিল গমন ॥

মধ্যাহ্ন সময়ে পুনঃ বাহির দেওয়ানে ।
সাজাইয়া শ্রীরাধামাধবে ভক্তগণে ॥
সিংহাসনে বসাইয়া গন্ধমাল্য দিয়া ।
আবির উড়ায় মুখচন্দ্র নিরখিয়া ॥
কস্তুরি কুঙ্কুম আর পিচকারি জলে ।
পরম্পর অভিষিক্ত হইল সকলে ॥
রাশি রাশি পুষ্প আনি করে বরিষণ ।
ধূপাদি নৌগন্ধ জ্বল্য করে সমর্পণ ॥
রাধামাধবের মুখ করি নিরীক্ষণ ।
হিন্দোলার রজ্জু ধরি টানে নারায়ণ ॥
হেরিয়া যুগলরূপ হৈল বিমোহিত ।
হস্ত হৈতে দোলা-রজ্জু হইল স্থলিত ॥
ভাবাবেশে হাত নাড়ে কিছু না জানিল ।
দোলা বন্ধ হৈলে শেষে সম্বিত পাইল ॥
প্রেমে গদগদ চিত্তে আবিষ্ট রহিল ।
অশ্রু জমে দোলা-রজ্জু টানিতে লাগিল ॥
ক্রমে ক্রমে এইরূপ হইল সবার ।
দেখিয়া সকলে মনে মনে চমৎকার ॥
আবিরে অরুণ হৈল মাধব অঙ্গণ ।
আবিরে অরুণ হৈল বৃক্ষ লতাগণ ॥
আবিরে অরুণ হৈল উভয় মন্দির ।
আবিরে অরুণ হৈল অজয়ের তীর ॥
আবিরে অরুণ হয়ে সম্যাসী সকল ।
বালকের গায় হৈল স্বভাব চঞ্চল ॥
আবিরে অরুণ হয়ে সীমন্তিনীগণ ।
দোললীলা গান করে ভাবাবিষ্ট মন ॥
বালক বালিকাগণ আবিরে রঞ্জিয়া ।
মাধব অঙ্গণে বুলে গড়াগড়ি দিয়া ॥
চতুর্দিক হৈতে আসি গ্রামবাগীগণ ।
মহানন্দে দোললীলা করে দরশন ॥
নানাদ্রব্য জেয় করে যার যাহা মন ।
কত আইসে কত যায় কে করে গণন ॥
পঞ্চদিনে দোলযাত্রা সমাপ্ত হইল ।
মহানন্দে নিজ স্থানে সকলে চলিল ॥
শ্রীরাধামাধব হরি গোপিকা বহুভ ।
ভক্তের সুলভ গদা অস্ত্রের দুর্লভ ॥

ভক্তহীনে নাহি চিনে ব্রহ্ম পুরাংপর ।
প্রেম যার আছে তার নহে অগোচর ॥
সাধু ভক্তগণে যদি করে আশীর্বাদ ।
বামনে ধরিতে পারে আকাশের চাঁদ ॥
ধরিতে অধরটাদে পাতি প্রেমফাঁদ ।
আশা করি বসিয়াছে এ অধরটাদ ॥

শ্রীরূদ্দাবন গমনের বিবরণ ।

কেন্দুলীর কার্য প্রায় সমাপ্ত হইল ।
রূদ্দাবনে যাইবার বাজা উপজিল ॥
কারে কিছু না বলিয়া ভাবে মনে মনে ।
শ্রীরাধামাধবে রাখ যাইব কেমনে ॥
ঠাকুর কিশোর রূপ স্কুল অঙ্গ তারি ।
কেমনে লইয়া যাব উপায় কি করি ॥
উভয় সঙ্কট দেখি ভাবিতে লাগিল ।
স্বপ্নে তাঁরে শ্রীরাধামাধব আদেশিল ॥
মৃত্ত মৃত্ত হস্তমুখে বলিতে লাগিল ।
চিন্তা কি আমারে লয়ে রূদ্দাবনে চল ॥
মুলির ভিতরে করি লইয়া চলিবে ।
ছোট রূপ হব কিছু ভার না লাগিবে ॥
যে দিন যাইবে তার পূর্ব রজনীতে ।
ক্ষুদ্র মূর্তি হয়ে আমি রব মন্দিরেতে ॥
শ্রীগীতগোবিন্দ পদ শুনিতে শুনিতে ।
রূদ্দাবনে যাব দৌড়ে তোমার সহিতে ॥
রূদ্দাবনচন্দ্র যাহা আদেশ করিল ।
চিন্তা দূরে গেল শুনি সন্তোষ হইল ॥
ভক্ত সঙ্গে সুপ্রসঙ্গে আনন্দে রহিল ।
হেনকালে জয়তীর্থ আসি উত্তরিল ॥
কুশল জিজ্ঞাসা করি চরণ বন্দিল ।
শিষ্য সহ উপযুক্ত বাসায় রাখিল ॥
ঋষিবর সবা সহ সন্তোষ করিল ।
নীলাচল বার্তা সবা করে শুনাইল ॥
পরে রূদ্দাবন কথা কহিতে লাগিল ।
শুনিয়া দেখিতে মনে বাসনা হইল ॥
রূদ্দাবন যাত্রা কবি দেবীকে কহিল ।
যেক্রমে মাধব স্বপ্নে আদেশ করিল ॥

শুনিয়া দেবীর মনে হইল আনন্দ ।
 তবে ক্রমে শুনিল সকল ভক্তবৃন্দ ॥
 সবে বলে তোমাদের সংহতি যাইব ।
 এ সঙ্গ ছাড়িয়া এথা কেমনে রহিব ॥
 সবা কার অভিপ্রায় বুঝি কবিরায় ।
 হরিদাসে নিয়োজিল ঠাকুরসেবায় ॥
 হরিদাস গদাধর-রায়ের নন্দন ।
 রাধাদামোদর তার একান্ত জীবন ॥
 দীক্ষা শিক্ষা দিয়া সব ভক্ত জানাইল ।
 বিষয়ের অধিকারী তাহারে করিল ॥
 কিস্কর কিস্করী আর ভক্ত কত জন ।
 রাখিলেন ঠাকুরের সেবার কারণ ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ পাঠকা আসন ।
 সে সকল হরিদাসে কৈল সমর্পণ ॥
 তাহা লয়ে হরিদাস রাখিল যতনে ।
 অতাপিও পূজা করে পুঙ্কারি ব্রাহ্মণে ॥
 সন্ধ্যাকালে সবে মিলি কীর্তন করিল ।
 নিশি শেষে শ্রীমন্দিরে প্রবেশি দেখিল ॥
 অতি ক্ষুদ্র মূর্তি রাধামাধব হইল ।
 অপূর্ব হেরিয়া লোকে আশ্চর্য মানিল ॥
 নানাবিধ বাস্তোক্ত্যম হইতে লাগিল ।
 মঙ্গল আরতি করি প্রণাম করিল ॥
 কুঞ্জতল গীত গায় কীর্তনীয়গণ ।
 শুনিয়া সবার হৈল পুলকিত মন ॥
 গোপীভাবে ভক্তগণ সজল নয়নে ।
 প্রত্যক্ষে হেরিল কুঞ্জে মদনমোহনে ॥
 দেখিতে দেখিতে যবে হৈল অদর্শন ।
 জয়ধ্বনি দিয়া কৈল গান সমাপন ॥
 তদন্তরে সেবার্থ্য সমাধা করিয়া ।
 রাখিলেন দুই মূর্তি ঝুলিতে পুরিয়া ॥
 আবশ্যক যত ভ্রব্য সংহতি লইল ।
 তার পরে সবা সনে সস্তাষ করিল ॥
 পদ্মাবতী সবা স্থানে হইয়া বিদায় ।
 পতির সংহতি সতী বৃন্দাবনে যায় ॥
 সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা জয়া ওণবতী ।
 অমলা কমলা রমা গিরিবালা সতী ॥

কুমারী ভৈরবী উমা লক্ষ্মী একমুখী ।
 যশোদা যমুনা জয়া সাবিত্রী স্মৃতি ॥
 বিমলা নির্মলা রাণী স্মিত্রা ভারতী ।
 সুন্দরী সুকেশী সুধামুখী সরস্বতী ॥
 অনুপমা নিরুপমা দুর্গা ভগবতী ।
 সিন্ধুবালা ইন্দুবালা জুদেবী সুরতী ॥
 বিরজা বিজয়া বিদ্যা বৃন্দা কুমুদতী ।
 কামিনী দামিনী হরিপ্রিয়া হৈমবতী ॥
 কান্তি শান্তি বিশালাক্ষী চণ্ডী বসুমতী ।
 শৈলবালা সুরবালা শ্যামা প্রভাবতী ॥
 সারদা বরদা ক্ষমা মেনকা পার্বতী ।
 সবাসনা বিবসনা মনোরমা রতী ॥
 কৃষ্ণভক্তি রসান্বিতা রমের মুরতি ।
 বৃন্দাবনে চলে সবে দেবীর সংহতি ॥
 তাহা দেখি গ্রামবাসী বিষম বদন ।
 স্নেহভরে মৃদুস্বরে কান্দে সর্বজন ॥
 কোথা যাও বিপ্রকুলসিন্ধু শশধর ।
 পারিহারি বীরভূম উদয় ভূধর ॥
 কোথা যাও কেন্দুলিজুঘণ কবিপতি ।
 কোথা যাও স্নেহময়ী মাতা পদ্মাবতী ॥
 কোথা যাও বিজকুল-কুলবতীগণ ।
 দিধসে আক্রার করি কেন্দুলি ভবন ॥
 তোমা সবা কারে না করিয়া দরশন ।
 কি কার্য্যে রাখিব আর এ পাপ জীবন ॥
 আগে আশা সবা কারে করিয়া নিধন ।
 নিশ্চিন্ত হইয়া সবে যাহ বৃন্দাবন ॥
 বিলাপ করয়ে সবে চরণে ধরিয়া ।
 তাহা দেখি কবির চুঃখিত হইয়া ॥
 বহুমতে বুঝাইয়া আশ্বাস করিল ।
 অপরোক্ষ জ্ঞান দিয়া সস্তাপ নাপিল ॥
 শিরে হস্ত দিয়া সবে আশীর্বাদ করি ।
 গণ সহ চলে কবি বলি হরি হরি ॥
 মহানন্দ দেবানন্দ শুভানন্দ স্বামী ।
 পথ দেখাইয়া চলে হয়ে অগ্রগামী ॥
 পরে চলে জয়তীর্থ সম্যাসী সহিতে ।
 মধ্যে চলে ভক্তবৃন্দ গাইতে গাইতে ॥

তার পাছে জয়দেব চতুরঙ্গ দলে ।
নক্ষত্র বেষ্টিত যেন সুধাকর চলে ॥
শেষভাগে সাধু শান্ত যোগী ঋষিগণ ।
চারিভিতে চলে নর নারী অগণন ॥
পরাশর গদাধর রামনারায়ণ ।
ওঁন জনে গান করে কর্ণরসায়ন ॥
তাহাদের অনুগামী হয়ে সবে গায় ।
যারা শুনে তাহাদের অন্তর যুড়ায় ॥
প্রথম দলেতে গান করে পরাশর ।
দ্বিতীয় দলের মাঝে গায় গদাধর ॥
তৃতীয় সম্প্রদায়ে রামনারায়ণ ।
পরে পরে উচ্চৈঃস্বরে করয়ে কীর্তন ॥
চারিদিকে জয়ঃশব্দ করে ভক্তগণ ।
শূণ্য হৈতে দেবে করে পুষ্প বরিষণ ॥
গন্ধ সহ গন্ধবহ বহে মন্দ মন্দ ।
সৌরভে আকুল সঙ্গে চলে অমিরন্দ ॥
গন্ধ বিচারণ সিদ্ধ বিজ্ঞাধরগণ ।
অন্তরীক্ষে থাকি সবে করে দরশন ॥
এইরূপে কবির বৃন্দাবনে যায় ।
পথে যান দেখে তারা যশঃকীর্তি গায় ॥

জয়দেবের বিষ্ণুপুরে গমন ও রাজার সহিত হরিকথা ।

নগর প্রান্তর বন অতিক্রম করি ।
মহানন্দে যায় সবে বলি হরি হরি ॥
বিষ্ণুপুর অভিমুখে সকলে চলিল ।
দিবা শেষে রাজার ভবনে উত্তরিল ॥
জয়দেব আগমন শুনিয়া রাজন ।
সভাসদ সহ উঠি চলিল তখন ॥
অগ্রসরি সবা কারে ভবনে আনিল ।
যথা সাধ্য সকলের সম্মান করিল ॥
সপরিবারেতে করি চরণ বন্দন ।
সবাকার ভোজনের কৈল আয়োজন ॥
নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনি যোগাইল ।
ভোগ লাগাইয়া সবে প্রসাদ পাইল ॥

পরস্পর নানা কথা হইতে লাগিল ।
অলসে অবশ কেহ শয়ন করিল ॥
সম্যাসীমণ্ডলে রাজা আশিয়া বসিল ।
সবিনয়ে কবিরে কহিতে লাগিল ॥
রাজা কহে দয়াময় করি নিবেদন ।
পদ্মপত্র-বারি সম জীবের জীবন ॥
ক্ষণস্থায়ি সচঞ্চল ইহা সবে জানে ।
হরি না ভজিয়া স্মৃথে আছে কোন জানে ॥
তুল্লভ মানব জন্ম অকারণে যায় ।
সহজে তরিতে পারে গুরু কৃপায় ॥
জানিয়াও কেন নাহি করে নরগণ ।
কৃপা করি কহ মোরে ইহার কারণ ॥
কবির বলে তাহা শুন নরপতি ।
বিষয়াভিনিবেশে না রহে আত্মশ্রুতি ॥
অসংস্পর্শের দোষে জ্ঞানভ্রংগ হয় ।
পূর্বের সঞ্চিত ধর্মকর্ম হয় ক্ষয় ॥
লোহিতাদি শিকুজল কৃষ্ণসরিষরে ।
প্রবেশিলে তার বর্ণ গন্ধ গুণ ধরে ॥
সেইমত গৃহমেধী কর্মভোগী নরে ।
সংসার অবিদ্যা-মায়া অদৃগুণ ধরে ॥
অজ হয়ে আপনাকে বিজ্ঞ বলি মানে ।
কিন্তু কেহ বিজ্ঞ নহে বন্ধ মোহজানে ॥
আপনাকে বিজ্ঞ বলি জানে যেইজন ।
কারে গুরু করিবে সে কিবা প্রয়োজন ॥
হরি গুরু বৈষ্ণবেতে না করে বিশ্বাস ।
বরঞ্চ যে কহে তারে করে উপহাস ॥
জনমে জনমে বহু ভাগ্য আছে যার ।
আপনা উদ্ধার লাগি চেষ্টা হয় তার ॥
আপনাকে অজ্ঞ বলি মানি সেইজন ।
একান্ত আশ্রয় করে সদৃগুরু চরণ ॥
ধর্মকর্ম জপ তপ আচরে প্রথমে ।
পাপক্ষয় যত হয় তত বুঝে ক্রমে ॥
পরিণামে হরিনামে রুচি উপজয় ।
তবে তার সর্বদিক হয় সুখময় ॥
অজ্ঞ বিজ্ঞ দোহাকার গতি শুনাইল ।
নরপতি শুনি অতি সন্তোষ হইল ॥

এইরূপ কত কথা অজ্ঞাসা করিল ।
মীমাংসা করিয়া কবি বুঝাইয়া দিল ॥

বৈষ্ণবদর্শনানন্তর গয়া- ক্ষেত্রে গমন ।

আনন্দে সে দিন তথা করিয়া যাপন ।
প্রত্যাষে উঠিয়া সবে করিল গমন ॥
গ্রামে গ্রামে রহি বৈষ্ণবনাথে উত্তরিয়া ।
শিব দরশন করি সন্তোষ হইয়া ॥
শিবগঙ্গা স্নান অস্তে করি শিবার্চন ।
নানাবিধ দ্রব্য আনি করিয়া রন্ধন ॥
ঝুলি হৈতে ত্রীবিগ্রহ বাহির করিল ।
ভোগ লাগাইয়া সবে প্রসাদ পাইল ॥
এইরূপে তিন দিন করিয়া যাপন ।
তদন্তরে গয়াধামে করিল গমন ॥
আশ্চর্য্য গয়ার শোভা মনোরম্য স্থান ।
দেখি সবে সেখানে করিল অবস্থান ॥
প্রাতঃস্নান করি লয়ে তুলসী চন্দন ।
মিষ্টান্নাদি দিয়া পূজা কৈল শ্রীচরণ ॥
দক্ষিণা গ্রহণ করি গয়ালী ব্রাহ্মণ ।
স্বাকারে করাইল চরণ দর্শন ॥
তুলসী চন্দন মায়ে ভূষিত চরণ ।
ভাটগণে করিতেছে মহিমা বর্ণন ॥
কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিল যে চরণ ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥
বলিশিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ ।
সেই এই দেখ যত পুণ্যবস্ত জন ॥
তিলান্ধক যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র ।
কভু নাহি হয় যম-যাতনার পাত্র ॥
যোগেশ্বর সবার দুর্লভ যে চরণ ।
সেই এই দেখ যত পুণ্যবস্ত জন ॥
যে চরণে ভাগীরথী হৈল প্রকাশ ।
নিরবধি ভাবিলে অবিদ্যা হয় নাশ ॥
অনন্তদেবের অতি প্রিয় যে চরণ ।
সেই এই দেখ যত পুণ্যবস্ত জন ॥

চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে ।
আবিষ্ট হইল সবে প্রেমানন্দ সুখে ॥
অশ্রুধারা বিগলিত সবার নয়নে ।
পুলক বেপথু হৈল চরণ দর্শনে ॥
একযোগে করযোড়ে স্তমধুর সুরে ।
ভক্তিভাবে শ্রীচরণাষ্টক পাঠ করে ॥

মহাপুরুষশ্চ শ্রীচরণারবিন্দাষ্টকং ।

ধোয়ং সদা পরিভবদ্বমভীষ্টদোহং
তীর্থান্ধকং শিববিরিকি নৃতং শরণ্যং ।
ভূত্যাতিহং প্রণতপাল ভবাকিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ১ ॥
যচ্ছোচ নিম্নত সরিং প্রবরোদকেন
তীর্থেন মুর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিব শিবোভুং ।
ধ্যাতুম্নমলশৈল নিম্নবজ্রং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ২ ॥
সংচিন্তয়েং ভগবতশ্চরণারবিন্দং
বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহ লাক্ষ্যনাচ্যং ।
উত্তুঙ্গ রক্তবিলসম্বচক্রবালং
জ্যোৎস্নাভিরাহত মহদ্ধি দয়াকারং ॥ ৩ ॥
রেখারবিন্দকলসৈ ধ্বজকল্পকারি
মীনাতপত্র মকরাঙ্কুশবজ্রশঙ্খৈঃ ।
যচ্চিত্রিতং পরমযোগীভিরর্চনীযং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ৪ ॥
যৎ পাদপদ্মরজসা সহসাপ্যহল্যা
শৈলীং বিহার্য তনুমাপ স্তুদিব্যরূপাং ।
শান্তযদাশ্রয়মুপেত্য বিমুক্ত মন্য
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ৫ ॥
ত্যাক্ত্বা স্তম্ভস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্ঘ্যবচসা যদগাদরণ্যং ।
মায়ায়ুগং দয়িতয়েপ্সিত মন্য ধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ৬ ॥
যৎ কালীয়ারগফণামগ্নিরত্নশোভং
গোপাঙ্গপাকরসরোরুহ-যোগযোগ্যং ।
ক্রীড়াবরং বিহিতুং গোকুলগোপরত্নং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥ ৭ ॥

গভীর ভীমধ্বনাস্থিতয়োথরূপং
কালীয় মূৰ্দ্ধাতুলরত্ন বিচিত্র নৃত্যং ।
নানার্তিহং ক্রতিনুতং ভবমূলকন্দং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণাবিন্দং ॥ ৮ ॥

যে শৃগতি পঠতি নিত্যমমলং কৃষ্ণাজি-
পদ্মাপ্তকং । সংসারার্ণবতারকং ভুবিপরং
ভোগপ্রদং পুণ্যদং । পাপঘ্নং পরিভূয় সর্ব-
মপরাধং প্রসাদাৎ ক্ষণাৎ । শ্রীগোবিন্দ-
পদকমলং প্রযতি সহসা শ্রীমদ্দা-
বনভৌ ॥

ভাবের প্রভাব বর্ণন ।

চরণ পরশি সবে করয়ে রোদন ।
সম্বরিতে চাহে নাহি হয় সম্বরণ ॥
নামসঙ্কীর্ণনে হৈল প্রেম উদ্দীপন ।
করিতে লাগিল সেই রস আশ্বাদন ॥
কেহ কেহ পড়ে তথা মুচ্ছিত হইয়া ।
বিলাপ করয়ে পুনঃ চেতন পাইয়া ॥
দেখি চমৎকার যত গয়ালী ব্রাহ্মণ ।
অঙ্গ পরশিয়া সবে করয়ে রোদন ॥
ক্রন্দনের মহাধ্বনি মন্দিরে উঠিল ।
ভাবে তনু টলমল অস্থির হইল ॥
পিণ্ডদান করিবারে যাহারা আইসে ।
নিত্য বৃন্দাবনে যেন আসিয়া প্রবেশে ॥
ফেলিয়া পিণ্ডের পাত্র কান্দে উভরায় ।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ স্তম্ভপ্রায় ॥
উঠেঃস্বরে হরিধ্বনি কত লোকে করে ।
বাহু রাজ্য ছাড়ি অন্তঃরাজ্যেতে বিহরে ।
দেহকৃত্য ভোজনাদি সকলে ভুলিল ।
প্রেমরস স্বেদাপানে উগ্ৰত হইল ॥
সারাদিন ভাবাবেশে মাতিয়া রহিল ।
সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্ণন সমাপ্ত করিল ॥
হরিলীলারসাশ্বাদ করি কতক্ষণ ।
আরতি দেখিয়া কৈল বাসায় গমন ॥
শ্রীমন্দির হৈতে বহু প্রসাদ আইল ।
ভোজন করিয়া সবে বিশ্রাম করিল ॥

ফল্গুনদীতীরে উপবন মনোহর ।
কতদিন রহিলেন তাহার ভিতর ॥
অপূর্ব গয়ার শোভা না হয় বর্ণন ।
একে একে সব স্থান করিল দর্শন ॥
বুদ্ধদেব-সিদ্ধস্থান দর্শন করিয়া ।
ভাবাবেশে কান্দিলেন গড়াগড়ি দিয়া ॥
তদন্তরে প্রদক্ষিণ করি গয়াধাম ।
নদীতীরে আসি সবে করিল বিশ্রাম ॥
এইরূপে যত দিন গয়ায় রহিল ।
নামানন্দে গয়াবাসীগণে মাতাইল ॥
এক পক্ষ মহা স্তূপে করিয়া যাপন ।
প্রাতে উঠি সবে মিলি করিল গমন ॥

গণ সহ জয়দেবের কাশীধামে গমন ।

গ্রামে গ্রামে রহি রহি গমন করিল ।
কতদিনে কাশীধামে গিয়া উত্তরিল ॥
কাশীর উত্তরভাগে বরুণার তীরে ।
প্রবেশ করিল আদি-কেশব-মন্দিরে ॥
অপূর্ব যুগল রূপ দর্শন করিয়া ।
নয়নে নয়ন দিয়া রহিল চাহিয়া ॥
দয়ানিধি ঋষিবর অন্তরে জানিল ।
মহানন্দে শ্রীমন্দিরে আসিয়া মিলিল ॥
ঋষিবরে কবিবর করি দরশন ।
ভূমে পড়ি করিলেন চরণ বন্দন ॥
ঋষিবর ধরি তাঁরে কোলে তুলি নিল ।
গুরু শিষ্যে ভাবাবেশে ব্যাকুল হইল ॥
অগ্নির উত্তাপে যেন উথলে গোরস ।
প্রেমানন্দে দুই জনে হইল অবশ ॥
ইন্দ্রিয় অবশ হৈল ছাড়িতে নারিল ।
কান্ত-পাষাণেতে যেন লৌহ আকর্ষিল ॥
এইরূপে দুই জনে থাকি কতক্ষণ ।
সম্বিত পাইয়া করে ভাব সম্বরণ ॥
তদন্তরে স্থির হয়ে উঠয়ে বসিল ।
ঐশ্বর্য সবার সহ আনন্দে মিলিল ॥

জয়তীর্থ ঋষিবরে করি দরশন ।
 নম্র হয়ে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥
 আশীর্বাদ করি ঋষি শিরে হাত দিয়া ।
 তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী করিল বসিয়া ॥
 তবে সবে গজাস্ত্রান করিয়া আইল ।
 প্রসাদ পাইয়া সুখে বিশ্রাম করিল ॥
 পর দিন প্রাতে উঠি স্নানকৃত্য করি ।
 দরশন কৈলা বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরী ॥
 মণিকর্ণিকার বারি করিয়া স্পর্শন ।
 যত দেবদেবীমূর্তি করিলা দর্শন ॥
 বাসায় আসিয়া সবে প্রসাদ পাইয়া ।
 গজাতীরে বৃক্ষমূলে বসিলেন গিয়া ।
 সন্ধ্যাকালে একস্থানে একত্রে মিলিল ।
 বৃন্দাবনে যাইবার যুক্তি স্থির কৈল ॥

দয়ানিধি প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণের শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ।

দশ দিন কানীধামে করিয়া বিশ্রাম ।
 মহানন্দে চলে সবে বৃন্দাবনধাম ॥
 অসীনদীতীরবাসী দণ্ডী ঋষিগণ ।
 কবিপতি সংহতি চলিল বৃন্দাবন ॥
 বরুণার তীরবাসী যত সন্ন্যাসীগণ ।
 দয়ানিধি সংহতি মিলিল সর্বজন ॥
 ঋষিবর তথা হৈতে আসন তুলিল ।
 কেশবে প্রণাম করি বিদায় মাগিল ।
 সেবার লাগিয়া পঞ্চ বিপ্র নিয়োজিয়া ।
 শিবে প্রণমিয়া চলে শ্রীহরি বলিয়া ॥

তবে সবে মহানন্দে করিয়া গমন ।
 বিদ্যাচলে করিলেন দেবী দরশন ॥
 প্রয়াগে করিয়া স্নান মাধব দর্শন ।
 তদন্তরে মথুরায় করিল গমন ॥
 প্রবচাটে এক দিন বিশ্রাম করিয়া ।
 বৃন্দাবনে কেশিঘাটে উত্তরিল গিয়া ॥
 যমুনা-পুলিনে এক এক বৃক্ষতলে ।
 আসন করিয়া তথা রহিল সকলে ॥
 বন হৈতে শুষ্ক কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আনিল ।
 চারিদিকে শত শত ধুনি জ্বালাইল ॥
 ধূম সহ অগ্নিশিখা গগণে উঠিল ।
 চতুর্দিক হৈতে লোক দেখিতে আইল ॥
 সাধু আগমন দেখি ব্রজবাসীগণ ।
 সেবার সামগ্রী আনি যোগায় তখন ॥
 ঝুলি হৈতে শ্রীবিগ্রহ বাহির করিল ।
 মিষ্টান্ন পকান্ন করি ভোগ লাগাইল ॥
 আরাট্রিক করি পরে প্রসাদ পাইয়া ।
 হরিলীলা গান করে সকলে মিলিয়া ॥
 হরিবোল শুনি রোল শিষ্ট শাস্তগণ ।
 মহানন্দে আসি বন্দে সবার চরণ ॥
 সবাকারে আশীর্বাদ করি কবির ।
 সেই স্থানে রহিলেন আনন্দ অন্তর ॥
 দেখিতে শ্রীবৃন্দাবন আশা ছিল মনে ।
 বাসনা হইল পূর্ণ হেরিয়া নয়নে ॥
 সকলের চিত্তবিত্ত হৈল প্রেমময় ।
 বলে শ্রীমদ্বৃন্দাবনবিহারীর জয় ॥
 শ্রীরাধামাধব পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
 রচিল অধরটাদ জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজয়দেবাদির শ্রীবৃন্দাবন গমন বিবরণ উনবিংশতি সোপান ।

বিংশতি সোপান ।

জয়দেবাদি সন্ন্যাসীগণের ত্রি বন্দাবনে স্থিতি ।

ন মে ভক্তচতুর্বেদী মদুভক্তঃ স্থপচপ্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততগ্রাহঃ স চ পূজ্য যথাহুং ॥

জয় জয়দেব পদ্মাবতীর জীবন ।
জয় ভক্তবৃন্দ সহ সন্ন্যাসীর গণ ॥
যথা যত সাধু ছিল যমুনার তটে ।
মিলিল সকলে আসি তাঁহার নিকটে ॥
চতুর্দিকে ছিল যত নর নারীগণ ।
সংবাদ পাইয়া আসি কৈল দরশন ॥
সাধুসঙ্গ পেয়ে অতি সন্তোষ হইল ।
গৃহকর্ম পরিহারি সেবায় রহিল ॥
লতাপুঞ্জ আনি কুঞ্জ নির্মাণ করিল ।
শ্রীরাধামাধবে আনি তাহাতে রাখিল ॥
পার্শ্বে এক কুঞ্জ কৈল অতি মনোহর ।
তথা রহিলেন পদ্মাবতী কবির ॥
আর কতশত কুঞ্জ করিল গঠন ।
তাহাতে রহিল ভক্তগণ সন্ন্যাসীগণ ॥
রাজা আসিবেন মনে জানি কবির ।
উপযুক্ত কুঞ্জ কৈল দেখিতে সুন্দর ॥
যে যাহার কুঞ্জে গিয়া প্রবেশ করিল ।
সুখময় বন্দাবনে সুখেতে রহিল ॥
শ্রীরাধামাধব অতি ক্ষুদ্রমূর্তি ছিল ।
নিশাকালে পূর্ণরূপ প্রকাশ করিল ॥
দেখিয়া সবার হৈল চমকিত মন ।
ক্রমে ক্রমে সে কথা শুনিল সর্বজন ॥
জয়পুর অধিপতি শুনি পরম্পরা ।
সপার্ষদে মথুরানগরে আইল দ্বরা ॥
হৃষ্টমনে বিপ্রগণে ডাকি জিজ্ঞাসিল ।
বন্দাবনে শিষ্য সনে কোন সাধু আইল ॥
তারা কয় মহাশয় বঙ্গদেশ হৈতে ।
সিদ্ধ সাধু আসিয়াছে সন্ন্যাসী রহিতে ॥
মহাভক্তি প্রেম ভাব চরিত্র অদ্বিত ।
শুনিয়াছি তাঁর বশীভূত নন্দমত ॥

এত শুনি নরপতি লয়ে বিপ্রগণ ।
বন্দাবনে আইলেন করিতে দর্শন ॥
কেশিঘাটে গিয়া রাজা প্রেমনেত্রে চায় ।
অসংখ্য সন্ন্যাসীর মাঝে দেখে কবিরায় ॥
সম্মুখে বসিয়া আছে ঋষিবরদ্বয় ।
দেখিয়া হইল মনে ভক্তির উদয় ॥
সগণে নৃপতি গিয়া প্রণাম করিল ।
সমাদর করি কবি তাঁরে বসাইল ॥
কবি কহে তুমি জয়পুর অধীশ্বর ।
রাজা কহে রাজা নহি তোমার কিঙ্কর ॥
তবে রাজা ঋষিদয়ে বন্দনা করিল ।
রাজার ভক্তিতে সবে সন্তোষ হইল ॥
পরে গিয়া শ্রীরাধামাধবে প্রণমিল ।
পূর্বাপর বিবরণ সকল শুলিল ॥
সন্তোষ হইয়া গিয়া পুলীনে বসিল ।
হরিকথা ইষ্টগোষ্ঠী হইতে লাগিল ॥

জয়পুরাধিপতির শিক্ষা গ্রহণ ।

রাজা কহে নিবেদন শুন মহাশয় ।
কৃপা করি খণ্ড মোর চিত্তের সংশয় ॥
মণিময় মূর্তি হয় শ্রীরাধামাধব ।
হ্রাস বুদ্ধি কি রূপেতে হইল সম্ভব ॥
কবি কয় ইচ্ছাময় প্রভু ভগবান ।
সকল সম্ভবে যাতে করুণানিধান ॥
এথা আসিবার কালে দুঃখ হৈল মনে ।
রাধামাধবেরে রাখি যাইব কেমনে ॥
অন্তর্যামী ভগবান অন্তরে জানিল ।
ক্ষুদ্রমূর্তি হয়ে বন্দাবনেতে আইল ॥
ইচ্ছাময় ভগবান সখ কার্য্য তাঁর ।
শিখমাঝে ভক্ত সনে করেন বিহার ॥

রাজা কহে বিশ্বপিতা ব্রহ্মসনাভন ।
 পুত্র প্রতি দেখি কেন বাম্য আচরণ ॥
 অশেষ যন্ত্রণা ভুঞ্জে করে হায় হায় ।
 পিতা কেন একবার ফিরিয়া না চায় ॥
 পিতার কর্তব্য পুঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ ।
 নিরীহ নিষ্কিয় দেখি এই কার্য্যেই হন ॥
 আপন বলিয়া কেন নাহি করে স্নেহ ।
 কোথা থাকে কিবা করে নাহি জানে কেহ ।
 যদি কভু জীব লাগি হন অবতার ।
 মুখ্য কার্য্য নহে তাহা গোণ হেতু তার ॥
 আচ্ছন্ন করিয়া জীবে অজ্ঞানাক্রমারে ।
 ত্রিতাপে জারিয়া মারে কিরূপ বিচারে ।
 মায়ায় মোহিয়া সবে করি বহির্মুখ ।
 কোন দোষে দোষী করি দেয় এত দুঃখ ।
 বিপদে পড়িয়া ডাকে হইয়া কাতর ।
 উপকার নাহি করে না দেয় উত্তর ॥
 বৃন্দাবনে হয়েছিল নন্দের নন্দন ।
 প্রিয়বর্গে ত্যজি কৈল দ্বারকা গমন ॥
 আত্মীয় স্বজন প্রতি দয়া নাহি যার ।
 অণ্ডে কিবা পাবে উপাসনা করি তার ॥
 দয়াময় হয়ে করে নিষ্ঠুরাচরণ ।
 কিবা অভিপ্রায় তাঁর না বুঝি কারণ ॥
 এইরূপ শ্লেষ উক্তি শুনিয়া রাজার ।
 বিশদরূপেতে দিল উত্তর তাহার ॥
 কবির বলৈ রাজা শুন বিবরণ ।
 আমা সবা লয়ে প্রভু আইলা বৃন্দাবন ॥
 তাঁর কৃত বস্তু করি তাঁরে সমর্পণ ।
 তাঁহার সান্নিধ্যলাভ এই প্রয়োজন ॥
 বিশ্বপিতা তিনি কিন্তু ভিন্নাকারে নয় ।
 স্বভাবত হয় তাতে সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥
 নিজ বুদ্ধিদোষে পড়ি অবিদ্যা-বন্ধনে ।
 কৃতকর্ম্মফল ভোগ করে জীবগণে ॥
 প্রকৃতির উৎপাদক প্রকৃতির পার ।
 জীব সহ বাধ্য বাধকতা নাহি তাঁর ॥
 দৃশ্য দেহাদির পিতা, চিদাত্মার নয় ।
 এ সম্বন্ধ না বুঝিলে, প্রাপ্তি নাহি হয় ॥

মুখ্য গোণ তাতে নাহি এ ছুই বিচার ।
 কাতরে যে ডাকে তারে করেন উদ্ধার ॥
 সম্বন্ধ অভিধেয় আর প্রয়োজন ।
 এই তিন যথা তথা প্রেম আশ্বাদন ॥
 আত্মা আছে এই হেতু হয় আত্মীয়তা ।
 আত্মার অভাবে সব সম্বন্ধই স্বীথা ॥
 আত্মা দ্বারা আত্মা যদি না হয় গোচর ।
 পরমাত্মা আত্মা সত্য কিন্তু তবু পর ॥
 দর্শক দর্শন দৃশ্য ব্রহ্মসনাভন ।
 আপনিই হন তিনি আপন নন্দন ॥
 ত্যজ্য গ্রাহ্য ভেদাভেদ অজ্ঞানে উদ্ভব ।
 অবতারে তাহা কভু না হয় সম্ভব ॥
 অবিদ্যা-প্রসিদ্ধ জীবে করিতে মোচন ।
 অবতারি করে হরি ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥
 বহির্মুখে উন্মুখ করিতে আগমন ।
 অনাসক্তে সব ভক্তে করেন গ্রহণ ॥
 জীব সহ নাহি তাঁর স্নেহের বন্ধন ।
 কৃতার্থ করেন মাত্র দিয়া দর্শন ॥
 অর্থকামী ভক্তে করে ঐর্ষ্য অর্পণ ।
 মাধুর্য্য-ভক্তের করে প্রেমেতে পোষণ ॥
 ব্রজলীলা অস্তে করে গ্রহণ অপর ।
 গোচরে না থাকে কিন্তু নহে অগোচর ॥
 মনোভব পরাভব করে যেই ভব ।
 বুঝিতে তাঁহার লীলা তাঁর অসম্ভব ॥
 ভক্তিসাধনে সম্মার্জিত শুদ্ধচিত্ত যার ।
 সেই সে বুঝিতে পারে এ সব বিচার ॥
 এত বলি তাঁরে তত্ত্ব উপদেশ দিল ।
 নিত্যবস্তু সাধনের ক্রিয়া দেখাইল ॥
 দেখিয়া শুনিয়া রাজা কৃতার্থ হইল ।
 গুরুজ্ঞানে অকপটে শরণ লইল ॥
 সশিষ্যে সবার পদ করিয়া বন্দন ।
 সে দিন চলিয়া গেল মথুরাভবন ॥

বৃন্দাবন-পারিক্রমার্থে গমন ।
 পরদিনে আসি রাজা সেখানে মিলিল ।
 তাঁ হাকে পাইয়া পূবে সন্তোষ হইল ॥

লীলাস্থান দর্শনে মন্ত্রণা করিল ।
 শুনি রাজা হৃষ্টচিত্তে সম্মত হইল ॥
 জন কত রাখি তথা ঠাকুরসেবায় ।
 যথাকালে সব লয়ে বনমাবো যায় ॥
 নানাবিধ খাদ্য ভোজ্য শকটে লইল ।
 শিবিকা ঘোটক সৈন্য সংহতি চলিল ॥
 শ্রীমীগণ নারীগণ ভক্তগণ সনে ।
 জয় দিয়া জয়দেব চলিলেন বনে ॥
 মহানন্দে যায় ভাসে কৃষ্ণ কথারসে ।
 মথুরানগরে গেলা প্রথম দিবসে ॥
 জন্মান্তমি দেখি সুখী সকলে হইল ।
 কংসালয় আদি স্থান দেখিয়া আইল ॥
 মায়া সহ ভূতেশ্বরে দর্শন করিয়া ।
 মথুরানগরে সবে সে রাত্রি রহিয়া ॥
 পর দিনে মধুবন আর প্রবর্তীলা ।
 তালবন বহলাবন কুমুদ কোকিলা ॥
 দুই পার্শ্বে কত বন করি দর্শন ।
 মহানন্দে রাধাকুণ্ডে করিল গমন ॥
 শশ্যক্ষেত্র পার্শ্বে নিয়ে করে বালমল ।
 দেখি কবি কহে ইহা শ্রীকৃষ্ণের জল ॥
 তার পার্শ্বে ধান্যক্ষেত্রে শীতল বিমল ।
 টলমল করিতেছে শ্যামকুণ্ড জল ॥
 দর্শন পরশ স্থান করি ভক্তগণে ।
 অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল ভক্তিভাব মনে ॥
 ভাবাবেশে গদগদ সবাকার হিয়া ।
 যুক্তিকা তুলিয়া লৈল তিলক লাগিয়া ॥
 দুই কুণ্ডে স্তুতি করি করিল গমন ।
 কুসুম সরোবর দেখি গেলা গোবর্দ্ধন ॥
 চন্দ্রসরো মানসগঙ্গা করিয়া স্পর্শন ।
 সূর্য্যকুণ্ড দেখি পরে গেলা নাটাবন ॥
 কাম্যবনে শ্রীচরণ পাহাড়ি যুগল ।
 ভোজনের খালি আর পাণ্ডবের স্থল ॥
 বনমাবো যেখানে ছিলেন যুধিষ্ঠির ।
 দেখিয়া সবার নেত্রে বহে প্রেমধীর ॥
 সেতুবন্ধ লুকালুকীকুণ্ড মনোহর ।
 শ্রীবিমলকুণ্ড কদমখণ্ডী গিরিবর ॥

ভোমাসুর-গিরি পদপিছলী ভূধর ।
 লোহবন দেখি গেলা বর্ষাণশিখর ॥
 অলক্তপাহাড়ি আর কানন গহ্বর ।
 বাউবন দেখি পরে গেলা নন্দীশ্বর ॥
 পাবন-সরোবর দেখি যাবটে গগন ।
 করি হরিলীলা স্থান দেখে অগণন ॥
 শেষশায়ী শেরগড় বসনহরণ ।
 শ্রীঅক্ষয়বট নন্দঘাট ভদ্রবন ॥
 মাঠবন বেলবন মানসরোবর ।
 দাওজী দেখিয়া আইলা গোকুলনগর ॥
 নন্দালয় যমলাজ্জুন-ভঞ্জন কানন ।
 শ্রীব্রজাণ্ডঘাট আর মহা মহাবন ॥
 দেখি মথুরায় করি রজনী যাপন ।
 দাবানলকুণ্ড দেখি আইলা বৃন্দাবন ॥
 কালীয়-দমন আর নিকুঞ্জকানন ।
 ব্রহ্মকুণ্ড রাধাবাগ আর নিধুবন ॥
 শ্রীগোবিন্দকুণ্ড সুপ্রসিদ্ধ সরোবর ।
 গোচারণ লীলাস্থান অতি মনোহর ॥
 মুঞ্জাটবী মাধবী মালতী কুঞ্জসার ।
 শ্রীরাসমণ্ডল-লীলা স্থান চমৎকার ॥
 সকল দর্শন করি কেশিঘাটে আইল ।
 শ্রীরাধামাধবে বন্দি আনন্দে রহিল ॥

জয়দেবের ভাবাবেশ বর্ণন ।

অসংখ্য লীলার স্থান বন উপবন ।
 স্মরণ করিলে হয় কৃষ্ণ উদ্দীপন ॥
 সে সকল কবির প্রত্যক্ষে দেখিয়া ।
 দিবা নিশি ভাবাবেশে ছিলেন ডুবিয়া ॥
 দৃষ্টিরোধ কণ্ঠরোধ স্থলিত চরণ ।
 অবসন্ন হয়েছিল হেরিয়া কানন ॥
 কোন দিন প্রেমভরে নাচিতে নাচিতে ।
 আগে আগে চলিতেন দেখিতে দেখিতে ॥
 কোন দিন তমালে করিয়া আলিঙ্গণ ।
 নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন কতক্ষণ ॥
 কোন দিন লীলাস্থানে গড়াগড়ি দিয়া ।
 প্রলাপ করিত অঙ্গে গো-ধূলি মাখিয়া ॥

কোন দিন জলাশয়ে দিঠেন সাতার ।
 শীলা কোলে লয়ে কান্দিতেম অনিবার ॥
 কোন দিন উন্মাদের ন্যায় আচরণ ।
 দল ছাড়ি অগ্নিদিকে করিত গমন ॥
 কোন দিন ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিত ।
 শিবিকা-যানেতে সবে তুলিয়া লইত ॥
 কোন দিন দেহকৃত্য হয়ে বিস্মরণ ।
 নিরন্তর করিতেন নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ॥
 কোন দিন সখা সখীগণ নাম ধরি ।
 বনে বনে ডাকিতেন উচ্চঃনাদ করি ॥
 কোন দিন গুরুপদ সেবাদি করিয়া ।
 গুরু সঙ্গে থাকিতেন সেবক হইয়া ॥
 কোন দিন নাস্তিকের ন্যায় ব্যবহার ।
 অহং ভিন্ন বিধে অণ্ড নাহি কিছু আর ॥
 কোন দিন অতি দীন ভাবে সবা সনে ।
 সহজ লোকের ন্যায় ভ্রমিতেন বনে ॥
 এইরূপে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিয়া ।
 আসনে বসিলা আসি নিশ্চিন্ত হইয়া ॥
 ঋষিদয় ন্যাসীগণ আর নিজ জন ।
 সবা সঙ্গে দিবা নিশি করেন কীৰ্ত্তন ॥
 রাজ্য ছাড়ি রাজা তাঁর নিকটে রহিল ।
 মথুরানগরবাসী আসিয়া মিলিল ॥
 অণ্ড স্থান হৈতে কত লোক আইসে যায় ।
 যে আইসে সেই দেগি মহা সুখ পায় ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ পদ করিয়া কীৰ্ত্তন ।
 অন্তরঙ্গ লয়ে করে রস আশ্বাদন ॥
 অণ্ড চেষ্টা শূন্য প্রেম বাড়ে নিরন্তর ।
 ক্রমে যেন যোলকলা পূর্ণ শশধর ॥
 দুই তিন দিন কভু ভাবাবেশে রয় ।
 কিছু নাহি খায় আর কথা নাহি কয় ॥
 সম্বিত পাইলে করে নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।
 কৃষ্ণকথা বিনা নাহি অণ্ড আলাপন ॥
 বিলাস বিবর্তবর্ত নিবর্ত হইল ।
 দিনে দিনে মহাভাব বাড়িতে লাগিল ॥
 মথুরালীলায় রাধার যে ভাব হইল ।
 কবির সেই ভাবে প্রবেশ করিল ॥

ভাবের প্রভাব যত হইল ঐকাশ ।
 বিরহে কাতর সদা জীবনে হতাশ ॥
 বিশ্ব ব্যবহার যত সকল ছাড়িল ।
 দেখিয়া সবার মনে ভয় উপজিল ॥

জয়দেবের প্রতি পদ্মাবতীর আক্ষেপোক্তি ।

পদ্মাবতী গণপতি চরণ ধরিয়া ।
 বিলাপ করিয়া কান্দে বিনয় করিয়া ॥
 পদ্মাবতী বলে প্রভু দাসীকে ছাড়িয়া ।
 আগে কি যাইতে চাহ লীলা সম্বরিয়া ॥
 বাল্যাবধি ও চরণ বিনা নাহি জানি ।
 কোন অপরাধে ছাড়ি যাইবে আপনি ॥
 তুমি গেলে মুহূর্ত্তেক আমি না রহিব ।
 যমুনার জলে গিয়া জীবন ছাড়িব ॥
 চিরকাল মহা যত্নে আমারে পালিলে ।
 একান্ততা ভাব এবে কেমনে ভুলিলে ॥
 আমাকে এখানে রাখি কেমনে যাইবে ।
 অপূর্ণ হইয়া গেলে অপূর্ণ পাইবে ॥
 গুরুগণ ন্যাসীগণ আর ভক্তগণ ।
 ভাব দেখি ভাবে সদা বিষাদিত মন ॥
 যত সঙ্গীগণ তব অবস্থা দেখিয়া ।
 রোদন করিছে সবে কাতর হইয়া ॥
 সে সবারে কর আগে নিত্য সমাধান ।
 শেষে উভয়েতে মিলি হব অন্তর্দান ॥
 নরলীলা সমাপ্তির সময় এ নয় ।
 ভাব সম্বরণ এবে কর দয়াময় ॥
 বর্তমান বিশ্বকার্য্য করি সম্পাদন ।
 তার পরে সাথিহ আপন প্রয়োজন ॥
 এত বলি দুই নেত্রে দুই কর দিল ।
 ভাবের আবেশ তাতে শিথিল হইল ॥
 ঐ সকল শব্দ তাঁর কর্ণে প্রবেশিল ।
 রোদন করিছে সবে বুঝিতে পারিল ॥
 আবিষ্টতা ভাব হৈতে নামিয়া আইল ।
 স্তম্ভোখিত ব্যক্তি যেন উঠিয়া বসিল ॥

ক্রমে বিষয়িণী বুদ্ধি প্রকাশ হইল ।
 দৃশ্য-বিষয় বিচারাদি অন্তরে স্ফূরিল ॥
 অন্তর্ভাব হৈতে তবে পেয়ে অবসর ।
 দেখে পদ্মাবতী অতি হয়েছে কাতর ॥
 কবির বলি দেবি সব জ্ঞান তুমি ।
 তোমারে রাখিয়া এথা কোথা যাব আমি ।
 তুমি আমি এক আত্মা দুই দেহ ধরি ।
 পঞ্চরসে সেবি দৌহে কিশোর কিশোরী ॥
 তোমা আমা দৌহাকার একই সাধন ।
 যুগলে মিলিব করি লীলা সমাপন ॥
 এত শুনি পদ্মাবতী আনন্দিত মন ।
 সেবাকার্য্যে গেলা করি চরণ বন্দন ॥
 তবে কবি গণপতি আদি সর্ব জনে ।
 সন্তোষ করিলা স্নিগ্ধ বিনয় বচনে ॥
 কবির পূর্ববৎ অবস্থা পাইল ।
 দেখিয়া সবার মন প্রফুল্ল হইল ॥
 জয়দেবচন্দ্র ভাব-ঘনারত ছিল ।
 নবীন নীরদে কত চপলা খেলিল ॥
 পদ্মাবতী-বায়ু যবে আসিয়া মিলিল ।
 মেঘ উড়াইয়া চন্দ্র প্রকাশ করিল ॥
 ভকত কুমুদগণ বিকশিত হৈল ।
 চকোর হইয়া কেহ স্নান পান কৈল ॥
 মৃতদেহে যেন সবে পরাণ পাইল ।
 মহানন্দে সঙ্কীর্ণ আরম্ভ করিল ॥

যুগল মিলন প্রেম-সঙ্কীর্ণন ।

তথাহি পদং ।

আজি বড় শোভা রে মধুর স্বন্দাবনে ।
 রাধাকৃষ্ণ বসিলা রতন-সিংহাসনে ॥
 হেম নিরমিত বেদী মাণিক্যে গাঁথনি ।
 তার মাঝে রাই কানু চৌদিকে গোপিনী ।
 মণ্ডলি করিয়া ঘেরি যতেক অবলা ।
 নীরদে বেড়িয়া যেন বিজরিক মালা ॥
 নব গোরোচনা গোপী কানু ইন্দীবর ।
 বিনোদিনী বিজুরি বিনোদ জলাধর ॥

কাঁচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাঁচে ।
 রাই কানু দুই তনু এক হৈয়া আছে ॥
 রসভরে দুই জন ভেল বিভোর ।
 দাস অনন্ত কহে না পাইনু ওর ॥

—

পদ শুনি সকলের আনন্দ বাড়িল ।
 ভাবাবেশে বোল বোল বলিতে লাগিল ॥
 এক তানে সুমধুর স্বরে সবে গায় ।
 দুই ঋষির তাহে আঁখি যোগায় ॥
 গাইতে গাইতে পদ অন্তর দ্রবিল ।
 মধুর যুগলরূপ হৃদয়ে জাগিল ॥
 স্থির হয়ে থাকিতে নারিল কোনো জন ।
 তালে তালে নৃত্য করি করয়ে কীর্তন ॥
 শ্রাবর জঙ্গম সঙ্গে নাচিতে লাগিল ।
 যমুনা উথলি জল উপরে উঠিল ॥
 যুগগণ সঙ্কীর্ণন শুনিয়া আইল ।
 চারিদিকে বেড়ি তারা নাচিতে লাগিল ॥
 নরনের জলে ভাসে বয়ান সবার ।
 যার যেই রবে সবে করয়ে চিৎকার ॥
 পঞ্চম ধরিয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী ।
 বসি ডালে কুতূহলে গায় শুক সারী ॥
 কোকিল করয়ে গান সুমধুর স্বরে ।
 গুণ গুণ রবে গায় ভ্রমর-নিকরে ॥
 তরু লতা প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল ।
 প্রতি পত্র শাখা পুষ্প নাচিতে লাগিল ॥
 বহিতে লাগিল সুনীতল সমীরণ ।
 পুষ্প বরিষণ করে দেব দেবীগণ ॥
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সিদ্ধ বিত্যাধর ।
 নাচে গায় মহানন্দে অঙ্গরী অঙ্গর ॥
 দেব নাগ নরে মিলি করয়ে কীর্তন ।
 রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসে হইয়া মগন ॥
 ক্রমে আসি ব্রজবাসী কীর্তনে মিলিল ।
 নর নারী সারি সারি নাচিতে লাগিল ॥
 দিননাথ রাখি রথ শুভিত হইল ।
 গ্রীগণ হৃষ্ট মন দাঁড়ায়ে রহিল ॥

যোগী ঋষি বনবাসী তপস্বীর গণ ।
 নিজ কার্য্য ত্যজি আসি করয়ে কীর্ত্তন ॥
 গাভীগণ তৃণাশন ত্যজিয়া ধাইল ।
 হাষ্যারবে আসি সবে নৃত্য আরম্ভিল ॥
 কপিগণ সঙ্কীৰ্ত্তন শুনিয়া আইল ।
 সবা সঙ্গে নানা রঙ্গে নাচিতে লাগিল ॥
 ত্যজি ভয় পশুচয় আইল সারি সারি ।
 উৰ্দ্ধমুখে নাচে স্তম্বে নেন্দ্রে বহে বারি ॥
 প্রেমবশে নামরসে ভাসি নৃত্য করে ।
 ভূমিতল টলমল করে পদভরে ॥
 নাম মূৰ্ত্তি হয়ে ক্ষুণ্ণিত হৃদয়ে বিহরে ।
 উচ্চঃস্বনি মাত্র শুনি হরে-কৃষ্ণ হরে ॥
 ভক্তগণে দ্রষ্ট মনে ধূলা মাখে গায় ।
 কেহ হাসে : কেহ কান্দে কেহ মূৰ্ছা যায় ॥
 এইরূপে সঙ্কীৰ্ত্তন হইতে লাগিল ।
 শাস্তিময় চিত্তবৃত্তি সবার হইল ॥
 বিচিত্র না হয় ইহা চিন্তামণিধাম ।
 কৃষ্ণলীলা স্থান তাহে গায় কৃষ্ণনাম ॥
 ভাগ্যবন্ত প্রাণী যত বন্দাবনবাসী ।
 রাধাকৃষ্ণ-নামামৃতরসের পিপাসী ॥
 স্বাবর জঙ্গম রূপে যত প্রাণীগণ ।
 সবা লয়ে কবির করিল কীর্ত্তন ॥

শ্রীচৈতন্য অবতারের বীজ রোপণ ।

কল, শল, হর তিনে দীর্ঘীকার দিয়া ।
 মকার সংযোগে বীজে আরোপ করিয়া ।
 হরে কৃষ্ণ নাম এই তিন বীজ লয়ে ।
 বন্দাবনে রোপিলেন যতন করিয়ে ॥
 ব্রজপুরে রূপনগরে রসের পাথার ।
 তার রসে পুষ্ট হয়ে বাড়ে অনিবার ॥
 কিছুদিন তিন বীজে গে বারি সিঞ্চিল ।
 দেশান্তরে সে বীজের অঙ্কুর হইল ॥
 শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি চিন্তামণি ধাম ।
 অভিন্ন শ্রীবৃন্দাটী ভিন্ন মাত্র নাম ॥

তথা তিন অঙ্কুরের হইল বিকাশ ।
 তিন কল্পতরু রূপে হইল প্রকাশ ॥
 বঙ্গভূমে রাড়দেশে আর গৌড়োচ্চানে ।
 তিন বৃক্ষ বালমল করে রূপ গুণে ॥
 অখিল-রসায়িত পূর্ণ বৃক্ষ-কলেবর ।
 শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ মনোহর ॥
 মূল আর ক্ষন্দশাখা বাড়িতে লাগিল ।
 শাখা অনুশাখা বহু বিস্তার হইল ॥
 নব নব পল্লবেতে ভুবন ব্যাপিল ।
 কিরণেতে দশদিক উজ্জ্বল হইল ॥
 মূল হৈতে চারিদিকে মূল নিকশিল ।
 প্রতি দেশে এক এক অঙ্কুর হইল ॥
 বৃদ্ধি হয়ে পুষ্প ফল প্রসব করিল ।
 তাহা পেয়ে দেশবাসী কৃতার্থ হইল ॥
 চুঃখী তাপী দরিদ্র সকলে যুড়াইল ।
 অভিমানী দাস্তিকেরা বঞ্চিত হইল ॥
 তাহা লাগি মূলবৃক্ষ শক্তি প্রকাশিল ।
 শব্দাদি বিষয়ে সে সবারে আকর্ষিল ॥
 বৃক্ষফল রসাস্বাদ যখন পাইল ।
 সব ত্যজি বৃক্ষতলা আশ্রয় করিল ॥
 জ্ঞান ভক্তি ভাব পুষ্প তাহাতে ফুটিল ।
 সৌরভেতে নর নারী উন্মত্ত হইল ॥
 প্রথম তরুতে ফলে জ্ঞানামৃত ফল ।
 দ্বিতীয় তরুতে ফলে ভকতি কেবল ॥
 তৃতীয় তরুতে প্রেমফল প্রসবিল ।
 যার যত প্রয়োজন গ্রহণ করিল ॥
 এ তিন তরুর ছায়া যারা পরশিল ।
 জনমের মত তারা উদাসী হইল ॥
 আশ্রাণ করিল যারা সেই তিন ফুল ।
 চির জীবনের মত হইল বাতুল ॥
 আশ্বাদ করিল যারা সেই প্রেমফল ।
 বুদ্ধি শুদ্ধি গেল তারা হইল পাগল ॥
 এই তিন বৃক্ষরূপে তিন মহাজন ।
 অবতারি করিবেন ধর্ম্ম সংস্থাপন ॥
 তিন বাজ্রা পূর্ণ নিজ রস আশ্বাদন ।
 আনুসঙ্গে উদ্ধার করিবেন জীবগণ ॥

এ সব রহস্য গুঢ়, বেদগোপ্য কথা ।
ভাগ্যবান ভক্তগণে আশ্বাদে সর্বথা ॥
এইরূপে কীর্তন করিয়া কবিবর ।
সময় বুঝিয়া সবে দিলা অবসর ॥
কীর্তন সমাপ্ত করি যমুনায়া গিয়া ।
শীতল হইল জলে মজ্জন করিয়া ॥
কেহ কার অঙ্গে জল করয়ে সিকন ।
কেহ বা বিহরে জলে করি সন্তরণ ॥
কোঁতুকেতে কেহ কারো নেত্রে দেয় জল ।
ছড়াছড়ি করি বাধে আনন্দ কোন্দল ॥
কেহ বা মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটায় ।
কেহ বা অলক্ষ্যে ডুবি ধরে তার পায় ॥
কুস্তীর ভাবিয়া মনে ভীরে পলাইল ।
করতালি দিয়া সবে হাসিতে লাগিল ॥
এইরূপে জ্ঞান করি ভীরেতে উঠিল ।
যমুনা প্রণমি সবে বাসায় চলিল ॥
এসাদ পাইয়া গিয়া করিল শয়ন ।
অপরাহ্নে হৈল পুনঃ একত্রে মিলন ॥
রাস পঞ্চাধ্যায় গ্রন্থ করিলা পঠন ।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল যত ভক্তগণ ॥
মথুরা হইতে যত বিপ্র এসেছিল ।
ঋষিবর শঙ্করের বার্তা জিজ্ঞাসিল ॥
তারা বলে কিছুদিন মথুরায় ছিল ।
উপদেশ দিয়া সবে কৃতার্থ করিল ॥
বৃন্দাবনে লীলাস্থান করিয়া দর্শন ।
সশিষ্যে অমরনাথে করেছে গমন ॥
বলিতে বলিতে তথা আইল শঙ্কর ।
দেখিয়া লইল সবে করি সমাদর ॥

জগ মাঝে সবার প্রিয় শ্রীশঙ্কর ।
তাহারে পাইয়া সবে আনন্দ অন্তর ॥
অমরনাথের কথা প্রসঙ্গ করিয়া ।
আনুসঙ্গে আগমাди তত্ত্ব বিচারিয়া ॥
সে দিনের মত সবে বাসায় চলিল ।
ভোজন করিয়া গিয়া শয়ন করিল ॥
পদ্মাবতী কবিপতি যে লিখায় বাণী ।
তাহা বিনা ভাল মন্দ লিখিতে না জানি ॥
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আর রজকিনী ।
শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল আর দেবী চিন্তামণি ॥
শ্রীলছিমা দেবী আর রুণনারায়ণ ।
ইহাদের পাদপদ্ম একান্ত শরণ ॥
আদিরসে আদি কবি অণে ভক্তগণ ।
কৃপা করি কৈল লীলা হৃদয়ে স্ফূরণ ॥
গুহ্য তৃণরাশি যেন পবনে উড়ায় ।
তৃণের কর্তৃত্ব কিছু না দেখি তাহায় ॥
শব্দরূপে হৃদ্যকাবে হয়ে উদ্দীপন ।
আপনার লীলাকথা করিল লিখন ॥
গঙ্গা আগমনে যথা পবিত্রা মেদিনী ।
লীলাকথারস তথা অন্তর শোধিনী ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা অমৃতবাহিনী ।
যে আধারে বহে তার মহিমা না জানি ॥
পাদং বা পাদমেকার্দ্ধং ভাগবত বাণী ।
অমৃতের বিন্দু ভবে মৃতসঞ্জীবনী ॥
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই হরিলীলাকথা ।
কৃষ্ণপ্রেমলাভ তার হইবে সর্বথা ॥
বাল্যকালাবধি যার হরিপদ ধ্যান ।
দ্বিজ অধরটাদ কহে জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনের বন দর্শনাদি ও প্রেম-সঙ্কীৰ্তন বর্ণন নাম
বিংশতি সোপান ।

একবিংশতি সোপান ।

গদাধরাদির দেশাগমনের মন্ত্রণা ।

কৃষ্ণশরণজনকোস্ত্রে প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিত ।

তত্ত্বং কথারতচ্চাসৌ কুৰ্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

জয় জয় জয়দেব ভক্তশিরোমণি ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমতত্ত্বরস ভক্তিবানি ॥
শ্যামীগণ ভক্তগণ সঙ্গে কবির ।
বৃন্দাবনে আছে সদা আনন্দ অন্তর ॥
একদা সমাসী সহ করিয়া গমন ।
ভ্রমিয়া আইলা পুষ্করাতি তীর্থগণ ॥
তবে এক দিন কহিলেন গুরু স্থানে ।
কি করিব গদাধরে রাধিয়া এখানে ॥
গুরু কহে শূন্য আছে কেন্দুলীনগর ।
গণ সহ তথায় যাউক গদাধর ॥
শুনি কবি দেবী মনে মন্ত্রণা করিয়া ।
গণ সহ গদাধরে কহিল ডাকিয়া ॥
গদাধর তুমি রামচন্দ্র নারায়ণ ।
তিন জনে শীঘ্র কর কেন্দুলী গমন ॥
সকলে এখানে যদি নিশিচিন্তে রহিব ।
তথাকার সেবাকার্য্য কিরূপে চলিব ॥
অতএব ভক্তবৃন্দে লইয়া সংহতি ।
গমন করিতে মাধবের অনুমতি ॥
যুগল মুরতি তথা স্থাপন করিব ।
শ্রীরাধামাধব তাতে প্রকট হইবে ॥
পূর্ব অনুরূপ সেবা করিব সকলে ।
হইবে হরির কৃপা রহিব কুশলে ॥
শ্রীরাধামাধব রহিলেন বৃন্দাবনে ।
কভু যাবে জয়পুরে রাজার ভবনে ॥
আমরা এক্ষণে আর দেশে না যাইব ।
কিন্তু আমি এথা সেথা সর্বদা রহিব ॥
গদাধর বলে আমি দেশে না যাইব ।
সেবক হইয়া সদা চরণ সেবিব ॥
তোমরা সকলে যদি রহিলে এথায় ।
কাহারে লইয়া আমি থাকিব তথায় ॥

তোমা হবে ছাড়ি আমি যাইতে নারিব ।
তোমরা যেখানে রবে সেখানে রহিব ॥
এত শুনি কবির সবারে ডাকিল ।
সকলে মিলিয়া গদাধরে বুঝাইল ॥
পূর্বাপর গদাধর অনেক ভাবিল ।
বিচার করিয়া মনে সন্মত হইল ॥
পদ্মাবতী আগে ইহা সকল কহিল ।
শুনি দেবী দেশে যাইতে অনুমতি দিল ॥
পদ্মাবতী বলে বৃন্দাবন আর ঘর ।
এখানে সেখানে তব একই সোমর ॥
ইচ্ছা মাত্র এখানে করিব আগমন ।
এ বিত্তা তোমাতে আমি করিব অর্পণ ॥
এত বলি সিদ্ধ-মন্ত্র তাঁর কর্ণে দিল ।
গদাধর সেইক্ষণে পরীক্ষা করিল ॥
দূরশ্রুতি প্রদান করিল কবির ।
গৃহে বসি সব শব্দ হইবে গোচর ॥
জয়তীর্থ ধ্যাবর দূরদৃষ্টি দিল ।
বিশ্বে কোথা কিবা আছে জানিতে পারিল ॥
ঈশীত বশীত পরকায়ে প্রবেশন ।
দয়ানিধি দিল শিক্ষা করিয়া যতন ॥
অগ্নিমা লঘিমা শক্তি দিল গণপতি ।
গদাধর অষ্ট সিদ্ধি পেয়ে হৃষ্টমতি ॥
সবার চরণে ধরি প্রণাম করিল ।
যোগপীঠে অষ্ট মন্ত্র জপি সিদ্ধ হৈল ॥
কিন্তু এই সিদ্ধি-শক্তি সর্বদা না ফলে ।
মহুস্ত্র জপান্তে ফলে তন্ময় হইলে ॥
অপ্রাকৃত শক্তি দেহে হইল সকার ।
স্বদেশ বিদেশ সব দেখে একাকার ॥
কেন্দুলী যাইতে তবে স্বীকার করিল ।
শুনিয়া সকলে মনে সন্তোষ হইল ॥

পদ্মাবতী নারীগণে আদেশ করিল ।
কেহ বা চলিল কেহ তথায় রহিল ॥
তবে কবি ভক্তগণে করিল আদেশ ।
বহু দিন আসিয়াছ যাহ সবে দেশ ॥
গদাধরের অনুগত হইয়া রহিবে ।
বিগ্রহ স্থাপিয়া সেবা প্রকাশ করিবে ॥
সকলে মিলিয়া নিত্য কীর্তন করিবে ।
উৎকর্ষা হইলে মোরে দেখিতে পাইবে ॥
শুনিয়া সকলে মনে সন্তোষ হইল ।
যে আজ্ঞা বলিয়া আজ্ঞা স্বীকার করিল ॥

—

গদাধরাদির স্বদেশে গমন ও বনমাতার পঞ্চ রাজস বিবরণ ।

রামনারায়ণ আদি যত ভক্তগণ ।
সবারে কহিল কবি করিতে গমন ॥
অনুমতি ভঙ্গ করে সাধ্য আছে কার ।
যাইব বলিয়া সবে কৈল অঙ্গীকার ॥
যার যাহা প্রয়োজন গ্রহণ করিল ।
দেশে যাইবার লাগি উদ্যোগী হইল ॥
তবে রাধামাধবের চরণ বন্দিয়া ।
প্রত্যেকে সবার পদে প্রণাম করিয়া ॥
ঋষিগণ পদধূলি মস্তকে লইল ।
পদ্মাবতী দেবী স্থানে বিদায় হইল ॥
কবিরে যোড়করে করিয়া বন্দন ।
শ্রীহরি বলিয়া সবে করিল গমন ॥
যমুনা হইয়া পার রাজপথে যায় ।
নগর ছাড়িয়া শেষে বনপথ পায় ॥
স্থানে স্থানে রহি চলে আপনার বশে ।
মহানন্দে যায় ভাসে লীলাকথারসে ॥
পথ ভুলি মহা বনে প্রবেশ করিল ।
যাইতে যাইতে বনে রজনী হইল ॥
লতা পাতা নীলা লজ্জি পায় বহু ক্লেশ ।
কোন দিকে গ্রাম আছে না হৈল উদ্দেশ ॥

অগম্য কানন মাঝে প্রবেশ করিল ।
ক্রমে ঘোর অন্ধকার বাড়িতে লাগিল ॥
বন্যপশুগণ বনে ভ্রমে দলে দলে ।
দেখি সবে সশঙ্কিত, বৈসে তরুতলে ॥
দ্বিরদ নীরদ সগ গর্জে অনিবার ।
তুরঙ্গ কুরঙ্গ ব্যাঘ্র করিছে চিৎকার ॥
হরিধ্বনি শুনি হরিধ্বনি বন্ধ হৈল ।
ভীত মনে ভক্তগণে ভাবিতে লাগিল ॥
সবে বলে উপায় কি হবে গদাধর ।
গদাধর বলে কেহ না হও কাতর ॥
পদ্মাবতী জয়দেব পদরজঃ বলে ।
সর্বদা নির্ভয় আমি এই ভূমণ্ডলে ॥
এত বলি ঈশশক্তি অনুধ্যান কৈল ।
পণশের বৃক্ষে মহা তেজ প্রকটিল ॥
পণশ হইতে হেন জ্যোতিঃ নিকশিল ।
যোড়শ চন্দ্রমা যেন উদয় হইল ॥
সে জ্যোতির দিকে কেহ চাহিতে নারিল ।
ভয়ে যত বন্যপশু দূরে পলাইল ॥
বহু দূর পর্য্যন্ত হইল আলোকিত ।
আশ্চর্য্য হেরিয়া সবে হৈল আনন্দিত ॥
নিবরি হইতে জল করি আনয়ন ।
খাত্তদ্রব্য যাহা ছিল করিল ভোজন ॥
কতকণ নানাকথা করি আন্দোলন ।
আসন পাতিয়া তথা করিল শয়ন ॥
যখন হইল নিশা দ্বিতীয় প্রহর ।
পর্কিত হইতে আইল পঞ্চ নিশাচর ॥
খাত্তবস্তু দেখি বড় আনন্দ হইল ।
হাসিতে হাসিতে সবে ধরিতে আইল ॥
পণশের জ্যোতিঃ দেখি মহাতেজময় ।
ভাবিতে লাগিল মনে মানিয়া বিস্ময় ॥
পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল ।
ভয়ে ভীত অগ্রসর হইতে নারিল ॥
উষঃকাল দেখি যেন বিড়াল লাফায় ।
খাইবারে বড় ইচ্ছা খাইতে না পায় ॥
সেইরূপ রাক্ষসেরা খাইতে আইল ।
জ্যোতিঃতেজে অন্ধ হয়ে দাঁড়ায়ে রহিল ॥

ভক্তগণ নিরীক্ষণ করি নিশাচর ।
 ভীত হয়ে ডাকি বলে রক্ষ গদাধর ॥
 গদাধর বলে ভয় না করিহ কেহ ।
 এইক্ষণে পঞ্চজনে পাবে দিব্যদেহ ॥
 এত বলি রক্ষভাষে করিল জিজ্ঞাসা ।
 কি জন্ম আইলে এথা মনে কিবা আশা ॥
 তারা কহে তোমা সবে করিয়া ধারণ ।
 গৃহে লয়ে গিয়া মোরা করিব ভোজন ॥
 ভার্য্যা পুত্র পরিজন আমাদের আছে ।
 যাহা পাই লয়ে যাই তাহাদের কাছে ॥
 নর পশু পক্ষী মৎস্য যে দিনে যা পাই ।
 বাটীতে লইয়া গিয়া সবে মিলি খাই ॥
 দৈবযোগে দেখা পাইলু তোমা সবা কার ।
 মহা স্তূখে নরমাংস করিব আহার ॥
 এত বলি হস্ত প্রসারিয়া তারা চলে ।
 গদাধর ঈশশক্তি প্রকাশে সে কালে ॥

রাক্ষসগণের মুক্তি ও অভিশাপ বিবরণ ।

পদ্মাবতী জয়দেবে স্মরণ করিয়া ।
 স্বগত হইয়া মনে মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥
 কমুণ্ডলু হৈতে জল হস্তে ঢালি নিল ।
 পূর্বের স্বরূপ পাও বলি অঙ্গে দিল ॥
 সেইক্ষণে সবা কার বিরূপতা গেল ।
 দেখিতে দেখিতে দেহ নূতন হইল ॥
 যখন যে দেহ পায় কৰ্ম্ম অনুসারে ।
 জ্ঞান বুদ্ধি ক্রিয়া শক্তি হয় সে প্রকারে ॥
 রাক্ষসীর স্বভাবে দেহেতে বদ্ধ ছিল ।
 চেতনা সহিত পূর্ব স্বরূপ পাইল ॥
 পূর্বাপর সব কথা স্মরণ হইল ।
 গদাধরপদে পড়ি কান্দিতে লাগিল ॥
 জয় জয় গদাধর সাধুচুড়ামণি ।
 অগতির গতি তব চরণ দুখানি ॥
 পতিতপাবন ভক্তরূপী ভগবান ।
 নিম্নগুণে আন্য সবে কৈলে পরিভ্রাণ ॥

বন্যপশুভোজী হয়ে ছিনু মধাপাপে ।
 ভোমার কৃপায় মুক্ত হৈলু অভিশাপে ॥
 তামসিক দেহ পেয়ে ভুতলে আইলু ।
 কুকৰ্ম্ম যতেক আছে সব আচরিলু ॥
 পূর্বপাপ হৈতে মুক্ত কৈলে দয়াময় ।
 বর্তমানে বহু পাপ করেছি সঞ্চয় ॥
 পর উপকারী তুমি পাতকীর বন্ধু ।
 কেমনে তরিব বল এই পাপসিন্ধু ॥
 সাধুর স্বভাব পর-দুঃখেতে কাতর ।
 আশ্বাস করিয়া কিছু কহে গদাধর ॥
 দুর্বাসার অভিশাপে এ গতি সবার ।
 ব্রাহ্মণে করিলে হেলা না হয় নিস্তার ॥
 ঈশ্বর হইলে রুষ্ঠ তুষ্ঠ করা যায় ।
 ব্রাহ্মণ হইলে ক্রুদ্ধ রক্ষা নাহি তায় ॥
 এবে সবে নিজলোকে করহ গমন ।
 বিত্যাধর দেহে কর স্থখে বিচরণ ॥
 বর্তমানকৃত পাপতাপ না ফলিবে ।
 পুনশ্চ গায়ক হয়ে স্বর্গেতে রহিবে ॥
 কিছুদিন পরে হরি হবে অবতার ।
 ভক্তরূপে জন্ম হবে তোমা সবা কার ॥
 কৃষ্ণনাম প্রেমরসে হয়ে সংশোধন ।
 শ্রীবৈকুণ্ঠধামে সবে করিবে গমন ॥
 এত বলি গদাধর বিদায় করিল ।
 সগণে বন্দিয়া পদ স্বধামে চলিল ॥
 দেখি যত ভক্তবৃন্দ আশ্চর্য্য মানিল ।
 গদাধরে স্তুতি নতি অনেক করিল ॥
 পরে জিজ্ঞাসিল তাঁরে যত ভক্তগণ ।
 দুর্বাসা দিলেন শাপ কিসের কারণ ॥
 গদাধর বলে শুন তার বিবরণ ।
 ইন্দ্রের গায়ক ছিল এই পঞ্চ জন ॥
 সভাতে করিয়া গান বিত্যাধরী সঙ্গে ।
 মধুপানে মত্ত হয়ে নাচে নানারঙ্গে ॥
 মণিয়ো দুর্বাসা ঋষি সভায় আইল ।
 ইন্দ্রাদি দেবতাগণ প্রণাম করিল ॥
 যথাযোগ্য আসনে বসিল ঋষিবর ।
 ঞ্জটাজুট দেখি হাস্ত কৈল বিত্যাধর ॥

এক জন হাঙ্গিতেই সকলে হাসিল ।
 ক্রুদ্ধ হয়ে ঋষিরাজ অভিশাপ দিল ॥
 আমা সবে অমাণ্য করিলে মুঢ়মতি ।
 এই দোষে তামস যোনিতে হবে গতি ॥
 হইয়া রাক্ষসমূর্তি বাস কর বনে ।
 শুনি তারা ভীত হয়ে পড়িল চরণে ॥
 বিনীত দেখিয়া বর দিল পঞ্চ জনে ।
 পুনঃ মুক্ত হবে সবে সাধু দরশনে ॥
 তোমা সবে দেখি এবে শাপমুক্ত হৈল ।
 পূর্বের স্বরূপ পেয়ে স্বর্গে চলি গেল ॥
 এত শুনি বিস্ময় হইল ভক্তগণ ।
 বলে তুমি ছিলে তাতে বাঁচিল জীবন ॥
 হরি হরি ধ্বনি সবে করিতে লাগিল ।
 হরিলীলা কথা কহি জাগিয়া রহিল ॥
 রজনীর শেষে কৈল জ্যোতিঃ সম্বরণ ।
 প্রাতঃকৃত্য করি পরে করিল গমন ॥
 কতক্ষণে বন ছাড়ি নগরে আইল ।
 রন্ধন ভোজন করি বিশ্রাম করিল ॥
 এইমতে কতদিনে প্রয়াগে আসিয়া ।
 ত্রিবেণীর তীরে স্থখে সে দিন রহিয়া ॥
 পর দিনে বেণীজলে করিয়া মজ্জন ।
 তরী আরোহীয়া দেশে করিল গমন ॥
 ভাগীরথী জলস্রোতে বেগেতে চলিল ।
 বিক্যাচল দেখি কাশীধামেতে আইল ॥
 এক দিন তথা সবে কৈল অবস্থান ।
 পর দিনে চলে তরী অতি বেগবান ॥
 রাজমহলাদি দেশ পশ্চাৎ করিয়া ।
 কণ্টকনগরে সবে উত্তরিল গিয়া ॥
 তরী হৈতে অবতরী সকলে চলিল ।
 কেন্দুলীনগরে আসি প্রবেশ করিল ॥
 তবে সবে স্বভবনে কৈল আগমন ।
 আনন্দে ভাসিল দেখি আত্মীয় স্বজন ॥
 হরিদাস কৈল আসি চরণ বন্দন ।
 কোলে লয়ে গদাধর চুষিল বদন ॥
 বার্তা শুনি ভক্তগণ কৈল আগমন ।
 মিলিল আসিয়া পরে গ্রামবাসীগণ ॥

গদাধর রামচন্দ্র আর নারায়ণ ।
 তিন জনে প্রণাম করিল সর্বজন ॥
 তবে তাঁরা সবা কারে করি আশীর্বাদ ।
 প্রত্যেকেরে কিছু কিছু দিলেন প্রসাদ ॥
 সবে বলে কবির কেন না আইল ।
 গদাধর বলে তাঁর ইচ্ছা না হইল ॥
 গ্রামীগণ পদ্মাবতী আর গণপতি ।
 সবা সঙ্গে বৃন্দাবনে করিলা বসতি ॥
 নূতন বিগ্রহ এথা করিয়া স্থাপন ।
 উৎসব করিবে, নিত্য লয়ে ভক্তগণ ॥
 তাঁর এই আজ্ঞা সবে করহ পালন ।
 অনুরূপ শ্রীবিগ্রহ কর অব্বেষণ ॥
 এত বলি গদাধর অন্তঃপুরে গেল ।
 ভক্তগণে যে যাহার আবাসে চলিল ॥
 তদন্তরে বহু চেষ্টা ভক্তেরা করিল ।
 পূর্ব অনুরূপ মূর্তি কেহ না পাইল ॥
 বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান ঢাকা নীলাচলে ।
 পূর্বাপর বিবরণ লিখিল সকলে ॥
 পূর্বের বিগ্রহ যে ভাস্কর গড়েছিল ।
 বিষ্ণুপুর অধিপতি তারে পাঠাইল ॥
 ঠাকুরবাটীতে আসি পরিচয় দিল ।
 অনুমতি লয়ে কার্য্য করিতে লাগিল ॥
 সেইরূপ প্রস্তরেতে বিগ্রহ গঠিল ।
 এক মাসে দুই মূর্তি নির্মাণ করিল ॥
 মনোহর মূর্তি হৈল পূর্ব অনুরূপ ।
 কিছু মাত্র ভেদ নাই একই স্বরূপ ॥
 দেখিয়া সকলে মনে আশ্চর্য্য মানিল ।
 সেই এই, এই সেই একই হইল ॥
 আশাতীত পুরস্কার ভাস্করেরে দিয়া ।
 দেশে পাঠাইয়া দিল সন্তোষ করিয়া ॥
 মহারাজে এ বৃত্তান্ত সব জানাইল ।
 শুনিয়া নরেন্দ্র মহা সন্তোষ হইল ॥
 এথা গদাধর নিজ আত্মীয় স্বজনে ।
 নিমন্ত্রণ দিল আর যত রাজগণে ॥
 গদাধর-ভার্য্যা মূর্তিমতী নারায়ণী ।
 গৃহকার্য্য সেবাকার্য্য সমাধে আপনি ॥

অতিথী বৈষ্ণব সাধু সম্মাসার গণ ।
 আপনি রক্ষন করি করায় ভোজন ॥
 আত্মীয় স্বজন আর নর নারী যত ।
 বশীভূত তাঁর সবে সদা অনুগত ॥
 পুত্র তাঁর হরিদাস সাধু সুপণ্ডিত ।
 সমদর্শী সদাচারী নিঃশল চরিত ॥
 শিষ্যগণ ভ ৩ গণ দেশবাসীগণ ।
 শিরে ধরি আজ্ঞা তাঁর করেন পালন ॥
 দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ বিদ্যাধরগণ ।
 তাঁর কথা না শুনিবে নাহি হেন জন ॥

বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা বিবরণ ।

বিগ্রহ স্থাপন হেতু আহ্বান করিল ।
 চতুর্দিক হৈতে লোক আসিয়া মিলিল ॥
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রামণী সাধু মহাজন ।
 উপস্থিত হৈল আসি পেয়ে নিমন্ত্রণ ॥
 রাজা প্রজাগণ কত আগমন কৈল ।
 উপযুক্ত বাসায় গবাকারে দিল ॥
 নানাবিধ খাদ্য ভোজ্য কৈল আয়োজন ।
 যাহার যেমত ইচ্ছা কর য় ভোজন ॥
 গায়ক বাদক নট নটী কত জন ।
 মহানন্দে নাচে গায় করয়ে কীর্তন ॥
 শুভ দিন ক্ষণ দেখি বিগ্রহ স্থাপিল ।
 যুগলে যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিল ॥
 জয়দেবে কাতরে ডাকিল গদাধর ।
 ধ্যানে জানি আবির্ভাব হৈল কবির ॥
 সবাচারে লয়ে মহা উৎসব করিল ।
 কেহ বা চিনিল কেহ চিনিতে নারিল ॥
 শ্রীঅনন্তদাস গান আরম্ভ করিল ।
 ভক্তগণ মিলি সঙ্গে গাইতে লাগিল ॥

তথাহি পদং—

মাধব মতি রহু তোয় ।
 দিয়ে তুলসী তিল, দেহ সমর্পিল,
 দয়া কছু না ছোড়িবি মোয় ॥
 গণ্যিতে দোষ, গুণলেশ না পায়িবি,

যব তুঁহু করিবি বিচার ।
 তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কইয়সি,
 জগত বাহির নহি ছার ॥
 স্থাবর জঙ্গম, কি এ পশু পাখী,
 কিম্বা এ কীট পতঙ্গ ।
 করমদোষে মম, গতার্গতি মাধব,
 মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥
 ভনয়ে বিতাপতি, কাতর অতিশয়,
 তরয়িতে ইহ ভবসিঞ্চ ।
 তুয়া পদপল্লব, মোহে অবলম্বন,
 তিল আধ দেহি দীনবন্ধু ॥

অক্ষর সংযোগ করি গাইতে লাগিল ।
 হরিভক্তিরসাসিন্দু উছলি বহিল ॥
 পান করি পরানন্দে সকলে মোহিল ।
 মাধবে লইয়া মহা উৎসব করিল ॥
 প্রচ্ছন্নরূপেতে কবি গণসহ ছিল ।
 গদাধরে কহি পুনঃ গমন করিল ॥
 পক্ষান্তরে সঙ্কীর্্তন সমাপন করি ।
 নিজ স্থানে গেল সবে বলি হরি হরি ॥
 শ্রীরাধামাধব হরি প্রকট হইল ।
 দরশন করি সবে আনন্দে ভাসিল ॥
 অতাপি বিরাজ করে কেন্দ্রলীভবনে ।
 মণিময় মূর্তি টাঁদ বালকে বদনে ॥
 ভক্তিভাবে সে মুখ করিলে দরশন ।
 অন্তর নীতল হয় যুড়ায় নয়ন ॥
 বিশ্বাস বিহীন যারা মায়াযুক্ত নর ।
 ভাদের সম্মুখে তাহা কেবল প্রস্তর ॥
 এথা বৃন্দাবনে জয়দেব পদ্মাবতী ।
 শ্রাদী সঙ্গে কৃষ্ণ কথারসে মগ্ন মতি ॥
 ইচ্ছা অনুসারে সবে করেন ভ্রমণ ।
 চিৎকাট বংশীবট নিকুঞ্জকানন ॥
 যমুনার তীরে বৃন্দাবনে যত বন ।
 মধুরার দিকে হেলা সব বৃক্ষগণ ॥
 কৃষ্ণ-প্রণয়ের চিহ্ন সবার দেখিল ।
 বলিতে বলিতে সবে বাসায় আইল ॥

এইরূপে করে নিত্য কানন ভ্রমণ ।
 গ্ৰাসীগণ সঙ্গে করে শ্রীহরিকীৰ্ত্তন ॥
 নিশাকালে স্বৰ্গ হৈতে যত দেবগণ ।
 বৃন্দাবনে আসি স্মৃতে করে বিচরণ ॥
 সন্ন্যাসীর দলে আসি সকলে মিলিয়া ।
 মহানন্দ ভোগ করে নাচিয়া গাইয়া ॥

বঙ্গবাসী ভক্তগণের শ্রীবৃন্দাবনে গমন ।

জয়দেব বৃন্দাবনে করিলেন বাস ।
 শুনিয়া সবার চিত্ত হইল উদাস ॥
 আশা ছিল করিবেন পুনরাগমন ।
 সে আশায় নৈরাশ হইল সৰ্বজন ॥
 প্রভা শূণ্য হৈল ক্রমে কেন্দুলীনগর ।
 নলিনী মলিন যেন বিনা দিবাকর ॥
 গ্ৰাসীগণ সঙ্গে রহিলেন বৃন্দাবনে ।
 সুখহীন হৈল দেশ দৌহার বিহনে ॥
 সবে বলে হায় হায় কি দশা ঘটিল ।
 সুখনিধি দিয়া বিধি হরিয়া লইল ॥
 কেন্দুলীর কীৰ্ত্তনে যাহারা গিয়াছিল ।
 তাহাদের মুখে অশ্রু লোকেরা শুনিল ॥
 শ্রবণ মাতেতে হৈল নিরানন্দ মন ।
 হরিষে বিষাদ মুখে না সরে বচন ॥
 সংসারের সুখ আর মনে নাহি ভায় ।
 কোথা জয়দেব বলি কান্দে উভরায় ॥
 যাহাদের অন্তরে বিরাগ জন্মেছিল ।
 সংসার মমতা ত্যজি তথায় চলিল ॥
 কতশত ধনী জ্ঞানী সাধু মহাজন ।
 জয়দেবের জয় দিয়া গেল বৃন্দাবন ॥
 কত রাজেশ্বর রাজা রাজ্য ত্যাগিয়া ।
 জয়দেব সম্মিথানে রহিলেন গিয়া ॥
 দাস দাসী ছিল যারা করিত সেবন ।
 বিরহে কাতর হয়ে গেল বৃন্দাবন ॥
 নিদ্রুক পাষণ্ডী যারা বিষয়ী পামর ।
 ভাবিতে ভাবিতে হৈল নির্মল অন্তর ॥

রোগ শোক পরিতাপে বিরাগ জন্মিল ।
 সংসার অসার ভাবি ছাড়িয়া চলিল ॥
 শ্রীগীতগোবিন্দ পদ গাইত যাহারা ।
 মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়ে চলিল তাহারা ॥
 বৃন্দাবনে কেন্দীঘাটে যাইয়া মিলিল ।
 অবনত হয়ে তাঁর চরণে পড়িল ॥
 কেহ ছুই পদ ধরি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 কেহ ভূমিতলে পড়ি আৰ্ত্তনাদ করে ॥
 কেন বাপ কোন দোষে কেন্দুবিন্দু ছাড়ি ।
 বৃন্দাবনে আইলে আশা সবে পরিহরি ॥
 দেখি জয়দেব অতি সন্তোষ হইল ।
 সবা কারে সমাদর করিয়া লইল ॥
 প্রত্যেকে সবার করি অঙ্গ পরশন ।
 হৃষ্টমনে যথাযোগ্য কৈলা সন্তোষণ ॥
 ধন্যবাদ দিয়া কহি সন্তোষ বচন ।
 গণপতিরায়ের ডাকি কৈল সমর্পণ ॥
 সমাদর করি রায় লইয়া চলিল ।
 যথাযোগ্য বাসস্থান সবাকারে দিল ॥
 গণপতিরায় পদ বন্দিয়া সকলে ।
 প্রণাম করিলা পদ্মাবতী-পদতলে ॥
 তবে রাধামাধবে করিয়া দর্শন ।
 যগুনায় কৈল আনুকৃত্য সমাপন ॥
 বাসায় আনিয়া করি প্রসাদ ভোজন ।
 যে যাহা আনিয়াছিল করিল অর্পণ ॥
 এইরূপে আইল কত আত্মীয় স্বজন ।
 স্মৃতে বৃন্দাবনে বাস কৈল সৰ্বজন ॥
 গ্ৰাসীগণ ভক্তগণ বনবাসীগণ ।
 সবা মনে করে নিত্য শ্রীহরিকীৰ্ত্তন ॥
 গৃহ বিত্ত দেহকৃত্য হয়ে িশ্রবণ ।
 অনুক্ষণ করে লীলারস আশ্বাদন ॥
 সমাহীত চিত্তে ইহা যেন ৷ ৷ ৷ শ্রবণ ।
 অনায়াসে পায় সেই গোবিন্দ-চরণ ॥
 বৃন্দাবনচন্দ্র পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
 দ্বিজ অধরচাঁদ কহে জয়দেবাখ্যান ॥

দ্বাবিংশতি সোপান ।

বিভূতি দর্শনার্থে তিন জনের গমন ।

একদেশস্থিতস্থানে জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা ।

পরম্বে ব্রহ্মগোশক্তি তথৈদমখিলং জগৎ ॥

জয় জয়দেব বামাবতীর কুমার ।
 গোবিন্দের নিত্যলীলা আবেশাবতার ॥
 মহানন্দে বৃন্দাবনে আছে কবির ।
 পদ্মাবতী পতিসেবা করে নিরন্তর ॥
 এক দিন দেবী কহে শুন দয়াময় ।
 অম্ব দ্বীপ দেখিবারে ইচ্ছা বড় হয় ॥
 সপ্তদ্বীপ নবখণ্ডে যত হরিলীলা ।
 কোন লীলা কিরূপে কোথায় প্রকাশিলা ॥
 প্রতি দ্বীপে প্রতি বর্ষে করি বিচরণ ।
 কোথায় কি আছে তাহা করিব দর্শন ॥
 ভিন্ন ভিন্ন রূপে সব হয়েছে সৃজন ।
 সিদ্ধ গিরি নদী তরু বস্তু ব্যক্তিগণ ॥
 কোথা কেবা রাজা তার কিবা আচরণ ।
 দেখিব কেমনে বাস করে প্রজাগণ ॥
 এধাকার কার্য শীঘ্র করি সমাপন ।
 তুমি আমি গণপতি করিব গমন ॥
 শুনি কবির তাহা কৈল অঙ্গীকার ।
 সময়েতে বাজা পূর্ণ করিল তাঁহার ॥
 রাধামাধবের পদ বন্দি কবিরায় ।
 নিজগণ স্থানে গিয়া মাগিল বিদায় ॥
 সবে বলে রহিলাম চাতকের মত ।
 অবিলম্বে বৃন্দাবনে হবে সমাগত ॥
 গুরু স্থানে অনুমতি করিয়া গ্রহণ ।
 বিভূতি দর্শন লাগি করিলা গমন ॥
 পদ্মাবতী গণপতি দৌহারে লইয়া ।
 অলক্ষ্যেতে অন্তরীক্ষে গেলেন চলিয়া ॥
 পঞ্চাশৎ কোটী যোজন পৃথিবী বিস্তার ।
 সপ্তদ্বীপে সপ্তসিদ্ধ দুর্গের আকার ॥
 লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল ।
 অতি অপকৃপ দৃশ্য তরঙ্গ প্রবল ॥

অম্বদ্বীপ পল্লবদ্বীপ শাল্মলী পুষ্কর ।
 কুশ ক্রোধ শাকদ্বীপ বেষ্টিত সাগর ॥
 তার মধ্যে অম্বদ্বীপ নিযুত যোজন ।
 প্রম্বে তার এক লক্ষ যোজন গণন ॥
 অষ্ট উপদ্বীপে অষ্ট রাজ্য সুশোভিত ।
 নবম খণ্ডেতে নব বর্ষ বিভাগিত ॥
 কেতুমালা, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবত ।
 হিরণ্য, কুরু, ভদ্র, রম্যক ভারত ॥
 পৃথিবীর মধ্যস্থলে স্নেহেরুপিথর ।
 বেষ্ঠন করিয়া ভ্রমে সূর্য্য শশধর ॥
 গ্রহ, রাশি ভ্রমিতেছে জ্যোতিষ চক্রেতে ।
 তাহা দেখি আইলেন গন্ধমাদনেতে ॥
 বদরিকান্তমে দেখি নরনারায়ণ ।
 তিন দিন তথা স্থখে করিল যাপন ॥
 ব্যাসদেবে দেখিতে বাসনা হৈল মনে ।
 অবিলম্বে সেখানে চলিল তিন জনে ॥

ব্যাসদেবের সহিত হরিকথা ও ।

নারদ কর্তৃক হরিগুণ গান ।

প্রেমানন্দে হরিগুণ গাইতে গাইতে ।
 ব্যাসের নিকটে গেলা পুলকিত চিত্তে ॥
 শিষ্যগণ সহ ব্যাস আছেন বসিয়া ।
 তিন জনে হৃষ্টমনে প্রণমিল গিয়া ॥
 জয়দেবে দেখি ব্যাস সন্তোষ হইয়া ।
 বসাইল সমাদরে আশীষ করিয়া ॥
 তদন্তরে শিষ্যগণে পরিচয় নিল ।
 দয়ানিধি-শিষ্য শুনি সন্তোষ হইল ॥
 যত্ন করি তিন জনে গৃহে লয়ে গিয়া ।
 ডুগাইল নানাদ্রব্য উদর পুরিয়া ॥

তদন্তরে সবে মিলি একত্রে বসিল ।
 নানা কথা প্রমোত্তর হইতে লাগিল ॥
 তবে তাঁরে পরীক্ষা করিতে তপোধন ।
 জিজ্ঞাসিল স্বগুণ নিগুণ নিরূপণ ॥
 ব্যাস বলে কহ কবি সাধ্য নিরূপণ ।
 সগুণ নিগুণ দুই ব্রহ্মের লক্ষণ ॥
 কবি কহে করি নিজ চিত্ত সংশোধন ।
 স্বগত থাকিলে হয় ভাব উদ্দীপন ॥
 সেই ভাবে যদি সদা করে বিচরণ ।
 না থাকে নিষেধ বিধি সাধন ভজন ॥
 নিগুণ ভাবেতে হয় আত্মা দরশন ।
 সগুণ ভাবেতে হয় ক্রিয়া প্রয়োজন ॥
 ক্রিয়া রসাস্বাদ হেতু চিদ্র জীব মায়া ।
 সংযোগে করিয়া সৃষ্টি ভুতময় কায়া ॥
 পুমানাদি দেহভ্রম ধরি নটবর ।
 বিশ্বনাট্যালয়ে নাট্য করে নিরন্তর ॥
 অগ্ন দ্বীপে অগ্ন বর্ষে সুখময় লীলা ।
 ভারতে কদর্য্য-জীব-রূপে প্রকটিল ॥
 ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি গণে স্বার্থসুখে রতি ।
 দেহে আত্মবুদ্ধি হেতু না হয় সদগতি ॥
 কোনোরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব না হয় গোচর ।
 কৰ্ম্মকাণ্ড হইতে না পায় অবসর ॥
 বদ্ধজীব হয়ে করে জগতে ভ্রমণ ।
 উদ্ধার না হয় বিনা ভজন সাধন ॥
 অন্ধকার হইলেই বর্তি প্রয়োজন ।
 দিবাভাগে তাহা নাহি হয় স্প্রশোভন ॥
 আত্মা পশু আত্মা গুরু বেদ-শাস্ত্রে কয় ।
 আত্মা গুরু চিনিলেই হয় গুণ ক্ষয় ॥
 মিত্যানিত্য দৃশ্যাদৃশ্য আত্মা সর্বময় ।
 সংযমীর সংযমেতে সুবিদিত হয় ॥
 আত্মা গুরু আত্মা শিষ্য আত্মা জ্ঞানাজ্ঞান ।
 আত্মাকে জানিলে তবে হয় পরিজ্ঞান ॥
 আত্মা ভিন্ন বিদ্যে অগ্ন নাহি কিছু আর ।
 এ তত্ত্ব বুঝিলে ঘুচে মায়ার বিকৃতি ॥
 জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা তিন অবিভা উৎপন্ন ।
 বিচারিলে এক মাত্র হয় প্রতিপন্ন ॥

রূপাবেশ দেহ আর জীব ভদেকাত্মা ।
 স্বয়ং রূপ পরমাত্মা জীবাত্মার আত্মা ॥
 জ্ঞান ভক্তি প্রেম ভাব আত্মাতেই আছে ।
 সর্বরূপে আত্মা আর যাব কার কাছে ॥
 এই দিব্যজ্ঞান চিত্তে হইলে সঞ্চার ।
 অধঃ উর্দ্ধ মধ্য সব সুখময় তার ॥
 ব্যাস কহে ইহলোকে সম্ভব না হয় ।
 কবি কহে দ্বৈত গেলে লোক নাহি রয় ॥
 শুনি ব্যাসদেব অতি সন্তোষ হইল ।
 দিব্যজ্ঞানী জানি তাঁরে ধন্যবাদ দিল ॥
 অঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল এক বর ।
 তব নাম লইলে নিপ্পাপী হইব নর ॥
 শুনি জয়দেব মনে লজ্জিত হইল ।
 ধরিয়া যুগল পদ প্রণাম করিল ॥
 ব্যাসদেবে কবিরে যে কথা হইল ।
 আত্মদর্শি বিনা অণ্ডে বুঝিতে নারিল ॥
 মহানন্দে কিছুদিন তথায় রহিল ।
 এক দিন দেবঋষি নারদ আইল ॥
 করযোড়ে উঠি সবে চরণ বন্দিল ।
 আশীর্ব্বাদ করি ঋষি আসনে বসিল ॥
 পদ্মাবতী কবিপতি আর গণপতি ।
 মন্ত্রকাবনত করি করিল প্রণতি ॥
 ঋষি কহে তিন জনে ঈশ্বর স্বরূপ ।
 শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা অংশে তিন রূপ ॥
 নিজ রস আশ্বাদিতে ভুবনে আইলে ।
 আনুসঙ্গে ভক্তগণে কৃতার্থ করিলে ॥
 তোমা তিনে দেখিবারে এখানে আইলু ।
 হেরি যুড়াইল প্রাণ সন্তোষ হইলু ॥
 এত বলি গান কৈল যীণা বাজাইয়া ।
 সকলে শুনিল বসি মোহিত হইয়া ॥
 ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে যার ।
 গানের প্রসংশা আর কি করিবে তার ॥
 পরে করি হরিলীলা কথোপকথন ।
 অন্তরীক্ষে নিজ লোকে করিল গমন ॥
 কবির দশ দিন তথায় রহিল ।
 ব্যাস সহ তত্ত্বকথা অনেক হইল ॥

ତଦନ୍ତର ତଥା ହୈତେ ହୈୟା ବିଦାୟ ।
 ପ୍ରଣମିୟା ତିନ ଜନେ ବାୟୁଭରେ ଯାୟ ॥
 ପୂର୍ବଭାଗେ ମିଛୁକୂଳେ କରିୟା ଗମନ ।
 କତକତ ପର୍ବେ କରିଲ ବିଚରଣ ॥
 ତଦନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମହୃଦ ଦରଶନେ ଯାୟ ।
 ପରଶୁରାମେର ଟାଙ୍ଗି ଧମିଲ ଯଥାୟ ॥
 ବ୍ରହ୍ମାଗିରି ଉପରେ ଆଛେନ ଭୃଂପତି ।
 ତଥା ଗିୟା ତିନ ଜନେ କରିଲ ପ୍ରଣତି ॥
 କବିବରେ ଦେଖି ରାମ ସନ୍ତୋଷ ହୈଲ ।
 ଯଥାସାଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷିୟା ମନେ ରାଧିଲ ॥
 ରାମ କହେ ବିଛୁଦିନ ଏଥା କରି ବାସ ।
 ହରିକଥା ବାଣେ କର ବାସନା ବିନାଶ ॥
 ଶୈଳାରମ ଅଧ ମାର କୈଳେ ଆସାଦନ ।
 ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ହବେ ଯୁଡାବେ ଜୀବନ ॥
 ଶୁନି ଜୟଦେବ ଅତି ସନ୍ତୋଷ ହୈଲ ।
 ହରିକଥା ଶୁନି ତଥା ଆନନ୍ଦେ ରହିଲ ॥
 କିଛିଦିନ ଥାକି ପରେ ବିଦାୟ ହୈୟା ।
 ଅଶ୍ବଥାମା ମନ୍ନିଧାନେ ଉତ୍ତରିଲ ଗିୟା ॥
 କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ବଥାମା ଆର ମୁନିଗଣ ।
 କବିରାୟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହସେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ॥
 ଦିନକତ ଦେହତତ୍ତ୍ବ କଥା ଆନ୍ଦୋଳନ ।
 କରିୟା ପ୍ରଣାମ କରି କରିଲ ଗମନ ॥

ଜୟଦେବେର ପାତାଳପୁରେ ପ୍ରବେଶ ।

ବିରାଟ-ବିଭୂତି କ୍ରମେ କରି ଦରଶନ ।
 ବରାଜ ଦେଖିତେ କରେ ପାତାଳେ ଗମନ ॥
 ତେଲେ ବଲିର ଦ୍ଵାରେ ଦ୍ଵାରୀ ନାରାୟଣ ।
 ଦରଶନ କରି କୈଳ ଅନେକ ସ୍ତବନ ॥
 ତଦନ୍ତରେ ବଲିରାଜ ମନ୍ନିଧାନେ ଗିୟା ।
 ପ୍ରଣାମ କରିଲ ଅତି ବିନୀତ ହୈୟା ॥
 ମହାଦୟ କରି ବଳି କୈଳ ସନ୍ତୋଷଣ ।
 ତିନ ଦିନ ରାଧିଲେନ କରିୟା ଯତନ ॥
 ହରିକଥାର ମାୟାଦ କରି ଅନୁକ୍ଷଣ ।
 ମକଳେ ହୈଲ ମହା ଆନନ୍ଦିତ ମନ ॥
 ତଦନ୍ତର ତଥା ହୈତେ ହୈୟା ବିଦାୟ ।
 ପାତାଳ ଦେଖିୟା ଶେଷେ ଢଳାତଳେ ଯାୟ ॥

ତଥା ହୈତେ ନିୟାଦେଶେ କରିୟା ଗମନ ।
 ଦେଖିତେ ପାହିଲ ପଦ୍ମନାଭ ନାରାୟଣ ॥
 ଅନନ୍ତ-ଶୟାୟ ଆଛେ କରିୟା ଶୟନ ।
 ଜଗନ୍ନାଥା କରିତେଛେ ଚରଣସେବନ ॥
 ନାଗକନ୍ୟାଗଣ କରେ ଟାମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ।
 କରସୋଡ଼େ ଶ୍ରୁତି କରେ ଦେବଦେବୀଗଣ ॥
 ଅପରୂପ ରୂପ ତାର କରି ଦରଶନ ।
 ପ୍ରେମେ, ପୁରାକିତ ଭଲୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମନ ॥
 ଆପାଦ ମନ୍ତ୍ରକ ଦେହ ଦେଖି କବିବର ।
 ପ୍ରଣମିୟା ଶ୍ରବ କରେ ଯୁଡ଼ି ଛୁଇଁ କର ॥

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀପଦ୍ମନାଭେର ସ୍ତବ ।

ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ।
 ଜୟଦେବେଶ୍ଵରାଧ ନିଜ ଚରଣ ଗୋଚରେ ॥
 ଶ୍ରୀପତି ଶ୍ରୀଧର ଶ୍ରୀନିବାସ ନାରାୟଣ ।
 ଅଗତିର ଗତିଦାତା ବିପଦଭଞ୍ଜନ ॥
 ଧରଣୀଧରେନ୍ଦ୍ର ବଞ୍ଚେ କରେଛ ଶୟନ ।
 ରମାଦେବୀ କରିତେଛେ ଚରଣସେବନ ॥
 ଟାଟର ଚିକୂରପୁଞ୍ଜ ମନ୍ତ୍ରକ ଉପର ।
 ଦଲିତ ଅଞ୍ଜନ ଜିନି ଅତି ମନୋହର ॥
 ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟୀ ବିନିନ୍ଦିତ ଅଞ୍ଚାର ବଦନ ।
 କ୍ରମାନ୍ତରେ ଶକ୍ତସୁଧା ହୈତେଛେ କରଣ ॥
 ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୀତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣେର ଆବାସ ।
 ତିମିର ବରଣେ କର ତିମିର ବିନାଶ ॥
 କମଳଲୋଚନ ପଦ୍ମନାଭ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ।
 ବିଦ୍ୟାଧାର ଶାନ୍ତାକାର ଜଗତର୍ଜୁନ ॥
 ରାଜାପଦ କୋକନଦ ଜିନିୟା ବରଣ ।
 ଜଗତ୍ତେର ତାପ ହରେ କରିଲେ ଶ୍ଵରଣ ॥
 ଚିରକାଳ ଯୋଗମାର୍ଗେ ଚିନ୍ତେ ପଦ୍ମାମନ ।
 ତଥାପି କରିତେ ନାରେ ବସ୍ତୁ ନିରୂପଣ ॥
 ପୁଣ୍ୟପୁଞ୍ଜେ ହୟ ଯାର ନିର୍ମାଳ ଅନ୍ତର ।
 ରମୟା ରୂପ ହୟ ତାହାର ଗୋଚର ॥
 ନିରାମୟ ନିର୍ବିବିକଳ ସତ୍ୟମନାତନ ।
 ବାଣୀର ଯୁଗ୍ମାୟ ବାଣୀ କରିତେ ସ୍ତବନ ॥
 ମାୟା କେ ପାହେବେ ତବ ତୁମି ବିଦ୍ୟାଧାର ।
 ତିନ ଲୋକେ ତୋମା ବିନା ନାହିଁ କିଛି ଆର ॥

এত বলি পাদপদ্মে করি নমস্কার ।
পৃথিবীতে তিন জনে আইল পুনর্বার ॥

জয়দেবের কেন্দুলীনগরে আগমন ।

পদ্মাবতী বলে দেব করি নিবেদন ।
ইচ্ছা হয় কেন্দুলীতে করিতে গমন ॥
গদাধর করিয়াছে বিগ্রহ স্থাপন ।
চল তথা স্ত্রীমূর্তি করিব দরশন ॥
বিরহে কাতর যত আত্মীয় স্বজন ।
দেখিলে তাদের হবে সস্তাপ মোচন ॥
সবা সঙ্গে কিছুদিন করিয়া যাপন ।
যথা ইচ্ছা তথা পুনঃ করিবে গমন ॥
দেবী যাহা কহে কবি না করে অণুথা ।
প্রাতঃকালে তিন জনে উপনীত তথা ॥
ভক্ত সঙ্গে স্ত্রীমন্দিরে বসি গদাধর ।
জয়দেব লাগি অতি কাতর অন্তর ॥
হেনকালে আচম্বিতে দেখি তিন জনে ।
চমকিত হয়ে চাহে প্রফুল্ল নয়নে ॥
দ্রুত গিয়া ভূমে পড়ি প্রণাম করিয়া ।
আনন্দে বিভোর হয়ে আইল লইয়া ॥
কি বলিবে কোনো কথা না আইসে মুখে ।
নয়নে বহিছে ধারা প্রেমানন্দ স্নুখে ॥
ভক্তগণ দ্রুত আসি চরণ বন্দিল ।
গৃহমধ্যে বসিতে আসন পাতি দিল ॥
জয়দেব গদাধরে কোলে ভুজি নিল ।
নয়নের জলে অঙ্গ সিঞ্চন করিল ॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া সর্বজন ।
জিজ্ঞাসিল কিরূপে হইল আগমন ॥
জয়দেব সে সকল পরিচয় দিল ।
বিভূতি দর্শন লাগি যেরূপে আইল ॥
শ্রীশীগণ ভক্তগণ স্বজন সকল ।
জিজ্ঞাসা করিল ক্রমে সবার কুশল ॥
গণপতি পূর্বাপর পরিচয় দিল ।
শুনিয়া সকলে মনে সন্তোষ হইল ॥

তবে সবে পদ্মাবতী-পদে প্রণমিল ।
শিরে হস্ত দিয়া দেবী আশীষ করিল ॥
ভদ্রতরে গণরায়ে করিল প্রণতি ।
আশীর্বাদ করিলেন রায় মহামতি ॥
পদধৌত করাইয়া দিল গদাধর ।
তিন জনে প্রবেশিল মন্দির ভিতর ॥
যুগলকিশোর মূর্তি কৈল দরশন ।
অবিকল রূপ হেরি আনন্দিত মন ॥
প্রণমি বাহিরে আসি বৈসে তিন জন ।
গদাধর করাইল প্রসাদ ভোজন ॥
জয়দেব আগমন করিয়া শ্রবণ ।
মন্ত্ররে আইল যত আত্মীয় স্বজন ॥
গ্রামবাসীগণে আসি বন্দিল চরণ ।
তিন জনে যথাযোগ্য কৈল সন্তাষণ ॥
অনুপমা নিকুপমা নীলাম্বর রায় ।
মাতা সহ হরিদাস আইল অরায় ॥
ভক্তগণ শিষ্যগণ আর ছাত্রগণ ।
সকলে আকুল হয়ে প্রফুল্ল বদন ॥
জয়দেবে পেয়ে সবে দুঃখ পাসরিল ।
দিনে দিনে মহোৎসব হইতে লাগিল ॥
নিরঞ্জন জুদেবাদি যত ছাত্রগণ ।
বিদ্যালয় ত্যজি সঙ্গে থাকে সর্বক্ষণ ॥
শাস্ত্রকথা হরিকথা হরিসঙ্কীর্্তন ।
দিবা নিশি রসামৃত করে আশ্বাদন ॥
এইরূপে মহানন্দে আছে সর্বজন ।
গময়ান্তে কহে গদাধরের নন্দন ।

হরিদাসের প্রতি উপদেশ ।

হরিদাস বলে প্রভু না বুঝি কারণ ।
কোন বলে কর ভূমি শূণ্য বিচরণ ॥
এ শক্তি তো নাহি দেখি সাধারণ নরে ।
শূণ্য যদি উঠে তবে ভূমে পড়ি মরে ॥
শূণ্য দেহ শূণ্যতরে কেমনে বা রয় ।
ইচ্ছা অনুদারে গতি কিরূপে বা হয় ॥
সবার অদৃশ্য-পথে গমনাগমন ।
কি প্রকারে কর প্রভু কহ বিবরণ ॥

জয়দেব বলে ইহা কহিবার নয় ।
 সেই সে বুঝিতে পারে যার ইহা হয় ॥
 পিতার নিকটে শিক্ষা করিয়া মাখন ।
 সিদ্ধ হৈলে পারিবে করিতে বিচরণ ॥
 বিচিত্র বলিয়া ইহা না ভাবিহ মনে ।
 ঈশ্বরের শক্তি পায় ঈশতত্ত্বগণে ॥
 জীবন্ত ঘুটিলে হবে শিব প্রকাশ ।
 সাধিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে নির্যাস ॥
 সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চম প্রকার ।
 হেলা করি ভক্তেরা না করে অঙ্গীকার ॥
 অগ্নিতে পুড়িলে কাষ্ঠ হয় অগ্নিময় ।
 পুনর্বার আর তার কাষ্ঠ হু না হয় ॥
 স্থূল সূক্ষ্ম, কারণে হইলে সমাধান ।
 জল স্থল শূন্য হয় একই সমান ॥
 জীব মাত্রে সব ঈশ্বরের অবতার ।
 প্রতি দেহে প্রতি কার্য্য হইতেছে তার ॥
 জানী যারা দেখে তারা ঈশ্বর-বিলাস ।
 অজানীরা নিন্দে বন্দে করে উপহাস ॥
 ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে সবে কার্য্য করে ।
 যে শক্তি যাহাতে আছে সেই অনুসারে ॥
 বিশ্ববিজ্ঞানের কার্য্য করে জানীগণ ।
 অজানীরা করে রিপু-কার্য্য সম্পাদন ॥
 নিন্দা বা প্রশংসাপাত্র নাহি ভ্রমণে ।
 ঈশ্বর ইচ্ছায় কার্য্য করিছে সকলে ॥
 বুঝিতে না পারে লোকে দ্বেষ হিংসা করে ॥
 সেই পাপে কর্ত্তে বদ্ধ অজানাকারে ॥
 পরাশক্তি জীবরূপে আপনি বিহরে ।
 কভু স্থখ পায় কভু দুঃখ পেয়ে মরে ॥
 আপনি সংসারী হয়ে পেতেছে সংসার ।
 ছরবস্থা ছাড়াতে না জানে প্রতিকার ॥
 যখন বুঝিবে বিশ্ব চৈতন্য-বিলাস ।
 তখন ঘুটিবে তার অষ্ট মহাপাশ ॥
 এইরূপে হরিদাসে তত্ত্ব জানাইল ।
 কিছুদিন সবার সঙ্গে সেখানে থাকিল ॥

জয়দেবের লঙ্কাপুরী গমন ।

তদন্তরে গদাধরে কহি তিন জন ।
 দক্ষিণমাগর পারে করিল গমন ॥
 দূর হৈতে সংযমণী পুরী দেখাইয়া ।
 সন্ধ্যাকালে লঙ্কারাজ্যে প্রবেশিল গিয়া ॥
 অন্তরীক্ষে বিচরণ করে বিভীষণ ।
 হেনকালে শূন্যতরে আইসে তিন জন ॥
 বিভীষণ ডাকি বলে কোন মহাজন ।
 কৃপা করি আসি এথা দেহ দরশন ॥
 এত শুনি তিন জনে নিকটে আইল ।
 জিজ্ঞাসা করিতে নিজ পরিচয় দিল ॥
 শুনি বিভীষণ অতি সন্তোষ হইয়া ।
 পুরীমারো তিন জনে গেলেন লইয়া ॥
 যথা যাহা আছে তাহা সব দেখাইয়া ।
 রাখিল অশোকবনে বাসস্থান দিয়া ॥
 পরস্পর হরিকথা করি আন্দোলন ।
 উৎলিল প্রেমসিন্ধু বারে ছনয়ন ॥
 রাম কৃষ্ণ হরি গুরু ব্রহ্মসনাতন ।
 এই পঞ্চ তত্ত্বকথা কৈল আশ্বাদন ॥
 ভুগুনে যে তত্ত্ব কভু না হয় প্রকাশ ।
 বেদ-শাস্ত্রে যাহা নাহি লিখে বেদব্যাস ॥
 কৈলাসশিখরে শিব গৌরীকে কহিল ।
 যাহা শুনি শুকপক্ষী শুকদেব হৈল ॥
 কোনো কোনো সাধকেতে আছে বর্তমান ।
 অতি গুপ্ততত্ত্ব অণ্ডে না পায় সন্ধান ॥
 অপরোক্ষে সদা চিন্তা করে যোগীগণ ।
 পরোক্ষ যাহার সেই সাধু মহাজন ॥
 তত্ত্বদর্শি বিনা তত্ত্ব অণ্ডে নাহি জানে ।
 অন্য জনে বিচারিলে নাহি পায় জ্ঞানে ॥
 বিভীষণ সেই কথা জিজ্ঞাসা করিল ।
 চারি জনে এক মনে তাহা আশ্বাদিল ॥
 মুহূর্ত্তে মগ্ন হয়ে আজু বিস্মরণ ।
 সপ্ত দিবা, রাত্রি তথা করিলা যাপন ॥
 তদন্তরে পুষ্পোদানে করিয়া গমন ।
 দেখিল অপূর্ব্ব শোভা সুরম্য কানন ॥

আত্মবন দেখি আসি অশোক কাননে ।
 রামায়ণ কথা কহে বসি তিন জনে ॥
 পদ্মাবতী বলে এই বনে ছিল সীতা ।
 দশ মাস কৈল বাস হয়ে বিধাদিতা ॥
 লক্ষ্মায় শঙ্কায় কেহ না করে প্রবেশ ।
 হনুমান করেছিল সীতার উদ্দেশ ॥
 তদন্তরে রাম আসি মারিয়া রাবণে ।
 সীতারে লইয়া গেল অযোধ্যাভবনে ॥
 এই সব স্থানে হয়েছিল রামলীলা ।
 অতাপিহ সিন্ধুজলে ভাসিতেছে শীলা ॥
 সেতুবন্ধে দুই দিকে দুই রামেশ্বর ।
 মধ্যে মধ্যে দুই ভিতে শিব বহুতর ॥
 হেরিয়া এ সব শোভা যুড়াইল মন ।
 চল এবে অন্য স্থানে করিব গমন ॥
 শুনি কবি বিভীষণে করিয়া বন্দন ।
 সিংহলে চলিলা শালবানের ভবন ॥
 কমলেকামিনী আদি কোশল দেখিয়া ।
 তথা হৈতে চিত্রকূটে উত্তরিল গিয়া ॥
 এক দিন সাধু সঙ্গে বঞ্চিয়া তথায় ।
 প্রভাসাদি তীর্থ দেখি গেল দারকায় ॥
 তথা হৈতে গেল নারায়ণসরোবর ।
 এক রাত্রি বঞ্চি গেল কাশ্মীরনগর ॥
 পর্বতে অমরনাথে করি দরশন ।
 ওঙ্কার অচলে তবে করিল গমন ॥
 দিবা নিশি হইতেছে মধুর বাঙ্কার ।
 যে শুনে তাহার মনে লাগে চমৎকার ॥
 লক্ষ লক্ষ সাধু তথা সাধি সিন্ধু হয় ।
 সদানন্দে থাকে সদানন্দের কৃপায় ॥
 তাহা দেখি মহা স্তম্ভী হয়ে তিন জন ।
 সাধু সঙ্গে তিন দিন করিলা যাপন ॥

অলকাপুরী দর্শনান্তর কৈলাসপুরে গমন ।

তদন্তরে হিমগিরি করি দরশন ।
 গেলেন অলকাপুরী কুবের ভবন ॥

তিন দিক বেড়িয়া বহিছে সুরধুনী ।
 তপঃ করিতেছে তীরে কত ঋষি মুনি ॥
 তিন জনে দেখে তথা গঙ্গার ঢকুল ।
 অলকা পরেছে যেন নুতন ঢকুল ॥
 চারিদিকে জ্যোতির্গয় মাণিক্য রতন ।
 কামিনীর অঙ্গে যেন নব অভরণ ॥
 অলকানগরে করি আনন্দ প্রদান ।
 হইল অলকানন্দা গঙ্গার আখ্যান ॥
 পুরীমারো কুবেরে করিয়া সন্তোষণ ।
 কৈলাসপর্বতে গেল শিবের ভবন ॥
 হরগৌরী সিংহাসনে করিছে বিরাজ ।
 চারিদিকে বেড়িয়াছে দেবতা সমাজ ॥
 কর যুড়ি ভূমে পড়ি প্রণাম করিয়া ।
 তিন জনে স্তুতি করে বিনীত হইয়া ॥
 শশিশেখর শঙ্কর গঙ্গাধর ।
 শিব ভৈরব ভীষণ ভয়হর ॥
 জীবচয় ভবভয় নাশকর ।
 ভূতভাবন ভৌতিক তাপহর ॥
 শিব বলে এসো কোলে জীবন আগার ।
 বহু দিন দেখি নাই বদন তোমার ॥
 মহানন্দে তিন জন তথায় রহিল ।
 পঞ্চ জনে কৃষ্ণকথা কহিতে লাগিল ॥
 শুকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল গণপতি ।
 বিবরিয়া তাহা কহিলেন ভগবতী ॥
 শুনিয়া সকলে অতি সন্তোষ হইল ।
 দিনকত রহি তথা বিদায় মাগিল ॥
 তবে শিব সন্তোষ হইয়া দিলা বর ।
 তোমারে স্মরিলে জয়যুক্ত হবে নর ॥
 তবে দেবী ভগবতী সন্তোষ হইয়া ।
 জ্যোতির্গয় এক রত্ন দিলেন আনিয়া ॥
 দেখিতে সুন্দর তেজে অন্ধকার হরে ।
 যত্ন করি দিলা তাহা পদ্মাবতী করে ॥
 দেবী তাহা পেয়ে অতি সন্তোষ হইল ।
 দেবীপদে প্রণমিয়া অঞ্চলে বাঙ্কিল ॥
 তদন্তে কৈলাস-শোভা করি দরশন ।
 তিন জনে হইলেন আনন্দিত মন ॥

ভক্তিভাবে প্রণামিয়া হইয়া বিদায় ।
 হনুয়ানে দেখিবারে চলে কবিরায় ॥
 কদলীকাননে ছিল পবননন্দন ।
 তিন জনে গিয়া কৈল চরণ বন্দন ॥
 অনুমানে হনুমান চিনিতে পারিল ।
 আশীর্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
 কবির পূর্বাপর পরিচয় দিল ।
 শুনি মহাবীর অতি সন্তোষ হইল ॥
 নানাবিধ ফল দিল করিতে ভোজন ।
 যত্ন করি করিল আতিথ্য সম্পাদন ॥
 তদন্তরে রামলীলা করি আশ্বাদন ।
 পরস্পর হৈল মহা আনন্দে মগন ॥
 তিন দিন হরিকথা আবেশে রহিল ।
 কপিগণে ছুটিমনে স্তুতিয়া করিল ॥
 বিদায় হইল পরে বন্দিয়া চরণ ।
 শূণ্যতরে দেবপুরে করিল গমন ॥

অমরাবতীতে গমন ।

স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিয়া কবিরায় ।
 অমরাবতীতে গেলা ইন্দ্রের সতায় ॥
 শচী সহ শচীনাত্তে করি দরশন ।
 মহানন্দে স্বর্গপুরে করিল যাপন ॥
 মহামায়া করি ইন্দ্র ভবনে রাখিল ।
 পদ্মাবতী শচীদেবী সহিত মিলিল ॥
 স্বর্গের বিবিধ ভোগ ভুঞ্জি তিন জন ।
 নন্দনকাননে সুখে কৈল বিচরণ ॥
 ঋদেবদেবী সহ করি সন্তোষণ ।
 গুপ্ত স্বর্গ দেখিবারে করিল গমন ॥
 অনলোক তপালোক মহলোকে গিয়া ।
 স্বতঃসিদ্ধ ঋষিগণে বন্দনা করিয়া ॥
 উর্গলোকে সবিত্র করিয়া দরশন ।
 বিন্দুরূপে ইন্দুলোকে করিল গমন ॥
 সত্যলোকে পদ্মাসনে করিয়া দর্শন ।
 মর্ত্যলোকে পুনর্বার কৈল আগমন ॥
 ক্ষীরসিন্ধু মাঝে করি হরি দরশন ।
 স্তুতি নতি করি তাঁর বন্দিয়া চরণ ॥

দানব অঙ্গর যক্ষ বেতাল কিম্বর ।
 গন্ধর্ব চারণ পিতৃ সিদ্ধ বিছাধর ॥
 ভূচর খেচর আদি দেখি অগণন ।
 যীশুখৃষ্ট জন্মভূমে কৈল আগমন ॥
 তাঁর কৃপালুতা গুণ বর্ণন করিয়া ।
 মকায় রোহিম দেখি মদিনায় গিয়া ॥
 সুবিচিত্র শিল্প কার্য্য দেখি তিন জন ।
 পুনরায় ভারতে করিল আগমন ॥
 বুদ্ধদেব জন্মভূমি করিয়া দর্শন ।
 সমাপ্ত করিল বিশ্বসংসার ভ্রমণ ॥

জয়দেবের মায়াপুরে আগমন ।

পার্বত্য প্রদেশে এক সুদীর্ঘ নগর ।
 মায়াপুর নাম তার শোভা মনোহর ॥
 অযোধ্যা মথুরা মায়া কানী অবস্থিত ॥
 বিষ্ণুকাঞ্চি হরিদ্বার কৈবল্যদায়িক ॥
 সপ্তপুরী মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরীতে গণন ।
 তথা যত নর নারী কৃষ্ণপরায়ণ ॥
 সংখ্যাভীত দেবালয় মূর্তি অগণন ।
 তার মধ্যে হরিদেব সবার জীবন ॥
 দিবা নিশি নব নব মহোৎসব তাঁর ।
 দরশন হেতু লোক আইসে অনিবার ॥
 ক্ষণে ক্ষণে নব নব গীত বাজ হয় ।
 প্রবেশ যাত্রেতে চিত্ত হয় সুখময় ॥
 রোগ শোক পরিতাপ শূণ্য সব নর ।
 অমরাবতীর তুল্য সে মায়া নগর ॥
 অস্তাচল চূড়াবলম্বিত প্রভাকর ।
 মায়াপুরে প্রবেশ করিলা কবির ॥
 বীরসিংহ রাজা তার রাণী মায়াবতী ।
 কৃষ্ণভক্তিরসেতে ভাবিতা সদা মতী ॥
 জ্ঞান ভক্তি প্রেম ভাব সদা বর্তমান ।
 সদানন্দ সম রস সদা করে পান ॥
 আকাল বনিতা বুদ্ধ দেশবাসী যত ।
 হরিভক্তিপরায়ণ গুরুসেবা রত ॥
 গুরু-পরিচর্যা যজ্ঞ গুরুতে তৎপর ।
 গুরু আজ্ঞা সকলের অতি গুরুতর ॥

অটালিকা প্রাসাদ উত্থান সরোবর ।
 সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা কত দেখিতে সুন্দর ॥
 পুষ্প ফল শোভিত উত্থান তার কূলে ।
 মধু গীয়ে অলিকূল প্রতি ফুলে ফুলে ॥
 এইরূপ নানা শোভা করি নিরীক্ষণ ।
 রাজদ্বারে উপস্থিত হৈল তিন জন ॥
 সাধু দেখি দ্বারীগণে প্রণাম করিল ।
 ভক্তি করি বসিতে আসন আনি দিল ॥
 হৃষ্টমনে তিন জনে আসনে বসিল ।
 অবিলম্বে গিয়া দ্বারী রাজারে কহিল ॥
 সাধু আগমন বার্তা শুনি নরবর ।
 পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দ অন্তর ॥
 গললগ্নীকৃতবাসে সাধুর গোচরে ।
 গণ সহ দ্বারদেশে চলিল সত্বরে ॥
 দ্বারে গিয়া নরপতি করিল দর্শন ।
 যেন রাম সীতা সঙ্গে অনুজ লক্ষ্মণ ॥
 দেখিয়া রাজার অষ্ট সাত্বিক হইল ।
 ভূতলে লুপ্তিত হয়ে প্রণাম করিল ॥
 আশীর্বাদ করি সাধু শিরে হস্ত দিয়া ।
 সন্নিকটে বসাইল আদর করিয়া ॥
 সবিনয়ে রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসিল ।
 জয়দেব পূর্বাপর সকল কহিল ॥
 শুনি রাজা আনন্দিত হইয়া অন্তরে ।
 যত্ন করি লয়ে গেল বাটীর ভিতরে ॥
 সূচাক্ষু আবাদে রাখিলেন তিন জনে ।
 মেবা হেতু নিয়ুক্ত করিলা ভূত্যগণে ॥
 পদধোত করিয়া বসিল কবিবর ।
 সজ্জিত আবাস দেখি আনন্দ অন্তর ॥
 দাস দাসীগণে করে চামর ব্যঞ্জন ।
 মিষ্টান্ন আনিয়া দিল করিতে ভোজন ॥
 কৃষ্ণে নিবেদন করি প্রসাদ পাইল ।
 ইষ্টকথালোপে মহা আনন্দে রহিল ॥
 অন্তঃপুরে গিয়া রাজা সংবাদ কহিল ।
 শুনি মায়াবতী স্তম্ভ আনন্দে ভাসিল ॥
 সখী সঙ্গে দরশন করিতে আইল ।
 তেজঃময় মুর্তি দেখি নিশ্চিত হইল ॥

মুখে নাহি সরে বাণী অন্তরে উল্লাস ।
 পুলকে পূর্ণিত তনু গদগদ ভাষ ॥
 রাণী বলে আজি হৈল জনম সফল ।
 নয়ন সফল হেরি চরণ কমল ॥
 যদি কৃপা করি করিয়াছ আগমন ।
 কিছুদিন কর এথা স্থখে বিচরণ ॥
 এত বলি তাঁহাদের চরণ বন্দিল ।
 পদ্মাবতী তুলি তাঁরে কোলে করি নিল ॥
 তদন্তরে মায়াবতী নিকটে বসিল ।
 কৃষ্ণকথা প্রমোত্তর হইতে লাগিল ॥
 ইঙ্গিতে দেবীরে দেবী কিছু জিজ্ঞাসিল ।
 আভাষে দেবীরে দেবী উত্তর করিল ॥
 তবে রাণী পদধূলী করিয়া গ্রহণ ।
 সখী সহ নিজালয়ে করিল গমন ॥

জয়দেবের রাজভবনে অবস্থিতি

ও বিদ্যাধরীর প্রশ্ন পূরণ ।

জয়দেব পদ্মাবতী আর গণরায় ।
 ভোজন করিয়া শেষে স্থখে নিদ্রা যায় ॥
 উষাকালে কবিবর কৈল গাত্রোত্থান ।
 চারিদিকে দ্বিজকূল করিতেছে গান ॥
 মন্দ মন্দ সুলীতল বহিছে পবন ।
 উত্থান সমীপে গিয়া করে বিচরণ ॥
 কিছু দূরে দেখিলেন বিদ্যাধরীগণ ।
 করতিকা করে করে প্রসূন চয়ন ॥
 তাহাদের অঙ্গগন্ধে উত্থান পূরিল ।
 বিস্ময় মানিয়া কবি নিকটে চলিল ॥
 কবি কহে কে তোমরা কোথা কর বাস ।
 কি লাগিয়া ভ্রম এথা কিবা অভিশাস ॥
 সাধু দেখি তারা সবে চকিত হইল ।
 প্রণাম করিয়া নিজ পরিচয় দিল ॥
 নারদের শিষ্য মোরা এই দ্বন্দ্ব জন ।
 যথাসাধ্য করি তাঁর আদেশ পালন ॥
 প্রত্যহ প্রত্যাষে হরিদেবে পূজা করি ।
 ভক্তবর পূর্বের সবে যাই নিজ পুরী ॥

বিজ্ঞানধর বংশে জন্ম আশা সবা কার ।
 বিদ্যা না করি কৈলু হরিসেবা সার ॥
 কৃষ্ণভক্ত দেখি মায়াপুরবাসীগণে ।
 যাতায়াত করি নিত্য রাজার ভবনে ॥
 রাণী মনে করি হরিলীলা আশ্বাদন ।
 শাস্ত্র কথা নৃত্য গীত লীলানুকরণ ॥
 অপরী কিমরী দেবী কত আইসে এথা ।
 ভারতে এমন স্থান চুল্লভ সর্বথা ॥
 নরের অগম্য এই স্থান মনোরম ।
 কদাচিত কোন সাধু করে আগমন ॥
 আজি সুপ্রভাত হৈল আশা সবা কার ।
 নয়নে হেঁচু হৃৎক সাধু সদাচার ॥
 এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ।
 কোন জ্ঞানে ব্রহ্মজ্ঞান আচ্ছাদন হয় ॥
 অরয় চৈতন্য তি ত্য ব্রহ্মসনাতন ।
 দ্বিতীয় কি আছে যাতে হয় আবরণ ॥
 কবি কহে স্বপ্রকাশ আবৃত না হন ।
 পেচকের দৃশ্য নহে সূর্যের কিরণ ॥
 ভগবতে উন্মূখ হয়েছ যেইজন ।
 সর্বত্রোতে হয় তার ব্রহ্ম দরশন ॥
 শুনি বিজ্ঞানধরীগণ সন্তোষ হইল ।
 স্তুতি নতি করি সবে নিজ কার্যে গেল ॥
 কবির নিজস্থানে করি আগমন ।
 নিত্যকৃত্য করি কৈল শ্রীহরিসেবন ॥
 তদন্তর দেবালয়ে গিয়া কবির ।
 দরশন করি হৈল আনন্দ অন্তর ॥
 মধ্যাহ্নে বাসায় আসি বিজ্ঞান করিল ।
 রাজা বহু প্রণাম দান পাঠাইয়া দিল ॥
 প্রসাদ পাইয়া বসি আছে তিন জন ।
 হেমকালে মরপতি কৈল আগমন ॥
 তাঁর সঙ্গে আসি রাজপুরবাসীগণ ।
 দরশন করে সবে আনন্দিত মন ॥
 দর্শন সম্পূর্ণ প্রাপ্ত এ তিহ করণ ।
 যার যাহা ইচ্ছা তাহা করে আচরণ ॥
 কেহ দাস্যে কেহ সখ্যে বাৎসল্যে কেহ
 কেহবা মধুরে সেবে সমর্পণ দেহ ॥

কেহ শাস্ত্রভাবে মাত্র করে দরশন ।
 হেরিয়া হরয়ে মন যুড়ায় নয়ন ॥
 ত্রিবিধ সাধক ক্রমে আসিয়া মিলিল ।
 হরিকথা ইষ্টগোষ্ঠী হইতে লাগিল ॥
 কতক্ষণ করি লীলারম আশ্বাদন ।
 শেষে সবে করে হরিনাম সঙ্কীর্তন ॥
 ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বর্তমান ।
 করি মায়াপুরবাসী করে লীলা গান ॥
 শুনি কবির অতি সন্তোষ হইল ।
 সুরে সুর মিলাইয়া গাইতে লাগিল ॥
 গাইতে গাইতে প্রেমভাব উথলিল ।
 একযোগে উঠি সবে নাচিতে লাগিল ॥
 অশ্রু কল্প পুলকাদি হইল গবার ।
 আনন্দে না জানে কেহ দেহ আপমার ॥
 এইরূপে দ্বিতীয় প্রহর নিশা হৈল ।
 কীর্তন সমাপ্ত করি সকলে বসিল ॥
 প্রণমিয়া যে যাহার নিজস্থানে গেল ।
 প্রসাদ পাইয়া কবি বিজ্ঞান করিল ॥
 এইরূপে প্রতিদিন করি আগমন ।
 লীলা কথা শুনে করে হরিসঙ্কীর্তন ॥

মন্ত্রীশিক্ষা ও রাজশিক্ষা ।

একদিন রাজমন্ত্রী করে নিবেদন ।
 কহ কবি কিসে হয় জীবন্ত মোচন ॥
 অশুদ্ধ মানস কিসে হয় সংশোধন ।
 সুপবিত্র হয় যায় গুণের বন্ধন ॥
 কবির বলে তাহা শুন মহাশয় ।
 অবিজ্ঞা বাসনা নাশে চিত্ত শুদ্ধ হয় ॥
 অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থা ইতি ।
 ভক্তসঙ্গে বিচার্য কেবল ইহা নিতি ॥
 সাধুসঙ্গে কত সুখ বলা নাহি যায় ।
 প্রয়োজন না থাকিলে গলগ্রহপ্রায় ॥
 সুসঙ্গ অভিধেয় আর প্রয়োজন ।
 এ তিন সাহার নাহি সেই ভক্তাধম ॥
 জানীভক্ত হৈলে জানে এ সব সন্ধান ।
 অজানী-ভক্তের যথা ভক্ত অভিমান ॥

ধারণায় দেহরোগ ধ্যানেন ভবব্যাধি ।
 সমাধি হইলে তবে ঘুচিবে সমাধি ॥
 সকল ভূতের আত্মা অন্তর্যামী হবে ।
 অভাব পূরণ হবে ব্যসন না রবে ॥
 নিজায় অনভিভূত ভয়শূণ্য মন ।
 প্রয়োজন অনুরূপ বিষয় গ্রহণ ॥
 সর্বত্র সমান ভাবে ব্রহ্ম দরশন ।
 যবে হবে তবে আত্মা হবে বিমোচন ॥
 শ্রেয়ঃ হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ প্রথমে আদেশ ।
 ইহা না লইয়া আগে না লইবে শেষ ॥
 ব্রহ্ম না জন্মিতে ফল খাইবারে চায় ।
 সে সব লোকের চেষ্টা বাতুলের প্রায় ॥
 এ কথা শুনিয়া তবে সন্তোষ হইল ।
 রাজা কিছু কবিরে জিজ্ঞাসা করিল ॥
 কোথায় মহেশ্বর কহ কবিরায় ।
 যোগীগণে কোন যোগে দরশন পায় ॥
 নয়ন মুদিলে দেখি ঘোর অন্ধকার ।
 জ্যোতিঃ আর অন্ধকার কোন রূপ তাঁর ।
 সর্বদেহে চিরকাল আছে বর্তমান ।
 কেমনে সাধিলে পাই তাহার সন্ধান ॥
 কবির বলি তাহা শুনহ রাজন ।
 যেক্রমে সাধিলে বস্তু পাবে দরশন ॥
 প্রথমে অষ্টাঙ্গ যোগ করি আচরণ ।
 যোগারূঢ় হয়ে তবে করিবে সাধন ॥
 কুণ্ডলিনী গন্ধকালী আছে চতুর্দলে ।
 বোধন করিবে তার প্রাণায়াম বলে ॥
 যড়দলে আছে কাম জগৎ কারণ ।
 উর্দ্ধদেশে তারে লয়ে করিবে স্থাপন ॥
 অষ্টদলে চৈতন্যের নদীয়া বিলাস ।
 বেদগুহ্য হেতু শাস্ত্রে না করে প্রকাশ ॥
 দশদলে দশ শক্তি লক্ষ্মী আদি করি ।
 কার্ণিকায় বিরাজিত ক্ষীরোদবিহারী ॥
 দ্বাদশেতে প্রাণ-বিষ্ণু সর্বদা চঞ্চল ।
 পদ্মপত্র জল সম করে টলমল ॥
 অবিচ্ছিন্ন ভাবে লক্ষ্য করিয়া স্থাপন ।
 হংসমুখ দ্বারা সদা করিবে সাধন ॥

চতুর্দশে চতুর্ভূত করিয়া লঙ্ঘন ।
 ষোড়শেতে ব্রহ্মলোক পাবে দরশন ॥
 তদন্তে রূপের ঘরে দেখি অপরূপ ।
 সাধিলে পাইবে নিজ নিষ্ঠুর স্বরূপ ॥
 শতদলে স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মদনাতন ।
 সর্বভূত দ্রষ্টা অধিযজ্ঞ নারায়ণ ॥
 যে মূর্ত্তি যে সাধে সদা ধ্যান-পরায়ণ ।
 সেই ইষ্টমূর্ত্তি তথা পায় দরশন ॥
 তদন্তরে সহস্রারে দেখি নিত্যধাম ।
 সর্বাবস্থা গত হবে পূর্ণ হবে কাম ॥
 এই অবধি দেখা যায় শাস্ত্রে লিখন ।
 অতিরিক্ত যাহা তাহা না হয় বর্ণন ॥
 নোচ্ছিষ্ট ব্রহ্মণো জ্ঞানং শাস্ত্রে ইহা কয় ।
 সাধকের চিত্তে তাহা প্রকাশিত হয় ॥
 সর্বতত্ত্ব জান তুমি সাধকের সার ।
 জানিয়া জিজ্ঞাস ইহা সাধু ব্যবহার ॥
 এইরূপে নিত্য নিত্য নূতন নূতন ।
 হরিকথা প্রমোদন হয় অনুক্ষণ ॥

শ্রীবৃন্দাবনলীলারসতত্ত্ব বর্ণন ।

একদিন মায়াবতী করি নিমন্ত্রণ ।
 অন্তঃপুরে লয়ে তিনে করায় ভোজন ॥
 ভোজনান্তে পঞ্চজনে একত্রে বসিল ।
 কৃষ্ণকথা রসসিদ্ধ ক্রমে উথলিল ॥
 কবি কহে বৃন্দারণ্যে নবীন-মদন ।
 মহা ভাবরসে হয় তাহার সেবন ॥
 তদনুকরণে হয় রস উদ্দীপন ।
 রসিক ভকতে জানে তাহার করণ ॥
 লতাতন্ত্রে শিব উক্তি সাধনানুক্রমে ।
 মহাকামে প্রেমরসে আত্মারামে রমে ॥
 স্বগর্ভ বিগর্ভ প্রেম দুই রূপ হয় ।
 স্বগর্ভ হইলে হয় চৈতন্য উদয় ॥
 বাচবিকল্পাদি সহ স্পর্শ নাহি হয় ।
 তরঙ্গরঙ্গিণী মাত্র তার সঙ্গে রয় ॥
 যার একবিন্দু মাত্রে জগৎ ডুবায়ে ।
 কিন্তু তার একবিন্দু জগতে না পায় ॥

যার বস্তু সেই ভুঞ্জে অণ্ডে না পাইবে ।
 ভাবক হইলে তার মরম বুঝিবে ॥
 কিশোর কিশোরী গোপী-প্রেমভাবরস ।
 ইহা যেই বুঝে তার বিধ হয় বশ ॥
 এইরূপে কৃষ্ণকথা অনেক হইল ।
 পরম আনন্দে সবে রজনী বঞ্চিল ॥
 কিন্তু অষ্ট সাড়িকাদি ভাবের বিকার ।
 স্পর্শ না করিল কেহ বিন্দুমাত্র তার ॥
 সহজ লোকের গায় সহজ কথন ।
 সহজ ভাবেতে প্রেম কৈল আশ্বাদন ॥
 প্রগাঢ় অঙ্গল প্রেমে আশ্বাদ অপার ।
 চঞ্চল প্রেমেতে নাহি একবিন্দু তার ॥
 মুগ্ধ যেন অগ্নিযোগে উঠে উথলিয়া ।
 গাঢ় হৈলে আর নাহি রহে সেই ক্রিয়া ॥
 তবে কবি প্রাতঃকালে বাসায় আইল ।
 স্নানাদি সকল ক্রিয়া সমাধা করিল ॥
 জয়দেব আগমন প্রচার হইল ।
 দূর হৈতে নর নারী দর্শনে আইল ॥
 সবাকারে যথাযোগ্য করি সন্তোষণ ।
 বসাইয়া করে নানা কথোপকথন ॥
 হরিকথারসে বশ সকলে হইল ।
 গৃহ বিত্ত ছাড়ি তাঁর নিকটে রহিল ॥
 সে দেশের প্রথা আছে লীলানুকরণ ।
 তিন জনে লয়ে করে তাহা আচরণ ॥
 বাল্য পোগণ্ড নব-কৈশোরাদি লীলা ।
 ক্রমে ক্রমে সব রস আশ্বাদ করিলা ॥
 কৃষ্ণলীলা আশ্বাদ করিয়া সর্বজন ।
 দেহস্মৃতি দূরে গেল ভাবাবিষ্ট মন ॥
 ব্রন্দাবনরস যদি প্রকট হইল ।
 ব্রন্দাবনচন্দ্র তবে কোথায় রহিল ॥
 রস প্রেম ভাব যথা একীভূত হয় ।
 আর কিছু নাহি থাকে কৃষ্ণমাত্র রস ॥
 এই তিন যবে পুনঃ পৃথক্ হইল ।
 সম্মিত পাইয়া সবে নিজ কার্য্যে গেল ॥
 কিন্তু সবে গেল তথা মন প্রাণ রাখি ।
 সারক রাখিয়া নীড়ে ক্রমে যেন পাণী ॥

সময়েতে নর নারী উপাশ্রিত হয়ে ।
 সেবা করে তিন জনে দেহ সমর্পিয়ে ॥
 রাজা রাণী রাজ কার্য্য করিয়া বর্ত্তন ।
 সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন অনুক্ষণ ॥
 দূরদেশবাসী যত কৃষ্ণভক্তগণ ।
 কত আইসে কত যায় না হয় গণন ॥
 সবে আগি দিবা নিশি করে দরশন ।
 যার যেই ইষ্টমুঠ হয় উদ্দাপন ॥
 নিত্য ভাবে লীলা ভাবে লয়ে ভক্তগণ ।
 ব্রজভাবাবেশে করে লীলানুকরণ ॥
 নব নব প্রেমরস করে আশ্বাদন ।
 শতগুণে বাড়ে তৃষ্ণা নহে নিবারণ ॥
 একাধারে বর্ত্তমান কাম আর প্রেম ।
 ভূগর্ভেতে জন্মে যথা লৌহ আর হেম ॥
 কামভাব সঙ্গে প্রেম প্রকাশ না হয় ।
 অমাবস্থা রাত্রে কভু নহে চন্দ্রোদয় ॥
 সাধারণে নাহি জানে ইহার আশ্বাদ ।
 সাধারণ সহ করে বাদ অনুবাদ ॥
 হেনমতে কবিরায় সবারে জুযিল ।
 হরিলীলারসে মায়াপূর ভাসাইল ॥
 রাজ-অন্তঃপুরে সদা থাকে তিন জন ।
 গণ সহ রাজা রাণী করেন সেবন ॥
 সংবাদ পাইয়া কত রাজার মহিলা ।
 মহানন্দে দরশন করিতে আইলা ॥
 দরশনে মুগ্ধ মনোরথ পূর্ণ হয়ে ।
 আগ্রহ করিয়া নিজালয়ে যায় লয়ে ॥
 চরণ পরশি সবে কৃতার্থ হইল ।
 সংবাদ পাইয়া কত রাজা রাণী আইল ॥
 তাহাদের সঙ্গে আইসে প্রজা অগণন ।
 জনম সফল করে করি দরশন ॥
 অণু কত ভক্তরাজা বিনয় করিয়া ।
 নিজালয়ে লয়ে যায় কৃতার্থ মানিয়া ॥
 নৈমিকত তথায় থাকিয়া তিন জন ।
 তত্ত্ব জানাইয়া করে অভীষ্ট পূরণ ॥
 তাহাদের পরিচর্যা করিয়া গ্রহণ ।
 অণু রাজস্থানে পুনঃ করিলা গমন ॥

অন্য স্থান হৈতে পুনঃ নিমন্ত্ৰণ আইল ।
তথা কার্য কার্য অস্ত্রে সেখানে চলিল ॥
তথা গিয়া সর্বলোকে করি আকর্ষণ ।
নিরন্তর প্রেমস্থধা করে বরিষণ ॥
কিছুদিন এইরূপে ভ্রমি নিরন্তর ।
পূর্ব রীতে ফিরিয়া আইল কবিবর ॥
শ্রীগীতগোবিন্দপদে মাতাইয়া দেশ ।
ক্রমে আসি মায়াপুরে করিলা প্রবেশ ॥
তথা আসি দেখে যত পুরবাসীগণ ।
বিরহে কাতর সদা নিরানন্দ মন ॥
নবজলধর-জল পিপাসী হইয়া ।
চাতকের সম আছে পথ নিরখিয়া ॥
আদিত্য উদয়ে যেন নলিনী ফুটিল ।
বিধুবধু বিধুদয়ে যেন বিকশিল ॥
বৈষ্ণৱ দেখি সুস্থ যেন হয় রোগীগণ ।
সেইরূপ হৈল মায়াপুরবাসীজন ॥
দরিদ্র পাইল যেন দিব্য চিকিৎসাণি ।
কবিবরে পেয়ে সবে হইল তেমনি ॥
শুভ সমাচার শুনি আনন্দে ভাসিল ।
অবিলম্বে আসি তথা সকলে মিলিল ॥
যথাযোগ্য সন্তোষ করিয়া কবিরায় ।
মিষ্টবাক্যে সন্তোষ করিল সবাকায় ॥
রাজা রাণী শূনি বাণী আনন্দিভ মনে ।
অন্তঃপুর গৃহে লয়ে গেলা তিন জনে ॥
কোথায় কেমনে ছিলে জিজ্ঞাসা করিল ।
গণপতি সে সকল পরিচয় দিল ॥
সবার অন্তরে সুখ শান্তি উপজিল ।
পূর্ববৎ মহানন্দে সকলে রহিল ॥

ভাগ্যধরের বিবরণ ।

এখানেতে ভাগ্যধর মহোৎকণ্ঠা মনে ।
সংসার ত্যজিয়া চলে গুরু দরশনে ॥
পত্নী তার পতিব্রতা ছাড়িয়া না দিল ।
পিতৃগৃহে পুত্র কন্ঠাগণেরে রাখিল ॥
অর্থ আদি যাহা ছিল করি সমর্পণ ।
পুত্রের পশ্চাতে সতী করিলা গমন ॥

তার সঙ্গে কত ভক্ত আসিয়া মিলিল ।
গুরুধাম দরশনে কেন্দুলা চলিল ॥
মহানন্দে পথে চলে কহি হরিকথা ।
কতদিনে উপস্থিত হইলেন তথা ॥
গদাধর সবাকারে দেখিয়া চিনিল ।
জিজ্ঞাসিয়া বিবরণ বিদিত হইল ॥
যত্ন করি সবাকারে দিব্য বাসা দিল ।
তথা গিয়া স্নেহে সবে বিজ্ঞান করিল ॥
ভোগের প্রসাদ আনি দিল সর্বজনে ।
উদর পুরিয়া খাইল মহানন্দ মনে ॥
সবারে লইয়া পরে বৈসে গদাধর ।
জয়দেব গুণকথা কহে পরস্পর ॥
যে স্থানে থাকেন কবি শ্রীরূপাবনে ।
ভাগ্যধর লিখিয়া লইল সযতনে ॥
তিন দিন মহানন্দে তথায় রহিয়া ।
রূপাবনে চলিলেন বিদায় হইয়া ॥
ক্রমে ক্রমে বহু দেশ অতিক্রম করি ।
বহুদিনে উত্তরিল মথুরানগরী ॥
কৃষ্ণলীলাস্থান তথা করি দরশন ।
রূপাবনে কেশীঘাটে করিল গমন ॥
গুরুগণ সন্নিধানে যাইয়া মিলিল ।
প্রণতি করিয়া নিজ পরিচয় দিল ॥
শুনি দয়ানিধি অতি সন্তোষ হইল ।
বাসা দিয়া আপনার নিকটে রাখিল ॥
ভক্তবৃন্দ মাঝে রহিলেন ভাগ্যধর ।
গুরু দরশন লাগি উৎকণ্ঠা অন্তর ॥
ইহস্তুতঃ ভ্রমে করে হরিসঙ্কীর্তন ।
তথাপি সর্বদা তার নিরানন্দ মন ॥
ধাঘিরাজ জানি তার মনের বেদন ।
ধ্যানযোগে জয়দেবে কৈল আকর্ষণ ॥
কবিবর সে সকল বিদিত হইল ।
ভাগ্যধর আগমন অন্তরে জানিল ॥
পদ্মাবতী গণরায়ে সে কথা কহিল ।
শুনিয়া উভয়ে মনে চকিত হইল ॥
রূপাবনে আসিতে বাসনা হৈল মনে ।
কিন্তু নাহি পারে রাজ-অনুমতি বিনে ॥

জয়দেবদির অনুরূপ মূর্তি

স্থাপন ।

কবিবর রাঙ্গস্থানে কহে বিবরণ ।
 আর না রহিব এথা যাব বৃন্দাবন ॥
 রাজা কহে তাহা নহে যাইতে না দিব ॥
 চিরকাল তিন জনে এখানে রাখিব ॥
 কবি কহে সদা আমি আছি বর্তমান ।
 সর্বদা দেখিতে মোরে পাবে মতিমান ॥
 শুনি রাজা মনে তবে সন্তোষ হইল ।
 ভাস্কর দ্বারায় তিন মূর্তি নির্মাইল ॥
 অবিকল তিন মূর্তি দেখিতে সুন্দর ।
 গণপতি পদ্মাবতী আর কবিবর ॥
 মণিময় তিন মূর্তি করে ঝলমল ।
 বাক্য নাহি মুখে মাত্র প্রভেদ কেবল ॥
 মূর্তিত্রয় দেখি সবে আনন্দিত মন ।
 মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করি করিল স্থাপন ॥
 মহা মহোৎসব কৈল লয়ে ভক্তগণ ।
 নগরে নগরে কৈল হরিসঙ্গার্তন ॥
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু আদি ব্রজাগণ ।
 চণ্ড্য চুয় লেহু পেয় করিল ভোজন ॥
 নিত্য সেবা পূজা লাগি ব্রাহ্মণ রাখিল ।
 সেবার উদ্যোগে বহু ভৃত্য নিয়োজিল ॥
 বহু দেশ হইতে আইসে বহু লোক ।
 দেখিয়া আনন্দ পায় হরে চুঃখ শোক ॥
 কত লোকে কত দ্রব্য আনিতে লাগিল ।
 গান বাণী কীর্তনাদি অনেক হইল ॥
 ভাব দেখি জয়দেব ধন্যবাদ দিল ।
 কিছুদিন থাকি পুনঃ বিদায় মাগিল ॥
 রাজা রাণী কহে দেব করি নিবেদন ।
 পুনঃ কতদিনে পাব চরণ দর্শন ॥
 আর কিছুদিন এথা থাক তিন জন ।
 প্রত্যক্ষ করিব মোরা চরণসেবন ॥
 কবি বলে যবে হবে দেখিবারে মন ।
 দেখিতে পাইবে মোরে করিলে স্মরণ ॥

সবারে লইয়া সঙ্গে যাবে বৃন্দাবন ।
 রাধাকৃষ্ণ লীলা স্থান করিতে দর্শন ॥
 ন্যাসীগণ ভক্তগণ ব্রজবাসীগণ ।
 তাহাদের সঙ্গে স্থখে রবে অনুক্ষণ ॥
 অনুমানে আরোপ করিছ যেই ধাম ।
 প্রত্যক্ষ দেখি হবে পূর্ণ মনস্কাম ॥
 এইরূপে কত কথা হইতে লাগিল ।
 যার যাহা প্রয়োজন উপদেশ দিল ॥
 জয়দেব যাইবেন হৈল মহা গোল ।
 প্রতি গৃহে গৃহে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥
 নারীগণ পদ্মাবতী চরণ ধরিয়া ।
 বলে মাগো লয়ে চল কিস্করী করিয়া ॥
 কেহ গণরায়ে ধরি লইয়া চলিল ।
 কেহ কবিবর পদে পড়িয়া রহিল ॥
 তাহা দেখি কবিবর আশ্ব স করিয়া ।
 বাসায় আইলা তবে সবারে লইয়া ॥
 জ্ঞান বিজ্ঞানাদি দ্বারা বহু বুঝাইল ।
 তাঁহার সে উপদেশ কেহ না শুনিল ॥
 প্রেমপাত্র যারা তারা সেবা মাত্র জানে ।
 বর্তমান ত্যজি অনুমান নাহি মানে ॥
 কার্য্যকরী নহে জ্ঞান গাঢ় মমতায় ।
 করকা গলিয়া যেন জলেতে মিশায় ॥
 দিবাকর আগে যেন নিশাকর কর ।
 অথবা বস্তার জলে যেন সরোবর ॥
 এ সব চরিত্রকথা শুনে যেইজন ।
 রসজ্ঞান হয় তার শুদ্ধ হয় মন ॥
 গুরুপদরজঃ-কণা স্পর্শ মহাবলে ।
 অজ্ঞ হয়ে বিজ্ঞ সম লিখি অবহেলে ॥
 ভাবের বৃত্তান্ত মাত্র সংক্ষেপে কহিনু ।
 বিস্তারিয়া সব কথা লিখিতে নারিনু ॥
 মনোরথে অন্তর্যামী বসিয়া রহিল ।
 চারি অশ্ব খঞ্জ রথ টানিতে নারিল ॥
 মনে ছিল যাব আমি মহোদধি পারে ।
 আতর মুকিত নাহি বকিত সঁাতারে ॥
 তেলক বাকিতে মোর নাহি আরোজন ।
 হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকি অনুক্ষণ ॥

জীবের অগম্য লীলা বারিধি অপার । বিজ্ঞান ভেলক বাক্সা গ্রন্থ সারাৎসার ।
তাঁর কৃপা বিনে তরে সাধ্য আছে কার ॥ এ দ্বিজ অধর দ্বারা করিল প্রচার ॥
ইতি বিভূতি দর্শন দ্বাবিংশতি সোপান ।

ত্রয়োবিংশতি সোপান ।

বিভূতি দর্শনানন্তর পুনরাগমন ।

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্যা ভুক্তিমুক্তিস্ত শাশ্বতী ।

নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদেগাবিন্দভক্তিতঃ ॥

জয় জয়দেব দ্বিজকুলসিদ্ধচন্দ্র ।
যাঁর বাক্যসুধা পীয়ে হরিতত্ত্বরস ॥
বীরসিংহ মায়াবতী আদি ভক্তগণ ।
সবা সঙ্গে রসরঞ্জে আছে তিন জন ॥
পরস্পর বসি করে কথোপকথন ।
যার যাহা মনোভাব করে উদ্ঘাটন ॥
রাজা কহে দৃশ্য বিশ্ব অখিল সংসার ।
ভোগ্যজ্ঞেয় পরিপূর্ণ অতি চমৎকার ॥
কবি কহে বিধির নিশ্চিত চরাচর ।
মোহবশে মনে হয় অতি মনোহর ॥
কালের কবলগত অসার সংসার ।
গুণত্রয়ে বিনির্মিত মায়ার বিকার ॥
প্রাপঞ্চিক চতুর্দশ ভুবন বিশাল ।
ইন্দ্রজাল প্রায় ইহা স্থায়ি অল্পকাল ॥
যাহা দেখিতেছ ইহা কিছুই না রবে ।
নূতন প্রকারে সৃষ্টি পুনঃ পুনঃ হবে ॥
বিশ্বমাঝে আছে বহু মায়াযুক্ত নর ।
সকলে অনবগত নিজ পূর্বাপর ॥
সারাৎসার বিচারে প্রবীণ সাধুগণ ।
জীবমুক্ত হয়ে করে ভবে বিচরণ ॥
তারা যারে নিজগুণে কৃপাদৃষ্টি করে ।
অপার সংসার তারা অনায়াসে তরে ॥
নিত্যলীলা সদা ক্ষুরে তাহার অন্তরে ॥
কৃষ্ণপ্রেমামৃতরস সদা পান করে ॥
এইরূপে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ হইল ।
পুনর্বার রাজস্থানে বিদায় মাগিল ॥

কবি কহে গুরুদেব কৈল আকর্ষণ ।
রহিতে না পারি আর যাব বৃন্দাবন ॥
সবারে লইয়া তুমি করিবে গমন ।
সেখানে করিব লীলারস আশ্বাদন ॥
তাহা শুনি রাজা রাণী সন্তোষ হইল ।
বস্ত্র করি পার্শ্বতীয় বস্ত্র কিছু দিল ॥
হরিকথারসে তথা সে দিন বকিল ।
ভক্তগণে ভক্তিরস পান করাইল ॥
তবে সবে নিজাবাসে করিয়া গমন ।
ভোজনাদি করি সুখে করিল শয়ন ॥
দিবা নিশি রসাস্বাদ করি কবি সনে ।
নিদ্রাকালে সেই লীলা স্বপ্নে জাগে মনে ॥
জ্ঞানময় মুক্তি তাঁর ভাবি অনিবার ।
দিব্যজ্ঞানে অধিকার হইল সবার ॥
অদ্বয় অব্যক্ত ব্রহ্ম সুব্যক্ত হইল ।
তমসারি তমঃ নাশি যেন দেখা দিল ॥
সবা প্রতি শুভদৃষ্টি করি কবির ।
শিক্ষাকার্য্য হইতে লইয়া অবসর ॥
বাসায় আসিয়া সুখে করিয়া ভোজন ।
আত্মায় আবিষ্ট হয়ে করিল শয়ন ॥
নিশি শেষে গাত্ৰোত্থান করি তিন জন ।
অলক্ষ্য জীবন্দাবনে কৈল আগমন ॥
রাধামাধবের পদে প্রণাম করিয়া ।
নিজজন সন্নিধানে মিলিল আসিয়া ॥
গুরুগণ পাদপদ্মে প্রণাম করিল ।
শাসীগণ ভক্তগণ সংহতি মিলিল ॥

অন্য সবাঁকার সহ করি সন্তোষ ।
 কুঞ্জগৃহে আসিয়া বসিল তিন জন ॥
 নারীগণ হৃষ্টমনে আসি প্রণমিল ।
 শিরে হস্ত দিয়া দৌহে আশীষ করিল ॥
 পত্নী সহ ভাগ্যধর ছিল নদীতটে ।
 বার্তা শুনি আইল দ্রুত তাঁহার নিকটে
 গলগলীকৃতবাসে ঘুড়ি ছুই কর ।
 যুগলে যুগলপদে পড়িল সঙ্গর ॥
 ছুই জনে ছুই জনে কোলে তুলি নিল ।
 আশ্বাস করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইল ॥
 অশ্রু কৃষ্ণ পুলক হইল দৌহাকার ।
 গদগদ বাক্যে শ্রব করিল অপার ॥
 জিজ্ঞাসিতে কহিলেন সব বিবরণ ।
 যেরূপে সংসার ছাড়ি কৈল আগমন ॥
 শুনি জয়দেব অতি সন্তোষ হইল ।
 মস্তকে অর্পিয়া কর আশীষ করিল ॥
 পরস্পর নানা কথা হইতে লাগিল ।
 পরে বনবাসী সবে আসিয়া মিলিল ॥
 নমস্কার করি তাঁর নিকটে বাসিল ।
 জয়দেব যথাযোগ্য সন্তোষ করিল ॥
 তবে জ্ঞানামধু বলে কহ বিবরণ ।
 কিরূপ বিহুতি কোথা করিলে দর্শন ॥
 আদেশ পাইয়া কবি কহিতে লাগিল ।
 যেরূপে যেখানে যাহা যাইয়া দেখিল ॥
 আনুপূর্ণি সব কথা কহি শুনাইল ।
 শুনিয়া সকলে মহা সন্তোষ হইল ॥

ভক্ত মহাজনের শিক্ষা বিবরণ ।

যমুনার তীরে কবি করিয়া গমন ।
 গণ সহ বসিলেন আনন্দিত মন ॥
 চারিদিকে বেড়িয়া বসিল গ্রামীগণ ।
 হেনকালে আইল তথা এক মহাজন ॥
 শ্রীরাধামাধব মূর্তি দর্শন কারণ ।
 ভোগার্থে আনিয়া ছিল পেঁড়া পাঁচমণ ॥
 অলঙ্কার রত্ন মাল্য গোলাপ আতর ।
 নামাইল যথা বসি আছে কবিবর ॥

মহাজন কহে দেব করি নিবেদন ।
 এ সকল মাধবেরে করহ অর্পণ ॥
 ভোগ লাগাইয়া কর সকলে ভোজন ।
 মাফাতে হেরিয়া করি সফল নয়ন ॥
 কৃপা করি সবে মোরে দেহ পদধূলি ।
 জনমে জনমে যেন কৃষ্ণ নাহি ভুলি ॥
 ভাল ভাল বলি কবি প্রশংসা করিল ।
 ভোগের দ্রব্যাদি দেখি সন্তোষ হইল ॥
 পরস্পর নানা কথা কহিতে লাগিল ।
 মনোগত ভাব তার বিদিত হইল ॥
 ভক্তশক্তি দেখিতে বাসনা মনে ছিল ।
 অপ্রাকৃত যোগবল তারে দেখাইল ॥
 মাধবের লাগি যত দ্রব্য অনেছিল ।
 মন্দিরে না লয়ে তাহা তথা নিবেদিল ॥
 শ্রীরাধামাধব পাণ্ড বলিয়া বলিয়া ।
 যমুনার জলে সব দিলেন ফেলিয়া ॥
 স্রোতবেগে সর্বদ্রব্য জলে প্রবেশিল ।
 দেখি মহাজন মনে তুঃখিত হইল ॥
 মাধবের লাগি দ্রব্য কৈলু আনয়ন ।
 ফেপা জয়দেব কৈল জলে সমর্পণ ॥
 মহাজন বলে দেব কি কর্ম করিলে ।
 ভোগের দ্রব্যাদি কেন মাধবে না দিলে ॥
 অনেক টাকার দ্রব্য করি আহরণ ।
 রাধামাধবের লাগি কৈলু আনয়ন ॥
 মাধবের দ্রব্য জলে কৈলে বিসর্জন ।
 ইহার তাৎপর্য কি বা কহ বিবরণ ॥
 কবি বলে রাধাকৃষ্ণ কৈলু সমর্পণ ।
 শ্রীমন্দিরে গিয়া তুমি কর দর্শন ॥
 এত শুনি মহাজন বিস্মিত হইল ।
 সপার্ষদে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিল ॥
 সেই সব দ্রব্য দেখে ঘরের ভিতরে ।
 বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য অঙ্গে শোভা করে ॥
 আতর গোলাপ অঙ্গে চুষাইয়া পড়ে ।
 সম্মুখেতে ভক্ত্যদ্রব্য আছে থরে থরে ॥
 দেখে জয়দেব তথা ভোগ লাগাইয়া ।
 ধ্যান করিতেছে বসি নিশ্চেষ্ট হইয়া ॥

আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে বিস্ময় হইল ।
 সাদরে প্রণমি বহু স্তুতি নতি কৈল ॥
 পূজারী প্রসাদ মালা আনি তারে দিল ।
 যমুনার তীরে পুনঃ সত্বরে আইল ॥
 ভাবিতে ভাবিতে তথা দেখিল আসিয়া ।
 সেইখানে কবির আছেন বসিয়া ॥
 দেখি মনে ভয় ভক্তি বিশ্বাস জন্মিল ।
 বিনীত হইয়া তাঁর চরণে পড়িল ॥
 কবির তার প্রতি শুভদৃষ্টি কৈল ।
 ভক্ত দ্বারে শিক্ষা দিয়া ভক্তি সঞ্চারিল ॥
 ভোগের প্রসাদ তবে তথা আনাইয়া ।
 ভক্তগণে জনে জনে দিলেন বাঁটিয়া ॥
 শ্রীসীগণ ভক্তগণ আর অগ্র জন ।
 উদর পূরিয়া সবে করিল ভোজন ॥
 পশু পক্ষী কপি কূর্গ আদি জীবগণ ।
 সবাকারে কিছু কিছু করিল অর্পণ ॥
 জলপান করিয়া বসিয়া ভক্তগণ ।
 মহানন্দে আরম্ভিল শ্রীহরিকীর্তন ॥
 শব্দব্রহ্মে প্রেমরস করি আশ্বাদন ।
 যে যাহার স্থানে সবে করিল গমন ॥
 গণপতি পদ্মাবতী আর কবিরায় ।
 তিন জনে পূর্বভাবে রহিল বাসায় ॥
 সব সঙ্গ নানারঙ্গে করিয়া কীর্তন ।
 যে স্থখে রহিল তাহা না যায় বর্ণন ॥
 কৃষ্ণপ্রেমানন্দ সুখ অমূল্য রতন ।
 বিশ্ববিষয়েতে তার নাহি এক কণ ॥
 সাধারণ অর্থস্থত সবে বাঞ্ছা করে ।
 পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥

পুরাণ পাঠের বিবরণ ।

গিরিগুহাবাসী যত মুনি ঋষিগণ ।
 জয়দেব সমীপে করিল আগমন ॥
 সম্যাসী তপস্বী ভক্ত যথা যত ছিল ।
 বৃন্দাবনে কেশিঘাটে আসিয়া মিলিল ॥
 কবির সবাকারে করি সমাদর ।
 কালিন্দীর কূলে দিল কুঞ্জ-বাসা-ঘর ॥

পরম আনন্দে রহে সহ নিজ চেল ।
 মাধবের প্রসাদ ভুঞ্জয়ে দুই বেলা ॥
 কোনো কালে পরস্পর দেখা নাহি ছিল ।
 সমবেত হয়ে সবে আনন্দে রহিল ॥
 সাধকে সাধকে হৈলে একত্রে মিলন ।
 যে আনন্দ হয় তাহা না হয় বর্ণন ॥
 পরমার্থ সুখরাশি ভুঞ্জে সাধুগণে ।
 তাহার আশ্বাদ নাহি জানে ঐশ্বর্য্যজনে ॥
 মধুকর-নিকরে যে পুষ্পমধু খায় ।
 গোময়ের কীটগণে তাহা নাহি পায় ॥
 তবে সব শ্রীসীগণে মন্ত্রণা করিয়া ।
 স্থান সংস্কার কৈল পাঠের লাগিয়া ॥
 নৈমিষ কাননে ধেরূপেতে ঋষিগণ ।
 মৌতির নিকটে করে পুরাণ শ্রবণ ॥
 সেইরূপে শ্রীধরে বসায় ব্যাসাসনে ।
 অপরাহ্নে পাঠ শুনে সর্ব সাধুগণে ॥
 তদন্তরে সন্ধ্যা পরে করিয়া কীর্তন ।
 আপন আসনে সবে করে আগমন ॥
 ধারক পাঠক শ্রোতা তিন শ্রীসীসর ।
 সঙ্কল্প করিয়া শুনে এক সম্বৎসর ॥
 এ সব সংবাদ শুনি ভক্ত রাজাগণ ।
 চারিদিক হৈতে সবে কৈল আগমন ॥

রাজাগণের আগমন ।

মায়াপুর অধিপতি মায়াদেবী মনে ।
 দরশন হেতু আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥
 লাহোরাধিপতি আর কাশ্মীরের রাজা ।
 অবিলম্বে আইলেন সঙ্গে বহু প্রজা ॥
 কাশীধর কাকিপতি অঙ্গ-দেশেশ্বর ।
 অযোধ্যাধিপতি আইল সহ পরিকর ॥
 টিকারির রাজা আর গোয়ালিয়াপতি ।
 দ্বারভাঙ্গা রাজা আইল সঙ্গে সেনাপতি ॥
 বনুদেশী যত রাজা ধর্ম্ম-পরায়ণ ।
 শ্রুতমাত্রে গণ সহ কৈল আগমন ॥
 রাণী সহ আইলেন বর্দ্ধমানপতি ।
 জয়দেব বিনা যার নাহি অন্য গতি ॥

নীলাচল হইতে আইল ক্ষেত্রপতি ।
 আইল লক্ষ্মণসেন তাহার সংহতি ॥
 দেখি কবিপতি অতি সন্তোষ হইল ।
 পরস্পর মিলি মহা আনন্দে রহিল ॥
 ময়ূরভঞ্জন রাজা, বিষ্ণুপুর রায় ।
 সিংহাসন ত্যজি আসি মিলিল তথায় ॥
 মণিপুর মৎস্যদেশ নাটোর ঈশ্বর ।
 পথে মিলি তিন রাজা আইল সহর ॥
 উজ্জয়িনীপতি তেজসেন মহাবল ।
 বৃন্দাবনে আইলেন সহ নিজ দল ॥
 মাধোসিংহ সূর্য্যসিংহ জয়পুরপতি ।
 রাণী সহ বৃন্দাবনে আইল শীঘ্রগতি ॥
 ভরতপুরের জয়সিংহ-নারায়ণ ।
 ইত্যাদি অনেক রাজা কৈল আগমন ॥
 সংবাদ প্রেমাণ করি রাজায় রাজায় ।
 একত্রে মিলিল সবে আসিয়া তথায় ॥
 যতীর্থ আদি ঋষি ঋষী ভক্তগণ ।
 গুণ করি অগ্রসরি কৈল আনয়ন ॥
 ইরূপে আইল তথা যত নরেশ্বর ।
 ভ্রু করি সবারে রাখিল ঋষিবর ॥
 জয়দেব পদ্মাবতী আর ঋগীগণে ।
 দরশন করি সবে মহা হৃষ্টমনে ॥
 বজ্রের আবাস করি সকলে রহিল ।
 রাণীগণ পদ্মাবতী সংহতি মিলিল ॥
 নিত্য মহা মহোৎসব হইতে লাগিল ।
 কৃষ্ণকথারসে সবে ডুবিয়া রহিল ॥
 দেহকৃত্য গৃহ বিত্ত হয়ে বিস্মরণ ।
 জয়দেব সঙ্গিবানে থাকে অনুক্ষণ ॥
 যমুনা প্রাঙ্গণে প্রসাদ ভোজন ।
 অপরাহ্নে গণ সহ পুরাণ আবণ ॥
 নিশাকালে রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্বকথা ।
 শুনিয়া সবার গেল অন্তরের ব্যথা ॥
 হরিকথা প্রেমোত্তর হয় নিরন্তর ।
 শুনিয়া উপজে প্রেম প্রণুত অন্তর ॥
 মধো মধো ঋষিগণে সংহাতি লইয়া ।
 কৃষ্ণলীলা স্থান দেখে ভ্রমণ করিয়া ॥

দরশে পরশে আর শুনি কৃষ্ণরাম ।
 মাধু সঙ্গে সকলে হইল পূর্ণ কাম ॥
 তবে কবি গদাধরে কৈল আকর্ষণ ।
 সঙ্গে আইল রামচন্দ্র রামনারায়ণ ॥
 সবার চরণ বন্দি সন্তোষ করিল ।
 তিন জনে দেখি সবে সন্তোষ হইল ॥
 মথুরানগরবাসী নারী মাধুগণ ।
 জয়দেবে দেখিতে কারণ আগমন ॥
 বিধি নাহি মানে, জানে রাগের করণ ।
 প্রণাম না করি কৈল মন্তক স্পর্শন ॥
 জয়দেব ভক্তিভাবে নোয়াইল মাথা ।
 তবে সবে বসি শ্রুথে কহে কৃষ্ণকথা ॥
 মায়াবতী আদি যত নারী মাধুগণ ।
 তাহাদের সহ মিলি আনন্দিত মন ॥
 অন্তঃপুরে সবাচারে লইয়া রাখিল ।
 দিবা নিশি লীলাকথা হইতে লাগিল ॥
 বুলনযাত্রার কালে নানা পুষ্প দিয়া ।
 সিংহাসন সাজাইল সকলে মিলিয়া ॥
 পদ্মাবতী জয়দেবে তাহে বসাইল ।
 বজ্রের ডালেতে বাকি টানিতে লাগিল ॥
 এইরূপে কৃষ্ণলীলা যত হয়েছিল ।
 সেই সেই ভাবে সবে আবাদ করিল ॥

প্রেমের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন ।

এইরূপে জয়দেব আনন্দিত মনে ।
 কৃষ্ণলীলারসে আছে ক্রীড়াবনে ॥
 কত লোক আইসে আর কত লোক যায় ।
 কত লোক শরণ লইল তাঁর পায় ॥
 পরস্পর শুনি লোক অনেক আইল ।
 কত শত লোক তাঁর নিকটে রহিল ॥
 বনবাসী যোগী ঋষি বিষ্ণুভক্তগণ ।
 হরিকথারসে স্নেহে আছে সর্বজন ॥
 লুপ্ত ছিল পঞ্চরস উথলি উঠিল ।
 পুনঃ যেন রাধাকৃষ্ণ প্রকট হইল ॥
 একত্রেতে যড়ধাতু হৈল বর্জমান ।
 প্রফুল্লিত তরু লতা পক্ষী করে গান ॥

ব্রহ্মধাষি দেবধাষি সিদ্ধধাষিগণ ।
 নিত্য আসি হরিকথা করে আন্দোলন ॥
 সুখময় বৃন্দাবন করি দরশন ।
 সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য দুই করে আশ্বাদন ॥
 ঈশ্বরবতারগণ ধরি নরকায় ।
 নিত্য আসি হরিলীলা শুনি সুখ পায় ॥
 অলক্ষ্য ভাবেতে তথা শ্রীরাধাগোবিন্দ ।
 নিজ লীলাকথা শুনি পায় মহানন্দ ॥
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ অঙ্গর কিম্বর ।
 ছদ্মবেশে সঙ্গীকে আইসে নিরন্তর ॥
 শ্রীরাধামাধব জয়দেব পদ্মাবতী ।
 দরশন করি মনে প্রফুল্লিত অতি ॥
 স্বর্গজাত ভক্ষ্যদ্রব্য সুগন্ধ সুমন ।
 আনি রাধামাধবেরে করে সমর্পণ ॥
 হরিকথা আর হরিনামসঙ্কীর্তন ।
 শুনিয়া গাইয়া সবে আনন্দে মগন ॥
 হরিভক্তিরসামৃত করি আশ্বাদন ।
 চতুর্দিক প্রেমময় করে নিরীক্ষণ ॥
 অবিরত সবার নয়নে প্রেমজল ।
 ভাবাবেশে তনু মন করে টলমল ॥
 প্রেমসিন্দু একবিন্দু জল করি পান ।
 অনৈর্য্য হইয়া হারাইল বাহুজ্ঞান ॥
 মদিরা মদ্যাক্ত যেন বসন না জানে ।
 কেবা আমি কোথা আছি নাহি পারি জানে ॥
 প্রবল প্রেমের বশ্য বীজ কৈল নাশ ।
 জীবন্ত ঘুচিয়া হৈল শিবত্ব প্রকাশ ॥
 পরাশর গদাধর হরি নারায়ণ ।
 সুমধুর স্বরে গান করে চারি জন ॥
 যুদঙ্গ মন্দিরা সিঙ্গা বাজে অগণন ।
 প্রেমামন্দে জয়দেব করে সঙ্কীর্তন ॥

তথাহি পদং—

ব্রজরাজকী নন্দন নীলমণি ।
 শিখিপুচ্ছকী শিখণ্ড শিরে বনি ॥
 ভালে চন্দন তিলক বালমল ।
 কর্ণকুণ্ডলে রঞ্জিত গগনমল ॥

শিরে কুঞ্চিত কোমল কেশরাশি ।
 অলকারুত সুন্দর মুখশশী ॥
 গলে স্ফটিক কুমুমমালা শোভে ।
 কত ভ্রমত ভ্রমর মধুলোভে ॥
 নব নীরদ জিনিয়া শ্যামল কায় ।
 পীতবসন ভূষণ শোভিত তায় ॥
 করে মোহিত মোহন-বেণুস্বরে ।
 গিরি দ্রবিত স্তম্ভিত নিশাকরে ॥
 পদে নুপুর বাজত পঞ্চস্বরে ।
 ব্রজবাসিনী কামিনী মনঃ হরে ॥
 ভূষিত কলেবর পঞ্চরসে ।
 সৌরভে ব্যাপিত দিগ দশে ॥
 পদনথ দর্পণ ইন্দুমণি ।
 বালকত নীরদে সৌদামিনী ॥
 রঘভানুশূতা সহ এ চ তনু ।
 মরকত কাঞ্চনে গাঁথা জলু ॥
 দুই হুণ গায়ত ব্রজবাল ।
 লীলা-সাগরে সাতারে নন্দলালা ॥
 বিহরত নিধুবনে বনবিহারী ।
 পদ-সরোজ সেবত ব্রজনারী ॥
 রূপে মোহিয়া মদন মনঃ হরে ।
 জয়দেব বলে জয় দেব হরে ॥

যোগী শ্যামী ভক্ত-জানী তপস্বী রাজম ।
 পর্ব্বত-কন্দরবাসী মুনি ধাষিগণ ॥
 হবি বলি বাহু তুলি নাচে সর্ব্বজন ।
 অন্তরে বাহিরে হরি করে দরশন ॥
 অনুরাগভরে নাচে হাসে কান্দে গায় ।
 বিলাপ করিয়া ভূমে গড়াগড়ি যায় ॥
 প্রেমভরে নৃত্য করে স্বভাব চঞ্চল ।
 স্বর্গ মর্ত্য নাচে যেন নাচে রসাতল ॥
 ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে দেব সহ ইন্দ্র ।
 ব্রজবাসীগণ নাচে আরিয়া গোবিন্দ ॥
 চন্দ্র নাচে সূর্য্য নাচে তারকামণ্ডল ।
 আশ্রয় স্থাবর নাচে প্রেমেতে বিহবল ॥
 কৃষ্ণপ্রেম আর কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি ভক্ত ।
 একযোগে নৃত্য করে স্বরূপানুরক্ত ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ প্রেম চিদানন্দময় ।
 রঞ্জে আকর সর্ব শক্তির আশ্রয় ॥
 অবয়ব অষ্ট সাত্ত্বিকাদি ভাব সার ।
 ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য দুই প্রকাশ তাহার ॥
 জ্ঞান বৈরাগ্যাদি তার নয়নের কোণে ।
 হৃদয়ে ভক্তির বাস বিজ্ঞান প্রবণে ॥
 সর্ব অঙ্গে সর্ব রস আছে বর্তমান ।
 নিখিল রসের তাতে হয় অবস্থান ॥
 অন্তরে জাগিলে অণু ভাব যায় দূরে ।
 রূপরসাকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণগুণে বুরে ॥
 কারে বলে প্রেম তার উদ্দেশ না ছিল ।
 সগুণে আসিয়া এবে প্রকাশ হইল ॥
 সজে বিভাবানু ভাব ভাব সৈন্যগণ ।
 সর্ব প্রাণীগুণে আসি কৈল আক্রমণ ॥
 শ্রবণ নয়ন দিয়া অন্তরে পশিল ।
 মন প্রাণ বুদ্ধোদ্ভিয় ব্যাকুল করিল ॥
 অশ্রু কম্প পুলক বৈবৰ্ণ্য্য স্বরভেদ ।
 রোমোদ্গম স্তম্ভ আর সর্ব অঙ্গে স্বেদ ॥
 আবেশে ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইল ।
 ডাবের পীড়নে সবে কান্দিতে লাগিল ॥
 কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হয়ে আপনা না ক্ষুরে ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণের প্রেমে বুরে ॥
 কৃষ্ণাঙ্গের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ।
 অনুভব পেয়ে সবে প্রেমে হৈল অন্ধ ॥
 জড়প্রায় হৈল শেষে হারায়ৈ সম্বিত ।
 খুলায় খুসর তনু হইল মুচ্ছিত ॥
 তথাপি দুর্ব্বার ভাব কাহারে না ছাড়ে ।
 মৃতকল্প কৈল সবে আছাড়ে আছাড়ে ॥
 শব্দাদি বিষয় পঞ্চ যাতে যাহা ছিল ।
 অন্তর হইতে কাড়ি অন্তরে ফেলিল ॥
 বিষয় অভাবে সবে দরিদ্র হইল ।
 কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী সবারে করিল ॥
 পাইয়া অমূল্য নিধি প্রফুল্লিত মন ।
 হরেকৃষ্ণ বলি স্তখে নাচে সর্বজন ॥
 বিলাপ রোদন হাস্য গদগদ বচন ।
 ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে করে উচ্চ সঙ্গীতন ॥

আপনা ভুলিয়া রহে প্রেমানন্দে মাতি ।
 কৃষ্ণপ্রেমসার্ণবে ভাসে দিবা রাত্রি ॥
 দেহকৃত্য গৃহ বিত্ত সকল ভুলিল ।
 নাম রূপ গুণ রসে বিভোর হইল ॥
 এই প্রেমা যার চিতে হয় আবির্ভাব ।
 সেই সে বুঝিতে পারে তাহার প্রভাব ॥
 অদ্ভুত প্রেমের বল না হয় বর্ণন ।
 কৃষ্ণ আদি ভক্তগুণে করে আকর্ষণ ॥
 একবার আসি যারা করে দরশন ।
 ফিরিয়া যাইতে আর নাহি হয় মন ॥
 সর্বস্থ ছাড়ি বৃন্দাবনেতে রহিল ।
 প্রেমসিন্ধুবিন্দু মাঝে ডুবিয়া পড়িল ॥
 যমুনা তীরে লোকে বসতি করিল ।
 ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য হইতে লাগিল ॥
 প্রেমের বাজার বৃন্দাবনেতে বসিল ।
 বিনামূল্যে পেট ভরি সকলে থাইল ॥
 কত লোকে হরি বলি ছড়াইয়া দিল ।
 ক্ষুদ্রপ্রাণী যারা তারা কুড়ায়ে থাইল ॥
 থাইতে মাদকশক্তি সবারে ধরিল ।
 মত্ত হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় নাচিতে লাগিল ॥
 গুল্ম লতা তৃণগুণে পরশ পাইয়া ।
 কম্পিত হইয়া পড়ে ভূতলে ঢলিয়া ॥
 যমুনার জলে উর্ধ্ব কল্লোল হইল ।
 যেন হরিবোল ধ্বনি উঠিতে লাগিল ॥
 উর্ধ্ব অধো মধ্য শব্দপ্রবাহ বহিল ।
 হরি হরি ধ্বনি সর্বদিকেতে ব্যাপিল ॥
 পাষণ-হৃদয় দ্রবে করিলে শ্রবণ ।
 এ রসে বঞ্চিত যারা তারা অভাজন ॥
 যে বদনে নাহি হরি গুণানুকীৰ্ত্তন ।
 তাহা মাত্র শ্বান সম চিৎকার কারণ ॥
 কৃষ্ণপ্রেম নাহি বুঝে পুণ্যহীনগণ ।
 বালকে না চিনে যেন মাণিক্য রতন ॥
 কামিনীকুসুমাসব পানে আশা যার ।
 কামে প্রেমে দুই দিকে টানাটানি তার ॥
 সৰ্বদা অন্তরে উঠে অনর্থ-তরঙ্গ ।
 আশঙ্কা উপজি তাতে ভক্তি করে ভঙ্গ ॥

চিরকাল সম কৃষ্ণ-প্রেমের প্রভাব ।
পবিত্র অন্তরে হয় তার আবির্ভাব ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবের লীলা নহে সাধারণ ।
অবিশ্বাস কেহ না করিহ কদাচন ॥
আগম নিগম শাস্ত্র-কল্পতরুগণ ।
তাহার সুপক ফল করিয়া গ্রহণ ॥

ভক্তে ভুঞ্জাইয়া শেষ প্রগাদ লইয়া ।
ক্ষুধার্তিগণের লাগি রাখিলু ধরিয়া ॥
অল্পমাত্র যে কেহ করিবে আশ্বাদন ।
ভবক্ষুধা যাবে তার যুড়াবে জীবন ॥
শ্রী-ধামাধব পাদপদ্ম করি আশ ।
রচিল অধরটাদ প্রেমের বিলাস ॥

ইতি প্রেমের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য এবং প্রেমানন্দ-বিলাস বর্ণন
ত্রয়োবিংশতি সোপান ।

চতুর্বিংশতি সোপান ।

শ্রীহরিনামতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও রাজাগণের স্বদেশে গমন
বিবরণ ।

নামৈব পরমো ধর্মঃ নামৈব পরমন্তপঃ ।
নামৈব পরমারাধ্যঃ নামৈব জগতাং গতি ॥

জয় জয়দেব দয়ানিধি ন্যাসীন্দ্র ।
জয় জয়তীর্থ জ্ঞানসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ॥
গুরুগণ সঙ্গে স্নেহে আছে তিন জন ।
কায়মনোবাক্যে করে আদেশ পালন ॥
গুরুগোষ্ঠী সহ বনে করেন ভ্রমণ ।
তঁাহাদের সঙ্গে হরিনামসঙ্কীর্তন ॥
রাজাগণ ভক্তগণ যোগী ধাষিগণ ।
সর্বদা সবার করে আনন্দ বর্ধন ॥
কল, শল, হর, যোগে ঙ্গকার মকার ।
আরোপ করিয়া রূপ ভাবে অনিবার ॥
হৃদাকাশে বর্ষে সদা প্রেম জলধর ।
জাহ্নবী যমুনা চক্ষে বহে নিরন্তর ॥
দিবা নিশি আলোচনা কৃষ্ণতরুসার ।
তাহা বিনা কোনো কার্য নাহি করে আর ॥
এক দিকে প্রসন্ন করে ভক্তেরা সকল ।
অন্য দিকে প্রসন্ন করে সন্ন্যাসীমণ্ডল ॥
আর দিকে জিজ্ঞাসিছে যত নরেশ্বর ।
তিন দিকে উত্তর করিছে কবিবর ॥

হরে কৃষ্ণ রাম এই তিন নাম লয়ে ।
অর্থ আশ্বাদন করে আনন্দিত হয়ে ॥
চৌষটি প্রকার অর্থ কৈল কবিবর ।
তবু না হইল শেষ এক নামাক্ষর ॥
হ্রীঙ্কার লইয়া অর্থ করিতে বসিল ।
তিন দিবা রাত্রি গেল শেষ না হইল ॥
একাক্ষর নামে এই বিশ্ব চরাচর ।
যথাসাধ্য বর্ণিয়া লইল অবসর ॥
কিন্তু প্রেমানন্দে পূর্ণ হইল সর্বজন ।
হরি বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাকে অনুক্ষণ ॥
এইরূপে কৃষ্ণতত্ত্ব করি আন্দোলন ।
মহা স্নেহে ব্রন্দাবনে আছে সাধুগণ ॥
এক দিন সমবেত হয়ে সর্বজন ।
মাধবের কুঞ্জে করে মাধবকীর্তন ॥
হেনকালে নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ।
ধাষিরাজ জ্ঞানসিদ্ধ কৈল আগমন ॥
তঁাহারে দেখিয়া সবে সন্তোষ হইল ।
স্বাত্তোখান করি অভিবাদন করিল ॥

ঋষিরাজ সবা সহ করি মস্তাযণ ।
 জয়তীর্থ ঋষিপদ করিয়া বন্দন ॥
 সম্যাসীমগুল মাঝে আনন্দে রহিল ।
 ভক্তবৃক্ষে ভক্তিফল সিদ্ধিতে লাগিল ॥
 এক দিন মনোমাঝে বাজা উপজিল ।
 লীলানুকরণ লীলা আরম্ভ করিল ॥
 যথা যত লীলা কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 ভক্তবৃন্দ সহ কৈল তদনুকরণ ॥
 বাল্যাবধি কৈশোরাস্ত বৃন্দাবনলীলা ।
 অনুষ্ঠান করি সবা কারে দেখাইলা ॥
 বর্ষাণে গোবিন্দলীলা বিবিধ প্রকার ।
 কাম্যক-কাননে লীলা অতি চমৎকার ॥
 নিকুঞ্জ মন্দিরে রাধাগোবিন্দ বিলাস ।
 দেখিয়া সবার মনে হইল উল্লাস ॥
 কৃষ্ণলীলার সাবশ্য বাড়াতে লাগিল ।
 এইরূপে বহু দিন অতীত হইল ॥
 চত দিন রহি তথা রাম গদাধর ।
 তিন জনে আইলা পুনঃ কেন্দুলীনগর ॥
 গরিগুহাবাসী ঋষি যত এসেছিল ।
 অনুমতি লয়ে তারা নিজ স্থানে গেল ॥
 রাজাগণ কিছুদিন করি অবস্থিতি ।
 দিব্যজ্ঞান পেয়ে গেল আপন বসতি ॥
 দরশন লাগি আর যারা এসেছিল ।
 ভক্তিরত্ন লাভ করি স্বদেশে চলিল ॥
 শ্রাসীগণ ভক্তগণ স্বদেশী সৃজন ।
 কেহবা রহিল কেহ করিল গমন ॥
 যাত্রাকালে সবার নয়নে বারি ঝরে ।
 শুনিলে সে সব কথা হৃদয় বিদরে ॥
 এ হেতু সজ্জকপে ইহা করিল বর্ণন ।
 বিস্তারি বর্ণিলে হয় দুঃখের কারণ ॥

জ্ঞানসিকুর উপদেশ বিবরণ ।

তবে ঋষি শেষলীলা অন্তরে জানিয়া ।
 এক দিন সাধুগণে কহিল ডাকিয়া ॥
 বহু দিন করিয়াছ তবে আগমন ।
 হরি বলি কর এবে লীলা সম্বরণ ॥

বৃন্দাবনলীলারম আবেশাবতার ।
 অসং আশিবে প্রেম করিতে প্রচার ॥
 বিধমাঝে বিধপতি কৈলে আগমন ।
 সংহতি আশিবে তাঁর পারযদগণ ॥
 আপনি আশাদি ভক্তি ভক্তগণে দিবে ।
 আনুসঙ্গে সঙ্গজীব উদ্ধার করিবে ॥
 পাতকী পায়ত্তী মুখ জ্ঞানহীন জন ।
 যাচার না করে কভু হার আরাধন ॥
 কর্তব্যাকর্তব্য বোধ শূন্য নারী নর ।
 কর্মক্ষেত্রে জন্ম পেয়ে অকর্ম্মে তৎপর ॥
 পুত্র হয়ে পিতাদির ত্রীতি না আচরে ।
 বৎসরাস্তে শ্রাদ্ধ শান্তি তর্পণ না করে ॥
 পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পিও প্রয়োজন ।
 প্রকৃত শব্দের অর্থ না করে গ্রহণ ॥
 বলে মৃতগাতী কভু ঘাম নাহি খায় ।
 কিন্তু স্কুলদেহ মরে সূক্ষ্ম কোথা যায় ॥
 স্কুলরূপে স্কুলদ্রব্য করিত ভোজন ।
 সূক্ষ্মরূপে সূক্ষ্ম অংশ করিবে গ্রহণ ॥
 বেদ বিধিযতে দ্রব্য করিলে অর্পণ ।
 পরিমলে তৃপ্তি পায় তুণ্ডে হয় মন ॥
 তদুদ্দেশে দান কৈলে বজ্রাদি ওদন ।
 পুণ্যলাভ করে হয় সুখ সম্পাদন ॥
 নরকযন্ত্রণা হৈতে পরিত্রাণ পায় ।
 দানফলে অবহেলে স্বর্গলোকে যায় ॥
 পিতাদির অংশে পুত্র হয়েছে সৃজন ।
 একাত্মা নিমিত্ত ফল পায় পিতৃগণ ॥
 ভক্তিভাবে শ্রাদ্ধ কার্য্য ব্রহ্মোত্তে অর্পণ ।
 করিলেই মুক্তিলাভ করে পিতৃগণ ॥
 এই হেতু বংশ রক্ষা বিধির বিধান ।
 জয়ংকার মুনিবর তাহার প্রমাণ ॥
 হরিবংশ আদি শাস্ত্রে আছে বিবরণ ।
 না করিলে প্রত্যবায়ী হয় পুত্রগণ ॥
 কর্ম্ম ব্রহ্ম-সমুদ্ভব এ বাক্য নির্ঘ্যাস ।
 পীপমতি সূচগণে না করে বিশ্বাস ॥
 অধর্ম্ম গ্রহণ করে ধর্ম্ম নাহি লয় ।
 নির্দোষী হইতে সদা মিথ্যা কথা কয় ॥

বুদ্ধগণে নাহি মানে করে তিরস্কার ।
 অনাচারী হয়ে করে ধর্মের প্রচার ॥
 ধর্মো কর্মো তাহাদের নাহি অধিকার ।
 তাহাদের অনুগামী এই ধর্ম সার ॥
 চাতুরি করিয়া অণু লোকে করে ভুলায় ।
 আত্মশ্লাঘা করে সদা কথায় কথায় ॥
 মুখে মধুময় বাক্য হলাহল মনে ।
 নানা কথা কহি তুষ্ট করে অঙ্গগণে ॥
 নিন্দা স্তুতি লাভালাভ এই গল্প সার ।
 ইহা বিনা কহিতে না জানে কিছু আর ॥
 পরস্পর নাহি মিলে অন্তরে অন্তরে ।
 সকলে সবার প্রতি দোষারোপ করে ॥
 আপনার শত দোষ করিয়া গোপন ।
 কেবল অন্যের দোষ করে অব্বেষণ ॥
 নয়ন মুদিলে হয় জগত আন্ধার ।
 মুখে মানে মনে থাকে দূত অহঙ্কার ॥
 নথর বিষয় ইহা সকলেই জানে ।
 অণু দুঃখ দিতে তবু দুঃখ নাহি মানে ॥
 কলির কলুষে পূর্ণ অন্তর কলসী ।
 রসনায় কটুবাক্য লোহার বঁড়মী ॥
 দুর্বল জনেরে ক্রোধে মারিবারে ধায় ।
 বলবানে দেখি ভয়ে পলাইয়া যায় ॥
 অবিধিতে প্রাণী হিংসে জীৱগণে প্রহারে ।
 বালক বালিকাগণে অবিচারে মারে ॥
 দুঃখীল, চন্মুখ সদা থাকে ক্রোধভরে ।
 কটুবাক্যে দুঃখ দেয় সবার অন্তরে ॥
 ব্রাহ্মণতন্ত্রেতে আছে শিবের বচন ।
 যজ্ঞসূত্রধারী মাত্রে নমস্তু ব্রাহ্মণ ॥
 তাহাদের ছোট বড় করিয়া বিচার ।
 আপনাকে ভদ্র মানি করে অহঙ্কার ॥
 মন প্রাণ দেহ করি সংসারে অর্পণ ॥
 বিষয় কদর্য্যরস করে আশ্বাদন ॥
 কামিনী-কুহকে পড়ি সুখা কাল যায় ॥
 আয়ুসূর্য্য অন্তিমিত দৃষ্টি নাহি তায় ॥
 ঈশ্বরে বিশ্বাস শূন্য, কামে হতজ্ঞান ।
 ভগাটনী মাঝে ভ্রমে ধূপদ সমান ॥

দেহেন্দ্রিয় মদে মত্ত কুরসে মাতাল ।
 ইহকাল রক্ষা করে নাশি পরকাল ॥
 এইরূপে আত্মজ্ঞান হীন মুঢ় যারা ।
 সংসার নরকে সদা পচ্যমান তারা ॥
 পরংপদে পরাজুখ বিপথে উন্মুখ ।
 মাধুগণে নাহি দেখে তাহাদের মুখ ॥
 অসংখ্যাপাপের নাম স্মৃতিশাস্ত্রে কয় ।
 পাপ মাত্রে আত্মঘাতী জানিহ নিশ্চয় ॥
 সে সব পাপীর অঙ্গ পরশ যে করে ।
 সঙ্গজ পাপের ফলে কষ্ট পেয়ে মরে ॥
 ধর্মের ঘরেতে পাপ প্রবেশ করিলে ।
 ছারখার করে তার শাস্তি নাহি মিলে ॥
 তাহাদের একাসনে কভু না বসিবে ।
 ধর্মকথা বাক্যলাপ কভু না করিবে ॥
 অগ্নিতে ঢালিলে জল বাষ্প উঠে তায় ।
 নিকটে যে থাকে তার দগ্ধ করে কায় ॥
 এ সব জীবের উপকার না করিবে ।
 বিপদে তরাতে গেলে বিপদে পড়িবে ॥
 আঘাতিত কপির করিয়া উপকার ।
 অবশেষে দস্তাঘাতে প্রাণে বাঁচা ভার ॥
 অধম জীবের উপকার করে যারা ।
 পরিণামে পরিতাপ ভাগী হয় তারা ॥
 ইতর লোকের হিত ভদ্রলোকে করে ।
 ধর্মজ্ঞান শূন্য হেতু তাহা নাহি স্মরে ॥
 উপকারকের যারা করে অপকার ।
 কোনো কালে তাহাদের না হয় নিস্তার ॥
 সে সব পাতকী জীবে লয়ে পদাসন ।
 অণু ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে করিয়া স্থাপন ॥
 হরি আসি অবতীর্ণ হইবেন যথা ।
 যোগ্যপাত্রগণে আনি রাখিবেন তথা ॥
 অবতীর্ণ হয়ে তথা শ্রীভগবান ।
 সে সবারে করিবেন নাম প্রেম দান ॥
 আপনি বৈষ্ণব হয়ে বৈষ্ণব করিবে ।
 অনর্পিত রসভক্তি ভক্তগণে দিবে ॥
 অসং প্রাণীর হবে সতে সমাধান ।
 পদপ-পরতন্ত্র হৈতে পাবে পরিজ্ঞান ॥

যুগে যুগে হরিনাম মহামন্ত্র সার ।
 বিশেষতঃ, কলিযুগে গতি নাহি আর ॥
 নাম ধর্ম স্থাপিতে হবেন অবতার ।
 তাঁর সহ আসিতে হইবে পুনর্ব্বার ॥
 অবিলম্বে বর্ত্তমান কার্য্য পরিহরি ।
 হরি বলি নিত্যধামে করহ শ্রীহরি ॥
 আমরা করিলে আগে লীলা সম্বরণ ।
 শেষে কবি দেবী সহ করিবে গমন ॥
 শুনিয়া সকলে মনে চকিত হইল ।
 যার যাহা নিজ কার্য্য সমাধা করিল ॥

বিজ্ঞানতত্ত্ব ও আন্তিকতত্ত্ব বর্ণন ।

পুনঃ এক দিন বলে শুন সাধুগণ ।
 যে রূপে করিবে নরলীলা সম্বরণ ॥
 যোগবলে সর্ব্বতত্ত্ব করি আকর্ষণ ।
 ক্ষুদ্র মধ্য লয়ে করিবে স্থাপন ॥
 ইন্দ্রিয় বিষয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার ।
 রাধাতত্ত্বে মিশায়ে করিবে একাকার ॥
 এক চক্রে হৈতে বায়ু করি আকর্ষণ ।
 ষষ্ঠ চক্রে জ্যোতিঃস্থলে করিবে স্থাপন ॥
 যোগশাস্ত্রে আজ্ঞাচক্রে জ্যোতিঃস্থান কর ।
 ভক্তিশাস্ত্রে রাধাচক্রে তার নাম হয় ॥
 অনাময়, জ্যোতিঃশ্রয় চক্রে নিত্যধাম ।
 শত, সহস্রারে তথা লীলা অবিরাম ॥
 অষ্টচক্রে কমলকিঙ্কলে কৃষ্ণলীলা ।
 যোগীবর শুকদেব বর্ণন কারলা ॥
 হাকিনী লাকিনী আদি শক্তি সমুদয় ।
 নাম মাত্র ভেদ তাহা গোপী ভিন্ন নয় ॥
 অষ্টচক্রে অষ্টপদ্যে অষ্ট কর্ণিকায় ।
 গোপী সহ রাধাকৃষ্ণ ত্রীড়া করে ভায় ॥
 প্রতি দলে যুথেশ্বরী নিজ যুথ লয়ে ।
 যুগলসেবায় আছে আনন্দিত হয়ে ॥
 ভক্তযোগে যারা ভজে এই পথে যায় ।
 অশ্রু যোগী যারা তারা অশ্রু দিকে ধায় ॥
 রাধা কৃষ্ণ শিব দুর্গা লক্ষ্মী নারায়ণ ।
 ভাব ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখে যোগীগণ ॥

এক স্বর্ণে বহুবিধ অলঙ্কার হয় ।
 নাম মাত্র ভেদ তার বস্তু ভিন্ন নয় ॥
 অগ্নি যেন দেব্যযোগে রক্ত নীল পীত ।
 কার্য্য ভেদে রূপ ভেদ তেমনি অচ্যুত ॥
 নানা বর্ণ গাভী হয় এক বর্ণ দুষ্ক ।
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইহা নাহি বুঝে মুষ্ক ॥
 এক বস্তু সর্ব্বরূপে হয়ে পরিণত ।
 বিশ্বলীলা করে হয়ে শক্তি অনুগত ॥
 অদ্বিতীয় কেবল অগাধ বোধময় ।
 দ্বিভাষন হৈলে তাহা দুই রূপ হয় ॥
 বহুবচনেতে হয় অনন্ত অপার ।
 কিন্তু একাক্ষর ভিন্ন কিছু নাহি আর ॥
 স্বয়ং নিগুণ ব্রহ্ম চিদানন্দময় ।
 উদিত মুদিত দুই লীলা তাঁর হয় ॥
 উদিত লীলায় হয় ব্যক্ত ত্রিসংসার ।
 মুদিত লীলায় হয় ব্যক্তের সংহার ॥
 মুদিত সর্ব্বদা স্বতঃরূপে বর্ত্তমান ।
 উদিত অনেক রূপে পায় পরিণাম ॥
 বিশ্বব্রহ্ম তরুণের বিষয়ের ফুল ।
 যে আসব আশয়ে ব্যাকুল জীবকুল ॥
 আধ্যাত্মিক বাহ্যিক বিভিন্ন কভু নয় ।
 দ্বৈতভাবে যে ভাবে সে ব্রহ্মজোহী হয় ॥
 ব্রহ্মবোদিত রূপাণি তথাপি অদয় ।
 সদসৎ দুই রূপে লীলা মাত্র হয় ॥
 স্বয়ং চিত্রপ তাঁর রূপান্তর জড় ।
 সহজ বায়ুর যথা বিকৃতিতে ঝড় ॥
 স্বয়ং বিজ্ঞান তাঁর অক্ষ কান্তি জ্ঞান ।
 জ্ঞানের বিকৃতি স্থলবস্তু দৃশ্যমান ॥
 প্রজ্জ্বলিত অগ্নির জ্যোতিতে আলো হয় ।
 জ্যোতিঃ না থাকিলে তার আলোক না হয় ॥
 মুদিত সচ্চিদানন্দ, উদিত অজ্ঞান ।
 বিত্যাবিত্তা দুই কার্য্য দুয়ে বিত্তমান ॥
 মুদিতে স্বগত ভাবে স্বানন্দে বিহ্বলা ।
 উদিতে শব্দাদি গত বিষয়ের লীলা ॥
 শব্দময় দৈহে হয় শব্দ নিঃসরণ ।
 শব্দরূপে ব্যক্তাব্যক্ত ব্রহ্মসনাতন ॥

উনপঞ্চাশ কোটী শব্দ বিধেতে প্রচার ।
 উনপঞ্চাশ বায়ু হৈতে হ'তেছে সঞ্চার ॥
 আকাশ ভেদেতে হয় বায়ুর বিকাশ ।
 বায়ুর দ্বারায় হয় শব্দের প্রকাশ ॥
 বায়ু সর্বদেহে আয়ু, যতকাল রয় ।
 ততকাল দেহেতে উদিত লীলা হয় ॥
 দেহাত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা নারায়ণ ।
 তিন রূপে বিরাজিত ব্রহ্মসনাতন ॥
 চিত্ত চিদ, মন জীব, বুদ্ধিশক্তি মায়া ।
 অহঙ্কার বৈকারিক ভূতময় কায়া ॥
 কার্য্যভিনিবেশে করি বিজ্ঞান সংহার ।
 জড়জ্ঞানে কার্য্য সৃষ্টি করিয়া অপার ॥
 কাল কর্ম মায়া গুণ রূপে বর্ত্তমান ।
 হয়ে সেই ভাবগত, ভ্রমে অবিরাম ॥
 অবস্থা ভেদেতে দেহে হয় অভিমান ।
 নর কিশো নারীরূপে পায় পরিণাম ॥
 পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী সন্ততি জননী ।
 পরিবর্ত্ত ক্রমে জন্মে যাবৎ অবনী ॥
 ভ্রান্তিযুক্ত অবস্থায় হয় বদ্ধজীব ।
 ভ্রান্তি মুক্ত হৈলে হয় জ্ঞানময় শিব ॥
 এই দেহরূপে সেই ব্রহ্মসনাতন ।
 সাধকে প্রত্যক্ষে পায় করিয়া মন্থন ॥
 দুষ্কসিকু মন্থনেতে সূধা উঠে যথা ।
 দেহোদধি মন্থনেতে পরমাত্মা তথা ॥
 আধার আধেয় রূপে এক নারায়ণ ।
 বস্তুতত্ত্ব তিন নহে, বিভিন্ন লক্ষণ ॥
 ভূচ্ছবস্ত কিছু নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ।
 সর্ববস্তু রূপে ব্যক্ত ব্রহ্ম পরাৎপর ॥
 অজ্ঞানীর মতে দেহ হয় সাধারণ ।
 বালকে না চিনে যেন মাণিক্য রতন ॥
 মহাদাদি তত্ত্ব সব দেহের গঠন ।
 আপাদ মস্তক জ্ঞান বিজ্ঞানে সৃজন ॥
 দেহ চিদ দেহ জীব দেহ মায়াময় ।
 ভাবান্তরে এই দেহ বহুরূপ হয় ॥
 দেহ ভিন্ন নাহি অন্য বিশ্ব চরাচরে ।
 দেহাদারে আত্মারূপে ব্রহ্মই বিহরে ॥

দেহ গুরু দেহ শিখা মাতা পিতা ভাই ।
 দেহ ভিন্ন আত্মীয় দ্বিতীয় আর নাই ॥
 উদ্দেশে ব্রহ্মের পূজা, শ্রেষ্ঠ তাহা নয় ।
 দেহের করিলে সেবা, শ্রেষ্ঠ সেবা হয় ॥
 আত্মার পূজন নাই পূজ্য হয় দেহ ।
 আত্মাকে কে চিনে তবে দেহে করে মেহ ॥
 দেহে থাকি দেহ নাহি চিনে মূঢ়জন ।
 জ্ঞান বিজ্ঞানেতে মাত্র জানে যোগীগণ ॥
 জ্ঞানাজ্ঞান ভাবদ্বয় বস্তু মধ্যে নয় ।
 অজ্ঞান ভাবেতে মৃত্যু জানে মৃত্যুঞ্জয় ॥
 ঈশ্বরের দেহ আর জীবের যে দেহ ।
 এক তত্ত্ব অজ্ঞানে চিনিতে নারে কেহ ॥
 ব্রহ্মৈব সর্বনামানি অনন্ত রূপাণি ।
 শ্রুতি কয় ব্রহ্মময় সমগ্র কর্ণাণি ॥
 ব্রহ্ম বস্তু ব্রহ্ম ক্রিয়া আদান প্রদান ।
 সম্পাদক সম্পাদন ব্রহ্ম জ্ঞানাজ্ঞান ॥
 সর্বং যক্ষু ইদং ব্রহ্ম বস্তুতঃ অদ্বয় ।
 ভাবান্তরে দ্বৈত মাত্র বাস্তবিক নয় ॥
 আধেয় চৈতন্য তার আধার এ দেহ ।
 মোহবশে ইহা না বুঝিতে পারে কেহ ॥
 অধীশ্বর অদ্বয় চৈতন্য সনাতন ।
 আমাতেও তাহা বিনা নহে অন্য জন ॥
 মহাদাদি তত্ত্ববস্তু স্বপ্রকাশ যাহা ।
 আমাতেও স্বতঃসিদ্ধ বর্ত্তমান তাহা ॥
 ঈশ্বরে আমাতে তত্ত্ব এক মাত্র পাই ।
 জ্ঞানাজ্ঞান ভেদ ভিন্ন আর কিছু নাই ॥
 ভূতানি ভগবদাত্মা নহে অন্য জন ।
 দেহ দেহী রূপে ক্রীড়া করে সনাতন ॥
 অধিভূত আদি তিন তত্ত্ব এক হয় ।
 জড়রূপে দৃশ্যমান চরাচরময় ॥
 উর্দ্ধ পূর্ণ অধোপূর্ণ মধ্য পূর্ণ যাহা ।
 সর্বকাল সর্বরূপে আছে মাত্র তাহা ॥
 অদ্বয় রূপেতে তাঁর না হয় বিলাস ।
 চিন্ময়াদি শক্তিরূপে অনন্ত প্রকাশ ॥
 জীবের অন্তরে চিদ-মায়ার অন্তরে ।
 চিদ ভিন্ন জড় কভু কার্য্য নাহি করে ॥

সূক্ষ্ম জড় জীবন্ত সূক্ষ্ম জড় মায়া ।
 চৈতন্য দ্বারা চয় যজ্ঞরূপ কায়া ॥
 এ তিন শক্তির এক ব্রহ্ম সমাশ্রয় ।
 গুণভেদে ক্রিয়া করে ব্রহ্মের ইচ্ছায় ॥
 শক্তিমান্ বিনা শক্তি পুথক্ না রয় ।
 শক্তিরূপে সনাতন স্বপ্রকাশময় ॥
 কর্তা কেহ নহে, কেহ কার্য নাহি করে ।
 হেতু কাল কর্তা কর্ম ব্রহ্মের অন্তরে ॥
 ব্রহ্মাবদি স্বাবরাস্ত অখিল সংসার ।
 ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন অন্য সত্তা নাহি আর ॥
 নান্যৎ যৎ সন্যৎ পরং, খণ্ড কভু নয় ।
 পারমহংসীয় জ্ঞান ইহাকেই কয় ॥
 প্রাকৃত স্ভাব দরে করিলে বর্জন ।
 তবে হয় সর্বদা ব্রহ্ম দরশন ॥
 অবিদ্যা প্রভাণে ব্রহ্ম জ্ঞান নাহি যায় ।
 আপনা ভুলিয় ব্রহ্ম, ব্রহ্ম নাহি পায় ॥
 স্বভাবতঃ যদি হয় এই বোধোদয় ।
 ক্ষ ভিন্ন আর অন্য দৃশ্য নাহি রয় ॥
 স্বাচারী যদি বুঝে ব্রহ্মসনাতন ।
 ক্ষ সহ বিভিন্ন না রহে কদাচন ॥
 বদ শাস্ত্রে কহে তিন তত্ত্বের আখ্যান ।
 ভূতব্রহ্ম পরমাত্মা আর ভগবান ॥
 একবস্ত তিন রূপে স্বপ্রকাশমান ।
 এ ভূত যে জ্ঞানে সেই বৈষ্ণব প্রধান ॥
 অজ্ঞান দৃষ্টিতে মর ভিন্ন ভিন্ন হয় ।
 ষ্টি পরিবর্ত হৈলে এক মাত্র রয় ॥
 কোন তত্ত্ব কোন স্থানে কে করিবে লয় ।
 গণ্য করিবে কেবা সংযমী না রয় ॥
 অজ্ঞানে ব্রহ্মের বিশ্ব জ্ঞানে হয় লয় ।
 শ্রেয়ঃ হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ এই হেতু কয় ॥
 আত্মগুণ মনে প্রাণে করিয়া সংযোগ ।
 সাধিলেই সিদ্ধ হয় যায় ভবরোগ ॥
 আত্মজ্ঞানে জীবন্ত স্বভাব নাশ হয় ।
 ব্রহ্মাঙ্গি হইয়া ভিন্ন ভাব নাহি রয় ॥
 বিজ্ঞান ভাস্করালোকে ঘুচে অন্ধকার ।
 ধ্যান ধ্যান ধ্যান তিন হয় একাকার ॥

যোগ যাগ ক্রিয়ার না থাকে প্রয়োজন ।
 আত্মগেহ চ সন্তুষ্টে করিয়া দর্শন ॥
 বুঝিলে অদ্বয় ভদ্র সাধন না থাকে ।
 আপনা আপনি দেখে আরাধিবে কাকে ॥
 স্বতঃসিদ্ধ বিজ্ঞানেতে হয় সর্বময় ।
 অহমেকমিদং সর্বং এই দৃষ্টি হয় ॥
 রেণু সম ক্ষুদ্রতম বিশ্ব-প্রাগৈচর ।
 ভাবে ভিন্ন নহে অণু আমি সর্বময় ॥
 গর্ভ স্থানে সম ভাবে তাহার বিলাস ।
 বুঝিতে পারিলে হয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ॥
 যোগীর যে রাজি তাহা অণুর দিবস ।
 নানা কর্ম করে হয়ে কণ্ঠেতে অবশ ॥
 তাহাদের ঘোর নিশা তুল্য যাহা হয় ।
 যোগীর দিবস তাহা তাহে জাগি রয় ॥
 সম্যাসী বিষয়ী দুই ভিন্ন পরম্পর ।
 মায়ার অধীন আর মায়ার ঈশ্বর ॥
 সম্যাসী সবারে মানে এক তত্ত্বজ্ঞানে ।
 ভূযোগী বলি ভুলে বিষয়ী না মানে ॥
 এইরূপে তত্ত্ব কথা অনেক কহিল ।
 আগম নিগমসার প্রকাশ করিল ॥
 শুনিয়া সকলে মনে সন্তোষ হইল ।
 ঋষিরাজে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিল ॥

সম্যাসী ও ভক্তগণের লীলা
 সম্বরণ এবং সমাপ্তিতত্ত্ব
 বর্ণন ।

নারং সুখাপো ভগবান্ দেহীনাং
 গোপীকামুত । জ্ঞানীনাঞ্চ ত্রু-
 ভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥
 ব্রহ্মজানী আত্মযোগী ঐশ্বর্য সাধক ।
 লীলা আশ্বাদিতে হয় মাধুর্যোপাসক ॥
 সুভাবে ভাবিত করি মন বুদ্ধি কায় ।
 ভাবময় দেহ পেয়ে লীলাশ্লেষ যায় ॥
 লীলা অবলম্বি মিত্যে করিলে প্রবেশ ।
 আরি মধ্য অস্ত্রে পায় আনন্দ অশেষ ॥

নিত্যলীলাতত্ত্বকথা করি আন্দোলন ।
 নিত্যধামে যাইতে সবার হৈল মন ॥
 ভক্তের জীবন মৃত্যু একই সোসর ।
 ছাড়িতে হইল ইচ্ছা এ মায়ানগর ॥
 মায়ামুক্ত হৈলে হয় এ দেহ চিন্ময় ।
 যম কাল মৃত্যু তার আক্সাকারী হয় ॥
 ত্রিগুণে নির্মিত বিশ্ব ত্রিতাপ আধার ।
 তিন গুণে মৃত্যু করে জীবের সংহার ॥
 তামসী অকাল মৃত্যু অপঘাতে হয় ।
 রাজসিকী মৃত্যু করে ব্যাধিরূপে ক্ষয় ॥
 সাত্বিকী সজ্ঞান মৃত্যু পুণ্যবানে হরে ।
 মার্জ্জার যেরূপে নিজ সাবকেরে ধরে ॥
 পরব্রহ্মে যোগযুক্ত সর্বদা যাহারা ।
 আত্মদর্শী হেতু ভবে না মরে তাহারা ॥
 অভয় পরমানন্দ অন্তর সবার ।
 দলে দলে চলে দলে না রহিল আর ॥
 প্রথমেই ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া ।
 সত্ত্ব নিগুণ তত্ত্ব একত্ব করিয়া ॥
 জীবভাব ব্রহ্মগোপীভাবে মিণাইয়া ।
 রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্ত হৈল সমাধি করিয়া ॥
 তদন্তরে জয়তীর্থ বিদায় হইয়া ।
 শিষ্য সহ বংশীবটে বসিলেন গিয়া ॥
 রাধাকৃষ্ণ রূপে মন তন্ময় করিয়া ।
 সেবা আশে সখীপাশে মিলিলেন গিয়া ॥
 নিশি শেষে দয়ানিধি করিয়া গমন ।
 নিকুঞ্জে নির্জজন স্থানে কৈল যোগাসন ॥
 সংযম করিয়া চিত্ত আরোপে রহিল ।
 সখীভাবে রাধাকৃষ্ণ চরণ পাইল ॥
 কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণানন্দে সংযম করিয়া ।
 রাধাকৃষ্ণলীলাস্থলে প্রবেশিল গিয়া ॥
 উদন্তর পরাশর আর গণপতি ।
 রাসরসে প্রবেশিল আনন্দিত মতি ॥
 পূর্ণানন্দ সুখানন্দ দেবানন্দ আদি ।
 লীলাধামে প্রবেশিল করিয়া সমাধি ॥
 শিবানন্দ সূর্য্যানন্দ মাধব ভারতী ।
 জ্ঞানানন্দ প্রেমানন্দ যোগী শরৎধনী ॥

সুদেব সুন্দরানন্দ হরি বাচস্পতি ।
 রামানন্দ শ্যামানন্দ শিবানন্দ যতি ॥
 বীরেশ্বর সুরেশ্বর সুদেব গঙ্গর ।
 শঙ্কুনাথ উমানাথ বাণী কানীশ্বর ॥
 নারায়ণ দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর ।
 তারকব্রহ্ম সনাতন স্বামী যজ্ঞেশ্বর ॥
 সরস্বতী গিরি পুরী ভারতীর গণ ।
 অসংখ্য সম্যাসী-ভক্ত না হয় গণন ॥
 প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ যত সাধু ছিল ।
 মাধবে প্রণাম করি লীলা প্রবেশিল ॥
 পরস্পর মহানন্দে ছিল সর্বদা ॥
 তাহা পরিহরি ক্রমে করিল গমন ॥
 জলচর ত্যজি যেন ক্ষুদ্র জাশয় ।
 বরিষার জলে ভাসি সিন্ধু হয় ॥
 সেই মত উপযুক্ত পাত্র যত ছিল ।
 অতল আনন্দ-সিন্ধু মাঝে প্রবেশিল ॥
 যে যে ভাবে করেছিল যোগ আচরণ ।
 নরের অবোধ্য, তাহা করিতে বর্ণন ॥
 যেরূপে হয়েছে সৃষ্টি বিপরীতে লয় ।
 করিয়া চলিল সবে পূর্ব নিজালয় ॥
 ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্রোয় শব্দে করি লয় ।
 স্থূল সূক্ষ্ম কারণ করিল শব্দময় ॥
 প্রকাশ স্বরূপ দেহ অব্যক্ত হইল ।
 নদীর সলিল যেন সাগরে মিশিল ॥
 তবে জ্ঞানসিন্ধু করি লীলা সম্বরণ ।
 মার্গশীর্ষ সংক্রমে হইল অদর্শন ॥
 অগ্ন্যাগ্ন্য ঋসী যত ঋষি সঙ্গে ছিল ।
 মলিন বদনে ধীর সমীরে চলিল ॥
 তথা বৃক্ষমূলে বসি যোগ আচরিল ।
 দেহাত্মা জীবাত্মা আত্মা মিলিত করিল ॥
 তৈজস রাজস আর তামসাতঙ্কার ।
 মহত্ত্ব লয় করি কৈল একাকার ॥
 ঘটাকাশ মহাকাশ ভিন্ন কভু নয় ।
 ঘট ভগ্ন হৈলে আর দৈত নাহি রয় ॥
 অন্তর হইতে বিশ্ব অন্তর করিয়া ।
 অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম প্রবেশিল গিয়া ॥

পূর্বে যাহা ছিল, পরে তাহাই হইল ।
 জলবিদ্যুগণ যেন জলেতে মিশিল ॥
 ভাগ্যবান ভাগ্যধর আদেশ পাইয়া ।
 সম্মীকে গোলোকে গেল সমাধি করিয়া ।
 মোহহং নিগুণ ভাব বিলুপ্ত করিয়া ।
 পরা চিহ্নতির ভাবে প্রবেশিল গিয়া ॥
 কর্মী-জ্ঞানী-যোগী-ধ্যানী আর যারা ছিল ।
 মাধবের কৃপাবলে কৃতার্থ হইল ॥
 ব্রন্দাবনবাসী যত সাধক সৃজন ।
 কেহবা রহিল কেহ করিল গমন ॥
 এইরূপে ক্র.ম সবে প্রশ্নান করিল ।
 রাধামাধবের মাত্র সেবক রহিল ॥
 শোক মোহে তাহাদের বিষম বদন ।
 নয়নেতে বারিধারা বহে অনুক্ষণ ॥
 গুরুত্রয় শাসীবৃন্দ আর ভক্তগণ ।
 একসঙ্গে ছিল সবে আনন্দে মগন ॥
 দিবা নিশি হরিকথা নামসঙ্কীর্তন ।
 ভাবাবেশে প্রেমরসে আত্ম বিস্মরণ ॥
 তাহা ছাড়ি হরিধামে করিল গমন ।
 সুখময় হৈল সুখময় ব্রন্দাবন ॥
 শৃঙ্গমূল তরুতল কালিন্দীর কূল ।
 হরিয়া হইল সবে মহা শঙ্কাকূল ॥
 তাহাদের রূপ গুণ যশঃ কীর্তি স্মরি ।
 বকেরা কান্দে শোকে হাহাকার করি ।
 হো দেখি পদ্মাবতী অধৈর্য্য হইল ।
 স্নেহভরে সকাতরে কান্দিতে লাগিল ॥
 শ্রাসীগণে ভক্তবৃন্দে করিয়া স্মরণ ।
 বিরহে বিলাপ করি করেন রোদন ॥
 নেত্রনীরে বক্ষঃ ভাসে নহে সঙ্গরণ ।
 বর্ষাকালে মেঘ যেন বর্ষে অনুক্ষণ ॥
 জয়দেব বিধিমতে যত বুঝাইল ।
 শোকানলে যেন তাহা আছতি পড়িল ॥
 আক্ষেপ করিয়া দেবী কান্দে নিরন্তর ।
 কাতরা দেখিয়া কবি হইল কাতর ॥
 সুবিজ্ঞ পণ্ডিত সাধু পরম গুস্তার ।
 গুরুগণে জ্যোতি চিত্ত হইল অস্থির ॥

তবে কবি মনে মনে ভাবিতে লাগিল ।
 কর্ষণকারিণী শক্তি স্মরণ হইল ॥
 দেবীরে কহিল কর ধৈর্য্যাবলম্বন ।
 এখনি আনিব সবে করি আকর্ষণ ॥

ঋষিগণের পুনরাগমন ।

এত বলি মনঃ প্রাণ সংযম করিল ।
 আকর্ষণী মন্ত্র জপি ডাকিতে লাগিল ॥
 কোথা প্রভু ঋষিরূপী ব্রহ্মসনাতন ।
 কৃপা করি পূর্বরূপে দেহ দরশন ॥
 সাজোপাঙ্গে পুনঃ এথা করি আগমন ।
 সহরে সবার কর তাপ নিবারণ ॥
 এইরূপে সবাচারে করি আকর্ষণ ।
 ধ্যানাবিষ্ট হইয়া রহিল কতক্ষণ ॥
 জয়তীর্থ দয়ানিধি আর শ্রাসীগণ ।
 গণ সহ গণপতি হইল উচাটন ॥
 ডাকিতেছে জয়দেব অন্তরে জানিল ।
 প্রত্যাষে আসিয়া পুনঃ প্রকট হইল ॥
 হেরিয়া সেবকগণ সন্তোষ হইল ।
 পূর্ববৎ সবাচার সংহতি মিলিল ॥
 পদ্মাবতী দেখি অতি আশ্চর্য্য মানিল ।
 ভূমে পড়ি দণ্ডবৎ প্রণতি করিল ॥
 দুই মুখ দেখি গুরু সন্তোষ হইল ।
 মন্তকে অর্পিয়া হস্ত আশীষ করিল ॥
 তদন্তরে মুহূর্ত্তরে কহিতে লাগিল ।
 যাহা শুনি সকল সন্তাপ দূরে গেল ॥
 কেন মাতা রোদন করিছ অকারণ ।
 সর্ব্বতত্ত্ব জানি তুমি হৈলে বিস্মরণ ॥
 নিত্য হৈতে লীলাধামে করি আকর্ষণ ।
 কেনবা আনিলে পুনঃ কোন প্রয়োজন ॥
 অন্তর চৈতন্য-তত্ত্ব কোথা হারাইলে ।
 দৈতভাবে শোক মোহে তাপিতা হইলে ॥
 তর্জ্ঞানে সমাধান করিতে নারিলে ।
 দেহ চিত্ত করি চিত্ত মলিন করিলে ॥
 স্বতঃসিদ্ধ আত্মা যদি স্মরণ ভাবে রয় ।
 আধার আধেয় তাতে ভিন্ন নাহি হয় ॥

দেহী হয়ে নষ্ট স্মৃতি হইলে চৈতন্য ।
 আবদ্ধ সংসারী রূপে হয় প্রতিপন্ন ॥
 প্রকৃতি পোষণ করে স্থখের লাগিয়া ।
 ব্যবহার করে তার বিষয় লইয়া ॥
 আমি এই দেহ বলি হয় অভিমান ।
 তাহাতে উদ্ভব হয় কার্য্যময়ী জ্ঞান ॥
 সমা দৃষ্টি অভাবে বিষয়া উপজয় ।
 সেই ভাবে মনঃ বুদ্ধি বিমোহিত হয় ॥
 বিষয়ীণী বুদ্ধিতে প্রসবে রাগ দ্বেষ ।
 অন্তরে বাহিরে তাতে উঠে পঞ্চ ক্রেশ ॥
 স্বাভাবিকী দেহধর্ম্ম তাহা আমি জানি ।
 তোমাতে সম্ভব হবে ইহা নাহি মানি ॥
 লক্ষ্মীস্বরূপিণী তুমি ভুবনপাবনী ।
 তোমার মুকুতা তবে, হেতু কিবা শুনি ॥
 এত শুনি পদ্মাবতী লজ্জিতা হইয়া ।
 কহিতে লাগিল কিছু বিনয় করিয়া ॥
 শুন প্রভু ঋষিরাজ মম নিবেদন ।
 তোমরা এ সমস্তাপের উদ্ভব কারণ ॥
 আমি দৌহে ছাড়ি সবে হৈলে অদর্শন ।
 সেই শোক কৃষ্ণলীলা হৈল উদ্দীপন ॥
 সেবারসে গোপীগণে বঞ্চিত করিয়া ।
 গোপীকান্ত মথুরায় গেলেন চলিয়া ॥
 রসিকশেখর আর পরম-করণ ।
 অব্যক্ত পুরুষে রাখি এই দুই গুণ ॥
 পুনশ্চ আসিব বলি প্রতারণা করি ।
 অমূল্য কিঙ্করীগণে গেল পরিহারি ॥
 যঁার রূপে কোটী কন্দর্পের মন হয়ে ।
 আপনি মোহিত হৈল গিয়া ধামান্তরে ॥
 অবলা সরলা বালা গোপীগণ তায় ।
 বিরহ-সাগরে ভাসে কুল নাহি পায় ॥
 বিচ্ছেদ বাড়বানলে তাপিতা হইয়া ।
 সবে ছিল আশাপথে নেত্র পসারিয়া ॥
 ভাবিতে আমার মনে সে ভাব উঠিল ॥
 রাধার অন্তর-দশা অন্তরে জাগিল ॥
 সেই ভাবাবেশে আত্মস্মৃতি হারাইয়া ।
 কান্দিয়াছি নিরন্তর অধৈর্য্য হইয়া ॥

ঋষিগণ আইল পুনঃ হৈল কলরব ।
 তাহা শুনি পূর্ব্বেভাব হইল উদ্ভব ॥
 এত বলি পদ্মাবতী নীরব হইল ।
 সন্তোষ হইয়া সবে ধন্যবাদ দিল ॥
 ঋষিবর পূর্ব্বাপর ইহা সব জানে ।
 তথাপি প্রকাশি জানাইল সর্ব্বজনে ॥
 তবে জ্ঞানসিন্ধু বলে আমি জানি সার ।
 মিষ্টান্ন পক্কান্ন ভোগ নাহি হয় আর ॥
 আমাদের লাগি যত আনিত সন্দেশ ।
 অর্দ্ধেক খাইয়া তার করিতেন শেষ ॥
 পূর্ব্ববৎ ভালরূপে খাইতে না পায় ।
 অতএব কান্দিয়াছে পেটের জ্বালায় ॥
 জয়দেব তাহা কিছু বুঝিতে নারিল ।
 অনর্থক আমি সবে ভুলোকে আনিল ॥
 দেবী বলে নিত্যধাম হইতে আইলে ।
 সন্দেশ মিঠাই কিছু বান্ধিয়া আনিলে ॥
 কি কি দ্রব্য আনিয়াছ করহ অর্পণ ।
 খাইয়া উদর জ্বালা করি নিবারণ ॥
 ঋষি কহে মনোহরা রেখেছি তুলিয়া ।
 মকর সংক্রমে তাহা খাবে তথা গিয়া ॥
 তথাকার দ্রব্য এথা আনা নাহি যায় ।
 খাইতে উৎকণ্ঠা যার তথা গিয়া খায় ॥
 এইরূপে নানা কথা করি আলাপন ।
 মহানন্দে করিলেন প্রসাদ ভোজন ॥
 তবে বৃন্দাবনলীলা করি আন্দোলন ।
 ভাবাবেশে করিলেন নামসঙ্কীর্তন ॥
 “জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন ।
 ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ ॥
 কেশীঘাট বংশীবট নিকুঞ্জ-কানন ।
 রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি-গোবর্দ্ধন ॥
 শ্রীরাসমণ্ডল জয় কালীয় দমন ।
 যুগল বিলাস স্থান চব্বিশ কানন ॥
 নিধুবনে নিত্যলীলা সহ গোপীগণ ।
 তুলসীগুঞ্জরী সেবে যুগল চরণ ॥”

সাধুগণের পুনর্গমন ।

জয়দেবে দেখি যেনে সন্ন্যাসী সকল ।
 আশ্রমে যেনি যেন বিরুদ্ধ-মণ্ডল ॥
 নিত্যতত্ত্ব লীলাতত্ত্ব কহিতে লাগিল ।
 আশ্বাদ করিয়া সবে আনন্দে রহিল ॥
 সিদ্ধজ্ঞান আমি যেন পুলকিত উঠিল ।
 জোয়ার পর্য্যন্ত থাকি ভাটায় নামিল ॥
 যাইতে জানিলে পুনঃ আসিতেও জানে ।
 যাওয়া আসা দুই কার্য্য হয় দিব্যজ্ঞানে ॥
 অবিচ্ছিন্ন দর্পণে যথা বিশ্ব দরশন ।
 বিদ্যা মায়াবলে তথা সাধু আনয়ন ॥
 মাধবে প্রণমি সবে বিদায় হইল ।
 যেরূপে যে যথা ছিল তথায় চলিল ॥
 বর্জিতকাল মাত্র করি অবস্থান ।
 অরুণ উদয় পূর্বে হৈল অন্তর্ধান ॥
 যাত্রাকালে গণপতি কৈল নিবেদন ।
 সত্বরে আইস করি লীলা সম্বরণ ॥
 শুনি কবির অতি সন্তোষ হইল ।
 বিস্তারিত চিত্তবৃত্তি সঙ্কেত করিল ॥
 তদন্তর কহে কবি পুজারি সকলে ।
 আমরা না রব আর অবনৌমণ্ডলে ॥
 দেবসিংহ মহারাজা মাধবে লইয়া ।
 যপুরে রাখিবেন যতন করিয়া ॥
 তোমরা তাঁহার সহ তথায় যাইবে ।
 ভক্তিয়োগে বিধিমতে সর্বদা সেবাবে ॥
 তোমাদের বংশে যারা জনম লইবে ।
 তাহারাও মাধবের সেবক হইবে ॥
 মাধবের ইচ্ছা ইহা কে করে খণ্ডন ।
 তাঁহার সেবায় স্থখে রবে সর্বক্ষণ ॥
 অতঃকালে নিত্যধামে গমন করিবে ।
 আমি সব সহ তথা সাক্ষাৎ হইবে ॥
 এ কথা শুনিয়া তারা কাতর হইয়া ।
 গড়া দি দিয়া কান্দে চরণে গরিয়া ॥
 তোমা বন্য আশাদের আর নাহি কেহ ।
 মাতা পিতা ঐক্য তুমি তোমার এ দেহ ॥

তোমার অগ্রেতে মোরা ত্যজিলে জীবন ।
 তার পরে যথা ইচ্ছা করিহ গমন ॥
 অন্তর কাঁপিছে শুনি দারুণ বচন ।
 সেবকে ছাড়িলে কেবা সেবিবে চরণ ॥
 অতএব এই ভিক্ষা মাগি দয়াময় ।
 সঙ্গে করি লহ সবে দিয়া পদাশ্রয় ॥
 তাহা শুনি কবির আশ্বাস করিল ।
 সম দম ভেদ মতে বহু বুঝাইল ॥
 কবি কহে ত্রিজগৎ শুনি দিয়া মন ।
 অনন্ত নামসে কৃষ্ণ ভজ অনুক্ষণ ॥
 চঞ্চল চিত্তেতে কৃষ্ণপ্রেম না সম্ভবে ।
 সঞ্চালিত ধূলা যথা বৃক্ষ না প্রসবে ॥
 স্থিরভাবে কর রাধাগোবিন্দ সেবন ।
 পরিণামে হরিধামে করিবে গমন ॥
 বর্তমানে কৃষ্ণানন্দ করি আশ্বাদন ।
 মনুলে পবিত্র কর মনুষ্য জনন ॥
 ভক্তিকল্পলতিকার প্রতি অঙ্গে ফল ।
 সর্ব শক্তি দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥
 ভক্তির বিরোধি ধর্ম অজগলন্তম ।
 দুষ্ক নাহি মিলে, মাত্র দৃঢ় সুশোভন ॥
 ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয় যজ্ঞাদিতে ভুক্তি ।
 হেন শত সহস্রের সুদুর্লভা ভুক্তি ॥

তথাহি ভক্তিসিদ্ধান্তমালিকায়াং ।

জানতঃ সুলভাশ্রুতিঃ ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ ।
 সেহং সাধন সাহচর্য হরিভক্তি সুদুর্লভা ॥
 ভক্তির প্রগাঢ় ভাব, তার নাম প্রেম ।
 সাধুগণ মধ্যে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ হেম ॥
 কামানুগা ধামানুগা নামানুগা শক্তি ।
 রাগানুগা ভাবানুগা প্রেমানুগা ভক্তি ॥
 জান যোগ ক্রিয়া তাঁর সন্তান সন্ততি ।
 ভক্তি বিনা তাহাদের নাহি অশ্রয় গতি ॥
 ভক্তি ত্যজি শুদ্ধজ্ঞান ব্যাখ্যা করে যারা ।
 সাধু মধ্যে গণ্য নহে ভক্তাধম তারা ॥
 এত বলি কৃপাদৃষ্টি সবারে করিল ।
 শান্ত দিন নিরন্তর তত্ত্ব শিক্ষা দিল ॥

মায়িক প্রপঞ্চজ্ঞান খণ্ডন করিয়া ।
 প্রসন্ন করিল চিত্ত দিব্যজ্ঞান দিয়া ॥
 সেবকদিগকে যোগে সংযোগ করিল ।
 প্রাকৃত ছাড়িয়া তারা প্রকৃত হইল ॥
 অপ্রাকৃত তনু মন হইল সবার ।
 ভূমে পড়ি পদ ধরি কৈল নমস্কার ॥
 তবে কবি নারীগণে একত্রে ডাকিয়া ।
 লীলা সম্বরণ যোগ দিল দেখাইয়া ॥
 তারা সবে দৌহাকার পদধূলি লয়ে ।
 রূঢ় ভাবে প্রবেশিল গোপীরূপ হয়ে ॥
 সখীর সঙ্গিনী হয়ে যুগল পাইল ।
 পরামৃত সেবারসে ডুবিয়া রহিল ॥

জয়দেব পদ্মাবতীর লীলা সম্বরণ ।

কবির বিভাকর যাবৎ রহিল ।
 ভারত কমল ফুটি গৌরভ ছুটিল ॥
 গুরুর আদেশে যবে প্রবর্ত হইল ।
 শাস্ত্ররসে নিরন্তর সাধিতে লাগিল ॥
 পদ্মাবতী সহ যবে হইল মিলন ।
 মধুর রসের দাস্য করিল সাধন ॥
 ক্ষেত্রে যবে জগন্নাথে করিল দর্শন ।
 মাদুর্য্যের সখ্যরস সাধিল তখন ॥
 শ্রীরাধামাধবে যবে করিল সেবন ।
 মধুর বাৎসল্য তবে করিল সাধন ॥
 ব্রন্দাবনে আসি যবে বসতি করিল ।
 মধুরে মধুর রস সমাপ্ত হইল ॥
 সহস্রতলের মাঝে নিত্যব্রন্দাবন ।
 প্রতি দলে দলে লীলা হয় অনুক্ষণ ॥
 সাধনানুসারে ফল সাধকের ফলে ।
 সিদ্ধ হৈলে সেবা পায় গিয়া সেই দলে ॥
 শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর ।
 পরে পরে সেবারস হয় স্নমধুর ॥
 এই রসে কৃষ্ণ হয় পূর্ণতমাখ্যান ।
 রসিকশেখর স্বয়ং রসসুর্ভিমান ॥

কর্ণিকায় স্থিতি মদা বয়স কিশোর ।
 উভয়ের প্রেমরসে উভয়ে বিভোর ॥
 সখীগণ এক বর্ণ বয়ঃ রূপ বেশ ।
 সর্বদা মিলন, নাহি বিরহের লেশ ॥
 সহজ বালিকা, আখ্যা মুগ্ধরী সবার ।
 সহজ বচন সব সহজ আচার ॥
 সহজ মানুষ তথা ব্রজেন্দ্রকুমার ।
 সহজ রসেতে করে সর্বদা বিহার ॥
 এক দিন একামনে বসি কবিরায় ।
 ধ্যানে প্রবেশিল দৌহে সহজ-লীলার ॥
 দেহ স্মৃতি হারা হইয়া প্রেমমানন্দে ছিল ।
 তিন দিন পরে পুনঃ চেতন হইল ॥
 প্রেমাবেশে তনু মনঃ করে টলমল ।
 পুনঃ দরশন আশে অন্তর বিকল ॥
 স্নানাদি করিয়া দৌহে প্রসাদ পাইল ।
 দেখিয়া সেবকগণ সন্তোষ হইল ॥
 তাহাদের সহ কবি আনন্দিত মনে ।
 শ্রীহরিকীর্তন কৈল মাধব অঙ্গনে ॥
 এইরূপে নামানন্দে দিনকত ছিল ।
 মকরসংক্রান্তি কাল আসিয়া মিলিল ॥
 নিশি শেষে দুই জনে মজ্জণা করিয়া ।
 রাধামাধবের কুঞ্জে প্রবেশিল গিয়া ॥
 মায়াময় ধরাধাম ত্যজি যোগবলে ।
 কেন্দুলী-পঙ্কজরবি গেলা অন্তাচলে ॥
 দ্রিয়া শূণ্য প্রেমযোগে ত্রময় হইল ।
 যুগলে যুগলরূপে প্রবেশ করিল ॥
 স চতৎ আনন্দময় রসের আধার ।
 রাধাকৃষ্ণসেবারস সর্বস্বত্ব সার ॥
 সখীর সঙ্গিনী হয়ে যুথোতে মিলিল ।
 ডাব প্রেম রসানন্দে ডুবিয়া রহিল ॥
 জয় জয় ধনি করে দেবদেবীগণ ।
 শূণ্য হৈতে করে তবে পুষ্প বরিষণ ॥
 চুন্দুতির বাত করি গন্ধকর সকল ।
 অঙ্গরী কিমরী গায় নেত্রে বহে জল ॥
 বিনা মেখে শূণ্য হৈল শব্দ খোরতর ।
 প্রভা শূণ্য গীতবর্ণ উঠে দিনাকর ॥

কবির প্রভাকর কর সম্বরিল ।
ভারত নলিনী-মুখ মলিন হইল ॥
কেন্দুলী অচল মাঝে প্রকাশ হইয়া ।
বৃন্দাবন লোকালোকে লুকাইল গিয়া ॥
তিরোভাব কথা অতি দুঃখের কারণ ।
অন্তর বিদার হয় করিতে বর্ণন ॥

এ কথার আদি অন্ত সম্যক্ না জানি ।
কোনরূপে মাত্র তাঁর চরিত্র বাখানি ॥
সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া লীলা করিলাম শেষ ।
বিস্তার হইবে ক্রমে ইহার বিশেষ ॥
শ্রীরাধামাধব পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
বর্ণিল অপরটাদ জয়দেবাখ্যান ॥

ইতি শ্রীজয়দেবের নিত্যধামে গমন নাম চতুর্বিংশতি সোপান ।

পঞ্চবিংশতি সোপান ।

জয়দেব বিরহে ভক্তগণের বিলাপ ।

যৎ কর্মভির্যত্বেতস্মা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।

সর্বং মন্তুক্তিযোগেন মন্তুক্তো লভতেঃ প্রসম ॥

জয় জয় জয়দেব মাধুশিরোমণি ।
সর্বলোক হিতকারী প্রেমরত্নখনি ॥
চতুর্বিংশ ভদ্রে চতুর্বিংশতি সোপান ।
পঞ্চবিংশে মূল ভদ্রে হৈল সমাধান ॥
পঞ্চবিংশে সমতলে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।
তত্পরি গোলোকে শ্রীশ্বেতদ্বীপ নাম ॥
তার মধ্যে লীলাধাম নিত্যবৃন্দাবন ।
নিজ গণ সহ তথা করিল গমন ॥
কৃষ্ণ কার্য্য হেতু সবে জগতে আইল ।
উৎকণ্ঠা হইল শেষে রহিতে নারিল ॥
কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি যবে আকর্ষণ কৈল ।
জগতের কার্য্য আর ভাল না লাগিল ॥
কৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আছে স্বাভাবিকী বল ।
আকর্ষিয়া ভক্তগণে করয়ে চঞ্চল ॥
সিদ্ধ ভক্ত হৈলে হয় উৎকণ্ঠা উৎকট ।
অগ্রে প্রাপ্তি হয় শেষে হয় অপ্রকট ॥
গণ সহ জয়দেব অদৃশ্য হইল ।
বৃন্দাবনে হাহাকার শব্দ যে উঠিল ॥
বিলাপ করিয়া কান্দে নর নারীগণ ।
পশু পক্ষীগণ কান্দে মলিন বদন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বিরহে যথা ব্রজবাসীগণ ।
জয়দেবে না দেখিয়া হইল তেমন ॥

মাধু সঙ্গে মহানন্দে সকলেতে ছিল ।
একবারে নিরানন্দ সাগরে ডুবিল ॥
পূজারী গেবক আদি শেষে যারা ছিল ।
অস্থির হইয়া শোকে কান্দিতে লাগিল ॥
কোথা কবিচূড়ামণি ভক্তিরত্নখনি ।
গণ সহ কোথা গেলে ছাড়িয়া অবনী ॥
তোম বিনা দশদিক্ দেখি অন্ধকার ।
দয়া করি দরশন দেহ একবার ॥
কোথা মাতা লক্ষ্মীরূপা বাচস্পতিমুতা ।
সর্বশক্তি সমন্বিতা সর্বগুণযুতা ॥
কঙ্কতিকা দর্পণ সিন্দূর অভরণ ।
কুটিরে রাখিয়া কোথা করেছ গমন ॥
এইরূপে দিবা নিশি ব্যাকুল অন্তর ।
সবারে স্মরিয়া সবে কান্দে নিঃস্তর ॥
কে কাহারে বুঝাইবে সকলে কাতর ।
জলহীন যেন মীন করে ধড়ফড় ॥

জয়পুরাধিপতির বৃন্দাবনে

আগমন ও বিলাপ ।

দূতগণ-মুখে বার্তা শুনি নরবর ।
সপার্ষদে বৃন্দাবনে আইল সত্বর ॥

শত শত সাধু মধ্যে নাহি এক জন ।
চতুর্দিক শূণ্যকার দেখিয়া রাজন ॥
সহজে পণ্ডিত-সাধু পরম গভীর ।
তথাপি কান্দয়ে শোকে হইয়া অধীর ॥
কোথা দেব জয়দেব কোথা পদ্মাবতী ।
ঋষিগণ গ্রাসীগণ কোথা গণপতি ॥
কিণ্ডপ্রায় হয়ে রাজা করে অবেষণ ।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন ॥
ভৃত্যগণে ধরে তাঁরে ধরিতে না পারে ।
মহা আর্তনাদ করি কান্দে উঠেঃধরে ॥
কতক্ষণ পরে শোক করি সম্বরণ ।
পুজারির মুখে শুনে সব বিবরণ ॥
তিন দিন নরবর তথায় রহিল ।
বিরহে কাতর সদা শান্তি না পাইল ॥
তদন্তরে সবে মিলি মন্ত্রণা করিয়া ।
চলিলেন জয়পুরে বিগ্রহ লইয়া ॥
মাধবের পরিচর্যা-কার্য্যে যারা ছিল ।
সে সব ব্রাহ্মণগণে লইয়া চলিল ॥
কত দিনে নিজ ধামে করিল গমন ।
হেরিয়া সন্তোষ হৈল পুরবাসীগণ ॥
জয়দেব তিরোধান করিয়া শ্রবণ ।
মহানন্দে নিরানন্দ বিষাদিত মন ॥
শ্রীরাধামাধবে দিব্য মন্দিরে রাখিল ।
রাজোচিত সেবা সবে করিতে লাগিল ॥
অতাপিও জয়পুরে আছে বর্তমান ।
দরশন করে যারা মহা ভাগ্যবান ॥
গন্ধ মালা পুষ্প ফল দেয় কত জন ।
স্তব পাঠ করে কেহ করে সঙ্কীর্তন ॥
উৎকল আনন্দসিদ্ধু সবার অন্তরে ।
বিনা দরশনে কেহ রহিতে না পারে ॥
সদানন্দ সদানন্দে সদা ভজে যারে ।
সদানন্দময় হৈল পেয়ে সবে তাঁরে ॥
রাজ-পরিবার আর পরিকরগণ ।
ত্রিস্রক্যা তথায় গিয়া করে দরশন ॥
পূর্বভাগ্যে মহারাজে প্রসন্ন হইল ।
রাজা তাঁর পদে মন প্রাণ সমর্পিল ॥

প্রীতি পেয়ে শ্রীমাধব তথায় রহিল ।
প্রতি দিন মহোৎসব হইতে লাগিল ॥

গদাধরাদির প্রতি জয়দেবের স্বপ্নাদেশ ।

এখানেতে জয়দেব কেন্দুলীনগরে ।
নিশাকালে স্বপ্নে কহে রাম গদাধরে ॥
শুক্রাষ্টমী পোয়া উত্তরায়ণ সংক্রমে ।
গণ সহ গমন করেছি নিত্যধামে ॥
গুরুগণ গ্রাসীগণ আর ভক্তগণ ।
চিন্ময়ধামেতে সবে করেছে গমন ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু না হয় খণ্ডন ।
বিস্তারিয়া লীলা পুনঃ করে সম্বরণ ॥
লাভালাভ জয়াজয় কিছু নাহি তাঁর ।
বালকের ন্যায় করে স্বেচ্ছায় বিহার ॥
অনন্ত অপার রূপে হইয়া বিস্তার ।
ক্রীড়া করে স্বানুভাবে দ্বৈত নাহি তাঁর ॥
প্রতি দেহ করি নিজ ইচ্ছায় প্রকাশ ।
কার্য্য অস্ত্রে করে পুনঃ ইচ্ছায় বিনাশ ॥
আমি তুমি আর অণু তাঁহার প্রকাশ ।
এই এক জ্ঞানে থাক করিয়া বিশ্বাস ॥
শোক মোহ সন্তাপে না হইয়া মগন ।
কর সেই ভবতরুমূল অবেষণ ॥
পল্লবাদি ছিন্ন হয় ধরিয়া টানিলে ।
স্কন্দ ধরি না টানিলে মূল নাহি মিলে ॥
আত্মবোধ বিনা অন্য পথ নাহি আর ।
শাস্ত্র লয়ে সদা কর তত্ত্বের বিচার ॥
সেবা কার্য্যে থাক সবে হয়ে সাবধান ।
পরিণামে হরিনামে হবে সমাধান ॥
এত বলি জয়দেব অন্তর্দান হৈল ।
স্বপ্ন দেখি গদাধর উঠিয়া বসিল ॥
জড়প্রায় হৈল অঙ্গ কাঁপে থরথর ।
রসনা হইল শুক কাতর অন্তর ॥
মুখে নাহি সরে বাণী নেত্রে বারিধারা ।
দরিদ্র হইল যেন সঙ্কিতার্থ হারা ॥

জয়দেব পদ্মাবতী ।

গণে কহে তব রামনারায়ণ ।
 দেখিলাম হেন স্বপ্ন কুলক্ষণ ॥
 পরে কহে কথা মলিন বদন ।
 কোন প্রভু কিবা লীলা সম্বরণ ॥
 একি সর্বনাশ কি দণ্ডাঘাটল ।
 সবে রাধি সবে লীলা সম্বরিল ॥
 যত তত্ত্ব কথা আদেশ করিল ।
 লি কার দোহে চিন্তিত হইল ॥
 যোগবলে দেখে গদাধর ।
 লয়ে নিত্যধামে গেছে কবির ॥
 বতী পণ্ডিত আদি শাস্ত্রীগণ ।
 বন মাঝে আর নাহি এক জন ॥
 য কেণাঘাট করে নিরীক্ষণ ।
 বান বনবাসী পশু পক্ষীগণ ॥
 কর মুখে বার্তা শুনিয়া রাজন ।
 হইয়া দেশে করেছে গমন ॥
 র মন্দিরে রাধামাধব রহিল ।
 মর মত সব লীলা ফুরাইল ॥
 আলয়ে কৈলে মাধব গমন ।
 জীবন বন করেছে প্লাবন ॥
 একে দুই জন করি দরশন ।
 দয়া আকুল শোকে হৈল অচেতন ॥
 ত পাইয়া কাঁপে অস্থির অন্তর ।
 ধরি উচ্চঃসবে ডাকে গদাধর ॥
 খা দাদা জয়দেব কোথা পদ্মাবতি ।
 খা ভাই শান্তমতি রায় গণপতি ॥
 আশা ছিল এথা হবে আগমন ।
 ক হইয়া সদা সেবিব চরণ ॥
 ন দোষে সে আশায় করিলে নৈরাশ ।
 যয় হৈল মোর কেন্দুলীর বাস ॥
 যা বনা নশ দিক্ দেখি অন্ধকার ।
 করি লয়ে যাহ নিকটে ভোমার ॥
 হাল প্রাণ গম করিয়া পালিলে ।
 কি দোহে ভাহ আমারে ছাড়িলে ।
 া প্রাণ খায়রাজ কোথা শাস্ত্রীগণ ।
 রে বকিয়া কোথা করিলে গমন ॥

ক্রন্দনের ধ্বনি শুনি পুরবাগীগণ ।
 চকিত হইয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
 জয়দেব তিরোভাব করিয়া প্রবণ ।
 ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে ক্রন্দন ॥
 গদাধর-পত্নী কান্দে আর হরিদাস ।
 ভক্তগণ কান্দে শোকে করিয়া হুতাশ ॥
 আত্মীয় স্বজন কান্দে মহা আর্তি করি ।
 নারীগণে কান্দে গৃহে রূপ গুণ স্মরি ॥
 শিষ্যগণ ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় ।
 গ্রামবাসী কান্দে আসি করে হায় হায় ॥
 চারিদিকে বিলাপিয়া কান্দে সর্বজন ।
 ভর্তৃহরি বিয়োগে যেমত প্রজাগণ ॥
 ক্রমে ক্রমে এই কথা প্রচার হইল ।
 কাতর হইয়া লোকে দেখিতে আইল ॥
 যে আইসে সেই কান্দে হইয়া অস্থির ।
 সম্বরিতে নারে শোক নেত্রে বহে নীর ॥
 পাণ্ডব প্রস্থানে যেন হস্তিনার গণ ।
 সেইমত সকলেতে করয়ে রোদন ॥
 বুঝাইলে নাহি বুঝে আগু বর্গগণ ।
 শোকানলে দগ্ধ সদা স্থির নহে মন ॥
 কতশত লোক তথা আসিয়া মিলিল ।
 যুক্তি করি ত্রীহরিকীর্তন আরম্ভিল ॥
 শাস্ত্রপাঠ হরিকথা আর সঙ্কীর্তন ।
 দিবা নিশি করি কৈল শোকাপনোদন ॥
 একাদশ দিনে কৈল প্রসাদ অর্পণ ।
 কতশত রাজা প্রজা করিল ভোজন ॥
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু ভাট ব্রহ্মচারী ।
 অশ্বদানী অন্ধ খঞ্জ অসীরাতি নারী ॥
 অভ্যাগত রবাহত দীনহীনগণ ।
 অদারিদ্র্য করি দিল সবাকারে ধন ॥
 প্রতি শিষ্য এক এক দিন ভোগ দিল ।
 ভক্তগণে গ্রাম্যজনে প্রসাদ পাইল ॥
 এইরূপে কত দিন উৎসব হইল ।
 পরে যথাবিধিমনে কার্য সমাপিল ॥
 গণ সহ জয়দেব উৎসবে আইল ।
 কেহ না দেখিল কেহ দেখিতে না পাইল ॥

অগ্নাপিও সেই লীলা করে কবিরায় ।
যারে দেখা দেয় সেই দেখিবারে পায় ॥
অপ্রকটে কেন্দুলীতে আছে কবির ।
প্রেমিক ভক্তের হয় নয়ন-গোচর ॥
ভক্তিভাবে এই কথা করিলে শ্রবণ ।
পদ্মাবতী জয়দেবে পাবে দরশন ॥

সর্বলোকের জয়দেব দর্শন ।

মকরসংক্রান্তি দিনে স্থান করিবারে ।
আইসে অনেক লোক কেন্দুলীনগরে ॥
অসংখ্য সাধুর তথা হৈল আগমন ।
প্রতি স্থানে আরম্ভ করিল সঙ্কীর্্তন ॥
চারি সম্প্রদায় সাধু একত্রে মিলিয়া ।
মহা মহোৎসব করে নাচিয়া গাইয়া ॥
যে আসি প্রবেশে তথা প্রসাদ লাগিল ।
দিকা নিশি ভক্ত সঙ্গে স্থখে নাচে গায় ॥
অন্য ঘোকে করে স্থখে দর্শন শ্রবণ ।
কত আইসে কত যায় না হয় গণন ॥
হেনকালে দৈববশে দুর্দশা ঘটিল ।
ঘোর শব্দে মেঘ আসি অন্ধকার কৈল ॥
প্রবল বাটিকা তার সহযোগী হৈল ।
মন্দ মন্দ জলধারা পড়িতে লাগিল ॥
প্রান্তরের মাঝে মহা বিপদে পড়িয়া ।
জয়দেবে ডাকে সবে কাতর হইয়া ॥
কোথা প্রভু জয়দেব সাধু-শিরোমণি ।
প্রাণ যায় রক্ষা কর আসিয়া আপনি ॥
এ বিপদে যদি নাহি দেহ দরশন ।
আর কেহ এথা না আসিবে কদাচন ॥
ভীত হয়ে এইরূপে ডাকিতে লাগিল ।
ভকতবৎসল কবি সদয় হইল ॥
আজ্ঞানুলম্বিত বাহু দীর্ঘ কলেবর ।
তপ্ত-কাকনের ন্যায় মুক্তি মনোহর ॥
কুণ্ডিত কুন্তল পীতবাস পরিধান ।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ প্রসন্ন বয়ান ॥
উচ্চঃস্বরে হরিবোল বলিতে বলিতে ।
সবার নিকটে আইল নাচিতে নাচিতে ॥

অক্ষয় নয়নে প্রেমধারা বরিষণ ।
ভাবাবেশে টলমল না চলে চরণ ॥
উর্দ্ধবাহু করি মাত্র হরিবোল বলে ।
সেইযোগে যোগ দিল আসিয়া সকলে ॥
মধ্যে কবির চারিদিকে ভক্তগণ ।
হরিবোল হরিবোল বলে সর্বজন ॥
মুদঙ্গ মন্দিরা বাজে সিন্ধা করতাল ।
গগণ ভেদিয়া ধ্বনি উঠিল বিশাল ॥
নাচিয়া নাচিয়া স্থখে করিয়া কীর্্তন ।
ভাবাবেশে বিমোহিত হৈল সর্বজন ॥
বায়ুবেগে ঘনঘটা সরিয়া চলিল ।
আন্ধার ঘুটিল রবি প্রকাশ হৈল ॥
এইরূপে স্তব্ধতা করিয়া নিবারণ ।
মধ্যস্থল হৈতে কবি হইল দর্শন ॥
কতক্ষণে ভক্তগণে করয়ে মেহার ।
অধো উর্দ্ধে দুই নাই দেখে শূণ্যকার ॥
করে পেয়ে হারাইয়া অমূল্য রতন ।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে সব ভক্তগণ ॥
দেখিয়াও কেহ তাঁরে চিনিতে নারিল ।
অবশেষে অনুতাপ করিতে লাগিল ॥
পরস্পর জনরব ক্রমেতে হইল ।
তথাকার ধূলি সবে সর্বাঙ্গে মাখিল ॥
যাঁহার উদ্দেশে লোকে তথা এসেছিল ।
তাঁর পদরজঃ পেয়ে কৃতার্থ হইল ॥
ভাবে দেহ টলমল করিতে লাগিল ।
মহানন্দে পঞ্চ দিন তথায় রহিল ॥
অহর্নিশি হরিলীলা কীর্্তন করিল ।
নানাক্রম্য ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইল ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণে ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া ।
সধবা কুমারীগণে অর্চনা করিয়া ॥
বিশেষর মহাদেবে করিয়া প্রণতি ।
সকলে চলিয়া গেল আপন বসতি ॥
জয়দেব কৃপাদৃষ্টি সবারে করিল ।
অচলা হইয়া ভক্তি হবয়ে রহিল ॥
ব্রহ্মপুত্র পারিপাট্য হয়েছে যাহার ।
এহ দেহ ধরি করে খেছায় বিহার ॥

অন্য বর্ষে করিলেন যে সকল লীলা ।
 শুনিছে মানব কিবা দ্রব হয় শীলা ॥
 পাশে পাশে অজ্ঞে সমতে আনিয়া ।
 ত্রিতাপ করিল নাশ দিব্যজ্ঞান দিয়া ॥
 ইন্দ্রেচ্ছা যাহারে করিবে আকর্ষণ ।
 সে সকল লীলা সেই করিবে বর্ণন ॥
 জয়দেব-কথায়ুত সাধুগণে দিয়া ।
 কর পাতি রহিলাম প্রমাদ লাগিয়া ॥
 ভক্তদূরে উপাখ্যান হৈল সমাপন ।
 এবে কিছু করি তাঁর মহিমা বর্ণন ॥

শ্রীজয়দেব পদ্মাবতীর মাহাত্ম্য বর্ণন ।

গুরুত্ব পরতত্ত্ব কিছুই না জানি ।
 চৈতন্যের ইচ্ছা যাহা তাহা সত্য মানি ॥
 গুরুরূপে তুলি মোরে প্রথম সোপানে ।
 আজ্ঞা করিলেন গ্রন্থ রচনা কারণে ॥
 তাঁহার চরণপদ্ম করি অনুধ্যান ।
 রচিলাম পদ্মাবতী জয়দেবাব্যয়ান ॥
 নিত্য এই লীলা যেই স্মরণ করিবে ।
 তনু বুদ্ধি অহঙ্কার নির্মল হইবে ॥
 দলে স্থলে রণে বনে আর রিপুস্থানে ।
 যগি বায়ু অস্ত্র কিম্বা রাজসমিধানে ॥
 বিপদে পড়িয়া যেন করিবে স্মরণ ।
 সকল সঙ্কট তার হইবে মোচন ॥
 দরশন লাগি যার উৎকর্ষা হইবে ।
 স্বপ্নযোগে দৌহাকারে দেখিতে পাইবে ॥
 যোড়োশোপচার দ্রব্য দিয়া যথাক্রমে ।
 পৌষী-মকর উত্তরায়ণ সংক্রমে ॥
 পদ্মাবতী জয়দেবে পূজা যে করিবে ।
 ধন পুত্র অ যু যশঃ মহজ্ঞ বাড়িবে ॥
 বালকে করিলে পূজা বিভালাভ হবে ।
 কবিত্ব রচনা-শক্তি অন্তরে ক্ষুরিবে ॥
 বালিকা পূজিলে পাবে মনোমোহন বর ।
 শশুর শাশুড়ী আর পাবে ভাল ঘর ॥

পুত্র কন্যা ধন জন বাড়িবে ঙ্গাহার ।
 সদা স্তবে রবে হবে যশের বিস্তার ॥
 যুবক যুবতী যদি পূজে ভক্তিভাবে ।
 মনের বাঞ্ছিত ফল অনায়াসে পাবে ॥
 বুদ্ধেরা করিলে পূজা ভক্তিফল পায় ।
 সর্বপাপে মুক্ত হয়ে মোক্ষধামে যায় ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বা ইতর ।
 অধিকারী ভেদে ফল লাভ করে নর ॥
 প্রত্যহ যে পূজা করে হইয়া তৎপর ।
 তার প্রতি প্রসন্ন হয়েন গোপেশ্বর ॥
 এক দিন জয়দেব সস্ত্রীক হইয়া ।
 গোপেশ্বরে পূজা করে বিল্বদল দিয়া ॥
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি করিয়া অর্পণ ।
 ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দে করে শিবের স্তবন ॥
 শিবাষ্টক পড়ি দৌহে আবিষ্ট হইল ।
 প্রসন্ন হইয়া শিব দরশন দিল ॥
 দেখি দৌহে শীঘ্র উঠি চরণে পড়িল ।
 গদগদ স্বরে বহু বিনয় করিল ॥
 শিব বলে জয়দেব দিলাম এ বর ।
 আমার সমান তুমি হবে শক্তিধর ॥
 জগন্মাতা যে তোমারে করিবে পূজন ।
 মনোমোহন ফল লাভ করিবে সে জন ॥
 তোমাতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন ।
 তব প্রিয় হৈলে পাবে মম দরশন ॥
 কেশীবাটে কর তুমি শ্রীহরিকীর্তন ।
 শুনিয়া আমার হয় দ্রবীভূত মন ॥
 ছদ্মবেশে তব সঙ্গে নৃত্য করি আমি ।
 ভাবাবেশে থাক তাহা নাহি জান তুমি ॥
 দেখিয়া তোমার নৃত্য কীর্তন বিলাস ।
 আমার অন্তরে হয় পরম উল্লাস ॥
 তোমাবে চিনিবে হেন সাধ্য আছে কার ।
 কিছু শ্বেবে ব্যক্ত হবে চরিত্র তোমার ॥
 এত বলি অন্তর্দান হৈল গোপেশ্বর ।
 পদ্মা মহাবাসায় আইল কবির ॥
 প্রসন্ন হইয়া বর গিলেন শঙ্কর ।
 যে তাঁরে পূজিবে তবে ধন্য সেই নর ॥

নিত্য একাঞ্জলি জল যে করে অর্পণ ।
যমযান্তমারী পাত্র না হয় সে জন ॥
গন্ধ পুষ্প দিয়া নিত্য যে করে অর্চন ।
মহীতলে স্বর্গবাসী হয় সেই জন ॥
যে কালে-যে ফল হয় যে করে অর্পণ ।
উত্তম ভোগের দ্রব্য পায় সেই জন ॥
তার আচরিত ধর্ম যে করে যাজন ।
রসিক ভক্তের মধ্যে গণ্য সেই জন ॥
ভক্তিভাবে জয়দেবে করিলে স্তবন ।
বোধশক্তি জন্মে হয় অবিদ্যা খণ্ডন ॥
যেখানে দৌহার নাম উচ্চারণ হয় ।
দৈবগীড়া অমঙ্গল তথা নাহি রয় ॥
গণ সঙ্গে এ প্রসঙ্গে থাকে যেই জন ।
স্বধামার লীলা তাঁর করে আসাদন ॥
শুদ্ধ যশঃ ইক্ষুরস পীয়ে ক্ষণেক্ষণ ।
ভুবনের বন্দনীয় তাঁহার চরণ ॥

জয়দেবস্ত্র ধ্যানং যথা—

দক্ষৈ গণপতিশ্চৈব সবে্য পদ্মা-
বতীস্তুথা । পুরতঃ ভক্তরুন্দশ্চ
তং নমামি কবীশ্বরং ॥ নমস্তে
জয়দেবায় দিব্যজ্ঞান প্রদা-
য়িনে । প্রণতজননাথায় সর্ব-
জ্ঞায় নমোনমঃ ॥

প্রণাম মন্ত্রং যথা—

গুরুবর্গৈঃ নমস্তভ্যং শ্রীসীমন্দ্ৰৈঃ
নমোনমঃ । ভক্তভ্যশ্চ নম-
স্ত্বা দেবীভ্যশ্চ নমাম্যহং ॥

জয় জয়দেব পদ্মাবতী পরাশর ।
রামনারায়ণ গণপতি গদাধর ॥
চিদানন্দময় মূর্তি মনুষ্য আকার ।
রাধাকৃষ্ণা নৃত্যলীলা আবেশাবতার ॥

কবিচূড়ামণি সাধকের অগ্রগণ্য ।
অবতরী ভারতে ভারত কৈল ধন্য ॥
চারি সম্প্রদায় তত্ত্ব সদা যার বশ ।
ত্রিভুবনে সুবিখ্যাত সুনির্মল যশ ॥
যাঁর নামে যম কাল ভয় ভক্তি করে ।
ভক্তগণে গায় গুণ আনন্দ অন্তরে ॥
গরুড়ের নামে ভীত সর্পগণ যথা ।
জয়দেব স্মরণেতে অমঙ্গল তথা ॥
জয়দেব জয়দেব যদি জপে কেহ ।
অন্তর যুডায় হয় পুলকিত দেহ ॥
অদোষ দরশি নিত্যানন্দ পূর্ণবোধ ।
অন্তরঙ্গ সত্ত্বের অন্তর বিনোদ ॥
জয়দেব নামে হয় সর্বত্র বিজয় ।
বল সবে পদ্মাবতী জয়দেবের জয় ॥

গ্রন্থ মাহাত্ম্য বর্ণন ।

গ্রন্থাষ্টাদশ শাহস্রং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ।
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ভুতং ॥

ভূমণ্ডলে যত শাস্ত্র হয়েছে প্রচার ।
সে সকলে সামঞ্জস্য রহিল ইহার ॥
সর্বশাস্ত্র ভাব লয়ে করিয়া বিচার ।
অলঙ্কারে সাজাইয়া করি নু প্রচার ॥
পুষ্পভর নিজ হেতু না প্রসবে ফুল ।
সে মৌরভে জীবকুলে করে সমাকুল ॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি ক্রিয়া উপদেশ ভাবে ।
যার যাহা প্রয়োজন অশেষিলে পাবে ॥
আত্মসুখলাভ এই গ্রন্থের তাৎপর্য ।
আত্মবেত্তাগণের এ যোগশাস্ত্র-বর্ষ্য ॥
গুরুবুদ্ধি করিয়া যে করিবে পঠন ।
জ্ঞান বিজ্ঞানাদি লাভ করিবে সে জন ॥
অন্য ভক্তে উপদেশ যে জন করিবে ।
মহাবিদ্যা তার হৃদে প্রকাশ হইবে ॥
শ্রদ্ধা করি এ সকল কথা যে শুনিবে ।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ অবশ্য লাভিবে ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ ভারত রামায়ণ ।
শ্রবণের সম পুণ্য পাবে ভক্তগণ ॥

দায় যজ্ঞ জপ তপঃ হোম তীর্থাটন ।
 সর্ব ধর্ম ফল পাবে বশ হবে মন ॥
 দিবা নিশি এই কথা করিলে স্মরণ ।
 অবিলম্বে হবে ভববন্ধ বিমোচন ॥
 পরস্পর সাহারা করিবে আন্দোলন ।
 অচিরে তাদের হবে জ্ঞান উদ্দীপন ॥
 শ্রদ্ধা শাস্তি যাগ যজ্ঞ করিলে পঠন ।
 বৈগুণ্যজনিত দোষ হইবে খণ্ডন ॥
 বক্ষ্যা-নারী মৃতবৎসা পীড়িত যে জন ।
 তিনে তিন ফল পাবে করিলে শ্রবণ ॥
 যত্ন করি এই গ্রন্থ গৃহে যে রাখিবে ।
 অন্তরে বাহিরে তার শাস্তি বিরাজিবে ॥
 গুরুজ্ঞানে গ্রন্থ পূজা করিবে যে জন ।
 অচিরে তাহার হবে অভীষ্ট পূরণ ॥
 ভূমে কিম্বা একাগনে না করি স্থাপন ।
 উচ্চাগনে রাখি গ্রন্থ করিবে পঠন ॥
 শ্রবণাদি কালে অগ্নি জলনা করিলে ।
 গ্রন্থের তাৎপর্য জ্ঞান কভু নাহি মিলে ॥
 তাচ্ছল্য করিলে বা করিলে উপহাস ।
 চিরকাল দুঃখ পাবে হবে সর্বনাশ ॥
 চাতুরি করিয়া গ্রন্থ করিলে হরণ ।
 মনস্তাপ পাবে হবে অকালে মরণ ॥
 হিংসা দ্বেষ নিন্দা ভ্যাজি করিলে শ্রবণ ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, ব্যাসের বচন ॥
 নিত্য যেই ভক্তিভাবে করিবে কীর্তন ।
 তার প্রতি প্রসন্ন হইবে নারায়ণ ॥
 প্রতি পদে পূর্ণায়ুত রস আশ্বাদন ।
 করিয়া আনন্দ পাবে যুড়াবে জীবন ॥
 গাইবে গাওয়াবে যেবা করিবে শ্রবণ ।
 ধন পুত্র যশঃ পাবে শুদ্ধ হবে মন ॥

শ্রোতা বক্তা শ্রবকর্তা এই তিন জন ।
 এ আশ্রাদ ছাড়িতে নারিবে কদাচন ॥
 ইহা বলি গুরু কহে শুন কৃষ্ণদাস ।
 এখন বুঝিলে তুমি কাহার প্রকাশ ॥
 শিষ্য কহে প্রভু মোর হয়েছ স্মরণ ।
 ভুলিয়া ছিলাম অন্তরাত্মা সনাতন ॥
 তোমার প্রসাদে মহা মোহ দূরে গেল ॥
 আত্মতত্ত্ব জ্ঞান চিত্তে প্রকাশ হইল ॥
 এত বলি গুরুপদে প্রণাম করিয়া ।
 কাতরে করুণাময়ে কহিল ডাকিয়া ॥
 কে তুমি দেহের মাঝে পুরুষরতন ।
 প্রকৃতির অন্তরালে কর বিচরণ ॥
 অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্যক্ত আত্মা সনাতন ।
 সর্বময় সর্ব অগোচর নিরঞ্জন ॥
 অজ্ঞানে অভয়-পদ হয়ে বিশ্বরণ ।
 পতিত হয়েছি, প্রভু পতিতপাবন ॥
 অবিদ্যা মোহিনী মায়া করি সংহরণ ।
 নিজত্ত্বে কৃপা করি দেহ দরশন ॥
 ইহা বলি ভক্তিভাবে ধ্যানস্থ হইল ।
 জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপ দেখিতে পাইল ॥
 শ্রীরাধামাধব পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
 জয় শব্দে পূর্ণ কৈল জয়দেবাখ্যান ॥
 অষ্টাদশ একত্রিংশ শকঃ নিরূপিত ।
 ত্রয়োদশ শত ষোড়শাদে বিরচিত ॥
 বিখ্যাত শীতলাদেবী করিছে বিরাজ ।
 বসন্তাদি রোগের প্রসিদ্ধ কবিরাজ ॥
 কলিকাতা উত্তরাংশে চিৎপুর গ্রাম ।
 চক্রবর্তী উপাধি অধরটাদ নাম ॥
 পদ্মাবতী জয়দেবে নমস্কার করি ।
 সবিনয়ে বলে সবে বল হরি হরি ॥

যদ্বৎ স্ববালমুকোত্তো পিত্রা প্রীতিরবাপ্যতে ।

তদ্বৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং প্রীয়তামত্র জপ্পিতে ॥

ইতি শ্রীসনাতন-গোস্বামীকৃত প্রেমভক্তিধর্মসংগ্রহে রসিকভক্তোপখ্যানে
 শ্রীজয়দেব পদ্মাবতী-চরিত্র বর্ণন নাম পঞ্চবিংশতি সোপান

